দেবী ও দানবী।

নিবেদন

দেবী ও দানবী কোন ইংরাজী উপন্যাসের ছায়া লইয়া লিখিত-সম্পূর্ণ অনুবাদ নহে। এই ছায়াকে কল্পনা সাহায্যে বিস্তারিত করিয়া পাঠকগণের চিত্তরঞ্জনার্থ যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি—কৃতকার্য্য হইয়াছি, এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে সহৃদয় পাঠকগণ এ ক্ষুদ্র লেখকের প্রথম প্রয়াস কৃপানেত্রে দর্শন করিবেন, ইহাই ভরসা।

আমার সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য ও সুলেখক শ্রীযুক্ত যামিনীচন্দ্র ঘোষ এই পুস্তক প্রণয়নে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের উৎসাহ না পাইলে আমি এ অসমসাহসিকতার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতাম না। বালীনিবাসী আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীযুক্ত ?.?কুমার দাস মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়াছেন ও স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়া আমাকে অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট আমি চিরঋণী রহিলাম।

রাখী পূর্ণিমা।
নাড়ুগ্রাম, বর্দ্ধমান,
৭ই ভাদ্র, মঙ্গলবার,
১৩২২ সাল।

বিনীত—
গ্রন্থকার।

প্রকাশকের নিবেদন।

অনেকটা চেষ্টা সত্ত্বেও স্থানে স্থানে ছাপার ভুল রহিয়া গেল। তজ্জন্য আমিই দায়ী।

প্রকাশক

সংসার মরুভূমে

যাঁহার কৃপাবারি পাইয়া

এ হতভাগ্যের জীবনরক্ষা হইয়াছিল—

যাঁহার অসীম দয়ায় এ হীন লেখক আজ লেখনি

ধরিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই নিষ্ঠাবান—পরোপকারী—

দানশীল—আদর্শচরিত্র—পুণ্যশ্লোক—নরদেবতা পরমারাধ্য পরম পূজনীয়

শ্রীল শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাতুল মহাশয়ের শ্রীচরণ কমলে এই অকিঞ্চিৎকর পুস্তকখানি

আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত **উৎসর্গীকৃত** হইল।

ইহা তুচ্ছাদপি তুচ্ছ হইলেও তাঁহার স্নেহনেত্রে

অনাদৃত হইবে না, ইহাই

একমাত্র ভরসা।
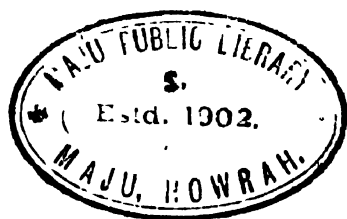
দেবী ও দানবী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রবিবার। উপাসনার্থে অনেকে ট্রিবারউইথ নামক স্থানের একটী ছোট সুন্দর গির্জ্জায় উপস্থিত হইয়াছে। গির্জ্জার এক স্থানে একটী যুবাপুরুষ অর্গ্যান বাজাইয়া সমবেত জনমণ্ডলীর আনন্দ উৎপাদন করিতেছে। যুবা সুপুরুষ, বয়স ২৫।২৬ বৎসর। মুখাবয়ব অতি সুশ্রী, ললাট সুপ্রশস্ত, মস্তক কুঞ্চিত কেশজালে পূর্ণ, যৌবনের সকল সৌন্দর্য্যই দেহে সুপ্রকাশিত, যুবকের নাম এলড্রেড ব্যারেণষ্টো। প্রাতঃকালীন উপাসনা শেষ হইল; সকলে যুবার প্রশংসা করিতে করিতে গির্জ্জা পরিত্যাগ করিয়া একে একে, দুয়ে দুয়ে, দলে দলে চলিয়া গেল। গির্জ্জা নির্জ্জন হইল।

যুবকের কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, আপন মনেই বাজাইতে লাগিল; এক্ষণে গির্জ্জা নির্জ্জন পাই[illegible] [illegible] স্বর চড়াইয়া দিল; স্বভাবসিদ্ধ-ক্ষমতা-সম্পন্ন-অঙ্গুলি সঞ্চালনে বাদ্যযন্ত্র সজীব হইয়া উঠিল—স্বর পরদায় পরদায়

উঠিল—উদারা মুদারা ছাড়িয়া তারায় পৌঁছিল। সে স্বরলহরী, সে রাগিণী মনুষ্যের করুণ কণ্ঠের ন্যায়, বালবিধবার দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া গির্জ্জায় লুটাইতে লাগিল। করুণ আরাবে গির্জ্জা প্লাবিত হইল।

সেই গির্জ্জার অপর এক প্রান্তে স্তম্ভের অন্তরালে একটী যুবতী উপাসনার্থে নতজানু হইয়া উপবিষ্ট। এই দিন—এই মুহূর্ত্ত—সমস্ত জীবনের মধ্যে যুবতীর একটী পবিত্রক্ষণ। সঙ্গীত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যুবতী প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় তথায় স্থির হইয়া রহিল। তখনও অর্গ্যানের সুমধুর ধ্বনি গির্জ্জা প্রাঙ্গনে ঝঙ্কৃত হইতেছিল; তখনও সেই বাদকের হৃদয়ের রুদ্ধ যন্ত্রণা সঙ্গীত তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়া শূন্যে বিলীন হইতেছিল। যে আকুল কল্পনা সে এত দিন ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে নাই, যে তীব্র অভিলাষ প্রকাশ করিতে সাহসী হয় নাই, যে অদম্য আশা এতদিন হৃদয়ে নিরুদ্ধ ছিল, যে প্রবল অশান্ত দুরাকাজ্ক্ষ ভালবাসা ধ্বংশ হৃদয়ের অতি গভীর প্রদেশে লুকায়িত ছিল, সেই কল্পনা—সেই অভিলাষ—সেই আশা—সেই ভালবাসা অনেক দিনের পর আজ যন্ত্রের সাহায্যে তানলয়স্বরে ব্যক্ত করিয়া যুবক আরাম বোধ করিল—শান্তি পাইল। সঙ্গে সঙ্গে অর্গানও নিস্তব্ধ হইল।

যুবক একটী বালিকাকে ভালবাসিত, সে জানিত যে, বালিকাকে সে জীবনে কখনও পাইবে না, তবু ভালবাসিত। তবুও সে রমণীমূর্ত্তি হৃদয়ের অতি নির্জ্জন স্থানে বসাইয়া প্রত্যেক শোণিতবিন্দু দিয়া সে মূর্ত্তির পূজা করিত। এই নির্জ্জন পবিত্র স্থানে মঙ্গলময় ঈশ্বরের নিকট মনে মনে বালিকার মঙ্গল প্রার্থনা করিল এবং যাহাতে দিনান্তে একটীবার করিয়া বালিকার সহিত সাক্ষাৎলাভ হয়, তাহার জন্য ভগবানের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিল।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্রমে বেলা অধিক হইতেছে দেখিয়া যুবক দণ্ডায়মান হইল এবং গির্জ্জা হইতে বাহির হইবার সময় সেই রমণীমূর্ত্তি তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। রমণীও তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। যুবক আর অগ্রসর হইতে পারিল না। বিস্মিত—ভীত হইয়া সেই স্থানেই হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। সম্মুখে শত বজ্রাঘাত হইলেও যুবক এত ভীত হইত না, শত শত ফণিনী ফণা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান হইলেও এত বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইত না। যুবকের মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল, তাহার বাক্‌স্ফুর্ত্তি হইল না। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

যুবতীও উঠিল। যুবককে চিনিতে পারিয়া তাহারও মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া গেল, কিন্তু যুবকের ন্যায় ভীত হইল না। কেবল বিস্ময়ের—আশ্চর্য্যের—আগ্রহের চিহ্ন তাহার মুখের উপর ভাসিতে লাগিল। যুবতী স্থির অকম্পিত স্বরে ডাকিল, "এলড্রেড!" যুবকের চৈতন্য হইলে রুদ্ধ ও ভগ্ন স্বরে বলিল, "তুমি? ডোলা, তুমি?" যুবতী তাহার দিকে অগ্রসর হইল এবং একটু হাসিয়া বলিল, "চক্ষুকে অবিশ্বাস করিবার কারণ কি এলড্রেড? হ্যাঁ, সত্যই আমি; কয়েক দিন হইল ট্রিবারউইকে আসিয়াছি। কিন্তু এলড্রেড তোমাকে এ স্থানে এবং জীবিত অবস্থায় দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছি।"

যুবক নিস্তব্ধ। তাহার হৃদয়ে যে গভীর দুশ্চিন্তার—যে ভাবী অমঙ্গলের তরঙ্গ উঠিতেছিল, তাহার দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

যুবতীর নাম ডোলা ডি বারনিয়ার। ইনি একজন ফরাসী রমণী। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে অষ্ট্রীয়ারাজ্যের রাজধানী ভিয়েনা নগরে এই যুবকের সহিত শেষ সাক্ষাৎ হয়। যুবতী তখন সুন্দরী বিধবা বালিকা। বিবাহিত জীবনের ক্ষুদ্র এক বৎসর পরেই বালিকা বিধবা হইয়াছিল। এক্ষণে

আর বালিকা নয়—সুন্দরী—মায়াবিনী রমণী। এলড্রেড আর তাহার দিকে চাহিতে পারিল না, দৃষ্টি অবনত করিল ও অস্ফুটস্বরে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

যুবতী হাসিয়া বলিল—"এলড্রেড তুমি বোধ হয় আমাকে এ স্থানে দেখিয়া সুখী হইতে পার নাই।"

যুবক নিরুত্তর—যুবতীর বাক্য তাহার শ্রুতিগোচর হইল না। যুবতী যুবকের আন্তরিক কষ্ট বুঝিতে পারিয়া একটু আনন্দ অনুভব করিল; কিন্তু মনে মনে তাহার রূপের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। এখনও সেই রূপ—সেই উজ্জ্বল চক্ষু—সেই সুপ্রশস্ত ললাট—সেই কুঞ্চিত কেশ। এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরেও সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। এই প্রবাসেও তাহার আনন্দের—শান্তির বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই। যুবতী আবার ডাকিল, "এলড্রেড, প্রিয়তম।"

যুবতীর বাক্যে এলড্রেডের জ্ঞান হইল; বলিল, "কি ডোলা?"

"তুমি বোধ হয় আমাকে এ স্থানে দেখিয়া সুখী হইতে পার নাই?"

"এ প্রশ্নের উত্তর আমার দিবার প্রয়োজন নাই। তোমাকে দেখিয়া সুখী হওয়া কতদূর সম্ভব তা তুমি বেশ জান। এ জীবনে তোমার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু জানিতে পারি কি তুমি কি জন্য আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছ? কি জন্য তুমি আবার আমার জীবনের পথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ? আমার এত অনিষ্ট করিয়াও কি সুখী হও নাই? আমার সর্ব্বনাশ করিয়া, আমায় পথের ভিখারি করিয়াও কি তোমার দুষ্ট অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই—সর্ব্বনাশী, রাক্ষসী—"

ডোলা বাধা দিয়া বলিল—"চুপ কর এলড্রেড, বিস্মৃত হইও না যে

আমরা এখন পবিত্র স্থানে উপস্থিত। পবিত্র স্থানের সম্মান নষ্ট করিবা প্রয়াস পাইও না।"

এলড্রেড এরূপ হঠাৎ উত্তেজনায় একটু লজ্জিত হইল এবং আৰ বিস্মৃতির জন্য একটু দুঃখিতও হইল।

ডোলা পুনরায় বলিল—"শুন এলড্রেড, যদি তোমার কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা হইলে সময় ও স্থান নির্দ্দেশ কর, যে স্থানে তোমার সহিত আমার স্বাধীন ভাবে কথাবার্ত্তা হইতে পারে। আমারও অনেক কথা বলিবার আছে। এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরে আমারও হৃদয়ে অনেক কাহিনী সঞ্চিত হইয়াছে। এলড্রেড, প্রিয়তম, সে সমস্ত কথা, হৃদয়ের সে ব্যথা তোমার নিকট ব্যক্ত না করিলে হৃদয়ের ভার লাঘব হইবে না।"

যুবতীর প্রণয় সম্ভাষণে এলড্রেড বড়ই বিরক্ত হইল—তাহার কর্ণে যেন লৌহ-শলাকা বিদ্ধ হইল।

ডোলা পুনরায় বলিতে লাগিল—"এলড্রেড, আমরা বৃদ্ধ ডিউকের দুর্গে বাস করিতেছি—আমরা এখন তাঁহার গৃহে অতিথি।"

এলড্রেড চমকিত হইল। তাহার মুখমণ্ডল অধিকতর ম্লানভাব ধারণ করিল এবং আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আমরা? তুমি আর কে?"

"আমি ও আমার ভ্রাতা ফাঁসোয়া। আমার ভ্রাতা তোমাকে এ স্থানে দেখিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইবে। আর আমার একটা কথা বলিবার আছে—তুমি যেরূপ সরল ও উদার, আশা করি এ স্থলেও সেইরূপ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। এখানে যাহাতে আমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি মৈত্রিভাব প্রদর্শন করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করা আমাদের উচিত। পূর্ব্বঘটনা স্মরণ করিয়া শত্রুতা প্রদর্শন করা এখ আমাদের কর্ত্তব্য নহে।"

এলড্রেড সে কথার কোন উত্তর দিল না। বলিল—"অদ্য বৈকালে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। কিন্তু একটা কথা, তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, আমাদের এ সাক্ষাৎ তোমার ভ্রাতার নিকট প্রকাশ করিবে না। আমি এখানে আছি ও অর্গ্যানবাদকের কার্য্য করিতেছি—এ কথা এখন, অন্ততঃ অদ্যকার দিনের জন্য, প্রকাশ করিবে না।"

"আমার প্রতিজ্ঞায় তোমার বিশ্বাস হইবে কেন?"

"তোমার কার্য্য তুমি করিও—আমার কার্য্য আমি করিব।"

"তা হইলে অদ্য বৈকালে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে?"

"দেখা করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ঐ সর্ত্তে।"

ডোলা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল, পরে বলিল, "বেশ তাহাই হইবে: তবে কোথায় ও কখন তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে?"

এলড্রেড চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি সমুদ্রের তীরে থাকিব, তুমি ৩টার সময় তথায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। দেখিও যেন প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয়।"

ডোলা সহাস্যে বলিল—"যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি, তাহা হইলে আমার শাস্তি কি?"

"তোমায় শাস্তি দিবার অধিকারী আমি নই। পূর্ব্বের ন্যায় আমি নিজেই এখন তোমার হাতে। আমার এই মিনতি তুমি আমার কথা—আমার জীবনের গোপন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।"

"বেশ তাহাই হইবে। আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিব। তবে এখন আমি আর দেরি করিব না।" যুবতী প্রস্থান করিল।

যুবক গির্জ্জার দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। যতক্ষণ নজর চলে যুবতীকে দেখিতে লাগিল। যখন দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, তখন যুবক একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রতীরস্থ একটী পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইল।

এই স্থানটী তাহার বড় আদরের। অধিকাংশ সময়ই যুবক এই স্থানে অতিবাহিত করিত। যুবক ঐ পাহাড়ের একটী উচ্চ স্থানে উপবিষ্ট হইল। সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র, যত দূর দৃষ্টি চলে কেবল দিগন্তব্যাপী নীলাম্বুরাশি ধু—ধু করিতেছে। যুবকের সে দিকে দৃষ্টি নাই, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিতে ছিল না। তাহার হৃদয় এখন ডোলার চিন্তায় পূর্ণ। যুবকের চিন্তার আদি নাই, অন্ত নাই, কেবল রাশি রাশি স্তূপাকার চিন্তা!

যুবক মনে মনে বলিল, "ডোলা এ স্থানে আসিবে, এ স্বপ্নের অগোচর। যে পিশাচীর জন্য—যে রাক্ষসীর জন্য আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া—আমার জীবনের সুখস্বচ্ছন্দ বলিদান দিয়া—এ নির্জ্জন স্থানে বাস করিতেছি, এ স্থানেও সে আবার আমার জীবনের পথে আসিয়া উপস্থিত হইল! এ স্থানে আসিয়া একটু শান্তি পাইতেছিলাম—তাহাও সর্ব্বনাশীর প্রাণে সহ্য হইল না—এ ক্ষুদ্র সুখটুকুতে তাহার শ্যেনদৃষ্টি পড়িল! আর এ স্থানে থাকা উচিত নহে, যত শীঘ্র পারি এ স্থান ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।" তৎপরে যুবক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া টি্বারউইথ দুর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল সেই দুর্গ সেইরূপ ভাবেই দণ্ডায়মান। সেই দুর্গ-মধ্যস্থ ডিউকের কন্যা টি্ভালগার কথা মনে পড়িল, তাহার অনিন্দ্য সুন্দর মুখ, তাঁহার সেই সরল হৃদয়, তাহার সেই সুকণ্ঠ একে একে মনে উদিত হইল। এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া যুবক বড়ই কাতর হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ডোলার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এলড্রেড আর ইহজগতে নাই। তাই সে এতদিন নিশ্চেষ্ট ছিল—তাই যুবককে নির্য্যাতন করিতে না পাইয়া বড়ই হতাশ হইয়াছিল—তাই তাহার প্রতিহিংসা পিপাসা এতদিন হৃদয়ে গুপ্তভাবে নিহিত ছিল। কিন্তু আজ পাঁচ বৎসর পরে তাহাকে জীবিত দেখিয়া ফরাসী রমণীর হৃদয়ে প্রতিহিংসার ভীষণ অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, "তুমি সুখী হইবে তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না; তুমি জগতের লোকের নিকট পদদলিত হইবে—ঘৃণিত হইবে—ধুলার অপেক্ষাও নীচ দেহ বহন করিবে—জগৎময় হাহাকার করিয়া বেড়াইবে—চোখের জলে সমুদ্র সৃষ্টি করিবে—দীর্ঘশ্বাসে জগৎ উত্তপ্ত করিবে; তবে আমার শাস্তি হইবে—তবে আমার তৃপ্তি হইবে—তবে আমার অপমানের প্রতিশোধ হইবে। এলড্রেড, মনের কোণেও স্থান দিও না যে, তুমি টি বারউইথ দুর্গের ছায়ায় শীতল হইবে—অর্গ্যান-বাদকের ছদ্মবেশে নিজেকে লুক্কায়িত রাখিবে, তা পারিবে না। যতদিন ডোলা জীবিত থাকিবে—যতদিন বিন্দুমাত্র শোণিত ডোলার শরীরে বর্ত্তমান থাকিবে—ততদিন সে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রতিহিংসার ভীষণ অনল লইয়া ধাবিত হইবে; তোমার শান্তির আগার, তোমার সুখের আগার সেই আগুনে দাউ দাউ করিয়া জ্বালাইয়া দিবে। সেই আগুনে

তুমি ভস্মীভূত হইবে, সে হাসিতে হাসিতে তাহাই দেখিবে, তখন বুঝিবে প্রেম-প্রত্যাখ্যাতা দলিতা ফণিনী কত ভয়ঙ্করী।" পাপিনী ডোলা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইল।

দুর্গে ডিউক ও তাঁহার অভ্যাগত ব্যক্তিবৃন্দের ভোজনের ডাক পড়িল। ডোলাও সেই সময়ে উপস্থিত হইল।

ডিউক। আপনার বিলম্ব হইল দেখিয়া আমরা বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলাম।

ডোলা। আমার কি বড় বেশী বিলম্ব হইয়াছে? গির্জ্জায় অর্গ্যানের বাদ্য শুনিয়া এত মোহিত হইয়াছিলাম যে, তখন সময়ের দিকে আদৌ লক্ষ্য ছিল না।

ডিউক। বাস্তবিক এলড্রেডের অর্গ্যান বাদ্য শুনিয়া এইরূপই হয় বটে। এই কারণে আমি এলড্রেডকে বড় ভালবাসি। এরূপ অর্গ্যান-বাদক পাওয়া একটা গৌরবের বিষয়, কি বল ভালগা?

বালিকার পুরা নাম টি ভালগা—ডিউকের একমাত্র কন্যা। ভালগা নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তাহার আর সন্দেহ কি? ঐ জন্য আমরা সকলেই তাহাকে ভালবাসি।" বালিকার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল।

বালিকার এইরূপ ভাব দেখিয়া ডোলার মনে উদয় হইল, যদি ভালগা এলড্রেডকে ভালবাসে? যদি কেন, নিশ্চয় ভালবাসে। এলড্রেডও বালিকাকে ভালবাসে, নচেৎ সে কি জন্য এ নির্জ্জন স্থানে এরূপ দীনভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছে। তৎপরে প্রকাশ্যে ডিউককে বলিল, "বাস্তবিক এরূপ একজন গুণবান লোক পাওয়া বড়ই আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। উহাকে কিরূপে পাওয়া গেল?"

বৃদ্ধ ডিউক গর্ব্বিতভাবে বলিলেন, "আমাদের অর্গ্যানবাদকের মৃত্যুর পর ঐ পদপ্রার্থীর জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিই। সেই বিজ্ঞাপনের উত্তরে অনেকে আবেদন করিয়াছিল, শেষে এলড্রেডের আবেদনই মঞ্জুর করি।"

"উনি কতদিন এখানে আসিয়াছেন?"

"প্রায় তিন বৎসর হইল, তখন সবেমাত্র আমি ডিউকের পদ প্রাপ্ত হইয়াছি।"

বৃদ্ধ কিরূপে ডিউকের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা ডোলার অজ্ঞাত ছিল না। ভূতপূর্ব্ব ডিউকের তিনটী পুত্র ছিল, প্রথম দুইটী পুত্র দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে নিহত হয়, অপর পুত্রটীর সম্বন্ধে এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, কোন কারণে সে অপমানিত হওয়ায় জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তখন এই বৃদ্ধ লণ্ডন সহরে রাজনৈতিক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় লণ্ডন সহরে অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার একমাত্র মাতৃহীন কন্যাটী নিজ বাটী টি্ভালগাঁ পল্লীতে থাকিত। পরলোকগত বৃদ্ধ ডিউকের অন্য উত্তরাধিকারী না থাকায় জ্ঞাতিসম্পর্ক বলিয়া ৫০ বৎসর বয়সে অনারেবল হ্যারল্ড টি্বোর্ণ টি্বারউইথের ডিউক হইলেন। কিছুদিন পরে কার্য্যদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ মন্ত্রীর পদও প্রাপ্ত হইলেন।

ইতিমধ্যে ভোজনাদি সমাপন হইলে ডোলা ফ্রাঁসোয়ার কাণে কাণে কি বলিয়া উপরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফ্রাঁসোয়াও তাহার ভগ্নীর গৃহে গমন করিয়া দেখিল, ডোলা বাহিরে যাইবার পোষাক পরিধান করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহিনীর ন্যায় ইতস্তত পদচালনা করিতেছে।

ফ্রাঁসোয়া নিম্নস্বরে বলিল, "ডোলা, এ কি সম্ভব যে, এলড্রেড এখনও জীবিত আছে—এখনও নরকে যায় নাই!

ডোলার মুখ গম্ভীর হইল ; উত্তেজিত স্বরে বলিল, "না, এখনও নরকে যায় নাই ; এখনও সে সশরীরে বর্ত্তমান আছে—এখনও সে পৃথিবীতে নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছে ; এ কল্পনা নয় ফ্ঁাসোয়া—এ ধ্রুব, সত্য। আমি তাহাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি—তাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়াছি তাহার অর্গ্যানের বাদ্য শুনিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, কিছুক্ষণের জন্য আমার প্রাণে ধর্ম্মভাব উদিত হইয়াছিল। আমি নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কি প্রার্থনা করিয়াছিলাম তাহা আমার স্মরণ নাই, কিন্তু প্রার্থনা করিয়াছিলাম। প্রার্থনা করিয়া উঠিয়া দেখি সম্মুখে এলড্রেড। হীনবেশ তত্রাচ সেইরূপ সুন্দর—সেইরূপ গর্ব্বিত।"

"সে ব্যক্তি যে এলড্রেড নয়, এরূপ কোন ভুল বিশ্বাস জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করে নাই ?"

"না তাহা করে নাই। আমরা দেখিয়াই পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিলাম, সে এখন গির্জ্জায় অর্গ্যানবাদকরূপেই পরিচিত ; তাহার নাম এখন এলড্রেড ব্যারেণষ্টো। যে সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করে কোন মতে তাহাতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করে—অথচ শান্তির অভাব নাই।"

"এলড্রেড এখানে আসিয়া শান্তিতে অবস্থান করিবে ভাবিয়াছে! হতভাগ্য—নির্ব্বোধ—মূর্খ!"

ডোলা বাধা দিয়া বলিল, "না ফ্ঁাসোয়া, সে নির্ব্বোধ নহে সে বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিয়াছে। বোধ হয় তুমি বিস্মৃত হও নাই যে, বর্ত্তমান ডিউকের পুত্র সন্তান নাই। লেডি ট্রিভালগার স্বামীই পরে ডিউকের পদ প্রাপ্ত হইবে।"

"আমি তোমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।"

"বুঝিতে পার নাই ? লেডি ট্রিভালগার স্বামী কে হইবে জান ?"

"কে? এলড্রেড?"

"হ্যাঁ, এলড্রেড।"

"কি হতভাগ্য এলড্রেড ভালগার পতিত্ব গ্রহণ করিবে? না, তাহা হইবে না, তাহা হইলে মূর্খ অচিরাৎ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিবে।"

"তাহা জানি। কিন্তু তুমি ভালগাকে প্রেমে ডুবিয়ে রাখিবার চেষ্টা কর। সে বালিকাকে কৃত্রিম ভালবাসায় পূর্ণ করিয়া দাও। সে যেন তোমায় ভিন্ন অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত না হয়। তাহা হইলে আমাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে।"

ফ্াঁসোয়া অপেক্ষাকৃত গর্ব্বিত ভাবে বলিল—"সে সম্বন্ধে আমাকে শিক্ষা দিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে তুমি কি এখন আমাদের সুহৃদ্বর এলড্রেডের সহিত দেখা করিতে যাইতেছ।"

ডোলা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "হাঁ।"

"আমি যদি তোমার সঙ্গে যাই, তাহা হইলে কোন বাধা আছে কি?"

"হ্যাঁ সম্পূর্ণ বাধা আছে। তাহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি, সে যে এখানে আছে এ কথা তোমার নিকট প্রকাশ না করি। এখন তাহাকে উত্তেজিত করিলে চলিবে না। তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। তোমাকে ত বলিয়াছি—আমাদিগকে অতি সাবধানে কার্য্য করিতে হইবে, নচেৎ সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইবে।"

"হ্যাঁ ঠিক বলিয়াছ ডোলা। আমাদিগকে খুব ধীরে ও সাবধানে কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু একটা কথা, তুমি যেন সে পাপাত্মার পাপ সৌন্দর্য্যে আর মুগ্ধ হইও না।"

ডোলা ফণিনীর ন্যায় গ্রীবা উত্তোলন করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলি·
"কি আবার তাহার পাপ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইব?—আবার তাহার রূপে

অনলে পতঙ্গের ন্যায় ঝম্ফ প্রদান করিব ? শোন ফ্রাঁসোয়া, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি তাহার পৃথিবীর সুখ আমি ধ্বংশ করিব—তাহার হৃদয়ে ধু—ধু আগুন জ্বালাইব—সংহারিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিব। সে যেরূপ আমার প্রেম অবহেলা করিয়াছে, পদদলিত করিয়াছে, ডোলাও সেইরূপ তাহার প্রতিহিংসার জন্য সমস্ত জলাঞ্জলী দিবে, নরকের কুক্কুরী সাজিয়া তাহার সুখের পথে—তাহার শান্তির পথে অন্তরায় হইবে ; বিধাতার সহস্র অভিশাপ অনায়াসে মস্তক পাতিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইবে না।”

উত্তেজনায় ডোলার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল। উজ্জ্বল চক্ষু অধিকতর উজ্জ্বল হইল—নাসারন্ধ্র কম্পিত হইল—ঘন ঘন নিঃশ্বাসে পিবরোন্নত বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতে লাগিল।

ফ্রাঁসোয়া অবাক হইয়া সেই কুপিতা ফণিনীর সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বাস্তবিক স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা এই অবস্থায় ডোলাকে বড় সুন্দর—বড় ভীষণ দেখায়।

ফ্রাঁসোয়া ডোলার হাত ধরিয়া বলিল, “ভগ্নি, সত্যই কি তুমি এলড্রেডকে এত ঘৃণা কর ? তোমার সেই প্রাণঢালা ভালবাসা কি এত শীঘ্র বিস্মৃত হইয়াছ ?”

ডোলা বলিল, “হাঁ ফ্রাঁসোয়া, আমি তাহাকে বড় ভাল বাসিতাম ; তাহার দাসী হইবার জন্য—তাহার পদে আত্মবিক্রয় করিবার জন্য আমি কতবার তাহাকে সাধিয়াছিলাম, কতবার তাহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়াছিলাম। হতভাগ্য মূর্খ আমার সে ভালবাসা বুঝিল না—আমার [illegible], ঘৃণায়—উপেক্ষায় পদদলিত করিয়া গর্ব্বের সহিত চলিয়া গেল। আমার সে ভালবাসা এখন ঘৃণায় পরিণত হইয়াছে, প্রতিহিংসার জলন্ত

বহ্নিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। রমণীর সে কোমল হৃদয় এখন পাষাণে পরিণত হইয়াছে। আর সে কোমলতা নাই—আর সে মধুরতা নাই—আর সে ভালবাসা নাই। আছে প্রতিহিংসা—আছে জিঘাংসা।” এই বলিয়া ডোলা দ্রুত সে গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

আজ ডোলা সুন্দর পোষাক পরিধান করিয়াছে। বহুমূল্য পরিচ্ছদে দেহখানি আবৃত করিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল। দেখিল এলড্রেড কথামত সেই সমুদ্রের উপকূলে একাকী পদচারণা করিতেছে। নিকটেই পর্ব্বত। ঢেউগুলি একে একে আসিয়া সেই পর্ব্বতগাত্রে আছাড় খাইয়া গভীর গর্জ্জনে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং সেই পর্ব্বতগাত্র-পৃষ্ঠ স্নিগ্ধ জলকণা সমূহ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সেই নির্জ্জন পর্ব্বতভূমি দিবারাত্র মুখর করিয়া রাখিয়াছে। এ স্থানটী বড় সুন্দর—বড় শান্তি-দায়ক। প্রকৃতির সহিত শান্তি যেন এক সুরে বাঁধা। এ স্থানে আসিয়া কাহারও প্রাণে শান্তি নাই। উভয়ের প্রাণে যে ঝড় উঠিতেছে, এমন মধুর স্থানের মধুর সঙ্গীত তাহা দমন করিতে অসমর্থ হইয়াছে। ডোলা ঈষৎ হাস্য করিয়া এলড্রেডের নিকটবর্ত্তী হইল। এলড্রেড অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া বলিল, “তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলে, তাই এই নির্জ্জন স্থানে আসিয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি, তোমার কি বক্তব্য আছে বল। আমি বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না।”

“আর একটু আগে যাই চল, এ স্থানে থাকিলে লোকে দেখিতে পাইবে। এ স্থানে তুমি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। সুতরাং এ নির্জ্জন স্থানে তোমার সহিত আমাকে দেখিলে লোকে নিন্দা করিবে। দুর্গস্থ সকলে জানে আমি আহারের পর বিশ্রাম করিতেছি। তোমার জন্য নিজের খ্যাতিকে কতদূর বিপদগ্রস্থ করিয়াছি বুঝিতে পারিয়াছ?”

এলড্রেড গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল—"তুমি নিজের ইচ্ছায় করিয়াছ; আমার জন্য তোমাকে কিছু করিতে হয়নি। যাহাহউক আমাদের কথা-বার্ত্তা দীর্ঘ সময় স্থায়ী না হয় এই আমার ইচ্ছা।"

"এলড্রেড তুমি কি চিরকালই আমার সহিত এরূপ রূঢ় ব্যবহার করিবে? কখনও কি আমাকে একটা মিষ্ট কথা বলিবে না? যাক্ তোমার উপর আমার জোর করিবার অধিকার নাই বা সে অধিকার রাখি নাই। তবে আমার জিজ্ঞাসা এই, কেন তুমি এরূপ দীন ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছ? কেন নিজের সুখ স্বচ্ছন্দ এরূপ নির্দ্দয় ভাবে পদদলিত করিতেছ? নিজের স্বাধিকার পরিত্যাগ করিয়া কেন এরূপ পরাধীন ভাবে অবস্থান করিতেছ?"

"এই সংবাদ জানিবার জন্য যদি এতদূর কষ্ট করিয়া আসিয়া থাক, তাহা হইলে অনায়াসে তুমি ফিরিয়া যাইতে পার।"

"না তোমাকে আমি বন্ধু ভাবেই পরামর্শ দিতে আসিয়াছি। অনেক দিন হইতে তোমার সহিত পরিচয় আছে। জানি তুমি চিরকাল সুখে লালিত, ঐশ্বর্য্যের কোমল অঙ্কে প্রতিপালিত, দুঃখ দারিদ্র্যের সহিত তোমার কখনও পরিচয় ছিল না। কিন্তু এখন তোমার দুরবস্থা দেখিয়া তোমাকে এরূপ শোচনীয় ভাবে জীবন যাপন করিতে দেখিয়া বাস্তবিকই আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া কেন দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইতেছ?"

আবেগ কণ্ঠে এলড্রেড বলিল,—"শোন ডোলা, এ আমার দারিদ্র্য নয়, এই আমার অতুল ঐশ্বর্য্য, এই আমার সুখশান্তি, এই আমার সাম্রাজ্য। আজ তোমার সহিত প্রথম সাক্ষাতের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি বেশ সুখে ছিলাম, আবার শান্তি পাইয়াছিলাম, নিজেকে প্রভূত ধনের অধীশ্বর

মনে করিয়াছিলাম। আজ তিন বৎসর এ স্থানে আসিয়াছি—এই তিন বৎসর একা নির্জ্জনে বেশ শান্তি উপভোগ করিতেছিলাম, নিজের জীবনের নির্জ্জনতা বেশ সম্ভোগ করিতেছিলাম, লোকের বিষাক্ত কোলাহল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলাম।”

যুবকের বাক্যে ডোলা সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—“এরূপ স্থানে আসিয়া এরূপ অলস ও নির্জ্জন ভাবে জীবন অতিবাহিত করা কি এত সুখের? আবার কেন নিজের সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া সুখী হও না? আত্মগোপন না করিয়া নিজের প্রকৃত পরিচয় দাও না?”

“তোমার এ কথা জিজ্ঞাসা করা সাজে না ডোলা? সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ? পুত্রহত্যা করিয়া শোকাতুরকে শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমার এ দুর্দ্দশার কারণ কে? তুমি! তুমিই আমাকে পথের ভিখারী করিয়াছ। তোমার বিশ্বাসঘাতকতায় রাজার ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া, রাজ অট্টালিকা পরিত্যাগ করিয়া আজ আমি পর্ণ কুঠীরবাসী—রাজ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুধিত কুক্কুরের ন্যায় আজ আমি পরপ্রত্যাশী—পরান্নভোজী।”

এলড্রেডের এরূপ দুঃখ কাহিনী শুনিয়া ফরাসী রমণী মনে মনে বড় আনন্দিত হইল। প্রকাশ্যে বলিল, “আবার তুমি দেশে ফিরিয়া যাও না কেন? আবার সমস্ত ফিরিয়া পাইবে। আবার অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইবে।”

“না তা হয় না। আমার উপাদান স্বতন্ত্র। অপমানিত লাঞ্ছিত জীবন বহন করা অপেক্ষা আমি দারিদ্র্যকে শতবার আলিঙ্গন করিতে

প্রস্তুত, কিন্তু তুমি অন্য ধাতুতে গঠিত, অর্থের জন্য তুমি বোধ হয় জগতের সমস্ত কলঙ্ক অনায়াসে বহন করিতে পার।"

"হ্যাঁ, তা আমি পারি। জান, অর্থবানকে জগৎ ক্ষমা করে, ধনবানের কলঙ্ক কলঙ্ক নয়, সে তার গৌরব।"

"সে প্রশংসা বাহিরের, অন্তরের নয়। যাক্ এ কথার বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। একদিন তুমি আমায় রক্ষা করিতে পারিতে, একদিন তুমি আমায় কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিতে পারিতে, একদিন তোমার একটীমাত্র কথায় আমার মান সম্ভ্রম পদমর্য্যাদা সমস্ত ফিরিয়া আসিতে পারিত, কিন্তু তখন সে দয়া প্রদর্শন কর নাই—অস্বীকার করেছিলে। তবে আজ সে ঘটনা উল্লেখ করিয়া অতীত সুখের দিনের কথা কেন স্মরণ করিয়া দাও। এখন আমি বেশ সুখে আছি—নিজের অবস্থায় বেশ সন্তুষ্ট আছি।"

"তুমি কি এইরূপ ভাবেই জীবন যাপন করিতে মনস্থ করেছ?"

"হ্যাঁ, এইরূপ ভাবেই জীবন যাপন করিতে মনস্থ করেছি। যে অন্যায় কলঙ্কে আজ আমি জগতের চক্ষে কলঙ্কিত, যে অন্যায় অপমানে আমি অকারণ অপমানিত, সে অপমান—সে কলঙ্ক যদ্যপি সত্য হইত, তাহা হইলে আমি অনায়াসে তাহা সহ্য করিতাম, কিছুই গ্রাহ্য করিতাম না, কিন্তু দোষী নই বলিয়াই ইহা আমার পক্ষে একান্ত অসহ্য।"

"কিন্তু এখন ত প্রতিবিধানের উপায় আছে।"

এলড্রেড উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তুমি ত আগেই শুনেছ আমি আমার অদৃষ্ট মনোনীত করেছি এবং যাহা একবার করেছি তাহাই স্থায়ী রাখিব জীবনে মরণে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না। যাক্, অনেক সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছে; আর বৃথা বাদানুবাদে সময় নষ্ট করিবার বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে কি?"

"এলড্রেড, আমরা কেন ট্রিবারউইথে আসিয়াছি ও কিরূপে ডিউকের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি সে কথা শুনিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইতেছে না কি?"

"সে সংবাদে আমার কোন স্বার্থ নাই, সুতরাং শুনিবার তত আবশ্যকতা বোধ করি না।

"তাহা হইলেও তোমার আগ্রহ হইতে পারে। কিন্তু এ স্থানে আসিয়া আমরা বেশ আনন্দে আছি। অবশ্য তুমি ডিউকের কন্যা লেডি ট্রিভালগাকে চেন; এ রকম সুন্দরী আমি অতি অল্পই দেখেছি। ফ্রাঁসোয়ার সহিত তাহার বেশ প্রণয় জন্মিয়াছে। বোধ হয় দুজনের শীঘ্রই বিবাহ হইবে। আতিথ্য গ্রহণে আসিয়া বোধ হয় কুটুম্বিতার সংস্থাপন হয়।"

এলড্রেড অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—"এ সকল কথা আমি শুনিতে চাহি না। তোমায় ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কথায় আমার কোন স্বার্থ নাই সে কথা শুনিবার আমি কোন আবশ্যকতা বোধ করি না। বিশেষতঃ আমি একজন নির্ব্বাসিত, সুতরাং এরূপ বড় কথা লইয়া আন্দোলন করা আমার উচিত নয়।"

"ভালগা তোমার পরিচিতা, বিশেষতঃ সুন্দরী—অবিবাহিতা বালিকা। যুবকের নিকট সুন্দরী রমণীর প্রসঙ্গ মধুর নয় কি?"

"তোমার অন্য কিছু বক্তব্য থাকে বল। নচেৎ বিদায় গ্রহণ করিতে পার।"

ডোলার হাস্য-প্রফুল্ল মুখমণ্ডল হঠাৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। সুন্দর মুখের গাম্ভীর্য্য মন্দ দেখায় না। কিন্তু ডোলা সুন্দরী হইলেও সে সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হয় না, তাহা নয়নের আনন্দদায়কও নহে; সে সৌন্দর্য্য অতি

প্রণয়। কালভুজঙ্গিনী সুন্দরী হইলেও অতি ভীষণ, সুন্দরী সৌদামিনীর পশ্চাতেও মৃত্যুবর্ষী বজ্র থাকে।

ডোলা গম্ভীর ভাবে বলিল, "এলড্রেড, এখনও আমার সব কথা বলা হয় নাই—আরও অনেক বলিবার আছে। দেখ এলড্রেড, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, অতীতের কথা লইয়া তোমাকে আর জ্বালাতন করিব না। তুমি বিশ্বাস করিবে কি না জানিনা, বাস্তবিক আমি অতীত কার্য্যের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত। তুমি আমার জন্য যে সমস্ত হারাইয়াছ, আমার একটী মাত্র কথার জন্য যে সম্মান, যে ঐশ্বর্য্য, যে পদমর্য্যাদা নষ্ট হইয়াছে, তাহা আমি আবার তোমাকে প্রত্যর্পণ করিতে চাই। এ সম্বন্ধে আমার একটু বক্তব্য আছে।"

"কি বলিবার আছে বল।"

"কি বলিবার আছে? কি বলিবার নাই বল? কোন্ অপরাধে তুমি আমায় ঘৃণা করিতেছ? কোন অপরাধে তুমি আমার পায়ে ঠেলিয়া ফেলিতেছ? পাঁচ বৎসর আগে রমণী জীবনের গর্ব্ব—অহঙ্কার—মান অভিমান সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া উপযাচিকার বেশে তোমার চরণে প্রাণ-পুষ্পাঞ্জলি দিতে গিয়াছিলাম, কেন তাহা পদদলিত করেছিলে? প্রাণ-ঢালা ভালবাসা লইয়া—হৃদয়জোড়া আকাঙ্ক্ষা লইয়া তোমার নিকট প্রেম ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম, নির্দ্দয় হইয়া কেন সে সমস্ত প্রত্যাখ্যান করেছিলে? কেন ধুলার মত সে সমস্ত দূরে নিক্ষেপ করেছিলে? আমি কি সুন্দরী নই? আমার হৃদয়ে কি প্রেম নাই? আমি কি তোমাকে সুখী করিতে পারি না? তুমি কি চাও বল, আমি তাহাই তোমাকে দিব। তুমি আমায় গ্রহণ কর; পত্নী বলিয়া চরণে স্থান দাও। তাহা হইলে আবার তোমাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিব, আবার তুমি অতুল ধনের

অধীশ্বর হইবে, আবার তুমি শান্তি পাইবে। কেবল আমায় চরণে স্থান দাও—আমাকে পত্নী বলিয়া গ্রহণ কর।"

ডোলার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, নত জানু হইয়া এলড্রেডের সম্মুখে উপবিষ্ট হইল, কম্পিত হস্তে যুবকের হস্ত ধারণ করিল এবং তৃষিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তরের প্রতিক্ষা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ সমস্ত নিস্তব্ধ। কেবল সমুদ্র-তরঙ্গ-ভঙ্গ শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ শ্রুতিগোচর হইল না। তৎপরে এলড্রেড বলিল,—"শোন ডোলা, আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তুমি আমায় তোমার ভালবাসা উপহার দিতে আসিয়াছিলে, তোমার হৃদয় দান করিতে আসিয়াছিলে, প্রতিদানে কি পাইয়াছিলে? আমার বিন্দুমাত্র ভালবাসা পাইয়াছিলে কি? আমার অনুমাত্র সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলে কি? তাই আজ আবার আমায় প্রলোভন দেখাইতে আসিয়াছ? প্রলোভনে আমায় বশ করিবে মনে করিয়াছ? কিন্তু তাহা পারিবে না। জীবনে মরণে তোমার প্রতি আমার সমান ঘৃণা থাকিবে। আমি পিশাচীর প্রণয় চাহি না, কামুকীর ভালবাসা প্রত্যাশা করি না, সর্পিনীর সৌন্দর্য্য আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। একদিন এই ঘৃণার ফলে, এই প্রত্যাখ্যানের ফলে আমি সর্ব্বস্বচ্যুত হইয়াছি, আর অদ্যকার কার্য্যের ফলে যদি আমার ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা হয়, আমাকে সমস্ত পৃথিবীময় হাহাকার করিয়া বেড়াইতে হয়, এমন কি আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়, তাহাতেও আমি দুঃখিত নহি।" এলড্রেডের কণ্ঠস্বর স্থির—গম্ভীর।

ডোলার মুখমণ্ডল গভীর নীলবর্ণ ধারণ করিল; মুখভঙ্গী বর্ণিত হইল, চক্ষুদ্বয় হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া বলিল,—"আর আমার কিছু বক্তব্য

নাই, তবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন ইহজীবনে আর আমাদের সাক্ষাৎ না হয়; এই সাক্ষাৎই যেন আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয়।” যুবতী তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। যুবতী যতক্ষণ বালুকার উপর দিয়া যাইতে লাগিল, যুবক একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, যখন দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, তখন যুবক সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া দুই হস্তে দুই চক্ষু আবৃত করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এলড্রেড কতক্ষণ এরূপ অবস্থায় ছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না। সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে তাহার চৈতন্য হইল, দেখিল জোয়ার আসিতেছে আর এ স্থানে থাকা নিরাপদ নহে। যুবক উঠিল। তখনও তাহার মস্তক ঘুরিতেছে, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। ভাবিল এখন কোথায় যাই। যদি এ সময় নিজের কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করি, তাহা হইলে এ উন্মাদ চিন্তায় আমাকে পাগল করিয়া দিবে। যুবক প্রকৃতির ঐ রম্য স্থানে বিচরণ করিয়া শান্তি পাইবার আশায় সমুদ্রের উপকূলস্থ একটী পাহাড়ের উপর উঠিল। তখনও প্রবল বেগে জোয়ার আসিতেছে, বায়ুও প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। যুবক সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু এ উন্মুক্ত স্থানে—প্রকৃতির এ রম্য প্রদেশে আসিয়াও শান্তি পাইল না। হায়! যাহার হৃদয় চিন্তা-বিষে জর্জ্জরিত, তাহার সুখ কোথায়? তাহার শান্তি কোথায়? যুবক সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিল, যত দূর দৃষ্টি যায় কেবল বিশাল নীলবর্ণ জলরাশি; তরঙ্গের পর তরঙ্গ, তার পর তরঙ্গ, বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। যুবকের হৃদয়ও সেইরূপ উদ্দাম চিন্তা তরঙ্গে উদ্বেলিত—চিন্তার পর চিন্তা—সে

চিন্তারও বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। যুবক পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ। লোহিত-বরণ-কিরণ-বিধৌত টি্বারউইথ দুর্গের বিশাল প্রাচীর দণ্ডায়মান। দুর্গস্থ উপবনের কুসুম সৌরভ বায়ুতে ভাসিয়া আসিতেছে; যুবক একদৃষ্টে সেই টি্বারউইথ দুর্গের দিকে চাহিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সাধারণতঃ এই সময় ডিউকের সান্ধ্যভোজ সম্পন্ন হইয়া থাকে। যুবক কল্পনানেত্রে দেখিল যেন ডিউকের সান্ধ্যভোজ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার প্রাণের ভালগা উজ্জ্বল পোষাক পরিধান করিয়া সমাগত অতিথিবৃন্দের আনন্দ উৎপাদন করিতেছে—সৌন্দর্য্যের রাণী সাজিয়া কাহাকেও চুরুট দিতেছে, কাহাকেও বা সুমিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিতেছে। বালিকা যেন ক্রমশঃ ফ্রাঁসোয়ার নিকট অগ্রসর হইল—তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে প্রণয় সম্ভাষণে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল। কল্পনাতে এ দৃশ্যও এলড্রেডের অসহ্য হইয়া উঠিল। পুনরায় সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। হঠাৎ একদল সামুদ্রিক পক্ষী তাহার মস্তকের উপর দিয়া সাঁ সাঁ শব্দে উড়িয়া যাওয়ায় তাহাদের পক্ষ সঞ্চালন শব্দে যুবকের মনে হইল, যেন ডোলা তাহার প্রাণের কথা বুঝিতে পারিয়া হাঃ—হাঃ শব্দে উচ্চহাস্য করিতেছে—সে ঘৃণার হাসি—সে উপহাসের হাসিতে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। যুবক আর সহ্য করিতে পারিল না—চক্ষু মুদ্রিত করিল, তখনও যেন ডোলা তাহার বিকট দশন বিস্তার করিয়া হাঃ—হাঃ শব্দে হাস্য করিতেছে। তৎক্ষণাৎ আবার সমুদ্রের গম্ভীর গর্জ্জন তাহার শ্রুতিগোচর হইল; আবার ডোলার নূতন চিৎকার বলিয়া মনে হইল—মনে হইল যেন ডোলা উচ্চ শব্দে সকলের নিকট তাহার কলঙ্ককাহিনী ব্যক্ত করিয়া দিতেছে—ঐ বুঝি সকলেই নিন্দা করিতেছে—ঐ বুঝি ডিউকের মুখ-

মণ্ডল ম্লান হইয়া গেল—ঐ ভালগাও লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল! তিন বৎসরের উপার্জ্জিত সম্মান প্রতিপত্তি সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। সমুদ্র গর্জ্জন যতই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল, ততই যুবকের বোধ হইল যেন তাহার কলঙ্ককাহিনী আকাশ পাতাল এক করিয়া শত শত কণ্ঠে ঘোষিত হইতেছে। যুবক আর সহ্য করিতে পারিল না। শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল—চক্ষের দৃষ্টি লোপ পাইল—পৃথিবী অন্ধকার দেখিল। যুবক উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল.—"ভালগা, ভালগা, তুমি ও সকল কথা বিশ্বাস করিও না। ডোলা মিথ্যাবাদী; জগৎ বিশ্বাস করে করুক, তুমি তাহার কথা বিশ্বাস করিও না। অনেক সহ্য করিয়াছি, আরও অনেক সহ্য করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তোমার অবিশ্বাস—তোমার ঘৃণা সহ্য হইবে না।" যুবক আর কিছু বলিতে পারিল না—তাহার স্বর বদ্ধ হইয়া আসিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ পরে যুবক আবার চিৎকার করিয়া উঠিল; বলিল—"ভালগা, ভালগা!"

"কেন, কেন এলড্রেড?"

"ও কথা বিশ্বাস করিও না—ওরা মিথ্যাবাদী।"

"কে মিথ্যাবাদী এলড্রেড?"

এ কার কণ্ঠস্বর! এলড্রেড চক্ষু উন্মোচন করিল—আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল, কিন্তু তখনও কাহার আরোগ্য-হস্ত তাহার মস্তকে সঞ্চালিত হইতেছে—তখনও কাহার অমৃতময় স্পর্শ অনুভূত হইতেছে। যুবক আবার ধীরে চক্ষু উন্মোচন করিল। দেখিল, একি! সেই মূর্ত্তি—সেই পবিত্র দেবী প্রতিমা!

"কি দেখছ এলড্রেড?"

"এ কি স্বপ্ন, না সত্য ?"

"কি সত্য এলড্রেড ?"

"তুমি ? ভালগা—সত্যই তুমি আসিয়াছ ?"

"এরূপ করিতেছ কেন এলড্রেড ?"

এলড্রেড দেখিল এ স্বপ্ন নয়—এ ধ্রব—সত্য। যুবক আনন্দিত হইল—লজ্জিতও হইল এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল।

ভালগা বলিল,—"এখন উঠিও না, এখনও বোধ হয় দুর্ব্বল আছ। তুমি শয়ন করিয়া থাক আমি বাতাস করিতেছি।"

"না, আমায় বাতাস করিতে হইবে না। আমি সুস্থ হইয়াছি। কিন্তু তুমি এ স্থানে কিরূপে আমার সন্ধান পাইলে, ভালগা ?"

"আমি এ দিকে বেড়াইতে আসিয়া দেখিলাম, তুমি এ স্থানে শয়ন করিয়া আছ। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম তোমার নিদ্রা আসিয়া থাকিবে—তাই এই স্থানে ঘুমাইতেছ। তোমার গায়ে হাত দিয়া অনেক ডাকিলাম, কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পাইলাম না, ভয় হইল, কি করি ? তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তোমার মুখে দিতে দিতে তোমার চৈতন্য হইল। তুমি কি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলে ?"

এলড্রেড দেখিল, সেই বীণা-বিনিন্দিত কোমল কণ্ঠস্বর; সেই সকরুণ দৃষ্টি—সেই পরদুঃখকাতর কোমল হৃদয়। যুবক বলিল,—"না ভালগা, আমার বিশেষ কিছু হয় নাই। বোধ হয় অনেকক্ষণ সূর্য্যের উত্তাপে ছিলাম, সেই জন্য এরূপ হইয়া থাকিবে। যাক্ এখন বেশ সুস্থ হইয়াছি।"

"কই ? এখনও ত বেশ সুস্থ হও নাই।"

"পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ বটে। তবে তুমি ইহার জন্য কিছু মনে করিও না।"

"তুমি আমার সঙ্গে দুর্গে চল। তোমাকে দেখিলে বাবাও খুব সন্তুষ্ট হবেন। আর এরূপ অসুস্থ শরীরে তোমার কুটীরে একলা থাকাও উচিত নয়।"

"এ তোমার বিশেষ দয়া, কিন্তু ভালগা, এখন আমি তোমার সহিত দুর্গে যাইতে পারিব না; আমার অদৃষ্ট সেরূপ নয়। আমার একটা কথা—অদ্যকার ঘটনার জন্য তোমার কোমল হৃদয়ে যেন বিন্দুমাত্র ব্যথা না লাগে, এই আমার প্রার্থনা।"

ভালগা আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল তাহার মুখমণ্ডল যন্ত্রণাক্লিষ্ট—কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক-চঞ্চল। পূর্ব্বে কখনও তাহাকে এরূপ অবস্থায় দেখে নাই। যুবকের এরূপ অস্থির ভাব দেখিয়া বালিকা বলিল,—"এলড্রেড, তোমার নিশ্চয় কিছু হইয়া থাকিবে, তুমি উৎকট যন্ত্রণা অনুভব করিতেছ, আশা করি তুমি প্রকৃত ঘটনা আমার নিকট গোপন করিবে না।"

"তুমি কিসে বুঝিলে, ভালগা?"

"কিসে বুঝিলাম? তোমার যন্ত্রণার কথা কিসে অনুমান করিলাম—জিজ্ঞাসা করিতেছ? কেন তোমার প্রত্যেক কথায়, তোমার প্রত্যেক হাবভাবে।"

"তুমি যথার্থই অনুমান করিয়াছ। আমি বড় যন্ত্রণা পাইতেছি, আমি বড় কষ্ট অনুভব করিতেছি। ভালগা? আমার এ কষ্ট কে বুঝিবে?"

"কি যন্ত্রণা বল?"

"আমার কি যন্ত্রণা? না, সে কথা তোমার শুনিয়া কাজ নাই—আমার যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করিয়া তোমার কোমল প্রাণে ব্যথা দিতে

চাহি না। আমি একাকী কষ্ট পাই তাহাতে দুঃখ নাই। আমার আর কেহ নাই ভালগা? আমার যন্ত্রণায় যন্ত্রণা—আমার কষ্টে কষ্ট অনুভব করিবার আর কে আছে? এ পৃথিবীতে আমি একা, নিজের অদৃষ্টকে সঙ্গে লইয়া এ নির্জ্জন কুঠীরে বাস করিতেছি। আমার এই শান্তি আছে যে, আমার যন্ত্রণায় এ বিশাল পৃথিবীর একটী প্রাণীও যন্ত্রণা পাইবে না। আমার দুঃখে একটী প্রাণীও দুঃখ পাইবে না।"

বালিকার চক্ষু বাষ্পময় হইয়া উঠিল। নেত্র কোণে এক বিন্দু মুক্তা-ফলক দেখা দিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—"এলড্রেড, আমায় বিশ্বাস কর, আমাকে বন্ধু মনে করিয়া তোমার প্রাণের যন্ত্রণা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। তোমার কষ্ট দূর করিবার জন্য এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিব।" সেই মুক্তা-ফলক নেত্র কোণ হইতে ক্রমে গণ্ডস্থলে উপস্থিত হইল।

"ওকি! আমার জন্য কাঁদিতেছ? না, না আমার জন্য কাঁদিও না, আমার মত হতভাগ্যের জন্য ও অশ্রুপাত করিও না; ও তোমার স্বর্গীয় পবিত্র অশ্রু। এ হতভাগ্যের জন্য তাহা ত্যাগ করিয়া অশ্রুর অমর্য্যাদা করিও না।"

বালিকা নেত্র মার্জ্জন করিতে করিতে রুদ্ধ কণ্ঠে পুনরায় বলিতে লাগিল,—"এলড্রেড, আমাকে অবিশ্বাস না করিয়া তোমার যন্ত্রণার কথা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল—প্রাণপণে আমি তোমার সাহায্য করিব। আশা করি তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিবে না"।

"কি? তোমাকে অবিশ্বাস? জগতে যদি কাহাকে বিশ্বাস করি—সে তোমাকে, এ পৃথিবীতে যদি কাহাকেও গোপন কথা বলিবার থাকে—সে তোমাকে? এ জীবনে তোমারি দয়ার কথা কখনও ভুলিতে পারিব না—

চিরকাল মনে থাকিবে। যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন তোমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।"

"কৃতজ্ঞ থাকিবে? না এলড্রেড, আমি ত তোমার কোন উপকার করিতে পারি নাই—তবে আমায় লজ্জিত কর কেন? তবে যদি এ ক্ষেত্রে আমাকে উপকার করিবার সাবকাশ দাও, তাহা হইলে আমি বড় সন্তুষ্ট হইব এবং প্রাণপণে তোমার যন্ত্রণা মোচন করিবার চেষ্টা করিব।"

"না, এ যন্ত্রণা তুমি মোচন করিতে পারিবে না। যদি তোমার সাধ্য থাকিত তাহা হইলে তোমাকে বলিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। সত্য ভালগা, এ স্থলে আসিয়া অবধি আমি স্বর্গের সুখ উপভোগ করিতেছিলাম, কিন্তু সে সুখের স্বপ্ন আজ ভাঙ্গিয়াছে—সে সুখের মন্দিরে কে আগুন দিয়াছে।"

"এলড্রেড, তুমি কি বলিতেছ? তোমার কথা কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় তুমি এখনও বেশ সুস্থ হইতে পার নাই।"

"এঁ্যা, আমি কি বলিয়াছি? না,—না, আমার কথা শুনিও না. আমার এ প্রলাপ বাক্যে কর্ণপাত করিও না।"

বালিকা যুবকের হস্ত ধারণ করিল; বলিল,—"তুমি এখনও বেশ সুস্থ হইতে পার নাই, তুমি আমার সহিত দুর্গে চল, বাবা তোমাকে দেখিলে বড় সন্তুষ্ট হইবেন।"

বালিকার কোমল করস্পর্শে যুবকের হৃদয়ে তড়িৎশক্তি প্রবাহিত হইল—বক্ষঃ দুরু দুরু করিয়া উঠিল, কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"লেডি ভালগা, আমার শরীর বেশ সুস্থ হইয়াছে, আমাকে নিজের ক্ষুদ্র কুটীরে যাইতে দাও; এখন দুর্গ অপেক্ষা নির্জ্জন স্থান আমার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে।"

লেডি ভালগা যুবকের চিন্তাস্রোত অন্য দিকে প্রধাবিত করিবার জন্য বলিল,—"দেখ, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য সমুদ্রবক্ষে কেমন সুন্দর দেখাইতেছে? নীল বারিধিবক্ষে সূর্য্যের আরক্তিম আভা কেমন অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে?"

যুবক সেই উন্মুক্ত আকাশ তলে—সেই অনন্ত বিস্তৃত সমুদ্র তটে বালিকাকে পার্শ্বে লইয়া সে মহান দৃশ্য একবার দেখিয়া লইল, তৎপরে ভাবিল "কল্য আর ট্রিবারউইথের সূর্য্যাস্ত দেখিতে পাইব না—এরূপভাবে প্রেমময়ী ভালগারাণী আর আমার পার্শ্বে দাঁড়াইবে না—তাহার বিনা-বিনিন্দিত কণ্ঠধ্বনি আর শুনিতে পাইব না। এই এক মুহূর্ত্তের স্মৃতিই আমার চিরজীবনের সাথী হইবে। অদ্য বালিকা আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে—আমার জন্য অশ্রু ত্যাগ করিয়াছে—আমাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে। এই সুখময়ী স্মৃতিই আমার নির্জ্জনবাসের একমাত্র সাথী হইবে, তবে আর কিসের কষ্ট? এই সময়ই ত বালিকার নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার উপযুক্ত সময়।" তৎপরে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"লেডি ভালগা, তোমার নিকট আমার এক বক্তব্য আছে?"

"কি বক্তব্য আছে বল?"

"আমি ট্রিবারউইথ ত্যাগ করিয়া যাইব, সেইজন্য তোমার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছি।"

বালিকা অতীব আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—"এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছ? কই আমি—আমরা ত কিছু শুনি নাই। বাবা এ সংবাদ জানেন?"

"কেহই জানে না। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমি নিজেই জানিতাম না।"

"কেন যাইবে? কোথায় যাইবে?"

"বিশেষ কোন কারণে আমি এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছি এবং এখন কোথায় যে যাইব তাহার স্থিরতা নাই।"

"কি বিশেষ কারণে এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছ? যে গুপ্ত যন্ত্রণা তোমাকে কষ্ট দিতেছে, তাহাই কি তোমার এ স্থান ত্যাগের কারণ?"

"হ্যাঁ।"

"কখন যাইবে?"

"অদ্য রাত্রে।"

"অদ্য রাত্রেই যাইবে? না এলড্রেড, তুমি এরূপ ভাবে যাইও না, বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ সমস্ত কথা তাঁহাকে বল, তাহার পর যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিও।"

"না, আমি তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না; তিনি যদি আমাকে এ স্থান ত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি কোন কথা বলিতে পারিব না—বড়ই লজ্জায় পড়িব; সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করাই কর্ত্তব্য।"

"তুমি ভুল বুঝিয়াছ—কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে বাবাকে এ সংবাদ জানান একান্ত উচিত। বাবা তোমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তুমি অনায়াসে সমস্ত কথা বলিতে পার। যদি তাঁহার সাধ্য থাকে তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করিবেন।"

এলড্রেড দুঃখিত হইয়া বলিল,—"তাহা আমি জানি, তথাচ তাঁহাকে বলিতে পারিব না।"

"ইহার উপর আর কি বলিব, এলড্রেড ? তাহা হইলে তুমি অদ্যই যাইতেছ ? কোথায় যাইবে ? রাত্রে ত আর কোন ট্রেন নাই।"

"ট্রেন না থাকে আমি হাঁটিয়া যাইব।"

বালিকা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইল এবং কি কারণে এত কষ্ট অনুভব করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য যুবকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল ; কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। ভাবিল হঠাৎ এরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইবার কারণ কি ? এই শান্তিপূর্ণ ট্রিবারউইথে একদিনে এমন কি দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে, যাহার জন্য এলড্রেড আজই এ স্থান ত্যাগ করিতে চাহে। বালিকা কোন কারণই খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু বড়ই কষ্ট অনুভব করিল। ভাবিল এলড্রেড ট্রিবারউইথ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে ; জন্মের মত চলিয়া যাইবে, আর তাহাকে দেখিতে পাইব না, আর তাহার সঙ্গীত শুনিতে পাইব না, আর তাহাকে এলড্রেড বলিয়া ডাকিতে পাইব না, এরূপ চিন্তার মধ্যে বালিকা হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"না. না আমি কিছুতেই তোমাকে যাইতে দিব না—তোমার যাওয়া হইবে না।"

"এলড্রেড আবেগকণ্ঠে বলিল,—"কি—কি ভালগা, কি বলিতেছিলে ? আবার বল ? আমাকে যাইতে দিবে না ?"

"না, তুমি যাইও না" বালিকার কণ্ঠস্বর কম্পিত।

"কেন ভালগা আমি যদি এ স্থান হইতে চলিয়া যাই, তাহা হইলে কি তোমার মনে কষ্ট হইবে ? ভালগা, তুমি কি আমায় ভালবাস ?"

বালিকা নিরুত্তর।

এলড্রেড বালিকাকে নিরুত্তর দেখিয়া তাহার হৃদয়ের ভাষা সহজে বুঝিতে পারিল। যুবকের চক্ষে জগৎ নূতন ভাব ধারণ করিল। ভালগা তাহাকে ভালবাসে—তবে আর এ স্থান ত্যাগে দুঃখ কি ? এই

কথা শুনিবার জন্যই যুবক প্রত্যেক বৎসর, প্রত্যেক মাস, প্রত্যেক দিন অপেক্ষা করিতেছিল। আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে—বিদায়ের এই পূর্ব্বক্ষণে যুবক সে কথা বুঝিতে পারিয়াছে। বুঝিতে পারিয়াছে ভালগা তাহাকে ভালবাসে—বুঝিতে পারিয়াছে তাহার আরাধ্য দেবী তাহার মানস-পূজায় তুষ্ট হইয়াছে—তাহার প্রাণপাত নীরব সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইয়াছে—এলড্রেড অধীর আনন্দে বলিয়া উঠিল—"ভালগা, ভালগা—সত্যই কি তুমি আমায় ভালবাস? আমি এ স্থান হইতে চলিয়া গেলে সত্যই কি তোমার কষ্ট হইবে? বল, বল ভালগা—একবার বল, তুমি আমায় ভালবাস কি না, একবার বল আমার অদর্শনে তোমার কষ্ট হইবে কি না?"

বালিকা আর নীরব থাকিতে পারিল না। যুবকের দিকে স্থির স্নিগ্ধোজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"এলড্রেড, যখন তুমি আমার হৃদয়ের গোপন কথা বুঝিতে পারিয়াছ, তখন আর চাপিয়া রাখিব না। সত্যই আমি তোমাকে ভালবাসি। যে দিন তোমাকে প্রথম দেখিয়াছি সেই দিন হইতে তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়াছি—সেই দিন হইতে তোমার জন্য এ হৃদয় আসন পাতিয়া রাখিয়াছি—সেই দিন হইতে তোমাকে অযাচিতভাবে সর্ব্বস্ব দান করিয়া রমণী জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

বালিকার কথাগুলি স্বর্গের মধুর সঙ্গীতের ন্যায় এলড্রেডের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। আনন্দবিহ্বল কণ্ঠে যুবক বলিয়া উঠিল,—"আজ এ কি অশ্রুতপূর্ব্ব সুখের সংবাদ! এ সংবাদ আর কিছু দিন আগে দাও নাই কেন, ভালগা? তবু দু'দিন শান্তিভোগ করিতে পারিতাম—তবু দু'দিন আগে সুখী হইতাম। কিন্তু ভালগা—"

"কিন্তু কি এলড্রেড ? চুপ করিলে কেন ? বল ?"

"না, তুমি আমায় ভালবাসিও না। তোমার ভালবাসা পাইলে আমি সুখী হইব বটে, কিন্তু আমাকে ভালবাসিয়া তুমি জীবনে কখনও সুখী হইতে পারিবে না। আমি তোমার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।"

"এলড্রেড, তোমার মুখে ওকথা সাজে না। তুমি প্রেমিক—তুমি ত জান, ভালবাসা উপযুক্ত অনুপযুক্ত বিচার করে না—ভালবাসা যুক্তি তর্কের বাধা মানে না—প্রকৃত ভালবাসা সুখ দুঃখের ওজন দেখে না; ভালবাসা—ভালবাসা। যে রমণী ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা চায়—প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ চায়—আত্মদান করিয়া আত্ম বলিদান না করিতে পারে—তাহার ভালবাসা কি ভালবাসা ? তাহার প্রেম কি প্রেম ?"

এলড্রেড আবেগকণ্ঠে বলিল—"ভালগা—হৃদয়রাণী, আমায় ক্ষমা কর। তোমার প্রণয়ের গভীরতা বুঝিতে না পারিয়া এরূপ বলিয়াছিলাম।"

বালিকা গম্ভীরভাবে বলিল—"তুমি কি সত্যই যাইবে ?"

"হ্যাঁ প্রিয়তমে, আমাকে যাইতেই হইবে। জানি আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে—তত্রাচ যাইতে হইবে, জানি আমার বক্ষ-পঞ্জর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া তপ্ত-রক্ত-সিক্ত হৃৎপিণ্ডখানা বহির্গত হইয়া আসিবে—তথাপি যাইতে হইবে।"

"তাহা হইলে তুমি কি আমায় ভালবাস না ?"

এলড্রেড বালিকার হস্ত ধারণ করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল—"শোন ভালগা, আমি তোমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসি। পৃথিবীর সমস্ত প্রিয় অপেক্ষা—আমার জীবনের সুখ শান্তি অপেক্ষা—আমার প্রাণ অপেক্ষা—

আমার স্বর্গ অপেক্ষা তোমাকে ভালবাসি। আমার এ উন্মাদ ভাল-বাসা এতদিন গোপন রাখিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম আমার এ উন্মত্ত প্রণয় কাহার নিকট ব্যক্ত করিব না। যে আমার হইবে না, যাহাকে আমার বলিয়া ডাকিতে পাইব না, তাহাকে ভালবাসি, এ কথা প্রকাশ করিয়া লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইব কেন? লোকের নিকট ধৃষ্টতাভাজন হইব কেন? তাই সেই ভালবাসা এতদিন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলাম। যদিও এ ভালবাসা গোপন রাখিয়াছিলাম, কিন্তু নষ্ট করি নাই। হৃদয়ের উত্তপ্ত শোণিত-বিন্দু দিয়া তাহার পুষ্টিসাধন করিয়া আসিতেছিলাম। সে ভালবাসা ক্রমে এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, আর কিছুদিন লুকাইয়া রাখিলে বুকের ভিতর চূরমার হইয়া যাইত। অনেক দিন তোমার নিকট এ কথা প্রকাশ করিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু পারি নাই। বুক ফাটিয়া গিয়াছিল, তবুও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই। কিন্তু এই বিদায়ের দিনে সে সমস্ত কথা গোপন রাখিতে পারিলাম না, তাই আজ সে সকল কথা তোমার নিকট প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া যাইতেছি।"

"এলড্রেড, তুমি যদি আমায় এত ভালবাস, তাহা হইলে কেন চলিয়া যাইতে চাহ? যখন একান্তই যাইবে, তখন তাহার কারণ বলিবে না কি? আমি তোমায় ভালবাসি—আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী—দাসী—জীবন সঙ্গিনী—আমার নিকট কেন সে সমস্ত গোপন করিতেছ? স্ত্রী কি কেবল স্বামীর সুখের অংশ গ্রহণ করিতে জানে—দুঃখের ভাগ লইতে জানে না?"

"ভাল্গা, আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, ইহার কারণ তুমি জিজ্ঞাসা

[illegible]ও না ; এখন সে কথা প্রকাশ করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। ইহার উপর আবার যদি তুমি অনুরোধ কর, তাহা হইলে আমি আন্তরিক বড় কষ্ট পাইব।”

“যদি একান্তই বাধা থাকে, যদি তুমি কষ্ট পাও, তাহা হইলে বলিও না—আমি আর ও কথা শুনিতে চাহিব না। তবে আবার কত দিনে ফিরিবে জানিতে পারি কি ?”

এ প্রশ্নে এলড্রেডের হৃদয়ে ছুরিকা বিদ্ধ হইল, সে মহাসমস্যায় পড়িল। সে যে আর ফিরিবে না—এই বিদায় যে তাহার চিরবিদায় এ অপ্রিয় সত্য কেমন করিয়া উচ্চারণ করিবে ? মিথ্যা কথাই বা বলে কি করিয়া ? যে বালিকা তাহাকে সর্ব্বস্ব দিয়া ভালবাসিতেছে, প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিতেছে, তাহার নিকট মিথ্যা কথা বলা, তাহার নিকট বিশ্বাস-ঘাতকতা করা মহাপাপ। সুতরাং এলড্রেড কিছু বলিতে পারিল না—নিরুত্তর রহিল।

বালিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—“এলড্রেড, তবে আবার কবে ফিরিয়া আসিবে ?”

“এখন সে কথা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না।”

“আমার বোধ হয় আর ফিরিবে না—এই সাক্ষাৎই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ ?”

এলড্রেড নিরুত্তর।

“বেশ, যদি তাহাই হয়, যদি আর না ফিরিয়া আইস, যদি জীবনে আর আমাদের সাক্ষাৎ না হয়, তাহা হইলে আমার একটী অনুরোধ রাখিবে কি ?”

“কি বল ?”

"তুমি আর এক সপ্তাহ থাক, আর এক সপ্তাহের জন্য আমাকে সুখী হইতে দাও।"

"আর—এক—সপ্তাহ?" এলড্রেড অস্ফুট স্বরে এই কয়টী কথা উচ্চারণ করিল।

"হাঁ আর এক সপ্তাহ, ইহাতে বোধহয় তোমার বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না, কিন্তু আমার—" বালিকার আর বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না।

"তোমার কি ভালগা?"

"আমার? এই এক সপ্তাহই আমার বিবাহ জীবনের পরমায়ু। তবু এ কয়দিন তোমাকে প্রাণভরিয়া দেখিতে পাইব, তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পাইব; যদি ভাগ্যবতী হই, তবে আবার শুনিতে পাইব তুমি আমায় ভালবাস। এলড্রেড, হৃদয়সর্ব্বস্ব, একি কম সৌভাগ্যের কথা?"

"বেশ, আমি আর এক সপ্তাহ থাকিতে সম্মত আছি, কিন্তু এক সপ্তাহ পরে কি হইবে ভালগা?"

"তোমার স্মৃতি থাকিবে, তাহাই লইয়া জীবন যাপন করিব।"

এলড্রেড বালিকার হস্তধারণ করিয়া বলিল, "আমার স্মৃতিতে তোমার বিশ্বাস থাকিবে?"

"মৃত্যু পর্য্যন্ত। শোন এলড্রেড, আর যদি এ জীবনে কখন তোমার সহিত সাক্ষাৎ না হয়, তত্রাচ তুমি ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি আমাকে পত্নী বলিয়া সম্বোধন করিতে পাইবে না।"

"কিন্তু দু'দিন পর যদি শোন আমি তোমার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, যদি শোন আমি কোন অমার্জ্জনীয় দোষে দুষ্ট, তখন তুমি হয় ত অল্পকার দিনের জন্য অনুতপ্ত হইবে, তখন হয় ত আমার স্মৃতিতে তোমার ঘৃণা জন্মিবে। কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখি, আমার বিরুদ্ধে তুমি যাহা

থাকে, সে সমস্ত মিথ্যা। আমি ঈশ্বরের শপথ করে বলিতেছি, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। আমার এই শেষ কথাটী মনে রাখিও।”

ভালগা বিস্ফারিত নেত্রে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—“তোমার শপথের প্রয়োজন নাই, তুমি যখন নিজে বলিতেছ তুমি নির্দ্দোষী, তখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিব ; সমস্ত জগত যদি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, তত্রাচ আমার বিশ্বাস অটল থাকিবে। কিন্তু তুমিও আমার ভালবাসায় বিশ্বাস রাখিও, যেখানে যাও, যাই কর, কখন প্রত্যাবর্তন কর, বা না কর, কিন্তু পত্নী বলিয়া দিনান্তে আমায় একটী বারও স্মরণ করিও, তাহা হইলেই আমার ভালবাসার যথেষ্ট প্রতিদান হইবে। প্রিয়তম—প্রাণেশ্বর” বালিকার আর কথা বাহির হইল না। দুই হস্তে দুই চক্ষু আবৃত করিয়া ফেলিল।

এলড্রেড কম্পিত হস্তে বালিকার হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে নিকটে আনয়ন করিল এবং ধীরে ধীরে নিজের মুখ বালিকার অশ্রুসিক্ত মুখের নিকট লইয়া গিয়া তাহার ঈষৎকম্পিত গোলাপী ওষ্ঠে নিজের ওষ্ঠ স্থাপনপূর্ব্বক প্রগাঢ় চুম্বন-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিল। তৎপরে আবেগকণ্ঠে বলিল—“প্রিয়তম, এই স্মৃতিই আমার চিরজীবনের সাথী হইবে। নির্জ্জন প্রবাসে যখন তোমার অভাব অনুভব করিব, এ হৃদয় যখন তোমার জন্য হাহাকার করিয়া উঠিবে, তখন এই সুখস্মৃতিই আমার একমাত্র সম্বল হইবে—একমাত্র মহৌষধির কার্য্য করিবে। তবে অদ্যকার মত বিদায় দাও। কল্য গির্জ্জায় আবার তোমার ঐ ভুবন-চাঞ্চল্য-বিধায়িনী মোহিনীমূর্ত্তি লইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইও। যে কয়দিন এই টিবারউইথে থাকিব, সে কয়দিন এক একবার দর্শন দিও—এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।”

বালিকা কোন কথা বলিতে পারিল না। চুম্বন পরশে তাহার অঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল। দৃষ্টিমাত্রাত্মক হইয়া অবাঙ্মুখে যুবকের অপরূপ রূপসুধা পান করিতে লাগিল।

যুবক তাহাকে নিজের বক্ষে টানিয়া লইল। বালিকা কোনরূপ বাধা প্রদান করিল না, মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় নীরবে যুবকের প্রেমপূর্ণ বিশ্বস্থ আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। তাহাদের মনে হইল, এ নিখিল বিশ্বে দুঃখ, দারিদ্র্য, দৈন্য কিছুই নাই, আছে—সুখ, শান্তি আর বিশ্বব্যাপী প্রেম—আর আছে দুইটী মুগ্ধ আত্মহারা প্রেমিক হৃদয়।

ঠিক সেই সময়ে ফ্রাঁসোয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং তাহাদিগকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ দেখিয়া ঈর্ষায়, ঘৃণায়, ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া ঈষৎ বিদ্রূপের সহিত বলিল, "আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, আপনাদের এ আনন্দ উপভোগে বাধা প্রদান করিয়া আমি বিশেষ দুঃখিত। লেডি ট্রিভালগা নির্দ্দিষ্ট সময়ে দুর্গে প্রত্যাবৃত্ত না হওয়ায় ডিউক বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন এবং তাঁহারই অনুরোধে ডিউক-কন্যার অনুসন্ধানে এ স্থানে আসিয়া আপনাদের নিকট বড়ই অপরাধী হইয়াছি।"

মিঃ এলড্রেড, লেডি ভালগার বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া ফ্রাঁসোয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। পাঁচ বৎসর পরে তাহাদের এই প্রথম সাক্ষাৎ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তৎপরে ফরাসী যুবক লেডি ট্রিভালগার আপাদ মস্তক উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিল এবং সমস্ত ঘটনা নখদর্পণে দেখিল। বুঝিল ট্রিভালগার এ ভালবাসা ক্ষুদ্র বালিকার চঞ্চল ও অস্থায়ী ভালবাসা নহে—তাহার এ কার্য্য বালিকাসুলভ চপলতা বা সাময়িক উচ্ছ্বাস নহে। যে ভালবাসায় জগৎ মুগ্ধ, যে ভালবাসায় পৃথিবী চালিত, এ সেই অকৃত্রিম নির্ম্মল ভালবাসা।

তাহার অসময়ে এইরূপ ভাবে প্রবেশের জন্য লেডিট্রিভালগা ফরাসী যুবকের উপর বিরক্ত হইল—ক্রুদ্ধাও হইল, কিন্তু লজ্জিতা বা সঙ্কুচিতা হইল না। বরং বালিকার সমস্ত দেহে একটী গর্ব্বের ভাব দেখা দিল। তাহার অশ্রুসিক্ত নয়নের উজ্জ্বল স্থির অথচ অবজ্ঞার দৃষ্টি দেখিয়া ফরাসী যুবকের সকল আশা সকল ভরসা ভূমিসাৎ হইল; বুঝিল, বালিকা তাহার নিকট হইতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে—তাহার ভালবাসা বা তাহার হৃদয়লাভ এখন সুদূরপরাহত। ধীরে ধীরে বালিকাকে বলিল—ডিউক কন্যা; আপনি আমার সহিত দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমাকে সম্মানিত করিবেন কি?"

বালিকা একটু কৃত্রিম হাস্য করিয়া বলিল—"আপনার বিশেষ · · তাই আমার জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া এত দূর আসিয়াছেন ; হ্যাঁ আ· এখনই দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।" বালিকা ভাবিল যখন ফ্রাঁসোয়া আমাদের সমস্ত দেখিয়াছে, তখন আর উপায় নাই, কিন্তু উহাকে ভাল করিয়াই দেখাইব—উহাকে কেন—আবশ্যক হইলে জগতের সমস্ত লোককে দেখাইব ; তৎপরে এলড্রেডের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"প্রিয়তম, যদি তোমার শরীর সুস্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার সহিত দুর্গে গিয়া আমাকে সুখী করিবে কি ?"

এলড্রেড ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। তৎপরে তিন জনে দুর্গের দিকে যাইতে যাইতে ভালগা ফরাসী যুবককে বলিল—"আপনার সহিত বোধহয় মিঃ এলড্রেডের আলাপ পরিচয় নাই, আমি ইহার সহিত আপনার পরিচয় করিয়া দিতে পারি কি ?"

যথারীতি ঘাড় নাড়িয়া ফ্রাঁসোয়া পরিচয় স্বীকার করিল।

ফ্রাঁসোয়া সমস্ত পূর্ব্ব ঘটনা গোপন করিয়া যাওয়ায় এবং পূর্ব্ব পরিচয়ের কোন লক্ষণ প্রকাশ না করায় এলড্রেড কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল।

ফ্রাঁসোয়া বেশ নম্রভাবে বলিল—"মিষ্টার ব্যারেনষ্টো ! অদ্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হওয়ায় আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার ভগ্নী ডোলা ডি বারনিয়ার এ সংবাদ শুনিলে আরও সন্তুষ্ট হইবেন। আমার ভগ্নীর সহিত বোধহয় আপনার আলাপ পরিচয় হইয়া থাকিবে—অদ্য প্রাতঃকালে তিনি আপনার সঙ্গীত শুনিয়া বড়ই মোহিত হইয়াছেন। তিনি আপনার বিশেষ প্রশংসা করিতেছিলেন।"

এলড্রেডের বক্ষ দুরু দুরু করিয়া উঠিল। উত্তর দিবার সময় তাহার জিহ্বা শুষ্ক হইয়া আসিতে লাগিল ; তত্রাচ আত্মসংবরণ করিয়া যতদূর

যুবক সহজ ভাবে ও সহাস্যে বলিল—"আমার এ সামান্য সঙ্গীতে তিনি যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে সামান্য সম্মান ও গর্ব্বের বিষয় নহে।" এলড্রেডের কণ্ঠস্বর কম্পিত হইল না বটে, একনিশ্বাসে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া ফেলিল বটে, কিন্তু মনে মনে বেশ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। ভাবিল এরূপ অভিনয় করা অতীব হীন কার্য্য হইতেছে। যে বালিকা আমাকে সর্ব্বস্ব দিয়া ভালবাসিতেছে, প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিতেছে, তাহার নিকট এরূপ কৃত্রিম অভিনয় করিয়া সমস্ত গোপন করিয়া যাওয়া অতীব গর্হিত কার্য্য। কিন্তু ইহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এখনও গোপন কথা প্রকাশ করিবার সময় আইসে নাই। যদি কখনও সময় পাই—যদি কখনও নিজেকে কলঙ্কমুক্ত করিতে পারি, তখন বালিকার নিকট এ অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইব। তাহার পূর্ব্বে এরূপ প্রতারণা ভিন্ন অন্য উপায় কি আছে? কাজেই এলড্রেড চুপ করিয়া গেল, কিন্তু বালিকার সহিত দুর্গে যাইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিল। চৌমাথার নিকট উপস্থিত হইলে অনেক বাদানুবাদের পর এলড্রেড তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া তাহার নির্জ্জন কুটিরে প্রত্যাগমন করিল।

দুর্গাভিমুখে যাইতে যাইতে ফরাসী যুবক দেখিল, ভালগার মুখমণ্ডল চিন্তাব্যঞ্জক, তত্রাচ কি সুন্দর! কি মধুর! কি পবিত্র! হৃদয়ের নির্ম্মলতা যেন তাহার সমস্ত দেহে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রতি পদবিক্ষেপে—তাহার প্রতি অঙ্গসঞ্চালনে যেন সে সৌন্দর্য্য—সে মাধুর্য্য ঝরিয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে, তাহার প্রতি নিশ্বাসে যেন বসন্তের মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছে। ফরাসী যুবক যতই ভাবিতে লাগিল, যতই তৃষিত-নেত্রে তাহার রূপরাশি সন্দর্শন করিতে লাগিল, ততই মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া উঠিল। ভাবিল এরূপ সুন্দরীকে অঙ্ক-

শায়নী না করিলে জীবনের সুখ কোথায়? যেরূপ উপায়েই হউক, এ বালিকাকে আমি হস্তগত করিবই করিব। তাহার পর ইহারই সাহায্যে, ইহার পিতার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আমাদের কার্য্যোদ্ধার করিব। তখন আমাদের কার্য্যে কেহ বাধা দিতে পারিবে না—কেহ আমাদের পথে অন্তরায় হইতে পারিবে না। কিন্তু একজন আমাদের শত্রু আছে, সে এলড্রেড; তাহাকে পরাজিত ও অবমানিত করিতে হইলে ভালগার ভালবাসা লাভ বিশেষ প্রয়োজন, সুতরাং প্রথমেই বালিকাকে সন্তুষ্ট রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহারা দুর্গের নিকট উপস্থিত হইল এবং দুর্গে প্রবেশের পূর্ব্বে ফরাসী যুবক বলিল—"লেডি টি ভালগা, অদ্যকার ঘটনার জন্য কোনরূপ উদ্বিগ্ন হইবেন না; আপনার গুপ্ত কথা আমি পবিত্র ভাবে গোপন রাখিব, আমার নিকট হইতে এ কথা কখন প্রকাশ পাইবে না।"

বালিকা তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল,— "আমার এ ঘটনা গোপন রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই—পিতা এ সংবাদ জানিলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না বা আমি বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইব না, বরং সম্মান ও গর্ব্ব অনুভব করিব; পিতার নিকট এমন কি আবশ্যক হইলে জগতের নিকট মুক্তকণ্ঠে বলিব এলড্রেড ব্যারেনষ্টো আমার স্বামী—আমার প্রাণেশ্বর।"

মুহূর্ত্তের জন্য ফ্রাঁসোয়া স্তম্ভিত হইল, তাহার সর্ব্ব শরীর বৈদ্যুতিক শক্তিতে কম্পিত হইয়া উঠিল; তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিল— "আমায় ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে ভুল বুঝিয়া এরূপ বলিয়াছিলাম। যাহা হউক আপনি সুখী হইলেই মঙ্গল—আপনার সুখ ও আনন্দে আমরাও সুখী ও আনন্দিত।"

ভালগা কোন উত্তর করিল না—সে বুঝিল ফ্রাঁসোয়া সুখী নহে, বরং হিংসায় ও ক্রোধে তাহার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে সুতরাং তাহার কথা বালিকার নিকট বিসদৃশ বোধ হইল।

ফ্রাঁসোয়া পুনরায় বলিল,—"আপনার মত স্ত্রীলোকের ভালবাসা লাভ অতি সৌভাগ্যের কথা। ব্যারেনষ্টো অতি ভাগ্যবান পুরুষ সে বিষয় সন্দেহ নাই, আপনাকে পত্নীরূপে পাইয়া সে ব্যক্তি সুখী হইবে বটে, কিন্তু ডিউককন্যা, সেই সঙ্গে সঙ্গে কত লোকের হৃদয় যে নিরাশায় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে তাহার সংখ্যা করিয়াছেন কি? তাহাদিগকে কি বলিয়া সান্ত্বনা করিবেন—তাহাদের ক্ষত বিক্ষত বক্ষে কি সান্ত্বনার প্রলেপ দিবেন, সে বিষয় একবারও চিন্তা করিয়াছেন কি?

ইতিমধ্যে তাহারা উভয়ে দুর্গে উপস্থিত হইয়াছিল এবং উপরে যাইবার পূর্ব্বে ভালগা স্থির অথচ গম্ভীর ভাবে বলিল—"তাহাদিগকে দেখিবার আমার বিশেষ আবশ্যক নাই। যিনি আমাকে প্রকৃত ভালবাসেন—যিনি আমাকে পত্নীরূপে পাইবার উপযুক্ত তাঁহাকেই আমি আমার হৃদয় দান করিয়াছি। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস উপযুক্ত ও ও বিশ্বাসী ব্যক্তির উপরই আমার হৃদয় অর্পিত হইয়াছে।"

কোনরূপ উত্তর পাইবার পূর্ব্বে ভালগা উপরে উঠিয়া গেল।

ফ্রাঁসোয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। তৎপরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"এই তোমার উপযুক্ত পাত্র? এই তোমার বিশ্বাসী লোক? আচ্ছা বেশ! আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, তারপর তোমার উপযুক্ত লোকের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ততা প্রতিপন্ন করিব—তোমার বিশ্বাসী লোকের বিশ্বাসঘাতকতা তোমার চোখের সম্মুখে ধরিব, তখন তুমি বুঝিতে পারিবে, তখন এলড্রেডের ভালবাসা তোমার

বিষ বলিয়া বোধ হইবে, তখন সর্পবোধে এলড্রেডের নিকট হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিবে। আর তাহা যদি না পারি, তাহা হইলে এলড্রেডকে এ পৃথিবী হইতে বিদায় করিব; তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকিবে না—তাহার প্রত্যেক অণু পরমাণু সমুদ্র-জল-তরঙ্গে কল্লোলিত হইবে। তাহার পর তোমাকে হস্তগত করিতে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না।"

তৎপরে ফ্রাঁসোয়া তাড়াতাড়ি সান্ধ্যভোজ সম্পন্ন করিয়া ডোলার গৃহে উপস্থিত হইল। ডোলা তখন নিজগৃহে বিশ্রাম লাভ করিতেছিল। ফ্রাঁসোয়া বলিল—"ডোলা, তুমি যাহা অনুমান করিয়াছিলে তাহাই ঠিক, বরং তাহা অপেক্ষাও অধিক।"

ডোলা বিস্মিত হইয়া বলিল—"কিছু নূতন সংবাদ পাইয়াছ না কি ?"

ফ্রাঁসোয়া চেয়ারে উপবেশন করিতে করিতে বলিল—"ভালগা যে এলড্রেডকে বিবাহ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে।"

ডোলা চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল এবং বলিল—"সত্য না কি ? তুমি কেমন করিয়া এ সংবাদ সংগ্রহ করিলে ?"

ফ্রাঁসোয়া সমস্ত ঘটনা যথাযথ বর্ণনা করিল, তৎপরে বলিল—"যখন আমি তথায় উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম কি জান ? তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ, সে আলিঙ্গনে আপনাদিগকে হারাইয়া—জগৎ সংসার ভুলিয়া—কি এক মোহময় স্বপ্নরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছে: এমন কি কিছুক্ষণের জন্য তাহারা আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারিল না।"

ঈর্ষায়—ঘৃণায়—অপমাননায় ডোলার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, যে হতভাগ্য একদিন আমার চুম্বনের অনাদর করিয়াছে,

আমার প্রণয়ের অবমাননা করিয়াছে, সে আজ এত সহজে অন্য রমণীর প্রণয়ভাজন হইবে? সে আজ এরূপ নির্ব্বিবাদে অন্য রমণীর পাণিগ্রহণ করিবে? না, তাহা হইবে না, তাহা হইতে দিব না। তৎপরে প্রকাশ্যে বলিল—"এলড্রেডের বাহাদুরী আছে, সে বেশ এক চাল চালিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় শেষ রক্ষা করিতে পারিবে না, ডোলা জীবিত থাকিতে তাহা হইতে দিবে না, সে এখন ফরাসী রমণীকে চেনে নাই—এইবার তাহাকে উত্তমরূপে চিনাইয়া দিব।"

ফ্রাঁসোয়া বলিল—"তোমার কি বিশ্বাস ভালগা এ কথা ডিউকের নিকট প্রকাশ করিবে?"

"নিশ্চয়, কল্য সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বেই ডিউক এ সংবাদ অবগত হইবে।"

"ডিউক কি এ কার্য্যে বাধা প্রদান করিবে না?"

"বোধ হয় না, কারণ ডিউক কন্যাগত প্রাণ, কন্যার অমতে সে কোন কার্য্য করিতে পারিবে না।"

"তাহা হইলে উপায়?"

"সে উপায় আমি নির্দ্ধারণ করিতেছি, এখন হইতে আমাদিগকে বিশেষ সাবধানে চলিতে হইবে—সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বালিকা এলড্রেডের ভালবাসায় বড়ই মুগ্ধ হইয়াছে, তাহাকে হাত করা বড় সোজা হইবে না। যাহাহউক, দেখিতেছি আরও কিছুদিন আমাদিগকে এ স্থানে অপেক্ষা করিতে হইবে। ইতিমধ্যে বালিকাকে তুমি কিছু বলিও না, আমি এক সপ্তাহের মধ্যে তাহাকে ঠিক করিয়া লইব। তুমি এখন বিশ্রাম করিতে যাও।"

ফ্রাঁসোয়া চেয়ার হইতে উঠিতে উঠিতে বলিল—"ডোলা, পোষাক

পরিচ্ছদে আজ তোমাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছে; এ গাউনখানি ত আগে দেখি নাই? ইহা কোথায় পাইলে?"

"এ গাউন ডিউকদত্ত উপহার।"

"আবার উপহার?"

"চুপ কর, এ সামান্য উপহারে আর কি হইবে? দু'দিন পরে দেখিবে এই ট্রিবারউইপের ডিউকপত্নীত্ব এ ভোলা সুন্দরীকে উপহার দেওয়া হইয়াছে।"

ফ্রাঁসোয়া হাসিতে হাসিতে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি অধিক হইয়াছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবৃন্দ বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বৃদ্ধ ডিউকও বিশ্রাম লাভার্থে পালঙ্কের উপর উপবেশন করিয়া শেষ চুরুটটী টানিতে টানিতে নিবিষ্টমনে কি ভাবিতেছেন।

ডিউক বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার দেহ হইতে সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র অপগত হয় নাই। মুক্তাবিনিন্দিত শুভ্র দন্তগুলির সংখ্যা একটীও কমে নাই। তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল, সুদৃঢ় মাংসল বাহুযুগল দেখিলে তাঁহাকে এখনও যুবকের ন্যায় সবল বলিয়া অনুমান হয়। তুষার ধবল কেশদাম এবং আনাভিলম্বিত শুভ্র শ্মশ্রু তাঁহার মুখের গাম্ভীর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। ফলতঃ তাঁহার সুপ্রশস্ত বদনমণ্ডল এবং উজ্জ্বল ও উৎসাহ-ব্যঞ্জক স্থিরদৃষ্টি নিরীক্ষণ করিলে তাঁহাকে একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়।

বিবাহের অল্পদিন পরেই একটী কন্যা সন্তান রাখিয়া ডিউকপত্নী ইহধাম পরিত্যাগ করেন। ঐ কন্যাটী ব্যতীত সংসারে ডিউকের আর অপর কোন আত্মীয় ছিল না। পত্নীবিয়োগের পর হইতে ডিউক অতি

যত্নে কন্যাটীকে লালন পালন করিয়া আসিতেছিলেন, আর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। পিতার অপার স্নেহে, অকৃত্রিম ভালবাসায় বালিকাটী মাতার অভাব একদিনের জন্যও অনুভব করিতে পারে নাই। কন্যা ক্রমে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিতে চলিল, তত্রাচ ডিউক তাহার বিবাহের কোনরূপ উদ্যোগ কবিলেন না। বিবাহ হইলে পাছে কন্যা পর হইয়া যায়, পাছে তাঁহার স্নেহময় অঙ্ক হইতে কেহ বালিকাকে কাড়িয়া লইয়া যায়, এই জন্য তাহার বিবাহের কথা মনে হইলে ডিউকের মুখমণ্ডল ম্লান ও শুষ্ক হইয়া যাইত। তাঁহার অধিক চিন্তার কারণ এই—পাছে তাঁহার সংসারের আনন্দ, মৃত পত্নীর স্মৃতিস্বরূপ প্রাণসমা কন্যাটীকে তাহার স্বামী ভাল না বাসে—পাছে তাহাকে অযত্ন করে। এই শেষোক্ত চিন্তাই ডিউককে অধিকতর ক্লান্ত করিত। বালিকাকে আর বেশীদিন নিজের কাছে রাখিতে পারিবেন না, শীঘ্র তাহার বিবাহ দিতেই হইবে, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন, তত্রাচ এখনও পর্য্যন্ত বিবাহের কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। তবে মধ্যে মধ্যে মনে করিতেন এরূপ কোন স্থানে বিবাহ দিবেন, যে স্থানে তাঁহার কন্যা চিরকাল সুখে থাকিবে, এরূপ কোন সুপাত্রে কন্যা অর্পণ করিবেন, যিনি তাঁহার কন্যার মুখে চির-আনন্দ চির-হাসি বিকশিত করিতে পারিবেন, বালিকাকে রাজরাণী করিয়া রাখিবেন। কন্যার এইরূপ সুখের সংসার কল্পনা করিয়া ডিউক মধ্যে মধ্যে আনন্দ অনুভব করিতেন।

অদ্য নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে ডিউক কন্যার কথাই ভাবিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন অদ্য উজ্জ্বল পোষাক পরিচ্ছদে বালিকাকে কি সুন্দর দেখাইয়াছিল। সৌন্দর্য্যের রাণী সাজিয়া যখন ভালগা নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-বৃন্দের আনন্দ উৎপাদন করিতেছিল, তখন তাহার প্রতি পদবিক্ষেপে,

প্রতি কথায়, প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে কি মাধুর্য্য ঝরিয়া পড়িতেছিল—কি সৌন্দর্য্য উথলিয়া উঠিতেছিল। এ সৌন্দর্য্য রাজার গৃহেই শোভা পায়—এ রত্ন রাজমুকুট আলো করিবার যোগ্য। যখন ডিউক চুরুট টানিতে টানিতে এইরূপে কল্পনায় কন্যাকে রাণীপদে উপবিষ্ট করাইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই তাঁহার শয়নকক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, তাঁহারই কন্যা ভালগা সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেছে। ডিউক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভালগা, এখনও পর্য্যন্ত নিদ্রা যাও নাই কেন মা? শরীর বেশ ভাল আছে ত?"

বালিকা পিতার আরও নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিল—"হ্যাঁ বাবা, আমার শরীর ভাল আছে, কিন্তু আপনার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আমি নিদ্রা যাইতে পারিতেছি না। আপনার শ্রীচরণে আমার কিছু নিবেদন আছে।"

বৃদ্ধ অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটী রাখিয়া দিয়া কন্যার হাত ধরিয়া বলিলেন—"এস মা, কাছে বস এবং কি বলিবার আছে, তাহা আমার নিকট অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া বল।"

বালিকা কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"এ বড় কঠিন কথা বাবা, কি বলিয়া আরম্ভ করিব তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, এবং যাহা বলিব তাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না।"

ডিউকের মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া গেল, তিনি আগ্রহের সহিত বলিলেন—"কি মা, এমন কথা কি আছে বল? আমার কাছে কিছু গোপন করিও না।"

"আমি ত আপনার নিকট কোন কথাই গোপন রাখি নাই বাবা?

অতি অল্প বয়সে মাতৃহীনা হইয়াছি, সেই অবধি আপনার অকৃত্রিম স্নেহে ও অপার যত্নে বর্দ্ধিত হইতেছি। বাল্যকাল হইতে—এমন কি যে দিন হইতে কথা কহিতে শিখিয়াছি সেই দিন হইতে—আপনাকে অতি সামান্য ঘটনা পর্য্যন্ত বলিয়া আসিতেছি, কোন কথাই গোপন রাখি নাই; কিন্তু আজ আমি বিপন্ন, আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ বিপদগ্রস্থ, এরূপ একটা সংবাদ আপনার নিকট গোপন রাখিতে পারি কি?"

"ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ বিপদগ্রস্থ!"

"হাঁ বাবা, এক যুবককে ভালবাসিয়া আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ বিপন্ন করিয়াছি।"

ডিউক অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, সহসা কোন কথা বলিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, যাহা ভাবিয়াছি তাহা ঠিকই হইয়াছে। ভালগা ভালবাসিয়াছে—আমার স্নেহের ভালগা আজ সত্যই অপরের হইতে বসিয়াছে। যে কন্যাকে আমি এত স্নেহ করি, যে কন্যার মুখ চাহিয়া আমি এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত প্রাণপণে বাঁচিয়া আছি, সেই কন্যা এত দিন পরে আজ সত্য সত্যই পর হইতে চলিল। হঠাৎ বৃদ্ধের মনে পড়িল ভালগা বলিয়াছে, "আমার ভবিষ্য-জীবনের সুখ বিপদগ্রস্থ।" জীবনের—সুখ বিপদ—গ্রস্থ? ইহার অর্থ কি? ডিউক কিছু স্থির করিতে পারিলেন না।

পিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া বালিকা জিজ্ঞাসা করিল "বাবা, আপনি কি রাগ করিলেন? আপনি হয়ত ভাবিতেছেন আরও পূর্ব্বে একথা আপনাকে জানান উচিত ছিল; কিন্তু বিশ্বাস করুন বাবা, আমি নিজেই এ কথা পূর্ব্বে ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই, অদ্য বুঝিতে পারিয়াছি আমি এক যুবককে বড় ভালবাসি।"

"না, না, রাগ করিব কেন মা? তোমার উপর কখন কি রাগ

ভগবান আসিতে পারে” এই বলিয়া ঢিউক বালিকার মস্তকে হাত বোলাইতে লাগিলেন।

বালিকা উঠিয়া পিতার স্নেহময় ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া বলিল—“আমার এখন কর্ত্তব্য, এই সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া আপনার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করা। বাবা, আজ আমি মাতৃহীনা; তাই মাতার উপদেশ আপনার নিকট গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। আপনি আমার মাতা পিতা একত্রে দুইই, আপনি ভিন্ন এ সংসারে আমার আর কে আছে বাবা? আপনি ব্যতীত কে আমায় সৎপরামর্শ দিবেন বাবা?”

মৃতপত্নীর স্মৃতি মনে উদিত হওয়ায় বৃদ্ধের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। বাষ্প-গদ গদ কণ্ঠে বলিল, “মা, মঙ্গলময় ঈশ্বরের নিকট কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করি তুমি যাহাকে ভালবাসিয়াছ, তাহাকে লইয়া তুমি চিরসুখীনী হও; ইহা ব্যতিত আর আন্তরিক আশীর্ব্বাদ কি করিব মা, ইহা অপেক্ষা এ বৃদ্ধের হৃদয়ে আর কি আনন্দের সংবাদ আছে, মা?”

বালিকা পিতার বক্ষে মুখ লুক্কায়িত করিয়া বলিল, “বাবা আমার অদৃষ্টে সুখ নাই, আমার এ ভালবাসা আদ্যন্ত দুঃখময়। এ মিলনে আমার বিন্দুমাত্র আনন্দ নাই, আছে দুঃখের অশ্রু আর জীবনভরা হাহাকার। অন্যান্য বালিকাদের বিবাহ বাসরে কত আনন্দের ধ্বনি---কত হাস্যের উৎস ছুটে, আমার বিবাহ বাসরে কেবল বিলাপের ধ্বনি, কেবল উত্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাসের ও চোখের জলের উৎস ছুটিবে।”

বৃদ্ধ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বালিকার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “তুমি কাহাকে ভাল বাসিয়াছ মা”

বালিকা ইতস্ততঃ না করিয়া বলিল, “এলড্রেড ব্যারেণষ্টোকে আমি ভাল বাসিয়াছি। তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।”

ডিউক কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তৎপরে বলিলেন—"এরূপ কোন একটা ঘটনা ঘটিবে তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যাহা হউক, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য দুঃখ কেন মা? তুমি আমার নিকট শিক্ষিতা হইয়াছ। তোমার হৃদয় আমি বিশেষরূপ অবগত। তুমি যখন ভাল বাসিয়াছ, তখন নিশ্চয় তুমি তোমার সমস্ত প্রাণ ঢালিয়াই যুবককে ভাল বাসিয়াছ; অন্য বালিকার ন্যায় তোমার ভালবাসা চঞ্চল বা অস্থির নহে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সেই জন্যই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তোমার ভালবাসায় আমি বাধা প্রদান করিব না। বা তোমার স্বাধীন নির্ব্বাচনের উপর আমি হস্তক্ষেপ করিব না। তবে আর দুঃখ কেন মা? এলড্রেড তোমার অনুপযুক্ত পাত্র নহে। অপাত্রে তোমার প্রণয় অর্পিত হয় নাই। তবে সে দরিদ্র। তাহাতেই বা কি আসে যায়? আমি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি। আমার আর কে আছে, তুমিই সে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী। তোমরা উভয়ে সে সম্পত্তি উপভোগ করিলে আমার আত্মার তৃপ্তি হইবে। কিন্তু এক কথা, এলড্রেড সম্পূর্ণ অপরিচিত, সে যদি তাহার সমস্ত পরিচয় দিয়া প্রমাণ করিতে পারে যে, তাহার পূর্ব্ব জীবন নিষ্কলঙ্ক তাহা হইলে আমার আর কোন বাধা থাকিবে না। ইহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে। আমি জানি তুমি বড় অভিমানিনী; স্বামীর কলঙ্ক কাহিনী তুমি সহ্য করিতে পারিবে না। সেই জন্য আমার বক্তব্য যদি এলড্রেড এখানে আসিয়া প্রমাণ করে যে, তাহার তাহার চরিত্র নির্দ্দোষ তাহা হইলে আমি আর কোন আপত্তি করিব না।"

বালিকা দুঃখিত হইয়া বলিল—"এলড্রেড আপনার নিকট আসিবে না,

বা তাঁহার ইতিহাস আপনার নিকট প্রকাশ করিবে না। কোন কারণে এখন সে আমাকে পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।"

ডিউকের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল; বলিলেন—"তবে সে কিরূপে তোমাকে ভালবাসার কথা বলিতে সাহস করিল।"

"বাবা, এ দোষ তাহার নয়, দোষ আমার। অদ্য সন্ধ্যার সময় আমি সমুদ্র তীরস্থ পাহাড়ের নিকট দিয়া বেড়াইতে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম, এলড্রেড তথায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। কিছুক্ষণ সুশ্রূষার পর তাহার সংজ্ঞা হইলে, আমাকে সকরুণ স্বরে বলিল সে অদ্যই জন্মেরমত ট্রিবারউইথ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, আর প্রত্যাগমন করিবে না। এই কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত স্তম্ভিত হইলাম, মুহূর্ত্তের জন্য পৃথিবী অন্ধকার দেখিলাম, জীবন শূন্যময় বোধ হইল, সহসা আমার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। তত্রাচ এলড্রেড আমার নিকট পুনঃ পুনঃ বিদায় প্রার্থনা করিতে লাগিল; এক দিনের জন্য নয়—এক মাসের জন্য নয়—এক বৎসরের জন্য নয়—চিরকালের জন্য বিদায় প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার সেই সকরুণ দৃষ্টি, সেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া ধৈর্য্য হারাই-লাম। রমণীসুলভ লজ্জা হারাইয়া আমার প্রাণের কথা তাহার নিকট হঠাৎ ব্যক্ত করিয়া ফেলিলাম। তাহাকে বলিলাম—"আমি তোমাকে ভালবাসি; আমি তোমাকে কোন মতে এ স্থান হইতে যাইতে দিব না। সত্য বাবা আমি তাহাকে ভালবাসি; কিন্তু এক দিনের জন্য বুঝিতে পারি নাই যে, তাহাকে আমি এত ভালবাসি। অদ্য ভালবাসা যেন নদীর প্রবল বন্যা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে।"

বৃদ্ধের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল, বলিল—"ভালগা, সেও কি তোমায় ঐরূপ ভালবাসে?"

"হ্যাঁ, এলড্রেডও আমাকে বড় ভালবাসে।"

"তবে সে এ স্থান ত্যাগ করিয়া ও তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহে কেন?"

"কেন তাহা জানি না। কিন্তু সে কোন মতে এ স্থানে থাকিবে না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কিছুতেই তাহা বলিবে না।"

ডিউক কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"আচ্ছা, কল্যই আমি এলড্রেডের সহিত সাক্ষাৎ করিব। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কেন সে এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহে।"

"কেন যে এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবে, তাহার কারণ সে আপনাকে কোন মতে বলিবে না।"

"আমি তাহাকে বলিতে বাধ্য করিব।"

বালিকা পিতার হস্ত ধারণ করিয়া করুণস্বরে বলিল—"বাবা, তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করুন। এলড্রেড বড় যন্ত্রণা পাইতেছে, তাহাকে আর যন্ত্রণা দিবেন না। আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করুন তাহাকে কোনরূপ তিরস্কার করিবেন না। বাবা, আমি তাহাকে বড় ভালবাসি—সে তিরস্কারে আমারই প্রাণে আঘাত লাগিবে।"

"ভালগা, আমি বিস্মৃত হই নাই যে তুমি এলড্রেডকে ভালবাস। আমি জানি, সে কষ্ট পাইলে তুমিও কষ্ট পাইবে; তাহার যন্ত্রণায় তুমিও যন্ত্রণা অনুভব করিবে। তবে যাহাতে সে কষ্ট না পায় ও এ স্থান ত্যাগ করিয়া না যায়, তাহার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিব ও সর্ব্বতোভাবে তাহাকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিব।"

"তাই করুন বাবা, এলড্রেডকে ক্ষমা করুন, তাহাকে রক্ষা করুন,

আমার জীবনের সুখ—প্রাণের শান্তি বজায় রাখুন এই আমার কাতর নিবেদন।"

"তবে আজকের মত যাও মা, বিশ্রাম কর গে। তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি প্রাণপণে এলড্রেডকে রক্ষা করিব।" ডিউক বালিকার মস্তক চুম্বন করিয়া বিদায় দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

লেডি ভালগা অশান্তিপূর্ণ হৃদয়ে নিজের কক্ষে উপস্থিত হইল। আজ তাহার চক্ষে নিদ্রা নাই। কেবল এলড্রেডের কথাই তাহার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। তাহার সেই সকরুণ দৃষ্টি, তাহার সেই কাতর-বিদায় প্রার্থনা, সর্ব্বোপরি তাহার সেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখমণ্ডল বালিকাকে বড়ই যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। বালিকা ভাবিল তাহার কিসের কষ্ট? সে কি চায়? কি গোপনীয় কথা রুদ্ধ আগ্নেয়গিরির ন্যায় তাহার প্রাণে যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে? বালিকা কিছু স্থির করিতে পারিল না, অবসন্ন হৃদয়ে একটী চেয়ারে উপবেশন করিয়া ছটফট করিতে লাগিল। এমন সময় তাহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইল; দেখিল একটী পরিচারিকা ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এত রাত্রে এখানে কেন? তুমি কি চাও?"

"ঠাকুরাণীর সহিত ডোলা বিবি অল্প সময়ের জন্য একবার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।"

ভালগা ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন রাত্রি দেড় ঘটিকা। মনে মনে ভাবিলেন, সাক্ষাতের উপযুক্ত সময় বটে। যদিও বালিকা

অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিল, তথাপি ভদ্রতার অনুরোধে পরিচারিকার সহিত ফরাসী রমণীর গৃহাভিমুখে গমন করিল।

ভালগাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ডোলা আনন্দিত হইয়া বলিল, "কষ্ট করিয়া আপনার না আসিলেই হইত, অনুমতি করিলে আমি নিজেই উপস্থিত হইতাম। পরিচারিকার মুখে শুনিলাম আপনি এখনও নিদ্রা যান নাই, সেই জন্য বিশেষ প্রয়োজন বশতঃই আপনার সাক্ষাৎ-প্রার্থিনী হইয়াছি।" এই বলিয়া ফরাসী রমণী একখানি চেয়ার সরাইয়া দিয়া অন্য একখানিতে নিজে উপবেশন করিয়া বলিল—"আজ আপনাকে বড়ই ক্লান্ত দেখাইতেছে। এই রাত্রে এবং এ অবস্থায় আপনাকে কষ্ট দিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। আশা করি আমায় ক্ষমা করিবেন।"

ভালগা উপবেশন করিতে করিতে বলিল—"সে জন্য কিছু মনে করিবেন না। আমার অদ্য সামান্য একটু মাথা ধরিয়াছে মাত্র, বিশেষ কিছু হয় নাই।"

ফরাসী রমণী বালিকার নিকট চেয়ারখানি আরও সরাইয়া আনিয়া বলিল—"আপনার সহিত আমার দুই একটা কথা আছে। দিনের বেলায় অভ্যাগত লোকদিগকে লইয়া এত ব্যস্ত থাকেন যে, সে সময় আপনার সহিত বন্ধুভাবে কথাবার্ত্তা কহিবার সাবকাশ পাই না।"

"সকল অভ্যাগতকেই সন্তুষ্ট রাখা আমার কর্ত্তব্য। মা যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে এ সমস্ত কার্য্য তিনিই করিতেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে এখন এ সকল কার্য্য আমারই করা উচিত।"

"হাঁ, তাহা ঠিক। ইহা আপনারই উপযুক্ত কথা। তবে আপনার নিজের সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে; সেই কথা বলিবার জন্যই আপনাকে ডাকিয়াছি। অদ্য আমার ভ্রাতা ফ্রাঁসোয়ার মুখে যাহা

শুনিলাম তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করা উচিত ছিল, কিন্তু আনন্দ প্রকাশ করা দূরে থাক্, সে কথা শুনিয়া অবধি আমার বড় কষ্ট হইতেছে।"

ভালগা তাহার দিকে সবিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করিল।

ভোলা বলিতে লাগিল—"আমি আপনাকে নিজের সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করি ও ভালবাসি। আপনার ন্যায় সরলা সুন্দরী বালিকাকে অবশ্য সকলেই ভালবাসে। আমার ভ্রাতাও আপনার সরল ও উদার ব্যবহারে বড়ই মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার মুখে আপনার সুখ্যাতি আর ধরে না। তিনিই অদ্য আমাকে যে কথা বলিলেন সেই কথা শুনিয়া অবধি আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি, আমার প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছে।"

"আমি আপনার কথা বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না।"

"এ স্থানে যে ব্যক্তি এলড্রেড ব্যারেনষ্টো নামে পরিচিত, তাহার চরিত্র আমি বিশেষরূপ অবগত। অনেক দিন হইতে তাহার সহিত আমার পরিচয় আছে। ক্ষমা করিবেন আপনারা তাহাকে যেরূপ মনে করেন সে ব্যক্তি আদৌ সেরূপ নহে।"

বালিকা চমকিত হইয়া বলিল—"এলড্রেডের সহিত আপনাদের পরিচয় আছে?"

"আপনারা এখন যাহাকে এলড্রেড বলিয়া ডাকেন একদিন তাহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ঐ ব্যক্তি এক দিন আমাকেও ভালবাসা দেখাইয়া ছিল। কিন্তু কোন কারণে তাহার সহিত আমার মনমালিন্য ঘটে।

ফরাসী যুবতীর বাক্যে ভালগা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল; সহসা কোন উত্তর করিতে পারিল না। ক্ষণকাল উভয়ে নিস্তব্ধ রহিল। সেই

ক্ষুদ্র নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিয়া গেল। ডোলা পুনরায় বলিতে লাগিল,—"আমার ভ্রাতার সহিত অদ্য এলড্রেডের সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা হইতেছিল। শেষে স্থির করিলাম উহার প্রকৃত পরিচয় আপনাকে দেওয়া উচিত। আপনার নিকট এ সমস্ত ঘটনা গোপন করিলে ধর্ম্মতঃ আমাদিগকে প্রত্যাবায়ভাগী হইতে হইবে।"

"তত্রাচ আপনার কথা বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম না। আর বুঝিবার তত আবশ্যকতাও বোধ করি না। এলড্রেডের সম্বন্ধে আপনি কোন কথা না বলিলেই আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইব।"

"জানি এ কথা আপনার নিকট অতি কঠোর বলিয়া বোধ হইবে, জানি এ সংবাদে আপনার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইবে, তত্রাচ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে এ সংবাদ আপনাকে জানান উচিত।"

"এলড্রেড সম্বন্ধে কোন সংবাদ আপনাদের নিকট হইতে শোনা অপেক্ষা স্বয়ং তাঁহার নিকট শোনা আমি অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি।"

"আপনার এরূপ অপকট ও পবিত্র ভাব দেখিয়া আপনাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু আপনি সংসার অনভিজ্ঞা বালিকা; সংসারের বিশ্বাসঘাতকতা, সংসারের নির্দ্দয়তা এখনও বুঝিতে পারেন নাই; এখনও পুরুষের কপটতা, পুরুষের শঠতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই; সেই জন্য এরূপ কথা বলিতেছেন। আপনি কি মনে করেন এলড্রেড তাহার নিজের কলঙ্কিত পরিচয় আপনার নিকট প্রকাশ করিবে? সে লোকটা বড় চতুর, সে বেশ জানে তাহার নিজের কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিলে আপনার ন্যায় রমনীর ভালবাসা ও অনুগ্রহ হারাইবে।"

"আমায় ক্ষমা করিবেন। আমার বড় মাথা ঘুরিতেছে। যদি আমাকে নিতান্ত অভদ্র মনে না করেন, তাহা হইলে অদ্যকার জন্য বিদায় গ্রহণ করিতে পারি।"

"বুঝিতে পারিতেছি এ সংবাদ আপনার হৃদয়ে বড়ই যন্ত্রণা প্রদান করিবে, কিন্তু প্রথমে যন্ত্রণাদায়ক হইলে পরিণামে আপনার মঙ্গল হইতে পারে। সেই জন্য এ গভীর রাত্রে আপনাকে এ স্থানে ডাকিয়া বড়ই বিরক্ত করিতেছি। আমিও রমনী, রমনীর কোমল হৃদয় আমি বিশেষ অবগত। রমণীর প্রাণের ব্যথা রমণী না হইলে কে বুঝিবে? রমণী না হইলে কে রমনীর মঙ্গল কামনা করিবে? সেই জন্য আমার আন্তরিক ইচ্ছা যাহাতে আপনার মত একটী ফুটন্ত কুসুম একটা অনুপযুক্ত বর্ব্বরের হাতে পড়িয়া অনাদরে শুকাইয়া না যায়—একটা পশুর পদতলে অযত্নে পদদলিত না হয় একটা—"

বালিকা বাধা দিয়া বলিল,—"ক্ষমা করুন, অদ্যকার জন্য বিদায় গ্রহণ করিলাম। এলড্রেডের নিন্দাবাদ শুনিবার আমার সাবকাশ নাই।"

বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় ছট ফট করিতে করিতে বালিকা নিজ কক্ষে উপস্থিত হইল। ফরাসী রমণীর বাক্যে অদ্য বালিকা বড়ই আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে। এলড্রেড ডোলার পরিচিত ও এক সময় তাহাকেও বিশেষ ভালবাসা দেখাইয়াছিল, এ কথা মনে উদিত হওয়ায় বালিকার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল সত্যই কি এলড্রেড ডোলার বন্ধু ছিল—সত্যই কি আমার এলড্রেড একদিন ঐ ফরাসী রমণীকে ভালবাসা দেখাইয়া ছিল? এলড্রেডের গুপ্ত কথা কি তবে এই ঘটনা সংশ্লিষ্ট? তাহাই যদি হয়, তবে এলড্রেড চিরদিনের জন্য টি বারউইথ ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহে কেন? আমার সহিত আর কখনও দেখা

শঙ্কাই না করিবারই বা কারণ কি? "যে ব্যক্তি এলড্রেড ব্যারেনষ্টো নামে পরিচিত"—এ কথারই বা অর্থ কি? তবে কি উহার প্রকৃত নাম এলড্রেড ব্যারেনষ্টো নহে? তবে কি? এই সমস্ত কথাই কি এলড্রেড আমার নিকট গোপন করিয়া যাইতেছে? কি জানি, কে এ কথা বলিয়া দিবে? কে এ কথার মিমাংসা করিয়া দিবে?

বালিকা আর ভাবিতে পারিল না। তাহার মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, যুক্তকরে এলড্রেডের উদ্দেশে বলিতে লাগিল—"এলড্রেড, প্রাণেশ্বর, একবার এস, একবার এ কথার মীমাংসা করিয়া দাও! আমি দুর্ব্বলা রমণী, আর আমাকে সন্দেহ তিমিরে আচ্ছন্ন রাখিও না? আর তোমার পরিচয় গোপন করিয়া আমার প্রাণে কষ্ট দিও না? আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী—আমি তোমার জীবন সঙ্গিনী, আমি তোমার দাসী, তুমি আমার এ কষ্ট দূর না করিলে, তুমি আমার এ সন্দেহ ভঞ্জন না করিলে কে করিবে নাথ?" হঠাৎ বালিকার হৃদয়ে এলড্রেডের সেই শেষ কথাগুলি উদিত হইল। এলড্রেড বলিয়াছিল—"লোকের কথায় বিশ্বাস করিও না, আমি নির্দ্দোষী।" এই কথা স্মরণ হওয়ায় বালিকার প্রাণে যেন অমৃতবারি সিঞ্চিত হইল, তৎ-ক্ষণাৎ যেন তাহার সকল কষ্টের অবসান হইল। বুঝিল এলড্রেড স্বর্গের দূত তাহার নিকট বিশ্বাসঘাতকতা, নিষ্ঠুরতা, কপটতা স্থান পায়না, তাহার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া বালিকা কথঞ্চিৎ আশ্বস্থ হইল।

বালিকা নিদ্রা যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু পোড়া চক্ষে নিদ্রা আসিল না। আবার উঠিয়া জানালার নিকট উপবেশন করিল, এবং নির্ম্মল বায়ুলাভের জন্য জানালা খুলিয়া বাহিরের দিকে

দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল কেবল অন্ধকার। সেই অন্ধকারে এলড্রেডের কুঠিরের গবাক্ষ পথ ভেদ করিয়া একটী ক্ষীণ আলোকরশ্মি দূরে মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। সেই আলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বালিকা হৃদয়ে শান্তি পাইল। এই আলোকরশ্মি যে তাহার প্রিয়তম এলড্রেডের গৃহ হইতে নিঃসৃত হইয়া আসিতেছে। এই পবিত্র আলোকেই যে তাহার প্রিয়তমের সর্ব্বাঙ্গ পরিধৌত হইয়া আসিতেছে। বালিকা সেই ক্ষুদ্র আলোক রশ্মির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এলড্রেডের উদ্দেশে পুনরায় বলিল—"প্রিয়তম, প্রাণেশ্বর, আমি তোমার কথা ভুলি নাই, আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার কথা বিশ্বাস করি—মঙ্গলময় ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন তোমার উপর কখনও আমার অবিশ্বাসের বা সন্দেহের ছায়া মাত্র না পড়ে। যেদিন তোমাকে অবিশ্বাস করিব, সেই দিনই যেন আমার মৃত্যু হয়।"

এই গভীর রজনীতে এলড্রেডও জাগরিত হইয়া আছে। তাহারও চক্ষে নিদ্রা নাই, তাহারও মনে শান্তি নাই, কক্ষতলে সবেগে পদচারণা করিতেছে। অতীত ঘটনা সকল একে একে স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া যুবককে অত্যন্ত অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। যুবক নিদ্রা যাইবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করে নাই; পাছে তাহার সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয়, পাছে স্বপ্নে সেই ঘৃণিতা কামুকী ডোলার মুখ মনে উদিত হয়। এলড্রেড পদচারণা করিতে করিতে ভালগার কথা ভাবিতে লাগিল। বালিকার সেই কাতর অনুনয়, মুক্তা ফলকের ন্যায় তাহার সেই পবিত্র অশ্রু, সেই বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর যুবকের মনে পড়িল। মনে পড়িল সেই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণের সেই আকুল ভাষা—"আমি তোমায় যাইতে দিব

আর মনে পড়িল সেই সজল কাতর প্রার্থনা—"আবার কবে ফিরিয়া আসিবে ?"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এলড্রেড হৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রণার সহিত বলিয়া উঠিল—"আমি ভুল করিয়াছি, জীবনের প্রথমেই মহা ভুল করিয়াছি। সে ভুল সংশোধনের আর উপায় নাই। ভালগা, হৃদয় রাণি ? কেন তুমি আমায় ভালবাসিলে ? কেন স্বেচ্ছায় দুঃখ যন্ত্রণাকে বরণ করিয়া তুলিয়া লইলে ? আমি তোমায় ভালবাসিয়া দুঃখ পাইতাম তাহাতে ক্ষতি ছিল কি ? কিন্তু তুমি সুখী থাকিলে, তোমার হাসি মাখা মুখ দেখিয়া যাইতে পারিলে, আমি যে স্থানেই থাকি শান্তিতে থাকিতাম। তোমার ঐ দেবীমূর্ত্তি হৃদয়ের অতি নিভৃত নিস্তব্ধ প্রদেশে স্থাপন করিয়া আমি দূর দূরান্তরে চলিয়া যাইতে পারিতাম। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কোন এক ক্ষুদ্র স্থানে নিজের দুরদৃষ্টকে লুক্কায়িত করিয়া আমরণ ঐ দেবী প্রতিমার ধ্যান করিতাম। কিন্তু হায় ! তুমি কেন ভালবাসার কথা উত্থাপন করিয়া এ অভাগার প্রাণে তীব্র আকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বালিয়া তুলিলে ? কেন তোমার ঐ হৃদিসিংহাসনে এ দরিদ্রকে অভিষেক করিলে ? ভালগা, ভালগা, আজ যে আমি অতি দরিদ্র, নিঃসম্বল, নিঃসহায়। এখন যে ঐ সম্রাটবাঞ্ছিত ধনের অধিকারী আমি নই।"

তৎপরে যুবকের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা মনে পড়িল। তখন কত আনন্দ, কত উৎসাহ, কত উচ্চাকাঙ্খা হৃদয়ে ছিল, তখন রাজার ন্যায় সম্মান ছিল, রাজার অধিক সম্পদ ছিল। এখন আর কিছুই নাই। আবার যুবকের কত কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল রাজকার্য্যে অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভায়না নগরীতে গমন—সেই প্রমোদ উদ্যান, সেই নৃত্য-গীত, উৎসবময়ী-পূর্ণিমা রজনী, সেই নৃত্য শেষে বাহিরে

আগমন, কামকলাময়ী উপযাচিকা ডোলার সহিত সাক্ষাৎ; আর মনে পড়িল সেই—সেই উন্মত্ত চির অনুতপ্ত মুহূর্ত্ত, যে মুহূর্ত্তে ফরাসী সর্পিণীর হলাহল পূর্ণ ওষ্ঠাধরে নিজের অসংযত ওষ্ঠ স্থাপন করিয়াছিল, যে অধরের তীব্র বিষের জ্বালায় সে আজও এই পৃথিবীময় হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে।

এলড্রেড ফরাসী রমণীকে কখনও ভালবাসে নাই। তাহার মুখে একদিনের জন্যও একটী ভালবাসার কথা উচ্চারিত হয় নাই। সেই প্রমোদ-উদ্যানে কেবল এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতার জন্য, এক মুহূর্ত্তের আত্মসংযমের অভাবে ঐ রমণীর চুম্বনতলে নিজের মান, সম্ভ্রম, পদমর্য্যাদা, নিজের জীবনের সুখ শান্তি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রাতরাশ সমাপনান্তে ডিউক নিজের গুপ্তকক্ষে বসিয়া তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি জিরাল্ড অটারহামকে একটী পত্র লিখিবার উপদেশ দিতেছিলেন। ডিউক অদ্য বড়ই চিন্তাযুক্ত; তাঁহার গম্ভীর মুখমণ্ডল অধিকতর গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। তিনি অদ্য ইংলণ্ড হইতে এক-খানি টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, সেই অবধি তাঁহার আর সুস্থিরতা নাই।

বৈদেশিক শত্রু দ্বারা ইংলণ্ডের উপকূল আক্রান্ত হইলে কিরূপ ভাবে তাহা রক্ষা করিতে হইবে, কিরূপভাবে সৈন্য সমাবেশ ও সৈন্য পরি-চালনা করিতে হইবে, তাহার বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে এবং সেই কাগজ পত্র ও দলিলাদি এখন ডিউকের নিকটেই আছে। অদ্য তিনি ইংলণ্ড হইতে এই মর্ম্মে টেলি-গ্রাম পাইয়াছেন যে, সেই সমস্ত কাগজ পত্র হস্তগত করিবার জন্য কতকগুলি বৈদেশিক গুপ্তচর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এমন কি ট্রিবারউইথেও তাহারা দলিলগুলির সন্ধান লইবার চেষ্টা করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া অবধি ডিউক বড়ই চিন্তিত ও অস্থির হইয়াছেন।

পত্রখানি শেষ করিয়া ডিউক বলিলেন—"দেখ অটারহাম, এখন

হইতে আমাদিগকে বিশেষ সাবধানে থাকিতে হইবে, কারণ এ দলিল গুলির রক্ষার উপরই ইংলণ্ডের ভাবী নিরাপদ নির্ভর করিতেছে।"

"কিন্তু আমাদের ভয়ের কোন কারণই নাই। অতি বড় সুচতুর গুপ্তচরেরও ক্ষমতা নাই যে, তাহারা আপনার লৌহসিন্ধুকস্থ দলিলগুলির সন্ধান করে।"

"তাহা সত্য। কারণ আমি ও তুমি ভিন্ন আর তৃতীয় ব্যক্তি জানে না, সে দলিলগুলি কোথায় আছে।"

"আমার বোধ হয় আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন?"

"হাঁ, তোমার উপর আমার খুব বিশ্বাস আছে। নচেৎ তোমাকে দলিলগুলির সম্বন্ধে কোন কথা বলিতাম না। যাক্, আজ হইতে তুমিও বিশেষ সাবধানে থাকিবে, কারণ বদমায়েসেরা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সকল রকম চেষ্টা করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। যাহাহউক তোমাকে যে আজ বড় ক্লান্ত দেখিতেছি?"

"না, আমার এমন বিশেষ কিছু হয় নাই, তবে গত রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছিল, সেইজন্যই শারীরিক অসচ্ছন্দতা বোধ করিতেছি।"

"রাত্রে সুনিদ্রা হয় নাই কেন?"

অটারহাম কোনরূপ উত্তর দিতে পারিল না। কি করিয়া বলিবে যে, সে ভালগার রূপে মুগ্ধ, সে ভালগাকে ভালবাসিয়াছে। কি করিয়া বলিবে যে, সেই ভালগার চিন্তাই তাঁহার নিদ্রার প্রধান অন্তরায়।

ডিউক অটারহামকে বলিলেন—"যাও একটু বেড়াইয়া আইস। প্রাতঃকালের নির্ম্মল বায়ু এখন তোমার পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে। রাত্রে এ সম্বন্ধে তোমার সহিত পরামর্শ করিব।"

অটারহাম চলিয়া গেল।

ডিউক একাকী বসিয়া সেই টেলিগ্রামখানি দুই তিন বার পাঠ করিলেন; তাঁহার মুখমণ্ডলে একটা গাঢ় চিন্তার চিহ্ন লক্ষিত হইল। তিনি এই সবেমাত্র মন্ত্রিত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কি করিয়া সেই পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, সেই চিন্তায় তিনি বড়ই উদ্বিগ্ন, কারণ তাঁহার গভীর দায়ীত্বের উপর—সেই দলিলগুলির রক্ষার উপর—ইংলণ্ডের ভাবী শান্তি নির্ভর করিতেছে। বৃদ্ধ মানসচক্ষে দুর্গ মধ্যস্থ সকল লোকের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, যেন সকলেই গুপ্তচর, যেন সকলেই সেই দলিলগুলি হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে। বৃদ্ধ একটু হাসিলেন। ভাবিলেন, তত্রাচ এ ক্ষেত্রে একটী প্রাণীকেও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। কোন্ ব্যক্তি হৃদয়ে কি ভাব পোষণ করিতেছে তাহা ঈশ্বরই জানেন।

হঠাৎ দরজায় ধাক্কায় ডিউক চমকিত হইয়া উঠিলেন। দেখিলেন তাহারই ভৃত্য গৃহে প্রবেশ করিতেছে। ভৃত্য অভিবাদন করিয়া জ্ঞাত করাইল যে, এলড্রেড ব্যারেণষ্টো তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছে।

ডিউক বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, তিনি নিজেই এলড্রেডকে আহ্বান করিয়াছেন। ভৃত্যকে বলিলেন—"এলড্রেডকে এই স্থানে লইয়া আইস।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে এলড্রেড সেই কক্ষে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া ডিউক আশ্চর্য্য হইলেন। একটী রাত্রের দুশ্চিন্তায় এলড্রেডের চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহাকে দেখিলে বাস্তবিক দুঃখ হয়।

এলড্রেড অভিবাদন করিয়া বলিল—"আপনি কি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন?"

ডিউক তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"হাঁ ব্যারেনষ্টো, আমি তোমাকে ডাকিয়াছিলাম। আমার কন্যার সম্বন্ধে তোমার নিকট আমার কিছু বক্তব্য আছে।"

এলড্রেড ব্যারেনষ্টোর মুখ অবনত হইল। উপবেশন করিবার জন্ম ডিউক তাহাকে একটী চেয়ার সরাইয়া দিলেন। এলড্রেড উপবিষ্ট হইলে তাহাকে চুরুটের বাক্সটী দিয়া নিজে একটী চুরুট ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন—"এলড্রেড, তুমি বোধ হয় জান, মাতৃহীনা কন্যাটী আমার বড় আদরের, সেই কন্যাটীই আমার সর্ব্বস্ব, আমার সংসারের একমাত্র বন্ধন। কল্য শুনিলাম, ভালগা তোমাকে ভালবাসিয়াছে, তোমাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া তোমার সুখ দুঃখ তাহার নিজের জীবনের সহিত গ্রথিত করিয়াছে। তজ্জন্য আমি দুঃখিত নহি। তোমাকেও আমি খুব ভালবাসি। তোমার উপর আমার অগাধ বিশ্বাসও আছে; তোমাকে জামাতা-রূপে প্রাপ্ত হওয়া আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করি না। কিন্তু একটা কথায় আমি বড় কষ্ট পাইতেছি।" এই বলিয়া বৃদ্ধ ডিউক তাঁহার অর্দ্ধদগ্ধ চুরুটটী একবার ঝাড়িয়া পুনরায় টানিতে লাগিলেন।

এলড্রেড দুঃখিত স্বরে বলিল—"আপনি কষ্ট পাইতেছেন শুনিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম। কিন্তু আমায় বিশ্বাস করুন, আমি লেডি টি ভালগাকে পূর্ব্বে আমার মনের কথা জানিতে দিই নাই—আমার হৃদয়ের ভাব তাঁহাকে না জানানই আমার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু—"

ডিউক বাধা দিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, আমি সমস্তই শুনিয়াছি। ভালগা এ বিষয়ে সমস্ত কথাই আমাকে পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছে; তজ্জন্য আমি ত তোমাকে কোন কথাই বলি নাই। তবে কোন কারণে

আমি বড় কষ্ট পাইতেছি—তুমি ইচ্ছা করিলে আমাকে সে যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিতে পার।"

"কি অনুমতি করুন। আমার সাধ্য থাকিলে আমি প্রাণপণে আপনার কষ্ট লাঘব করিবার প্রয়াস পাইব।"

"তোমার গুপ্তকথা কি? কিসে তুমি এত মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করিতেছ? এবং কি জন্যই বা তুমি টিবারউইথ ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহ? আশা করি আমার প্রশ্ন গুলির যথাযথ উত্তর দিয়া আমাকে সুখী করিবে।"

"যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে দ্বিধা বোধ করিতাম না। কিন্তু ক্ষমা করিবেন, এখন এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে এ অধম সম্পূর্ণ অক্ষম। যদি আমার সাধ্যায়ত্ত হইত, তাহা হইলে আপনার চরণে সমস্ত নিবেদন করিতাম। কিন্তু আমার মুখ বন্ধ। এমন কি, যে বালিকাকে আমি ভালবাসি, যে বালিকা আমার কলিজার অস্থি তুল্য, তাহার প্রাপ্তির বিনিময়েও আমি সে সমস্ত গুপ্তকথা প্রকাশ করিতে পারিব না।"

মন্ত্রীর গম্ভীর মুখ অধিকতর গম্ভীর হইল। তিনি অনুসন্ধিৎসু লোচনে যুবকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু অন্যায় বা পাপকার্য্যের একটী মাত্র রেখাপাতও যুবকের মুখমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল তাহার হৃদয়ের পবিত্রতা—নির্দ্দোষিতা, আর নিরাশার তীব্র যন্ত্রণা যেন যুবকের মুখমণ্ডলে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। ডিউক মনে মনে চিন্তা করিলেন, তবে এলড্রেডের গোপনীয় কথা কি? প্রকাশ করিতেই বা তাহার এমন কি বাধা আছে? তবে কি এলড্রেড বিবাহিত? এই সমস্ত কথা কি সে গোপন করিয়া যাইতেছে? ডিউক প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এলড্রেড, তুমি কি বিবাহিত? তুমি কি অন্য কোন রমণীকে ভাল-বাসিয়াছ?"

"না, আমি বিবাহ করি নাই, কিংবা আপনার কন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে আমি অন্য কোন রমণীকে ভালবাসি নাই, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি।"

"তুমি কি ভালগাকে ভালবাস?"

"ঈশ্বর জানেন আমি তাহাকে কিরূপ ভালবাসি।"

"তবে আমায় বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। মনে রাখিও ইহা আমার পক্ষে কম আগ্রহের বিষয় নহে। আমি বালিকার মুখ চাহিয়া তোমাকে এ কথা বলিতেছি। তুমি বালিকাকে দয়া কর। সে কি তোমার দয়ার পাত্রী নহে? সে কি ভালবাসিয়া চিরকাল কাঁদিতে থাকিবে? তার প্রণয়কুসুম কি অকালেই শুকাইয়া যাইবে? ইহার কি কোন উপায় নাই? দেখ ব্যারেনট্টো, আমি জীবনে কখন কাহারও নিকট কৃপা প্রার্থনা করি নাই, কিন্তু আজ আমি তোমার নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছি, সেই মাতৃহীনা বালিকার জন্য আজ বৃদ্ধ মন্ত্রী তোমার কৃপাপ্রার্থী। বল, কেন তুমি কেন ট্রিবার-উইথ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে? বল, তোমার প্রাণের গোপন কথা কি? বল, ইতস্ততঃ না করিয়া সমস্ত কথা আমার নিকট খুলিয়া বল?"

ডিউকের প্রত্যেক কথায় এলড্রেড ভীত হইয়া উঠিল, তাহার মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল, তাহার কম্পিত হস্ত হইতে চুরুটটী কক্ষতলে পড়িয়া গেল। গভীর যন্ত্রণায় মুহূর্ত্তের জন্য এলড্রেড চক্ষুদ্বয় মুদিত করিয়া ফেলিল। ডিউকের বাক্য শেষ হইলে এলড্রেড ভগ্নস্বরে বলিল—"আমায় ক্ষমা করুন, সে সমস্ত কথা প্রকাশ করিতে এ দাস সম্পূর্ণ অক্ষম।"

মন্ত্রী দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—"একান্তই প্রকাশ করিতে পারিবে না ?"

"এ ভৃত্যের ক্ষমতার অতীত।"

"বেশ, তাই যদি হয়, যদি সেই সরলপ্রাণা ক্ষুদ্র বালিকাটীর উপর দয়া না হয়, যদি তাহার করুণ ক্রন্দনে তোমার কঠিন হৃদয় বিগলিত না হয়, তবে এই দণ্ডেই টি্বারউইথ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও, আর কাল-বিলম্ব করিও না, ভালগার সহিত আর যেন তোমার সাক্ষাৎ না হয়।"

"আর একটীবার সে বালিকার সহিত সাক্ষাতের অবকাশ দিন, তার পর আমি এ স্থান ত্যাগ করিয়া দূর দূরান্তরে চলিয়া যাইব।"

"আর একটীবারও তাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ না হয়, এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।"

"আর একটীবারও সে বালিকাকে দেখিতে পাইব না ? না, না, এ দাসকে এরূপ কঠোর আদেশ করিবেন না।"

ডিউক এলড্রেডের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিলেন—"জান এলড্রেড, কেন আমি তোমার উপর এরূপ কঠোর আদেশ করিতেছি। ভালগা তোমায় ভালবাসে। যত বেশী তোমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে, তাহার ভালবাসা তত বেশী গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে থাকিবে। তার পর যখন তুমি নির্দ্দয় হইয়া সেই সোণার প্রতিমাখানি অকালে বিসর্জ্জন দিয়া চলিয়া যাইবে, তখন সে বালিকা কি করিবে জান ? আত্মহত্যা করিবে! আকণ্ঠ বিষপান করিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিবে! সে যন্ত্রণা আমি সহ্য করিতে পারিব না, সে মর্ম্মভেদী দৃশ্য আমি দেখিতে পারিব না। সেই জন্য আমার বক্তব্য, তোমাকে যদি একান্তই এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, তবে অদ্যই চলিয়া যাও। তোমার ঐ মূর্ত্তি লইয়া আর তাহার

সম্মুখে উপস্থিত হইও না। আর যদি না যাও, সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বল, তাহা হইলে তোমাকে জামাতা বলিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিব। তোমার অর্থহীনতা—তোমার পদমর্য্যাদাহীনতা এ বিবাহে বিন্দু-মাত্র বাধা প্রদান করিবে না। কিন্তু যদি, তোমার গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া না বল, তাহা হইলে বিদ্যুৎবেগে এ স্থান হইতে পলাইয়া যাও. আর এক মুহূর্ত্তও এ স্থানে থাকিও না। এখনও যথেষ্ট সময় আছে, এখন বালিকা নিজের মন ঠিক করিয়া লইতে পারিবে।"

"যদি এ কথা প্রকাশ করিবার আমার বাধা না থাকিত, তাহা হইলে আপনার কন্যা আমাকে প্রদান করিতেন?"

"সে কথা ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা হইলে তোমাকে জামাতা বলিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিতাম।"

এলড্রেড হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"তাহা হইলে আপনি আমাকে কিছু দিনের সময় দিন, আমি এ বাধা দূর করিবার চেষ্টা করিব। ভালগাকে লাভ করিবার জন্য আমি প্রাণদান করিতে কুণ্ঠিত হইব না। যদি হারি, তাহা হইলে আমার নিষ্ফল-জীবনের সব শেষ হইলেও দুঃখ নাই, আর যদি পারি—"

"আর যদি পার, যদি তোমার পূর্ব্বজীবন নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ করিতে পার, তাহা হইলে ভালগা তোমার; আমি হাস্যমুখে আমার কন্যা, আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমাকে দান করিব, কোনমতে ইহার অন্যথা হইবে না।"

"তাহা হইলে বিবেচনা করিবার জন্য আর কিছু দিনের সময় দিন। আমি প্রাণ খুলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিব—চিরকাল আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমার প্রতি এ কৃপা প্রদর্শনের জন্য আপনাকে এক দিনের জন্য অনুতাপ করিতে হইবে না।

এ বাঁধা শুধু আমার একার নহে, ইহাতে অন্যেরও সম্বন্ধ আছে। তাহা-দের সহিত আমাকে একবার পরামর্শ করিবার অবসর প্রদান করুন।”

“বেশ, তোমাকে আর এক সপ্তাহের সময় দিলাম, সপ্তাহের শেষে আমার সুরূপা কন্যা ও আমার অতুল ঐশ্বর্য্য তোমার জন্য অপেক্ষা করিবে। হয় আসিয়া সে সমস্ত গ্রহণ করিবে, নয় এ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।”

“আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, আমি আপনার নিকট চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম। তবে অদ্য বিদায় দিন। সপ্তাহের শেষে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।”

যুবক চলিয়া গেল।

যুবক নিষ্ক্রান্ত হইলে ডিউক আর একটী চুরুট ধরাইয়া ভাবিতে লাগি-লেন, এলড্রেডের সম্বন্ধে কি করা উচিত? এ ভালবাসার পরিণাম কি? এর পরিণামে কি ভালগা সুখী হইতে পারিবে? না দুঃখের অন্ধকারে চিরকাল নিমজ্জিত থাকিবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ডিউক টেবিলের নিকট গমন করিয়া কাগজ পত্রাদি গোছাইতে লাগিলেন। সেই টেলিগ্রামখানি পুনরায় ডিউকের দৃষ্টিপথে পতিত হইল, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, এলড্রেড গুপ্তচর নয় ত? বৃদ্ধের সর্ব্বশরীর কম্পিত হইল—মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল—চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “না, না, তাহা হইবে না—এলড্রেডকে জামাতারূপে গ্রহণ করিতে পারিব না—ভালগার জন্যও না। ইহাতে ভালগা চিরদুঃখিনী হয় হউক, ইহাতে ভালগার ভবিষ্যৎ চির অন্ধকারে আবৃত হয় হউক তাহাতে ক্ষতি নাই। গুপ্তচরকে জামাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না—ইংলণ্ডের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারিব না।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকাল। পরিষ্কার—মেঘশূন্য, বাল-সূর্য্য-কিরণে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত। গুপ্তকক্ষের বাতায়ন হইতে ডিউক দেখিলেন, ভালগা ঊষারাণীর ন্যায় দুর্গমধ্যস্থ উদ্যানে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। বালিকার মুখে তখনও বিষাদের ছায়া—চিন্তার চিহ্ন অঙ্কিত। বালিকা দুই চারিটী গোলাপ ফুল লইয়া তোড়া বাঁধিতে বাঁধিতে উদ্যান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। বৃদ্ধ ডিউকও একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার অর্দ্ধসমাপ্ত পত্রখানি লিখিতে বসিলেন।

হঠাৎ দরজায় ধীরে ধীরে করাঘাত হইল।

ডিউক বলিলেন,—"কেও, ভিতরে আইস।"

দরজা উন্মুক্ত হইল। ডিউক আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, সম্মুখে ভোলা দণ্ডায়মান।

ফরাসী রমণী বলিল—"ক্ষমা করিবেন আমি ভুলক্রমে এ গৃহে আসিয়াছি। শুনিলাম লেডি টি ভালগা এ গৃহে আছেন। তাঁর অন্বেষণে এ গৃহে প্রবেশ করিয়া আপনার কার্য্যে বাধা প্রদান করিলাম।"

"না, না, বাধা আর কি? ভিতরে আসুন আপনার নিকট এ গৃহ

[illegible]]

অবশ্য তেমন প্রীতিকর না হইলেও আপনার মধুর উপস্থিতিতে অনেকটা প্রীতিকর হইতে পারে।"

যুবতী সোৎসুক নয়নে চতুর্দ্দিক দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"এরূপভাবে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করা আমার বড় অন্যায় হইতেছে। এ আপনার পবিত্র গুপ্তকক্ষ। এ কক্ষে আমার প্রবেশ সম্পূর্ণ অনুচিত। কি জানি যদি দেওয়ালের বাক্‌শক্তি থাকে, তাহা হইলে কত গুপ্তকথাই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।"

ডিউক একটী চেয়ার সরাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সে ভয় নাই, আপনি বসুন। দেওয়ালের বাক্‌শক্তি থাকিলে এ গৃহে ভালগার প্রবেশ পর্য্যন্তও বন্ধ হইত।"

যুবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"আপনি কন্যাকে এত ভালবাসেন, অথচ আপনার গুপ্তকথা তাহাকে বলেন না?"

"গুপ্তকথা অর্থে যদি আপনি রাজকীয় গুপ্তকথা মনে করেন, তাহা হইলে কখন তা বলি না, বা কখন বলিবও না। কারণ এ গুপ্তকথা অতি পবিত্র। পৃথিবীর কোন প্রাণীকে তাহা বলা উচিত নহে। এমন কি নিজের স্ত্রীকেও তাহা বলা কর্ত্তব্য নহে।"

ফরাসী রমণী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"স্ত্রীকেও এ কথা বলা উচিত নয়? মন্ত্রী-পত্নী কি তবে সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় স্বামীর গুপ্তকথা শুনিবার অধিকারিণী নয়?"

"নিশ্চয় না।"

"আমি যদি কোন রাজনীতিকুশল মন্ত্রীকে বিবাহ করি, তাহা হইলে কি আমি আমার স্বামীর গুপ্তচিন্তার অংশভাগিনী হইব না? আমি এরূপ ব্যবহার পছন্দ করি না। আমি আমার স্বামীর সর্ব্বস্ব হইতে চাই।

স্বামীর ভালবাসা, স্বামীর চিন্তা, এমন কি স্বামীর জীবন পর্য্যন্ত আমাকে কেন্দ্র করিয়া থাকিবে। তাহার বিনিময়ে আমি আমার স্বামীর ক্রীতদাসী হইয়া থাকিব। ইহা যদি না হইল, তাহা হইলে আর ভালবাসা কি?"

ডিউক ডোলার উজ্জ্বল চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"ভালবাসাই ত জীবনের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। জীবনের কতকগুলি কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিবার আছে, সেইগুলি করিতেই হইবে। স্বামীকে কর্ত্তব্যবিমুখ করা কি সৎ স্ত্রীর উচিত, না স্বামীকে কর্ত্তব্যকর্ম্মপরায়ণ করা ও তাহাকে সম্মানার্হ করা তাহার কর্ত্তব্য।"

ডোলা নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"আপনি ত আমাকে বড়ই লজ্জায় ফেলিলেন। আমার ধারণা অন্যরূপ ছিল। আমার বিশ্বাস ছিল, স্ত্রীকে ভালবাসা ভিন্ন স্বামীর অন্য কোন কর্ত্তব্য থাকিতে পারে না। এরূপ শিক্ষাতেই আমি শিক্ষিত হইয়াছি এবং এরূপ বিকৃত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই আমি আমার জীবনের সমস্ত সুখ নষ্ট করিয়াছি। সেইজন্যই আমি জীবনে একটী দিনের জন্যও সুখী হইতে পারিলাম না। বাস্তবিক আমি বড় দুঃখিনী—বড় হতভাগিনী।"

বৃদ্ধ ডিউক বাধা দিয়া বলিলেন—"না, না, আপনি এরূপ সুন্দরী, আপনার দুঃখ করিবার কারণ কি? আপনার প্রচুর অর্থ—অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য—অকলঙ্ক সুখ্যাতি রহিয়াছে, তবে আপনি হতভাগিনী কেন?"

যুবতী কাতর কণ্ঠে বলিল—"আমার সব আছে। কিন্তু রমণীজীবনে যাহা সুখ, তাহা আমার নাই। এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, লক্ষ লক্ষ পরিচিত মুখের মধ্যে, আমার এমন কেহ নাই যিনি আমাকে ভালবাসেন—যাঁহাকে আমি বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে পারি—যাঁহাকে প্রাণের কপাট খুলিয়া হৃদয়ের কথা বলিতে পারি। আপনি আমার

সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছেন? কিন্তু এ সৌন্দর্য্য ত আমার একটী প্রাণের বন্ধু সংগ্রহ করিতে পারিল না, আমার হৃদয়ের যাতনা বুঝিবার একটী লোকও ত আনিতে পারিল না, যাহাকে চাই তাহাকে ত দিতে পারিল না, তবে আর এ কি সৌন্দর্য্য, এ ছার সৌন্দর্য্যে লাভ কি?" এই বলিয়া যুবতী চক্ষে রুমাল প্রদান করিল।

তাহার কষ্টের কথা শুনিয়া—তাহার চক্ষের জল দেখিয়া, বৃদ্ধের বড় দুঃখ হইল—বড় দয়া হইল। বলিল—"দেখুন, যদিও আপনার সহিত আমার বেশী দিনের আলাপ নয়, তবুও আপনি আমাকে বন্ধু বলিয়া মনে করিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব, আপনার কোনরূপ উপকার করিবার অবকাশ দিলে অধিকতর সুখী হইব।"

যুবতী বৃদ্ধের হস্ত ধারণ করিয়া বলিল—"আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম, আজ আপনি আমার বড় উপকার করিলেন, আজ আমি বড় আনন্দিত হইলাম। এরূপ আনন্দ আমি জীবনে কখনও পাই নাই। এই দুর্গে অবস্থানকালে মাঝে মাঝে আপনার নিকট প্রাণের জ্বালা জানাইতে আসিলে, আশা করি আপনি বিরক্ত হইবেন না?"

"বৃদ্ধ বয়সে আপনার মত সঙ্গী পাইলে বিরক্ত হইব কেন? আপনার যখনই ইচ্ছা হইবে তখনই আসিবেন। সত্য কথা বলিতে কি, আপনাদের মত অতিথি পাইয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি, আমার কন্যাও বড় সন্তুষ্ট হইয়াছে। আমার কন্যা আপনার বড় সুখ্যাতি করে।"

"আপনি আপনার কন্যাকে বড় ভালবাসেন, নয়?"

ডিউক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"কই, তেমন ভালবাসিতে পারি কই? আহা বালিকা অল্প বয়স হইতে মাতৃহীনা, মায়ের ভালবাসা

ত জীবনে কখনও পাইল না। মাতৃস্নেহের আস্বাদন ত কখনও বুঝিল না। তাহাকে সে স্নেহ—সে ভালবাসা দিতে পারি কই ?"

যুবতী সহানুভূতির সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"বাস্তবিক বড় দুঃখের বিষয় বটে। আর আপনার পত্নীর অকালমৃত্যুতে আপনিও বড় কষ্ট অনুভব করিতেছেন। আচ্ছা, আপনার স্ত্রী কি শ্রীমতী ভালগার ন্যায় সুন্দরী ছিলেন ?"

বৃদ্ধ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"তার মত সুন্দর মুখ আর দেখিতে পাই না। ভালগা অনেকটা তাহারই মত বটে, তবুও যেন কিছু পার্থক্য আছে।"

"আপনার স্ত্রীর কোনরূপ ফটো আপনার নিকট আছে কি ?"

"হ্যাঁ, একটা ছোট ফটো আছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া একটু অপেক্ষা করুন, আমি সেই ফটোখানি লইয়া আসিতেছি, সেটা আমার উপরকার ঘরে আছে" এই বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেলে যুবতী মনে মনে হাস্য করিল; মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার মুখমণ্ডল হইতে কোমল ভাব চলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া গৃহের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল ভিত্তিগাত্রে তিন চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ আছে, প্রত্যেক কক্ষ ছোট ছোট কপাট দ্বারা বদ্ধ। যুবতী উঠিয়া দেওয়ালের নিকট উপস্থিত হইল এবং এক একটী কক্ষ খুলিয়া দেখিল, প্রত্যেকগুলিতেই কাগজ পত্রে পরিপূর্ণ; তৎপরে চতুর্থ কক্ষটী খুলিবামাত্র তমধ্যে একটী লোহার সিন্দুক দৃষ্টিগোচর হইল। যুবতীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। তাড়াতাড়ি সেই ক্ষুদ্র কক্ষের দরজা বন্ধ করিবার পূর্ব্বে সেই গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল—যুবতীর বক্ষ দুরু দুরু করিয়া উঠিল—পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল—বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে ভালগা দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।

ফরাসী রমণী একটু আশ্বস্ত হইল এবং সেই ক্ষুদ্র কক্ষের দরজা বন্ধ করিতে করিতে বলিল—"আসুন, আপনি হয় ত আমাকে আপনার পিতার গুপ্তকক্ষে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। এই এতক্ষণ আপনার পিতা আমাকে আপনার স্বর্গীয়া মাতার কথা বলিতেছিলেন—তিনি এইমাত্র আপনার মাতাঠাকুরাণীর ফটো আনিবার জন্য উপরে গিয়াছেন—বসুন, তিনি এখনই ফিরিয়া আসিবেন।"

ফরাসী রমণীকে এরূপভাবে দেওয়াল সংলগ্নস্থ কক্ষটী খুলিতে দেখিয়া বালিকা বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছিল। একণে তাহার কথা শুনিয়া বালিকার সরল প্রাণ হইতে সে বিস্ময় দূর হইল। বিশেষতঃ ডোলার মুখে কোনরূপ অপ্রতিভের ভাব না দেখিয়া তাহার আর কোন সন্দেহের কারণ রহিল না। বাগান হইতে যে গোলাপ ফুলের তোড়াটী আনিয়াছিল সেটী পিতার টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতে লাগিল।"

ফরাসী রমণী বালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল বালিকার মুখে কোনরূপ সন্দেহের চিহ্ন নাই। তাহাকে অন্যমনস্ক করাইবার জন্য বলিল—"আপনাকে যেন চিন্তাযুক্ত দেখিতেছি, আপনার শরীর কি ভাল নহে? আর দেখুন, সে দিন রাত্রে এলড্রেডের সম্বন্ধে আপনাকে যে কথা বলিয়াছিলাম, আশা করি তাহার জন্য কিছু মনে করিবেন না।"

বালিকা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ডিউক ফটো লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ভালগাকে সেই গৃহে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন—"ইনি তোমার মায়ের তসবিরখানি দেখিতে চান" এই বলিয়া বৃদ্ধ ডিউক তসবিরখানি ফরাসী রমণীর হস্তে প্রদান করিলেন।

যুবতী তসবীরখানি হস্তে লইয়া উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিতে করিতে

বলিল—"বাঃ, কি চমৎকার মুখ ; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তিনি এত অল্প বয়সেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।"

ডিউক সাদরে কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—"দেখুন দেখি, ভালগার সহিত উহার কিরূপ সৌসাদৃশ্য আছে?" তৎপরে কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"আমাদের দিকে একবার ফের ত মা—মুখ খানি এক বার দেখাও ত?"

বালিকা পিতার দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। ফরাসী রমণী একবার ফটোর দিকে আর একবার বালিকার দিকে গম্ভীরভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"হাঁ, অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে বটে—তবুও যেন একটু তফাৎ আছে বলিয়া বোধ হয়, আপনার স্ত্রী খুব সুন্দরী ছিলেন। শ্রীমতী ভালগাও বেশ সুন্দরী, তবে কয়দিন হইতে উহাকে যেন বিমর্ষ দেখিতেছি, এ কয় দিনে একটু রোগাও হইয়াছে।"

বালিকা লজ্জিতা হইল এবং তথা হইতে প্রস্থান করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। ডিউক যখন ফরাসী রমণীর সহিত ফটো বিচারে নিযুক্ত, বালিকা সেই অবকাশে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল এবং আহারাদির পর এলড্রেডের অন্বেষণে বরাবর গির্জ্জায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, গির্জ্জার দ্বার বন্ধ এবং অর্গ্যানের শব্দও নীরব। বালিকা দরজা ঠেলিয়া গির্জ্জায় প্রবেশ করিল। দেখিল এলড্রেড নতজানু হইয়া গির্জ্জার এক পার্শ্বে উপবিষ্ট, চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত, পবিত্র আলোকে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। বালিকাও ধীরে ধীরে সেই যুবকের পার্শ্বে নতজানু হইয়া উপবিষ্ট হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবক চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখিল, পার্শ্বেই তাহার মানস প্রতিমা—তাহার সাধনার ধন। যুবক ধীরে বালিকাকে আরও নিকটে টানিয়া লইল, বালিকার উষ্ণ নিশ্বাস

যুবকের গণ্ডে আরক্তিম আভা প্রদান করিল, বালিকার দুই চারি গাছি অসংবদ্ধ কেশ মৃদুমন্দ বাতাসে উড়িয়া যুবকের মুখের উপর পড়িল। যুবক সেই বালিকাকে—সেই পবিত্র স্থানে—সেই পবিত্র বন্ধনে বদ্ধ করিয়া নীরবে বালিকার স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিল।

সূর্য্যরশ্মি বাতায়নস্থ সুদৃশ্য কাচ খণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইয়া সেই প্রেম-পাশবদ্ধ যুবক যুবতীর মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উৎপাদন করিল।

কিছুক্ষণ এরূপ নীরব থাকিবার পর যুবক ডাকিল—"ভালগা!"

"কেন প্রিয়তম?"

"এ শুষ্ক মালঞ্চে আবার ভ্রমরের গুঞ্জন কেন? এ সুখ কত দিন থাকিবে ভালগা? সপ্তাহের শেষে বোধ হয় নিজের ভাগ্যকে সঙ্গে লইয়া—তোমার ঐ পবিত্র স্মৃতিখানি বুকে লইয়া—এ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।"

"তোমার যাওয়াই কি ঠিক হইল? বাবার সহিত দেখা করায় তিনি কি বলিলেন?"

"তিনি আমাকে আর এক সপ্তাহের সময় দিয়াছেন। সপ্তাহের শেষে হয় তাঁহাকে আমার গোপনীয় কথা বলিতে হইবে, নয় এ সাধের টি বার-উইথ ত্যাগ করিয়া জন্মের মতন চলিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু প্রিয়তমে, সে গুপ্তকথা প্রকাশ করা আমার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইলেও আমি সে কথা বলিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিব। যদি অকৃতকার্য্য হই, তাহা হইলেও আমার মনে এই শান্তি থাকিবে যে, আমি আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু হৃদয়রাণি, তোমার ভালবাসার পরীক্ষা উপস্থিত। এই কয়দিনের মধ্যে আমাকে এমন কতকগুলি কার্য্যের অভিনয় করিতে হইবে, যাহাতে তুমি দুঃখিত হইবে, আমার উপর তোমার অবিশ্বাস

আসিবে, কিন্তু আশা করি তুমি সে সমস্ত সহ্য করিয়া আমার উপর তোমার বিশ্বাস অটুট রাখিবে।”

“তাহা হইলে তুমি আজও আমাকে বুঝিতে পার নাই। তোমার উপর জীবনে কখনও আমার অবিশ্বাস আসিবে না—আসিতে পারে না। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা তোমার উপর আমার অবিশ্বাস আনয়ন করিতে পারে—তোমার উপর অবিশ্বাসের বিন্দুমাত্র ছায়াপাত করিতে পারে।”

“যদি তুমি শোন সেই নির্জ্জন পাহাড়ে কোন সুন্দরী রমণীকে লইয়া ভ্রমণ করিতেছি, তখন তুমি কি মনে করিবে?”

“আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি ডোলার কথা বলিতেছ।”

“তুমি শুনিয়াছ? ডোলা কি তোমাকে সব কথা বলিয়াছে?”

“সে বলিতে আসিয়াছিল আমি শুনি নাই। যদিই শুনিতে হয় তোমার মুখে শুনিব। সে ফরাসী রমণীর মুখে তোমার কথা শুনিব কেন? তুমি আমার স্বামী, আমার সর্ব্বস্ব, আমার জীবনের সুখ শান্তি। তোমার কথা আমায় একটা অপর রমণীতে কি বলিবে? সে তোমার সম্বন্ধে কি জানে? সে তোমার কথা কি বোঝে? সে রমণী একদিন তোমার যাই থাক, আজ তুমি তাহার কেহ নহ, আজ তুমি আমার।”

“আমার যাহা কিছু পবিত্র আছে তাহাদের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, সে ফরাসী রমণী কোনদিন আমার কেহ ছিল না—এক দিনের জন্যও সে রমণী আমার নিকট হইতে কণামাত্র ভালবাসা পায় নাই। তবে এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের জন্য, এক উন্মত্ত—চির অনুতপ্ত মুহূর্ত্তের জন্য—আমি তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু জীবনে কখনও তাহাকে ভাল-

বাসি নাই। তাই সে আজ আমার প্রধান শত্রু—তাই সে আজ প্রতিহিংসার শাণিত খড়্গ লইয়া আমার জীবনের পথে দণ্ডায়মান। জগদীশ্বর জানেন এ সংগ্রামে জয় পরাজয় কাহার?"

"জয় আমাদের। আমাদের এ গভীর ভালবাসা কখনও ব্যর্থ হইবে না। সে রমণী যাহাই করুক তোমার অমঙ্গলের জন্য যতই চেষ্টাই করুক, তুমি নিশ্চয় জানিও এলড্রেড, তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। তোমার কেশাগ্র পর্য্যন্ত সে ডাকিনী স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমার এ গভীর ভালবাসা দুর্ভেদ্য বর্ম্মের ন্যায় তোমাকে সকল শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে।"

"তাহাই হউক ভালগা—তাহাই হউক। তোমার এ গভীর অন্ধ বিশ্বাস যেন তোমার সকল কষ্টের লাঘব করে। ভগবানের কাছে কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যেন আমাদের ভাগ্যাকাশে এ নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ কাটিয়া গিয়া আবার চন্দ্রিমার উদয় হয়। তবে অদ্যকার মত গৃহে প্রত্যাগমন করি চল, যতদিন এ স্থানে থাকিব, ততদিন এক একবার দর্শন দিয়া এ হতভাগার প্রাণে শান্তি সঞ্চার করিও, এই আমার প্রার্থনা।"

তাহারা উভয়ে গির্জ্জা হইতে বহির্গত হইল। কিয়ৎদূর গমন করিবার পর এলড্রেড বলিল,—"ভালগা, তুমি সুবিধামত সে ফরাসী রমণীকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিও; কোন বিশেষ প্রয়োজনে আমি তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাই।"

"বেশ, আমি দুর্গে গিয়াই তাহাকে তোমার কথা বলিব, এবং যাহাতে অদ্যই সে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করে তাহার জন্যই অনুরোধ করিব।"

তৎপরে চুম্বন আদান প্রদানের পর পরস্পর পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

ভালগা দুর্গে উপস্থিত হইয়া দেখিল, ফরাসী রমণী একটী কক্ষে তাহার পিতার সহিত কথোপকথন করিতেছে। ভালগা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডোলার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। বালিকার মুখের হাবভাব দেখিয়া সুচতুরা ফরাসী রমণী বুঝিল, বালিকা তাহাকে কিছু বলিতে চায়। ডোলা কৌতূহলী হইয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া বালিকার হস্ত ধারণপূর্ব্বক বাহিরে গমন করিল। কিছুদূর গমন করিবার পর বালিকা কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া বলিল- "ম্যাডেম, মিঃ এলড্রেড অদ্য আপনার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চান। তিনি এইমাত্র আমাকে বলিয়া দিলেন আপনার সুবিধামত যখন হউক তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিলে তিনি বিশেষ হইবেন।"

যুবতী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"এলড্রেড আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়? আহা! হতভাগ্য যুবক একদিন কত আশাই করিয়াছিল, আমার কণামাত্র করুণা লাভের জন্য কত চেষ্টাই করিয়াছিল; সুতরাং এরূপ সাক্ষাৎ প্রার্থনা ত তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। যাক্, তাহার প্রাণে আর কষ্ট দিব না। একবার সাক্ষাৎ করিলেই যদি হতভাগ্য যুবক সন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে একবার দেখা করিব। কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে আপনি বোধ হয় আমার উপর বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইবেন না?"

"আমাকে এত হীন ও সঙ্কীর্ণ হৃদয় ভাবিবেন না যে, এলড্রেডের সহিত দেখা করিতে যাইলে আমি অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হইব। আপনার

ইচ্ছা মত যখন হউক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারেন—তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

"বেশ, তবে সুবিধা মত যখন হউক তাহার নিকট যাইব।"

"কিন্তু শীঘ্র যাইবার চেষ্টা করিবেন।" এই বলিয়া বালিকা তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দুর্গ হইতে এলড্রেডের কুটীর বেশী দূর নহে—প্রায় ১৫ মিনিটের রাস্তা হইবে।

এলড্রেডের কুটীরখানি ছোট হইলেও বেশ পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন, একটী পাহাড়ের শিরোদেশে অবস্থিত। গৃহ সংলগ্ন উদ্যানে নানা জাতীয় সুগন্ধি ফুলের বৃক্ষ গৃহস্বামীর মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দিতেছে। বেলা দ্বিপ্রহর। আহারান্তে এলড্রেড একাকী সেই গৃহমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া সেই বালিকার কথা ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, ভালগার মত স্ত্রী লাভ অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। বালিকার কি গভীর প্রেম, কি নিঃস্বার্থ ভালবাসা, কি সুন্দর স্বভাব। কিন্তু আমি অতি হতভাগ্য, আমি অতি মূঢ়, তাই এ অমূল্য রত্ন পরিত্যাগ করিয়া কোন্ নির্জ্জন স্থানে নিজের দুঃখের জীবন অতিবাহিত করিতে যাইতেছি—রাজ-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া আবার চিরদারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছি, কিন্তু কি করিব? ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় কি আছে?

এমন সময় বাহির হইতে বামা কণ্ঠে ডাকিল—"এলড্রেড, আমি কি ভিতরে যাইতে পারি?"

এলড্রেড ফরাসী রমণীর কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিল; বলিল,—"হাঁ! ভিতরে আইস।"

যুবতী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। যুবক বলিল—"ডোলা, তুমি ত খুব শীঘ্র আসিয়াছ।"

"হাঁ এলড্রেড, লেডি ট্রিভালগা আমাকে সংবাদ দিবামাত্র আমি আহারাদি সম্পন্ন করিয়াই আসিয়াছি। আমায় যে এখনও তোমার মনে আছে, আবার যে আমাকে দয়া করিয়া ডাকিয়া পাঠাইয়াছ, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু জানিতে পারি কি এলড্রেড, কেন আমায় ডাকিয়াছ?"

"গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছিলাম।"

"কি কথা, বল?"

"অন্য বিশেষ কথা কিছুই নয়, তবে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমরা কি উদ্দেশ্যে ট্রিবারউইথে আসিয়াছ এবং কি সূত্রেই বা ডিউকের সহিত তোমাদের পরিচয় হইল?"

"কেন, এ সংবাদে তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি?"

"প্রয়োজন থাক বা না থাক, এ সংবাদ জানাইতে তোমার কোন বাধা আছে কি?"

"না বাধা আর কি? তোমার নিকট কোন কথাই বলিতে আমার বাধা নাই। কিন্তু তুমি শোন কই এলড্রেড? তুমিই ত আমাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতেছ? যাক্ ডিউকের সহিত কিরূপে আমাদের পরিচয় হইয়াছিল তাহা শোন:—"ডিউক সম্প্রতি ইংলণ্ড গিয়াছিলেন; তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে পথে আমাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেই সাক্ষাতেই তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয়ের সূত্রপাত। আমার ভ্রাতা ফ্রাঁসোয়ার কথাবার্ত্তায় ডিউক মুগ্ধ হইয়া

ট্রিবারউইথে কিছুদিন থাকিবার জন্য তিনি আমাদিগকে এস্থানে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু এলড্রেড, আমাদের ট্রিবারউইথে আগমন বোধ হয় তোমার পক্ষে সুসংবাদ নহে। তুমি যে উদ্দেশ্যে এস্থানে আসিয়াছ এবং যে উদ্দেশ্যে এ নির্জ্জন পল্লীগ্রামে নিজের অলস জীবন অতিবাহিত করিতেছ, আমাদের আগমন বোধ হয় তোমার সেই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে অন্তরায় হইতে পারে।"

"নিজের দুরদৃষ্টকে লুক্কায়িত করা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে এস্থানে আসি নাই।"

"লেডি ট্রিভালগাকে বিবাহ করিয়া ট্রিবারউইথ লাভ তোমার এস্থানে আগমনের প্রধান কারণ নহে কি?"

"তুমি ভুল বুঝিয়াছ। যদি সে উদ্দেশ্য আমার থাকিত তাহা হইলে স্বেচ্ছায় কেন আমি আমার নিজের প্রাপ্ত ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া আসিলাম —কেন স্বেচ্ছায় পথের ভিখারী সাজিলাম?"

"লেডি ট্রিভালগাকে বিবাহ করা তোমার এ স্থানে আগমনের কারণ নহে কি? তুমি কি পূর্ব্বে জানিতে না যে বৃদ্ধ ডিউকের এক সুন্দরী অবিবাহিতা কন্যা আছে?"

"হাঁ জানিতাম, কিন্তু তাহাকে বিবাহ করা—তাহাকে কেন—অন্য কোন রমণীকে বিবাহ করা—তখন আমার মনে এক দিনের জন্যও উদিত হয় নাই। আর সে বালিকার প্রণয় আকাঙ্ক্ষা করা আমার মত হতভাগ্য লোকের বাতুলতার নামান্তর মাত্র। যাহার জীবন এরূপ কলঙ্ক কালিমালিপ্ত, যাহার মান—সম্ভ্রম—পদমর্য্যাদা বিলুপ্ত, মন্ত্রিকন্যার পাণি-গ্রহণের ইচ্ছা তাহার পক্ষে আকাশ কুসুম ভিন্ন কি হইতে পারে?"

"যাক্, ইহা লইয়া আর বাগ্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। তোমাকে

একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার সহিত তোমার পরিচয় আছে এ কথা লেডি ভালগার নিকট প্রকাশ করা তোমার উচিত হইয়াছে কি ? আর এত লোক থাকিতে তাহার দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিয়া আমাকে বিদ্রূপ করাই কি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে ?"

"তোমাকে বিদ্রূপ করিবার অভিপ্রায়ে আমি তাহার দ্বারা তোমার নিকট সংবাদ প্রেরণ করি নাই। আর তোমার সহিত পরিচয় আছে এ কথা তুমিই ত তাহাকে প্রথমে বলিয়াছ। আমার দ্বারা ত এ কার্য্য প্রথমে সংসাধিত হয় নাই।"

"আমি তাহাকে সমস্ত কথা বলি নাই। ইঙ্গিতে দু একটা কথার আভাষ দিয়াছিলাম মাত্র। যাক্; এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই, ইহার পর তুমি কি করিবে ? বোধহয় টিবারউইথ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে ?"

"এখন সে কথা আমি সঠিক বলিতে পারি না। তবে মনে করিতেছি আমার জীবনের গোপন কথা ডিউকের নিকট প্রকাশ করিয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইব। ইহাতে বোধ হয় কিছু সুফল হইতে পারে।"

ফরাসী রমণী চমকিত হইয়া উঠিল। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিল— "তুমি কি ভাব তাহা হইলে ডিউক তোমার কথা বিশ্বাস করিয়া তাঁহার কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিবেন ?"

"তুমি যদি মনে করিয়া থাক লেডি ভালগাকে বিবাহ করাই আমার চরম লক্ষ্য তাহা হইলে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আমি আমার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলে ডিউক তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইবেন কেন ?"

"দুর্ভাগ্য বশতঃ ডিউক তোমার মত লোকের কথা বিশ্বাস করিবেন না। আমি আমার সমস্ত ঘটনা অতিরঞ্জিত ভাবে তাঁহার নিকট বর্ণনা

করিব। ফ্রাঁসোয়াও তাহার সমস্ত কথা সালঙ্কারে তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিবে। আমরা একসঙ্গে দুইজনে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিব।”

এলড্রেড একটু উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল,—“সর্ব্বনাশি, আমার এত সর্ব্বনাশ করিয়াও কি তোমার তৃপ্তি হয় নাই? আমায় পথের ভিখারী করিয়াও কি তোমার দুরভিসন্ধি পূর্ণ হয় নাই? আর কেন? যথেষ্ট ত হইয়াছে। এখনও কি তুমি পূর্ব্বঘটনা বিস্মৃত হইতে পার নাই?”

“না, তা পারি নাই—কখন তা পারিবও না। আমি আমার ন্যায্য প্রাপ্য ছাড়িতে পারিব না। শোন এলড্রেড, যতদিন তুমি জীবিত থাকিবে, ততদিন তোমার আশা ত্যাগ করিতে পারিব না। মৃত্যুর পরও আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিব। পৃথিবীতে এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা তোমার এক মুহূর্ত্তের ভালবাসার জন্য সাধন করিতে না পারি। জগতের লোক আমায় ঘৃণা করে করুক—সহস্র কণ্ঠে আমায় নিন্দা করে করুক—তথাপি তোমায় পাইবার জন্য ছায়ার ন্যায় আজীবন তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিব। এলড্রেড প্রিয়তম, আমায় ভালবাস, আমি তোমার পায়ে ধরিয়া ভিক্ষা করিতেছি, পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হইয়া তুমি যাহার ধন তাহাকে পাইতে দাও। আমি তোমার নিকট তোমাকেই ভিক্ষা করিতেছি; এ প্রেম-আত্মহারা-ভিখারিণীকে ভিক্ষা দাও। পাঁচ বৎসর আগে যে স্থানে জীবনসূত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলে, সে স্থান হইতে আবার সে সূত্রখণ্ড কুড়াইয়া লও।”

এলড্রেড নিস্তব্ধ হইয়া সে সমস্ত কথা শুনিল। ঘৃণায় তাহার মুখমণ্ডল বিকৃতভাব ধারণ করিল। তীব্রকণ্ঠে বলিল—“হ্যাঁ, আমার পরিত্যক্ত জীবনসূত্র আবার তুলিয়া লইব। কিন্তু এরূপ ভাবে নয়।

আমার ভবিষ্যৎ চিত্রপটে অতীতের কোন রমণীর ছবি অঙ্কিত থাকিবে না। যে আমার পবিত্র চরিত্রে এরূপভাবে কলঙ্ক-কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে, যে আমার নৈতিক জীবন এরূপ নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়াছে, তাহার স্মৃতি—তাহার ছায়া আমার ভবিষ্যৎ জীবন হইতে একবারে মুছিয়া ফেলিব। তথাপি তোমার নিকট আমি একটী ভিক্ষা করিতেছি—এ ভিক্ষা আমার জন্য নহে—সেই বালিকার জন্য—সেই সরলপ্রাণা নির্দ্দোষী বালিকার জন্য—যে বালিকা এ সংসারে কাহারও ক্ষতি করে নাই, যে বালিকা সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা এখনও বোঝে নাই—সেই পবিত্রা বালিকার জন্য তোমার নিকট করজোড়ে ভিক্ষা করিতেছি। তাহাকে দয়া কর, তাহার প্রাণে কষ্ট দিও না, তাহার জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট করিও না, আমাকে প্রকৃত ঘটনা বলিতে দাও—জগতের সমক্ষে আমাকে আমার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে দাও।" এই বলিয়া এলড্রেড যুবতীর হস্তদ্বয় ধারণ করিতে উদ্যত হইল।

যুবতী একটু সরিয়া গিয়া বলিল—"ও অনুরোধ আমাকে করিও না। তাহা অপেক্ষা তুমি এ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। যদি তুমি বালিকাকে ভালবাস, তাহা হইলে তাহার মুখ চাহিয়া এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাও। নচেৎ তুমিই ভালগার কষ্টের কারণ হইবে। নিশ্চয় জানিও এলড্রেড, সে বালিকাকে কখনই তুমি পাইবে না। চারিদিকে আগুন জ্বালাইব, সেই লেলিহান অগ্নিশিখায় জগৎ ভস্মিভূত হইবে। সে আগুনে তুমি পুড়িবে—আমি পুড়িব—তোমার সাধের ভালগাও পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। তাই বলি এখন পালাও—এখনও সময় আছে—এখনও ভালগা নিজের মন ঠিক করিয়া লইতে পারিবে। সময় থাকিতে থাকিতে পালাও—তোমার ভালগাকে রক্ষা কর। নচেৎ সব ধ্বংশ

হইবে। আর যদি একাকী যাইতে কষ্ট বোধ হয়—যদি নিঃসঙ্গ জীবন তোমার ভাল না লাগে—তাহা হইলে আমাকে সঙ্গে লও—আমি ছায়ার ন্যায় আজীবন তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব—নিজের জীবন দিয়া তোমাকে রক্ষা করিব—প্রাণ দিয়া তোমায় ভালবাসিব।" যুবতীর চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, নাসরন্ধ্র কম্পিত হইল, ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল।

"তুমি দানবী—তুমি পিশাচী—তুমি নরকের প্রেতিনী—তোমার ছায়াও স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ হয়।"

"নিষ্ঠুর, তুমি ওকথা বলিও না—ওকথা বলা তোমার সাজে না—তুমিই আমাকে দানবী করিয়াছ—তুমিই আমায় পিশাচী করিয়াছ—তুমিই আমাকে নরকের প্রেতিনী করিয়াছ। ইচ্ছা করিলে তুমিই আমাকে আবার স্বর্গের দেবী করিতে পার, তুমিই আমার সমস্ত মতি গতি ফিরাইয়া দিতে পার। আমি আর কিছু চাই না—কেবল তোমার বিন্দুমাত্র ভালবাসা চাই—তোমার কণামাত্র করুণা চাই। এলড্রেড, আমার এলড্রেড, আমার প্রাণের এলড্রেড, একবার বল তুমি আমায় ভালবাস। অন্ততঃ মিথ্যা করিয়াও বল—তুমি আমায় ভালবাস। আমি সেই মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব, আমি সাধ করিয়াই তোমার নিকট আত্মপ্রতারিত হইব। এ সাধের আত্মপ্রতারণাতে সুখ আছে। বল, একবার মিথ্যা করিয়াও বল—তুমি আমায় ভালবাস। দেখ, একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ? আমি কি সুন্দরী নই? এ সৌন্দর্য্যে কি মাদকতা নাই? এ নয়নে কি বিদ্যুৎবর্ষী কটাক্ষ নাই? তবে কেন তুমি আমায় এরূপ নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করিতেছ? কেন আমায় উপেক্ষা করিতেছ? আমি আবার তোমার দুটী পায়ে ধরিয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমায় পত্নী বলিয়া গ্রহণ কর।"

এই বলিয়া যুবতী যুবকের পদপ্রান্তে পতিত হইল। সবেগে পতিত হইবার সময় যুবতীর বুকপকেট হইতে লালরঙের একখণ্ড কাগজ কক্ষতলে পড়িয়া গেল। যুবতী সেই কাগজখানা কুড়াইয়া লইবার পূর্ব্বে যুবক তাহা হস্তগত করিল এবং আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, সে একখানি সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাম।

টেলিগ্রামখানি এলড্রেডের হস্তগত হওয়ায় যুবতীর মুখমণ্ডল পাণ্ডু বর্ণ ধারণ করিল—প্রেম অভিনয় মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইল—কাতর কণ্ঠে বলিল—"এলড্রেড, কাগজখানি আমায় ফিরাইয়া দাও। উহা আমার কোন বন্ধুর গোপনীয় টেলিগ্রাম।"

যুবক ব্যঙ্গভাবে বলিল—"আমিও কি তোমার বন্ধু নহি? তুমি যখন আমায় এত ভালবাস, তখন তোমায় ঐ সাঙ্কেতিক টেলিগ্রামখানি আমার কাছে রাখিতে ক্ষতি কি?"

ডোলা কম্পিতস্বরে বলিল—"না, না, ও আমার বিশেষ দরকারী টেলিগ্রাম। ইহা এখন আমি কোনমতে তোমার নিকট রাখিতে পারি না। আর ইহাতেই বা তোমার কি বিশেষ প্রয়োজন আছে? তুমি টেলি-গ্রামখানি ফিরাইয়া দাও—তোমার দুটী হাতে ধরিয়া ভিক্ষা করিতেছি।"

যুবতীর আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া এলড্রেডের মনে সন্দেহ হইল। প্রকাশ্যে বলিল—"দেখ ডোলা, যখন টেলিগ্রামখানি হস্তগত হইয়াছে, তখন ইহা আমি না পড়িয়া ফিরাইয়া দিব না। আর আমি পড়িলেই বা তোমার ক্ষতি কি?"

"ক্ষতি যথেষ্ট আছে। তোমাকে দেখাইবার হইলে নিশ্চয় দেখাই-তাম। ইহাতে আমার বিশেষ গোপনীয় কথা আছে। পরের গোপ-নীয় টেলিগ্রাম পাঠ করা কি ভদ্রতাসঙ্গত?"

"ভদ্রতাসঙ্গত কি ভদ্রতাবিরুদ্ধ তাহা আমার দেখিবার প্রয়োজন নাই। তুমি আমার সহিত কখনও কি ভদ্র ব্যবহার করিয়াছ, যে আমার নিকট ভদ্রব্যবহার প্রত্যাশা কর?"

ফরাসী রমণী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার বক্ষঃস্থল কম্পিত হইয়া উঠিল, ভীতিকম্পিতকণ্ঠে বলিল—"তাহা হইলে টেলিগ্রামখানি আমায় প্রত্যার্পণ করিবে না?"

"সম্প্রতি তাহাই বটে।"

যুবতীর চক্ষুস্থির হইল। মনে মনে ভাবিল যদি টেলিগ্রামের সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত মতলব বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে। তাহার ও তাহার ভ্রাতার অপমানের সীমা পরিসীমা থাকিবে না। অবশেষে ইংলণ্ডের অন্ধকারময় কারাগারে চিরকাল অতি-বাহিত করিতে হইবে, আর জীবনে কখনও ফ্রান্সে ফিরিয়া যাইতে হইবে না। আর আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখিতে পাইবে না। মুহূর্ত্তের অসাবধানতার জন্য তাহাদের সুখের স্বপ্ন অচিরাৎ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। যুবতীর মস্তক ঘুর্ণিত হইল। নতজানু হইয়া আবার যুবকের পদতলে পতিত হইল। ভীতিকম্পিতকণ্ঠে বলিল—"এলড্রেড, দয়া করিয়া টেলি-গ্রামখানি ফিরাইয়া দাও। যদি টেলিগ্রামের সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আমাদিগকে ভয়ানক বিপদে পড়িতে হইবে, বোধ হয় আমাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে? আর আমায় যন্ত্রণা দিও না। আমায় কৃপা কর। পদতলে বসিয়া করজোড়ে তোমার নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছি—ঐ টেলিগ্রামখানি আমায় ফিরাইয়া দাও।"

"আজ তুমি কৃপাপ্রার্থিনি। কিন্তু আমি যখন তোমার নিকট কাতর কণ্ঠে কৃপা ভিক্ষা করিয়াছিলাম, তখন আমার প্রতি বিন্দুমাত্র কৃপা

প্রদর্শন করিয়াছিলে কি? নির্ম্মম প্রাণে আমার সকল প্রকার কাতর আবেদন অগ্রাহ্য কর নাই কি? তবে তুমি প্রতিদানে কি প্রত্যাশা করিতে পার? কিরূপ ব্যবহার তুমি আমার নিকট আশা কর? নির্দ্দয়তার বিনিময়ে নির্দ্দয়তা প্রদর্শন কর্ত্তব্য নহে কি?"

যুবতী দণ্ডায়মান হইল। তাহার অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল, ক্রোধে—ক্ষোভে—ভাবী বিপদাশঙ্কায় তাহার নাসারন্ধ্র হইতে ঘন ঘন নিশ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল, রুক্ষস্বরে বলিল—"বেশ, আমি শপথ করিতেছি, তোমার গুপ্ত কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না; তুমি স্বচ্ছন্দে ভালগাকে বিবাহ করিতে পার। তোমাদের বিবাহে আমি বিন্দুমাত্র বাধা প্রদান করিব না। কিন্তু আমার টেলিগ্রামখানি ফিরাইয়া দাও।"

"আমি ফরাসী রমণীর কথায় বিশ্বাস করি না। তাহার মুখের কথা তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নহে। শোন ডোলা, যখন পাঁচ বৎসর পরে সৌভাগ্যক্রমে তোমাদিগকে সুবিধায় পাইয়াছি, তখন সহজে এ সুযোগ ত্যাগ করিব না। তবে আমার শেষ বক্তব্য শোন, যদি তুমি বা তোমার ভ্রাতা আমার বিরুদ্ধে কাহাকে কোন কথা না বল, তাহা হইলে আমিও এই টেলিগ্রামের গুপ্তকথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না—এ সম্বন্ধে আমি শপথ করিতেছি—আমায় বিশ্বাস কর।"

যুবতীর সমস্ত আশা নষ্ট হইল। বুঝিল, টেলিগ্রামখানি সহজে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। সুতরাং আর বাদানুবাদ বৃথা ভাবিয়া যুবতী বলিল—"আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিলাম, কিন্তু যদি এ বিশ্বাস ভঙ্গ কর, তাহা হইলে স্বহস্তে তোমার রক্তে পৃথিবী কলঙ্কিত করিতে কুণ্ঠিত হইব না।"

"এ কথা আমার বেশ স্মরণ থাকিবে। আমার জীবন মরণ তোমার ঐ সুন্দর হস্তেই রহিল, তবে এখন বিদায় গ্রহণ করিতে পার।"

যুবতী ভগ্নহৃদয়ে—কম্পিত কলেবরে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

-:o:-

সেইদিন সন্ধ্যার সময় নৈশ আহারের জন্য সুসজ্জিত হইয়া লেডি ডালগা নীচে আসিয়া দেখিল তাহার পিতা হলঘরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। বালিকা নিকটস্থ হইলে বৃদ্ধ ডিউক তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া একটী কক্ষে লইয়া গেলেন এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মা, আজ একটী আনন্দের সংবাদ আছে"।

"কি বাবা?"

"মিঃ এলড্রেডকে অদ্য নৈশ আহারের জন্য এস্থানে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।"

বালিকা ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া মুখ অবনত করিল।

"কেন নিমন্ত্রণ করিয়াছি জান? তাহার গুপ্তকথা প্রকাশ করিবার জন্য এলড্রেডকে কিছুদিনের সময় দিয়াছি। এ কয় দিনের মধ্যে নিশ্চয় সে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস করিবে না। কিন্তু মা, তুমি তাহাকে বড় ভালবাস। পাছে তাহার অদর্শনে তুমি দুঃখিত হও, পাছে তোমার ঐ সুন্দর মুখে নিরানন্দের ছায়া পতিত হয়, সেইজন্য এলড্রেডকে এস্থানে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেছি। উদ্দেশ্য—তোমাদের পরস্পরকে পরস্পরের সহিত সাক্ষাতের সাবকাশ প্রদান করা।"

"বাবা, আমার সৌভাগ্য যে আমি আপনার ন্যায় কোমল হৃদয় পিতার কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। কোন্ কন্যা তাহার পিতার নিকট হইতে এত স্নেহ—এত আদর—এত যত্ন পায়।"

"হাঁ মা, এলড্রেডের কথাবার্ত্তায় তাহার গুপ্তকথা কিছু জানিতে পারিয়াছ কি?"

"না বাবা, আমি কিছু জানিতে পারি নাই বা জানিবার কোনরূপ চেষ্টাও করি নাই। আমি ও সকল বিষয় কিছু ভাবিই নাই। তবে এই মাত্র বুঝিতে পারিয়াছি যে, এলড্রেডের গুপ্তকথার মধ্যে ম্যাডাম ডোলা ও তাহার ভ্রাতা ফ্রাঁসোয়া আছেন।"

"ডোলা এর মধ্যে আছে? বোধ হয় তুমি ভুল শুনিয়াছ।"

"না বাবা, আমি ভুল শুনি নাই। এলড্রেড নিজেই আমাকে একদিন এ কথা বলিয়াছিল। যাহাহউক, আপনি এখন এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। কিছুদিন অপেক্ষা করুন, এলড্রেড নিজেই সমস্ত কথা আপনাকে একদিন বলিবে।"

"মা, তোমাকে সুখী দেখিলেই আমার আনন্দ। ইহা ব্যতীত এ বৃদ্ধের হৃদয়ে আর অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই।"

ক্রমে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইল। মিঃ এলড্রেড তাহাদের মধ্যে একজন। সকলে সমবেত হইলে আহার্য্য আসিল এবং আহার করিতে করিতে ডিউক বলিলেন—"মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়া, আপনার সহিত বোধ হয় মিঃ এলড্রেডের পরিচয় নাই, এই অবকাশে আপনার সহিত এলড্রেডের পরিচয় করিয়া দিতে পারি কি?"

এলড্রেড সহাস্যে বলিল—"কেন, আমাদের ত বেশ আলাপ পরিচয় আছে—অনেক দিন হইতেই আমি উঁহাদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত

কি বলেন ম্যাডেম ?” তৎপরে ফ্রাঁসোয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল —“কি মহাশয় কেমন আছেন ? বহু দিনের পর আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ। ভাল আছেন বেশ ? এ স্থানে কবে আসিলেন এবং ভায়নার সংবাদ কি ?”

এলড্রেডকে এরূপ স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে শুনিয়া ফ্রাঁসোয়া যুগপৎ ভীত ও স্তম্ভিত হইল। ফরাসী যুবক আশা করে নাই যে, এলড্রেড ডিউকের সাক্ষাতে তাহাদের সহিত এরূপ নিঃসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা কহিতে সক্ষম হইবে। ফ্রাঁসোয়া বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। ভাবিল, এলড্রেড কোন্ সাহসে আজ আমাদের সহিত এরূপ ভাবে বাক্যালাপ করিতেছে ? কোন্ সাহসে আমাকে এরূপভাবে প্রশ্ন করিতেছে ? সে কি বিস্মৃত হইয়াছে যে, সে এখনও আমাদের সম্পূর্ণ অধীনে ? ইচ্ছা করিলে আমরা তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারি ? এইরূপ চিন্তার মধ্যে ফরাসী যুবক অপ্রতিভভাবে ও ধরা গলায় এলড্রেডের দু-একটা কথার উত্তর দিতে লাগিল।

ফরাসী রমণী ডোলা অনেকটা সপ্রতিভ হইবার ও বিস্ময়ের ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া ধীরে ধীরে আহার করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহারও প্রাণে সুস্থিরতা রহিল না। বুঝিল টেলিগ্রামখানি হস্তগত হওয়ায় এলড্রেডের এত সাহস বাড়িয়াছে। কিন্তু ফ্রাঁসোয়া কিছু বুঝিতে পারিল না—তাহার হৃদয়ে দারুণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। একবার ভাবিল এলড্রেডকে নিমন্ত্রণ করিবার কারণ কি ? এলড্রেডের সহিত ভালগার বিবাহের সম্বন্ধ সাধারণের অবগতির জন্য কি এই নিমন্ত্রণ ? ফরাসী যুবক কিছু স্থির করিতে পারিল না, কোনরূপে খাদ্য দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে লাগিল।

ডিউক আশ্চর্য্য হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এলড্রেডের কথাবার্ত্তায় তাহারা উভয়ে ভীত ও স্তম্ভিত হইয়াছে।

নৈশভোজন সম্পন্ন হইলে ফ্রাঁসোয়া যেন অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হইল। ফরাসী যুবক এতক্ষণ বড়ই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, এক্ষণে এ বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সে বরাবর ছাতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ডোলাও গিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া ফ্রাঁসোয়া বলিল—"ব্যাপার কি ডোলা? এলড্রেড আজ এরূপ ভাবে আমাদের সহিত কথা কহিতে সাহস করিল যে? সে কি জানে না, সে এখনও আমাদের মুষ্টির ভিতর—আমরা ইচ্ছা করিলে—"

ডোলা বাধা দিয়া বলিল—"চুপ কর, এখন আমাদের জীবন মরণ তাহার হাতে। তুমি তাহাকে কিছু বলিও না। এখন যদি আমরা তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলি, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, সে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।"

"কেন? কি করিয়া সে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে সক্ষম হইবে?"

"আজ আমরা আমাদের গুপ্ত সমিতি হইতে যে টেলিগ্রামখানি পাইয়াছি, তাহা অদ্য মধ্যাহ্নে এলড্রেডের হস্তগত হইয়াছে।

ফ্রাঁসোয়া চমকিত হইয়া বলিল—"যাও, এরূপ উপহাস ভাল লাগে না।"

"না ফ্রাঁসোয়া, উপহাস নয়। সত্যই সেই টেলিগ্রামখানি এখন এলড্রেডের হস্তে।" তৎপরে সমস্ত ঘটনা তাহাকে বিবৃত করিল। প্রেমভিক্ষা করিবার জন্য এলড্রেডের পদতলে পতিত হইবার সময় যে সেই

কাগজখানি কক্ষতলে পতিত হইয়াছিল, কেবল সেই কথাগুলি গোপন করিয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে বলিল—"আমার বুকপকেট হইতে সেই টেলিগ্রামখানি হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছিল।"

ফ্রাঁসোয়া অবাক হইয়া শূন্যদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, যুবকের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

ডোলা বলিল—"তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই। এলড্রেড শীঘ্র টেলিগ্রামখানির অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। অক্ষরগুলি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে তাহার অনেক সময় লাগিবে।"

"তুমি পাগল হইয়াছ! এলড্রেড যদি ঐ টেলিগ্রামখানি ডিউককে দেয়, তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশ হইবে তাহা একবার ভাব দেখি?"

"না, তা দিবে না। আমি এলড্রেডের চরিত্র বিশেষরূপ অবগত। সে কোনরূপে তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে না। যতদিন আমরা তাহার কথা গোপন রাখিব, ততদিন সে টেলিগ্রামখানি কাহাকেও দেখাইবে না।"

"যাহাহউক তুমি টেলিগ্রামখানি আমাদের প্রধান শত্রু এলড্রেডের নিকট ছাড়িয়া আসিয়া বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছ—নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডাকিয়া আনিয়াছ।"

"তাহার জন্য তোমাকে বিশেষ চিন্তিত হইতে হইবে না। আমার উপর ভার দাও, আমি যেরূপ উপায়ে হউক আবার সেই টেলিগ্রামখানি হস্তগত করিব।"

"মাথা আর মুণ্ড করিবে" বলিয়া ফ্রাঁসোয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ফরাসী রমণী একাকিনী সেই নির্জ্জন স্থানে বসিয়া রহিল। তাহার চিন্তার বিরাম নাই। ডোরা খুব চতুরা হইলেও এ ক্ষেত্রে তাহাকে বড়ই বিপদগ্রস্থ হইতে হইয়াছে। সে জীবনে কখনও এরূপ বিপদে পতিত হয় নাই। যুবতী ভাবিতে লাগিল কি করিব? অতীতের ঘটনা সকল বিস্মৃত হইয়া এলড্রেডকে তাহার পথ ছাড়িয়া দিব—তাহার আশা জন্মের মত ত্যাগ করিব? সে যদিই ডিউকের কন্যাকে বিবাহ করে, তাহাতেই বা আমার বিশেষ ক্ষতি কি? কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রতি-হিংসার ভীষণ অনল তাহার হৃদয়ে লক্ লক্ জিহ্বা বিস্তার করিয়া উঠিল—তাহার সুবৃত্তিগুলি বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল—অস্ফুটস্বরে বলিল—"না না, তাহা হইবে না—এলড্রেডকে অন্য রমণী লইয়া সুখী হইতে দিব না। সে লেডি ভালগাকে লইয়া সুখী হইবে, আর আমি ঘৃণিত অপমানিত জীবন বহন করিয়া পদাহতা কুক্কুরীর ন্যায় লোলুপদৃষ্টিতে সেই নবদম্পতির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব? না, তাহা হইতে পারে না—তাহা হইতে দিব না। ইহাতে যদি আমার মৃত্যু হয়, ইহার জন্য কোটী কোটী বৎসর আমাকে নরকে থাকিতে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই—তাহাতেও দুঃখ নাই। কিন্তু যে জন্য এ টিবারউইথে আসি-য়াছি, যে জন্য মন্ত্রীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি—সেই কার্য্য আগে শেষ করিব—যে কোন উপায়ে ইংলণ্ডের গুপ্তমন্ত্রণা ফরাসী রাজ্যে প্রেরণ করিব—দেশের উপকার করিব—তার পর মরিতে হয় মরিব। কিন্তু একা মরিব না, এলড্রেডকে লইয়া মরিব—তাহাকে জীবিত রাখিব না। কিন্তু কি উপায় আছে? কি উপায়ে এলড্রেডের সর্ব্বনাশ করিব? কি করিয়া ইংলণ্ডের গুপ্তমন্ত্রণা ফরাসী রাজ্যে প্রেরণ করিব? কিছু উপায় নাই কি? আছে, এক উপায় আছে। বৃদ্ধ মন্ত্রীকে

বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিব—বিপত্নীক বৃদ্ধের তৃষিত চক্ষের সম্মুখে এ রূপের পসরা নামাইব—ভালবাসায় সে বৃদ্ধের হৃদয় উন্মত্ত করিব। আমার ঐ সৌন্দর্য্যে কে স্থির থাকিবে? আমার এ আকর্ণবিস্তৃত উজ্জ্বল চক্ষের বিদ্যুৎজ্যোতিতে কোন ব্যক্তি না উন্মত্ত হইবে? বৃদ্ধ ত অতি তুচ্ছ। তাহাকে এক দিনে মুগ্ধ করিব। তারপর যখন মন্ত্রিপত্নী হইতে পারিব—যখন বৃদ্ধের একমাত্র নয়নের আনন্দ হইব—তখন আমাদের অভীষ্ট পূরণে বিলম্ব হইবে না—তখন ইংলণ্ডের সমস্ত গুপ্তমন্ত্রণা আমার করায়ত্ত হইবে—সঙ্গে সঙ্গে এলড্রেডের সর্ব্বনাশ সাধনের পথও প্রশস্ত হইবে।"

এরূপ চিন্তা করিতে করিতে যুবতী নীল আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে। রাশি রাশি জ্যোৎস্না আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া জল, স্থল ব্যোম এক করিয়া তুলিয়াছে। হঠাৎ ডোলা দেখিল, সেই জ্যোৎস্নাস্নাত ছাদের উপরে এলড্রেড লেডি ভালগাকে লইয়া বেড়াইতেছে। দেখিয়া হিংসায় তাহার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। মনে মনে বলিল,—"দাঁড়াও তোমাদের অদ্যকার সুখের মিলনে হিংসার তীব্র হলাহল ছড়াইতেছি।" তৎপরে পাপিনী ফরাসী রমণী হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—"প্রিয় এলড্রেড, এ কমণীয় জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনীতে প্রিয়-জনকে সঙ্গে লইয়া এরূপ নির্জ্জন স্থানে পরিভ্রমণ বড়ই মধুর—বড়ই প্রীতিপদ নহে কি?"

তাহারা উভয়ে চমকিত হইয়া দেখিল, ছাদের এক পার্শ্বে ডোলা বসিয়া আছে। শুভ্র চন্দ্রালোকে তাহার মুখমণ্ডলের শোভা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এলড্রেড আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে ডোলা? তুমি এখানে একাকিনী বসিয়া আছ?"

"একাকিনী থাকিব কেন এলড্রেড, আমার সুখের স্মৃতি আছে—অতীত সুখের চিন্তা আছে, তাহাই লইয়া বেশ আনন্দ উপভোগ করিতেছি। প্রিয় এলড্রেড, তোমার সেই ভায়না নগরীর কথা মনে পড়ে কি? সে কি সুখের দিনই ছিল। কিন্তু আজ সে দিন কোথায়? গেছে জন্মের মত চলে গেছে—আছে কেবল অতীতের জ্বালাময় স্মৃতি—আর ভবিষ্যতের অন্ধকারময় ছায়া।" ফরাসী রমণী এরূপ ভাবে কথাগুলি বলিল, যেন সে লেডি ভালগার উপস্থিতি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে।

"ডোলা, তুমি পূর্ব্ব ঘটনা ভুলিয়া যাও—সে স্মৃতি, সে ঘৃণিত—কলঙ্কিত স্মৃতি আর হৃদয়ে পোষণ করিও না।"

ডোলা দুঃখিত হইয়া বলিল—"এলড্রেড—নির্দ্দয়, তুমি আমার সমস্তই কাড়িয়া লইয়াছ। নিষ্ঠুর প্রাণে আমার সে সুখ স্মৃতিটুকুর উপর আর দোষারোপ করিও না—অতীতের স্নেহ মধুর স্মৃতির উপর এরূপ নির্দ্দয়ভাবে পদাঘাত করিও না।"

লেডি ভালগা একটু দূরে দাড়াইয়া ছিল। ফরাসী রমণীর এরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহার মুখমণ্ডল লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। বালিকা কথা কহিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। নীরব হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিল।

এমন সময় নিম্নস্থ কক্ষ হইতে সঙ্গীতস্রোত ভাসিয়া আসিতে লাগিল। সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দূরস্থ সঙ্গীত বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হইল।

ডোলা সঙ্গীত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বলিল,—"এ সঙ্গীতে অতীতের কত কথা মনে পড়ে এলড্রেড। মনে পড়ে সেই পূর্ণিমা রজনী—সেই উপবন—সেই দুজনে ভ্রমণ।

এলড্রেড বিরক্ত হইয়া বলিল—"অতীতের ঘটনা আমি আমার স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছি। সে কথার আর উল্লেখ করিও না।"

"এলড্রেড,—প্রিয়তম! সে কথার উল্লেখ করিতে নিষেধ করিতেছ? কিন্তু আমি ত সে কথা হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারি নাই—আমি ত সে কথা ভুলিতে পারি নাই। এ জীবনে সে কথা ভুলিতে পারিবও না। সে স্মৃতি ভুলিলে কি লইয়া থাকিব? অতীতের সেই সুখ স্মৃতিই এখন আমার জীবনের একমাত্র সম্বল। এমনও তুমি সেদিনের কথা ভুলিয়াছ—যদিও তুমি এখন অন্য নারীর প্রেমে আসক্ত হইয়া সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়াছ—তথাপি আমি তোমার কথা ভুলিতে পারি নাই। আমার সেই একদিনের স্মৃতি আছে, যে দিন তুমি আমার ছিলে—শুধু আমার একার ছিলে—সেই স্মৃতি, প্রণয় চুম্বনের সেই অমর স্মৃতি—এ জীবনে কি ভুলিতে পারি এলড্রেড।"

হঠাৎ রুদ্ধ কণ্ঠের একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার শব্দে এলড্রেড চমকিত হইয়া উঠিল—পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, বালিকা বুকে হস্ত দিয়া ধীরে ধীরে ছাদ হইতে নামিয়া যাইতেছে। তখন যুবকের চৈতন্য হইল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"কি করিলে রমণী? তুমি কি করিলে?"

ডোলা আশ্চর্য্য হইয়া নয়নযুগল বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"তাই ত এলড্রেড, বালিকা যে এস্থানে ছিল, সে কথা ত আমি একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আমার কাজটা কি বড় অন্যায় হইয়াছে?"

"অন্যায় হইয়াছে কি না আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ? কেন তুমি একটা সরলপ্রাণা বালিকার প্রাণে তীক্ষ্ণধার বাণ নিক্ষেপ করিলে? কেন তুমি অতীতের ঘটনাগুলি অতিরঞ্জিতভাবে বালিকার নিকট প্রকাশ

করিলে? দেখ ডোলা, তুমি যাহা বলিয়াছ, শীঘ্র যদি তাহার প্রত্যাহার না কর, যদি তুমি প্রকৃত ঘটনা বালিকার নিকট প্রকাশ করিয়া না বল—তাহা হইলে আমিও তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে কুণ্ঠিত হইব না।" যুবক আর কালবিলম্ব না করিয়া দ্রুত তথা হইতে প্রস্থান করিল। যুবতীও একটু ঘৃণার হাসি হাসিয়া ধীরে ধীরে ছাদ হইতে নামিয়া গেল।

এলড্রেড নিম্নস্থ কক্ষে আসিয়া দেখিল, বালিকা একটা পিয়ানোর নিকট দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছে। এলড্রেডকে দেখিয়া বালিকা একটু হাসিল। সে হাসি দুঃখের—অভিমানের—কিন্তু সে হাসিতে অবিশ্বাসের ছায়া মাত্র নাই।

দশম পরিচ্ছেদ।

মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়া প্রোইভে এমন্টারি অটারহামকে বলিল—"আজ রাত্রে আপনাকে যে বড় বিষণ্ণ দেখিতেছি? চলুন, এখন একটু বিলিয়ার্ড খেলা যাক্। তাহাহইলে আপনার মনে একটু ফূর্ত্তি আসিবে।"

অদ্য আহারাদির পর হইতে অটারহাম বাস্তবিকই বড় বিষণ্ণ হইয়াছে। সে অনেক দিন হইতেই লেডি ভালগাকে ভালবাসিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা ভাবিয়া কাহারও নিকটে প্রকাশ করে নাই। যুবক জানিত বালিকাকে সে জীবনে কখনও পাইবে না, তাহার আশা কখনও ফলবতী হইবে না, তবুও তাহাকে ভালবাসিত। যদিও সে বুঝিয়াছিল, তাহার চক্ষের সম্মুখে তাহার ভালগা কোন উচ্চপদস্থ ধনবানের অঙ্কশোভিনী হইবে, তবুও সে বালিকাকে নীরবে ভালবাসিত। কিন্তু যখন অটারহাম দেখিল যে, ব্যারেনষ্টোর মত একটা নিঃসম্বল—নিঃসহায় লোকের সহিত বালিকার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে, তখন সে বড়ই ব্যথিত হইল, তথাপি কথাটা সহসা বিশ্বাস করিল না। যাহাকে ভালবাসা যায় সে যে অন্যের অঙ্কশায়িনী হইবে, এ কথা কেহ শীঘ্র বিশ্বাস করিতে চাহে না। মনুষ্যধর্ম্মই এই। অথচ ভয় ও হয় পাছে তাহার অভিপ্সীত ধন অপরের হইয়া বসে।

লেডি ভালগার বিবাহের কথা শুনিয়া তাহার মনে কেমন একরকম ভয়ও হইয়াছে। তাহার উপর সেই দলিলগুলির ভয় আছে, পাছে সেইগুলি চুরি যায়—পাছে তাঁহাকেই সন্দেহ করে। এই উভয় রকম আশঙ্কায় অটারহাম বড়ই চিন্তিত হইয়াছে। হঠাৎ ফ্রাঁসোয়ার কথা শুনিয়া একটু চমকিত হইয়া বলিল—"তা চলুন, বিলিয়ার্ড খেলায় আমার কোন আপত্তি নাই, তবে ও খেলায় আমার হাত তত ভাল নয়। কারণ আমি বিলিয়ার্ড খুব কমই খেলি। ডিউক বা তাঁহার কন্যা ও খেলাটা তেমন পছন্দ করেন না, তাঁহারা কেবল গল্প লইয়াই থাকেন।" এইরূপে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে তাহারা বিলিয়ার্ড রুমে প্রবেশ করিল।

ফ্রাঁসোয়া বলিল—"ডিউক তাঁহার কন্যাকে খুব ভালবাসেন, নয়? কিন্তু বালিকার বিবাহ হইয়া গেলে বৃদ্ধের বড় কষ্ট হইবে।"

ভালগার বিবাহের কথা শুনিয়া অটারহামের বুকটা দুরু দুরু করিয়া উঠিল, বলিল—"বিবাহের কি কোনরূপ প্রস্তাব হইতেছে শুনিতেছেন?"

"হাঁ, ঐরূপ একটা কথা শুনিতেছিলাম বটে। যাহা শুনিতেছি তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের কথা।"

"আপনি কি শুনিয়াছেন?"

"একটা নীচ—হীন—হতভাগ্য লোকের সহিত ঐ বালিকার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে শুনিতেছিলাম। এমন সোণার প্রতিমা কন্যা একটা দরিদ্রের অঙ্কশায়িনী হইবে, ইহা অতিশয় পরিতাপের বিষয়।"

"আপনি কি এলড্রেডের কথা বলিতেছেন?"

"হাঁ, এখানে এখন যে ব্যক্তি মিঃ এলড্রেড ব্যারেনষ্টো নামে পরিচিত, তাহারই সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে শুনিতেছি।"

"এলড্রেড ব্যারেনষ্টো নামে পরিচিত? তবে কি ঐ ব্যক্তির প্রকৃত নাম এলড্রেড ব্যারেনষ্টো নহে?"

"নিশ্চয়ই না। আমি ঐ লোকটাকে বিশেষরূপ চিনি। অনেক দিন হইতে উহার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় আছে। ভায়না ও প্যারিসের সকল লোকই উহার চরিত্র বিশেষ অবগত। আমি উহাকে এখানে দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছি এবং ডিউকের সংসর্গে আইসে বলিয়া আমি উদ্বিগ্নও হইয়াছি।"

"মিঃ ব্যারেনষ্টো তিন বৎসর এমন এ স্থানে আসিয়াছে। আপনি বোধ হয় লোক চিনিতে পারেন নাই।"

"বিলক্ষণ চিনিতে পারিয়াছি। সে দিন উহার সহিত আমার বেশ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। সে যাহা হউক, এ দিকে আমি মহা বিপদে পড়িয়াছি, কি করিব কিছু ঠিক করিতে পারিতেছি না। এ সময় আপনার নিকট উপদেশ পাইলে আমার পক্ষে বড়ই ভাল হয়।"

"কি বলুন। সাধ্যমত আপনাকে সাহায্য করিব।"

"প্রথমতঃ, ওলোকটা নাম গোপন করিয়া এ স্থানে বাস করিতেছে। যাক্, তাহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি নাই। দ্বিতীয়তঃ উহার চরিত্র অতি খারাপ। তৃতীয়তঃ, ওলোকটা কোন এক বিশেষ মতলবে এ স্থানে আসিয়াছে। অবশ্য এখন সে কথা প্রমাণ করিতে অক্ষম। তবে আপনাকে গোপনে বলিতে পারি, আর আপনাকে ইহা বলাও একান্ত কর্ত্তব্য, না বলিলে ডিউকের অমঙ্গল হইতে পারে।

অটারহাম চমকিত হইয়া বলিল—"কি বলুন?"

ফরাসী যুবক বিলিয়ার্ড রুমের চারিদিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত করিল,

তৎপরে তাহার কানের নিকট মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল—"ও লোকটা গুপ্তচর। ডিউকের নিকট যদি কোনরূপ গোপনীয় কাগজপত্র থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে সাবধানে রাখিতে বলিবেন। কি জানি, এক মুহূর্ত্তের অনবধানতা বশতঃ হয় ত মহা অমঙ্গল সাধিত হইতে পারে। সাবধানের বিনাশ নাই।"

গুপ্তচরের নাম শুনিয়া অটারহামের সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। বলিল—"এ সংবাদ আপনারই ডিউককে অবগত করান উচিত। এক রাত্রের বিলম্বে হয় ত অনিষ্টপাত হইতে পারে।"

ফ্রাঁসোয়া ধূর্ত্ততা সহকারে বলিল—"দেখুন, আমি নিজেই এ কথা ডিউককে বলিতে পারিতাম, কিন্তু বিশেষ প্রমাণ না পাইলে আমি নিজে তাহাকে কিছু বলিতে সাহস করিতেছি না। তবে একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ঐ ব্যক্তি আগে ফরাসী গুপ্তচরের কার্য্য করিত, কিন্তু এখন সেই কার্য্যে নিযুক্ত আছে কি না, সে সংবাদ আমি সঠিক বলিতে পারি না।"

অটারহাম বলিল—"তাহা হইলেও সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। আপনি যদি এলড্রেডের সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ জানেন ত বলুন, কিছু গোপন করিবেন না, ডিউককে সমস্ত কথাই খুলিয়া বলা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ ঐ লোকটা স্বাধীনভাবে দুর্গে যাতায়াত করে, সকলেই তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়া জানে।"

ফ্রাঁসোয়া একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"ইহার আর উপায় কি আছে বলুন। ডিউক নিজে তাহাকে বড় ভালবাসেন এবং তাহার কোন কার্য্যেই তিনি বাধা প্রদান করেন না। এমন কি, তাহাকে নিজের কন্যা পর্য্যন্ত দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে

আপনি একাকী কি করিতে পারেন? যাহাহউক আপনি মাননীয় ডিউককে এ সকল কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলুন। তারপর তাঁহার বিবেচনায় যাহা ভাল হয়, তাহা করুন। কিন্তু অদ্য রাত্রে তাঁহাকে আর কিছু বলিবেন না। কল্য প্রাতে এ সম্বন্ধে আপনার সহিত পরামর্শ করিব, তাহার পর আপনি ডিউককে এ সমস্ত কথা জানাইবেন।"

"অদ্য রাত্রে বলিলেই ভাল হইত। কারণ সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে আমরা তার পাইয়াছি যে, ফরাসী গুপ্তচর আমাদের কোন গোপনীয় কাগজপত্র হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং তাহারা টিবারউইথেও সন্ধান লইতেছে। এ সম্বন্ধে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও ডিউককে বিশেষ সাবধান হইতে লিখিয়াছেন।"

ফরাসী যুবক এ সংবাদে একটু চমকিত হইয়া উঠিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—"তথাপি অদ্য রাত্রে ডিউককে কিছু বলিবেন না। আমি আমার ভগ্নীর সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিব। তিনিও এলড্রেডের সম্বন্ধে অনেক কথা জানেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এলড্রেডের সম্বন্ধে আপনাকে আরও অনেক সংবাদ দিতে পারিব। সেই জন্যই আপনাকে অদ্য অপেক্ষা করিতে বলিতেছি।"

"বেশ, তাহাই হইবে। তবে অদ্যকার জন্য বিদায় গ্রহণ করিলাম। অদ্য আমার শরীর বেশ ভাল নহে। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।" এই বলিয়া ডিউকের প্রাইভেট সেক্রেটারি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অটারহাম চলিয়া গেলে ফরাসী যুবক একটু ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিল—"ইংলণ্ডের লোকগুলা কি নির্ব্বোধ, যাহা বলিতেছি তাহাতেই কেমন বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে। যাহাহউক দুর্ব্বল লোক পাইলে

আমাদেরই মঙ্গল। অটারহামকে হস্তগত করিতে পারিলে আমাদেরই কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইবে।”

ফ্রাঁসোয়াও নিজের শয়ন কক্ষে গমন করিয়া নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি তাহাকে কৃপা প্রদর্শন করিলেন না। টেলিগ্রামখানি এলড্রেডের হস্তগত হওয়া পর্য্যন্ত তাহার আর আহার নাই—নিদ্রা নাই—মনে শান্তি নাই। তাহার উপর অদ্যকার রাত্রে এলড্রেডের ব্যবহারে সে আরও ভীত হইয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে, এলড্রেডের মত সুচতুর লোকের নিকটে সাইফারিক টেলিগ্রামখানির অর্থবোধ করা বেশী কষ্টকর হইবে না। ফরাসী যুবক ভাবিল, যদিই এলড্রেড কোনরূপে টেলিগ্রামখানির অর্থ সংগ্রহ করে ও তাহা ডিউকের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে মহা অমঙ্গল সাধিত হইবে। বিশেষতঃ ইংলণ্ড হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ফরাসী গুপ্তচর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে ডিউক সহজে তাহাদিগকেই গুপ্তচর বলিয়া গ্রেপ্তার করিবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ফ্রাঁসোয়া অস্থির হইয়া উঠিল—আর শয়ন করিয়া থাকিতে পারিল না—শয্যা হইতে উঠিল এবং সেই কক্ষে পদচারণা করিতে করিতে ভাবিল—না, আর বিলম্ব করা কোনমতে কর্ত্তব্য নহে, অদ্যই সেই দলিলগুলি হস্তগত করিতে হইবে। নচেৎ বিলম্বে সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আর একদিনের মধ্যে এলড্রেড নিশ্চয় আমাদের সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিবে। ডোলার নিকট তাহার প্রতিজ্ঞার মূল্য কি? যতই এ বিষয়ে আন্দোলন করিতে লাগিল, ফরাসী যুবক ততই অস্থির হইয়া উঠিল—তাহার উষ্ণ মস্তিষ্ক অধিকতর উষ্ণ হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল, অদ্যই দলিলগুলি হস্তগত না করিতে পারিলে, আর এ জীবনে কখনও তাহা পারিবে না—তাহাদের

সকল পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যাইবে—তাহাদের সমস্ত আশা নষ্ট হইবে। এরূপ ভাবিয়া ফরাসী যুবক তাড়াতাড়ি একটী ব্যাগ খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একতাড়া চাবি বাহির করিল। তাহার কম্পিত হস্তে চাবি-গুলি ঝন ঝন করিয়া বাজিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে তাহার বক্ষ দুরু দুরু করিয়া উঠিল—জিহ্বা শুষ্ক হইয়া আসিল। পুনরায় ব্যাগ খুলিয়া এক বোতল ব্রাণ্ডি বাহির করিয়া তাহার প্রায় অর্দ্ধেক উদরস্থ করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে কপাট খুলিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিল সকলেই নিদ্রিত—প্রকৃতি স্থির—নিস্তব্ধ। এমন সময় ঢং করিয়া গির্জ্জার ঘড়িতে একটা বাজিয়া গেল। ফরাসী গুপ্তচর সেই শব্দে চমকিত হইয়া উঠিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া পায়ের জুতা খুলিয়া ধীরপদবিক্ষেপে নীচে নামিয়া আসিবে, এমন সময় আবার ঝনাৎ করিয়া একটা কপাট খোলার শব্দ তাহার শ্রুতিগোচর হইল। সে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু কিছু দেখিতে পাইল না—নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিল—তত্রাচ আর কোন শব্দ নাই। তৎপরে ডিউকের গুপ্তকক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেই কক্ষমধ্যে আলোক নাই বা ভিতর হইতে কাহারও শব্দ শোনা যাইতেছে না। তখন সাহসে ভর করিয়া হ্যাণ্ডেলটী ঘুরাইয়া কপাট খুলিয়া ফেলিল এবং গৃহ মধ্যস্থ অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইল। ফরাসী গুপ্তচর সেই গৃহে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা সত্ত্বেও যখন আর কিছু শুনিতে পাইল না, তখন সে একটী ইলেকট্রিক আলো জ্বালাইয়া ডোলার কথামত সেই সিন্ধুকের নিকট অনায়াসে উপস্থিত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিলিয়ার্ড রুম হইতে গিয়া অবধি অটারহামেরও নিদ্রা হয় নাই চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া তাহার হৃদয় উদ্বেলিত করিতে লাগিল। এল-ড্রেড কে? তাহার প্রকৃত নামই বা কি? সে কি প্রকৃত গুপ্তচর? যদি গুপ্তচর না হয়, তবে সে কি জন্য এ নির্জ্জন, আত্মীয়-স্বজন-পরিত্যক্ত স্থানে একাকী বাস করিতেছে? আজ তিন বৎসর যাবৎ এ স্থানে আসিয়াছে, কিন্তু এক দিনের জন্যও এ স্থান হইতে কোথাও যায় নাই? এরূপ গুণবান সুন্দর যুবা পুরুষ হইয়া কি জন্যই বা যৎসামান্য অর্থে উদর পূর্ত্তি করিতেছে? এরূপ অলস ভাবে জীবন যাপন করিবার কি উহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই? নিশ্চয় আছে! নিশ্চয় ও লোকটা গুপ্তচর! এখন আমার কর্ত্তব্য কি? আজই ডিউককে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত। যদি এই রাত্রেই দলিলগুলি চুরি যায়—যাহার জন্য এত সাবধানতা—যাহার উপর ইংলণ্ডের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে—সেই দলিলগুলি যদিই চুরি যায়—তাহা হইলে আমারই মুহূর্ত্তের অসাবধানতা বশতঃ চুরি যাইবে—আমারই কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা বশতঃ ইংলণ্ডের সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে। অটার-হাম আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাহার শরীর কম্পিত হইল—ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। ভাবিল, যদি অদ্য রাত্রেই এ সংবাদ ডিউককে

প্রদান করিতে না পারি, তাহা হইলে উন্মাদ হইয়া যাইব। অটারহাম আর স্থির থাকিতে পারিল না, তৎক্ষণাৎ নিজের কক্ষ হইতে ভূতগ্রস্তের ন্যায় বহির্গত হইল এবং বরাবর ডিউকের বিশ্রামকক্ষের দ্বারে গিয়া আঘাত করিল।

কিছুক্ষণ পরে ভিতর হইতে উত্তর আসিল—"কেও?"

"আমি অটারহাম। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একবার ভিতরে যাইবার অনুমতি দিবেন কি?"

ডিউক কপাট খুলিয়া দেখিল; অটারহাম শয়ন করিবার পোষাকের উপর একটা কোট চাপাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ—চুলগুলি স্থানভ্রষ্ট। ডিউক আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি সংবাদ অটারহাম, এত রাত্রে তোমাকে এরূপ অবস্থায় দেখিতেছি কেন? তোমার শরীর বেশ সুস্থ আছে ত।"

"ভিতরে চলুন, বিশেষ সংবাদের জন্য আজ এ দাস আপনাকে এত রাত্রে বিরক্ত করিতে সাহসী হইয়াছে। আশা করি ক্ষমা করিবেন।"

কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া ডিউক তাহাকে একখানি চেয়ার সরাইয়া দিলেন এবং নিজে একখানিতে উপবেশন করিয়া বলিলেন—"তোমার কি সংবাদ আছে বল, তোমাকে এত রাত্রে এবং এরূপ অবস্থায় দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছি।"

"অদ্য সন্ধ্যার সময় একটা ভীষণ সংবাদ শুনিয়া অবধি আমি বড় চঞ্চল ও ভীত হইয়াছি। ইচ্ছা ছিল কল্য প্রাতেই আপনার নিকট তাহা নিবেদন করিব, কিন্তু ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। সেইজন্য এ অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি।"

"তাহার জন্য দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই, তোমার কি সংবাদ

আছে শীঘ্র প্রকাশ করিয়া বল—আমি শুনিবার জন্য বড়ই উদ্‌গ্রীব হইয়াছি।"

"মিঃ ব্যারেনষ্টোর সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। সে কি অদ্য রাত্রে এই দুর্গেই আছে, না আহারাদির পর তাহার নিজের বাটিতে গমন করিয়াছে?"

"আহারাদির পর সে তাহার নিজের কুটিরে গমন করিয়াছে। কেন? তাহার সম্বন্ধে তোমার কি বক্তব্য আছে?"

"অদ্য সন্ধ্যার সময় বিলিয়ার্ড রুমে মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়ার নিকট শুনিলাম তাঁহার সহিত মিঃ এলড্রেডের বিশেষ পরিচয় আছে।"

"সে সংবাদ ত আমিও জানি। অদ্য সন্ধ্যার সময় মিঃ ব্যারেনষ্টো নিজেই এ কথা স্বীকার করিয়াছে।"

"তাহা হইতে পারে; তখন বোধ হয় আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম না। আচ্ছা, সে সময় ব্যারেনষ্টোর মুখে কোনরূপ ভয় বা চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল কি?"

"না, বরং মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়া ও ম্যাডাম ডোলার কিছু ভাবান্তর লক্ষিত হইয়াছিল।"

"তাইত" বলিয়া অটারহাম মাথা চুলকাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল—"তাহা হইতে পারে কিন্তু তথাচ ভয়ের কারণ আছে।"

"মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়া আর কিছু বলিয়াছে?"

"হাঁ বলিয়াছে। ঐ ব্যক্তির প্রকৃত নাম এলড্রেড ব্যারেনষ্টো নহে। নাম গোপন করিয়া এ স্থানে বাস করিতেছে।"

ডিউক বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"তবে উহার প্রকৃত নাম কি?"

"তাহা আমি জানি না। মুশিয়ে সে কথা আমাকে প্রকাশ করিয়া বলেন নাই।"

"ইহা ব্যতিত আর কিছু শুনিয়াছ।"

"আজ্ঞে হাঁ, ফ্রাঁসোয়া তাহাকে একজন ফরাসী গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করেন।"

এইকথা শুনিবামাত্র ডিউক লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"গুপ্তচর? এলড্রেড গুপ্তচর? না, না, আমি এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। ফ্রাঁসোয়ার কথায় বিশ্বাস কি?"

ডিউক আর কিছু বলিতে পারিলেন না। সবেগে পদচালনা করিতে লাগিলেন। ডিউকের অবস্থা দেখিয়া অটারহামও নির্ব্বাক হইয়া রহিল—কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত নিস্তব্ধ হইল। কেবল দেওয়ালের ঘড়ি টিক্ টিক্ শব্দ করিয়া সে যন্ত্রণাদায়ক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল।

অটারহাম এক দৃষ্টে ডিউকের দিকে চাহিয়া রহিল। ঐব্যক্তি ডিউকের অধীনে অনেক দিন কার্য্য করিয়া আসিতেছে, কিন্তু সে তাঁহাকে কখনও এরূপ চঞ্চল দেখে নাই। অটারহাম তাঁহার মুখ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিল যে, তিনি ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন—অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। এ অস্থিরতা দলিলগুলি অপহৃত হইবার ভয়ে নহে—এ চাঞ্চল্য গুপ্তচরের জন্য নহে—এ চিন্তা তাঁহার কন্যার জন্য—যে কন্যাটী তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল—যে কন্যা এ পৃথিবীর মধ্যে তাঁহার একমাত্র নয়নের আনন্দ—সেই প্রাণসমা কন্যার জন্য। ডিউক কল্পনানেত্রে দেখিলেন যদিই এলড্রেড গুপ্তচর বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ভালগার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে—বালিকা

আত্মহত্যা করিবে—তিনি পুনরায় বলিয়া উঠিলেন—"না, না, এলড্রেড্ কোনমতে গুপ্তচর নহে—গুপ্তচরের লক্ষণ তাহাতে কিছুমাত্র নাই।"

"আমার নিবেদন, অদ্য এ বিষয় লইয়া বিশেষ চিন্তিত হইবেন না, কারণ ফ্রাঁসোয়া সন্দেহ করেন মাত্র, তিনি নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারেন না।"

ডিউক গৃহকক্ষে পদচালনা করিতে করিতে বলিলেন—"দেখ অটারহাম, তত্রাচ আমাদের যথেষ্ট ভয়ের কারণ আছে, এখন হইতে আমাদিগকে বিশেষ সাবধানে থাকিতে হইবে।"

"আপনি কল্য মুশিয়ে ফাঁসোয়াকে এলড্রেডের সম্বন্ধে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।"

"নিশ্চয় করিব। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব কি কারণে তিনি এলড্রেডকে গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করেন। আর এক কথা, এ দলিল পত্রগুলি আর এখানে রাখিব না। আমার অতিথি সকল বিদায় গ্রহণ করিলেই আমি উহা ইংলণ্ডে রাখিয়া আসিব। এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, গুপ্তচরেরা কোন রকমে দলিলগুলির সন্ধান পাইয়াছে।"

অটারহাম গাত্রোত্থান করিয়া বলিল—"আর আপনাকে বিরক্ত করিব না, যাহা করিয়াছি তাহার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। আশা করি আপনি আমায় ক্ষমা করিবেন—"

ডিউক অটারহামের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিলেন—"না, না, তাহার জন্য তুমি কিছু মনে করিও না। তুমি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিয়াছ আমার পরম সৌভাগ্য যে তোমার মত বিশ্বাসী লোক পাইয়াছি।"

"এ ভৃত্য আপনার নিকট চিরবিশ্বাসী থাকিবে। আপনার কার্য্যে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে এ দাস বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না।"

তৎপরে করমর্দ্দন করিয়া অটারহাম বিদায় গ্রহণ করিল।

অটারহাম প্রস্থান করিলে ডিউক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। অদ্য প্রাতঃকাল হইতে বৃদ্ধ কত কথাই ভাবিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন, এলড্রেড শীঘ্র নিজের গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া সম্মানের সহিত ভালগাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে—ডিউকও তাহাকে সন্তানরূপে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইবে, তাঁহার মাতৃহীনা কন্যাটী সুখের সংসার পাতিবে, মনের মত স্বামী লাভ করিয়া কতই না সুখী হইবে। এইরূপ কত সুখের আশা বৃদ্ধের প্রশান্ত হৃদয় উদ্বেলিত করিতেছিল—আজ বৃদ্ধের কত কথাই মনে আসিতেছিল। তাঁহার নিজের সেই প্রথম বিবাহ, সেই নূতন বিবাহ-জীবনে প্রথম তরল আনন্দ, বিবাহের পর পৃথিবী বক্ষে নূতন স্বর্গ সৃজন, নব দম্পতির চক্ষে কত সুখের স্বপন—এরূপ অতীতের কত কথাই আজ বৃদ্ধের মনে উদিত হইতেছিল—কন্যার সুখের কত স্বপ্নই দেখিতেছিল। কিন্তু অটারহামের এক কথায় তাঁহার সমস্ত সুখ স্বপ্ন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল—তাঁহার সমস্ত আশা এক ফুৎকারে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

ডিউক বুঝিলেন এখন তাঁহার সম্মুখে ভীষণ কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপস্থিত। যদিই এলড্রেড গুপ্তচর বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে কল্যই কন্যার নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া এলড্রেডকে চিরজীবনের জন্য এ স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইবে। প্রাণসমা কন্যার অশ্রুবারি, তাহার করুণ ক্রন্দন নীরবে সহ্য করিতে হইবে। বালিকা বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করিবে নিষ্ঠুর ব্যাধের ন্যায় তাহাও দাঁড়াইয়া দেখিতে হইবে—ডিউক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ফরাসী গুপ্তচর সিন্ধুকের নিকট গমন করিয়া নিজের পকেট হইতে চাবির তাড়াটী বাহির করিল, এবং এক একটী করিয়া সিন্ধুকে লাগাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অধিকাংশ চাবিই অকৃতকার্য্য হইল দেখিয়া নিরুৎসাহ হইল না বরং দ্বিগুণ উৎসাহে অবশিষ্ট চাবিগুলির দ্বারা সিন্ধুক খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ক্রমেই চাবিগুলি শেষ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া ফরাসী গুপ্তচরের উৎসাহ কমিয়া আসিতে লাগিল। সে অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল—"আমার এ চাবিগুলি কথনও অকৃতকার্য্য হয় নাই, তবে আজ সামান্য কার্য্যে এরূপ হইতেছে কেন? নিশ্চয় এই গুলির দ্বারাই আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে। এই বলিয়া ঘন ঘন চাবি ঘুরাইতে লাগিল। অবশেষে শেষ চাবিটী লাগাইবা মাত্র খট করিয়া শব্দ হইল। ফরাসী যুবক আনন্দের সহিত সিন্ধুকের ডালাটী তুলিয়া দেখিল যে, সিন্ধুক খোলা গিয়াছে, এবং সেই সিন্ধুকের মধ্যে রাশি রাশি কাগজ পত্র রহিয়াছে। কিন্তু তাহাকে বেশী কষ্ট পাইতে হইল না, অল্প অনুসন্ধানের পর একটী ডেসপাচ ব্যাগ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। সে সেই ব্যাগটী টানিয়া বাহির করিল এবং অন্য একটী চাবির দ্বারা সে ব্যাগটী খুলিয়া দেখিল তাহার অভীপ্সিত দলিলগুলি উহার মধ্যেই আছে। যাহার জন্য এ

টীবারউইথে আগমন তাহার সাফল্য দেখিয়া ফরাসী গুপ্তচরের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

অবশিষ্ট কাগজগুলি যথাস্থানে রাখিয়া ফরাসী গুপ্তচর সিন্ধুকটী বন্ধ করিয়া দিল, এবং সেই ব্যাগটী লইয়া যেমন বাহিরে আসিবে, এমন সময় দেখিতে পাইল, অটারহাম সেই গৃহে প্রবেশ করিতেছে। অটার-হামের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল।

এই গভীর রাত্রে ফরাসী যুবককে ডিউকের গুপ্তকক্ষে দেখিয়া অটার-হাম অত্যন্ত বিস্মিত হইল—এক্ষণে সেই ডেসপাচ ব্যাগটী ফ্রাঁসোয়ার হস্তে ঝুলিতেছে দেখিয়া তাহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না, তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"এ গভীর রাত্রে এ অবস্থায় আপনাকে এ গৃহে প্রবেশ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

ফ্রাঁসোয়া অনেক কষ্টে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—"কারণ আর কিছুই নহে, কেবল কৌতূহলবশতঃ এ গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম।"

অটারহাম কপাটে পৃষ্ঠ সংস্থাপনপূর্ব্বক বলিল—"আপনার এ উত্তরে আমি সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। আমি আরও সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ চাই।"

"কি বেয়াদব, জান আমি কে? একটা সামান্য কর্ম্মচারী হইয়া তুমি আমার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিতে সাহস কর! কল্য প্রাতেই তোমার ব্যবহারের কথা ডিউককে বলিয়া দিয়া অভ্যাগতের অবমাননার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিব?"

"জানেন, আমিও ডিউকের প্রাইভেট্ সেক্রেটারি! তাঁর অবর্ত্তমানে চোরের ন্যায় এ গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য আপনার নিকট কৈফিয়ৎ লই-বার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে! আর আপনার নিকট যে ডেসপাচ

ব্যাগটী দেখিতেছি উহা মাননীয় ডিউকের। ঐ ব্যাগটী আমার হস্তে প্রদান না করিলে আমি আপনাকে কোনমতে এ গৃহ হইতে বাহির হইতে দিব না।"

"তুমি মিথ্যাবাদী। এ ব্যাগ আমার। এখন যদি নিজের মঙ্গল চাও ত আমাকে বাহিরে যাইতে দাও।"

অটারহাম ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিল—"এ ব্যাগ আপনার? আপনাকে রাত্রি একটার পর খালি পায়ে ডেসপাচ ব্যাগ লইয়া মাঝে মাঝে বাহির হইতে হয় নাকি?"

"এখন আমায় যাইতে দিবে কি না?"

অটারহাম বজ্রমুষ্টিতে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল—"ব্যাগটী আমার হস্তে দিয়া আপনি অনায়াসে বাহির হইয়া যাইতে পারেন—তখন আর আপনাকে বাধা প্রদান করিব না—"

অন্য হস্তে ব্যাগটী একটু দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া বলিল—"এই তোমার অভিশপ্ত ব্যাগ নাও।"

ব্যাগটী কুড়াইয়া লইবার জন্য অটারহাম যেমন মুখ অবনত করিল অমনি ফরাসী গুপ্তচর সিংহবিক্রমে তাহার উপর পতিত হইল। অটারহাম এরূপ অতর্কিত আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া হঠাৎ গৃহের মেঝেতে পড়িয়া গেল। এই সুযোগে ফ্রাঁসোয়া নিজের পকেট হইতে একটী তীক্ষ্ণ ধার ছুরি বাহির করিয়া তাহার পৃষ্ঠে—বক্ষে—মস্তকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। গভীর রক্তস্রোতে কক্ষতল প্লাবিত হইল। অটারহাম তৎক্ষণাৎ অচেতন হইয়া ভূপতিত হইল।

তাহাকে সংজ্ঞাহীন দেখিয়া পাপিষ্ঠ ছুরি খানি নিজের পকেটে রাখিয়া দিয়া সেই ব্যাগটী কুড়াইয়া লইল। তৎপরে দেখিল অটারহামের

দেহ নীরব,—নিস্পন্দ—নীথর। তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়াছে। ফ্ াসোয়া তৎক্ষণাৎ সে গৃহ ত্যাগ করিয়া নিজের কক্ষে উপস্থিত হইয়া অর্গল বন্ধ করিয়া দিল।

তখনও তাহার হস্তপদ কম্পিত হইতেছিল—মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল—কম্পিত পদে টেবিলের নিকট গিয়া দেখিল ব্রাণ্ডির বোতল শূন্য—তাড়াতাড়ি যাইবার সময় বোতলটা পড়িয়া গিয়া ব্রাণ্ডিটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফ্ াঁসোয়া শূন্য বোতলটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া অনেকক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ বাহিরে কাহার পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইবামাত্র পাপিষ্ঠ ফ্ াঁসোয়া তাড়াতাড়ি ব্যাগটা বিছানার নীচে লুকাইয়া রাখিয়া আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া দিল। ক্রমে সেই পদ শব্দ তাহার দরজার নিকট আসিয়া থামিল এবং কে বাহির হইতে কপাটে ঠক্ ঠক্ করিয়া আঘাত করিল। ফ াঁসোয়া উত্তর না দিয়া নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আবার ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইল। তথাপি নীরব। তখন বাহির হইতে ডাকিল—"ফ্ াঁসোয়া, শীঘ্র কপাট খোল।" ডোলার কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া ফ্ াঁসোয়া তৎক্ষণাৎ কপাট খুলিয়া দিল এবং বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি ডোলা?" ডোলার পরিধানে একটী আলগা আংরাকা, পায়ে চটি জুতা, মুখমণ্ডল ভীতিব্যঞ্জক।"

ফ্ াঁসোয়া পুনরায় ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"সংবাদ কি ডোলা? তোমার এরূপ অবস্থা কেন? তোমাকে দেখিয়া আমার বড় ভয় হইতেছে।"

"একটা ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া গৃহে আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলাম না। স্বপ্নে দেখিলাম কি জান? কে যেন তোমাকে হত্যা করিয়াছে!

তোমার রক্তে যেন একটা প্রবল নদী হইয়া গিয়াছে, সেই রক্তস্রোতে তোমার শব দেহ ভাসিতেছে! তুমি যেন সেই স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় চলিয়া গেলে। তোমাকে ধরিতে গিয়া আমিও যেন সেই উত্তপ্ত শোণিত স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি—এমন সময় আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, আর শয়ন করিয়া থাকিতে পারিলাম না, শয্যার উপর উঠিয়া বসিলাম। বসিয়াও শান্তি পাইলাম না, আবার শুইয়া পড়িলাম, আবার উঠিলাম। দেখি তখনও চারিদিকে সেই বিভীষিকা মূর্ত্তি চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতেছে। আর আমি একাকী শয়ন করিয়া থাকিতে পারিলাম না, ছুটিয়া তোমাকে দেখিতে আসিলাম। দয়া করিয়া আমাকে একটু ব্রাণ্ডি দিতে পার?"

ডোলার বাক্যে ফ্রাঁসোয়া যেন কেমন একরকম হইয়া গেল। তাহার আপাদ মস্তক কম্পিত হইল, মুহূর্ত্ত মধ্যে মৃত্যু ভয় তাহার হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া দিল।

ডোলা পুনরায় বলিল—"আমাকে দয়া করিয়া একটু ব্রাণ্ডি দাও, আমার সর্ব্ব শরীর এখনও কম্পিত হইতেছে, আমাকে একটু ব্রাণ্ডি দাও।"

ফ্রাঁসোয়া দুঃখিত হইয়া বলিল—"আমার নিকট বিন্দুমাত্র ব্রাণ্ডি নাই থাকিলে তোমা অপেক্ষা আমার বিশেষ উপকার হইত।"

ফরাসী রমণী দেখিল ফ্রাঁসোয়া তখনও সন্ধ্যার পোষাক পরিধান করিয়া আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি এখনও নিদ্রা যাও নাই।"

"না, আমি একটা বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম, সেইজন্য নিদ্রা যাইতে পারি নাই"।

"এতক্ষণ ধরিয়া কি কাজ করিতেছিলে?"

"অনেক কাজ।"

ফরাসী রমণী স্থির দৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তৎপরে বলিল—"ফ্রাসোয়া, তোমাকে দেখিয়া যেন আজ আমার কেমনতর বোধ হইতেছে। সত্য বল, তুমি এতক্ষণ কি করিতেছিলে?"

ফরাসী যুবক হাস্য করিয়া তাহার গুপ্ত স্থান হইতে সেই ডেসপাচ ব্যাগটী বাহির করিয়া বলিল—"ইহারই জন্য এতক্ষণ নিদ্রা যাইতে পারি নাই।"

ফরাসী রমণী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি ও?"

ফ্রাসোয়া সহাস্যে বলিল—"ডিউকের ডেসপাচ ব্যাগ।"

তাহার সমস্ত ভয় দূর হইল, হর্ষোৎফুল্ললোচনে সেই ব্যাগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"তুমি এত শীঘ্র কাজ শেষ করিতে পারিয়াছ? যে কাগজগুলির জন্য আমাদের এত পরিশ্রম সে গুলি ইহার মধ্যে আছে ত?"

"খুব সম্ভব ইহারই মধ্যে সমস্ত আছে—আমি এখনও ভাল করিয়া দেখিবার সাবকাশ পাই নাই"।

"বোধহয় নির্ব্বিবাদে এ কার্য্য শেষ হইয়াছে?"

"হ্যাঁ, পরিষ্কার ভাবেই এ কার্য্য শেষ করিয়াছি।"

ফরাসী রমণী চিন্তিত হইয়া বলিল—"দেখ, কাজটা খুব ভাল হয় নাই। আগে টেলিগ্রামখানি এলড্রেডের নিকট হইতে আদায় করা উচিত ছিল।"

"তুমি বলিলে এলড্রেড প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সে টেলিগ্রামের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।"

"প্রতিজ্ঞা করিয়াছে বটে, কিন্তু এখন ঘটনাস্রোত বিপরীত দিকে

যাইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। দলিলগুলি চুরির সংবাদ যখন শুনিবে, তখন এলড্রেড সমস্ত বুঝিতে পারিবে এবং তখন তাহারই জোর বেশী হইবে। বড়ই চিন্তার কথা ফ্রাঁসোয়া, একটা অসাবধানতাকৃত ভুলের জন্য বুঝি সমস্ত পণ্ড হইয়া যায়।"

"আরও একটা মুস্কিল এই যে, এই নরক সদৃশ স্থান হইতে শীঘ্র পলায়ন করিবারও উপায় নাই।"

"এখনি একটা মটর লইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করিতে পার না কি?"

"না, এ রাত্রেই পলায়ন অসম্ভব। তবে একটা কাজ করিতে পারিলে ভাল হয়।"

"কি বল।"

"যদি কোন রকমে এ ডেসপাচ বাগটী এলড্রেডের কুটিরে লুকাইয়া রাখিয়া আসিতে পার, তাহা হইলে আমাদের বিপদ অনেকটা কাটিয়া যায়। তুমি যেরূপ বুদ্ধিমতী তাহাতে তোমার দ্বারা এ কাজটা খুব আশা করিতে পারি।"

"এ উত্তম যুক্তি বটে। আমি এ কাজ খুব পারিব। না পারিলেও পারিতে হইবে। তবে এ কাগজগুলির নকল লইতে কত সময় লাগিবে?"

"এর নকল লইতে আর কত সময় লাগিবে? ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই সমস্ত নকল করিয়া লইতে পারিব।"

"সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে কি এ কাজ হইতে পারে?"

"করিলে অবশ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু কাগজ কলম এখন কিছুই নাই তাহা ছাড়া আমার শরীরও বড় অবসন্ন। তবে কালকের মধ্যে সমস্ত ঠিক করিয়া লইতে পারিব, ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।"

"বেশ, তাহাই করিও। একদিনের তফাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না। কল্য প্রাতঃকালেই এলড্রেডের সহিত দেখা করিব এবং যে কোন উপায়ে হউক একদিনের জন্য তাহার মুখ বন্ধ রাখিব। তাহার পর ঐ ডেসপাচ ব্যাগটী তাহার কুটিরে রাখিয়া আসিয়া ঐ চুরির দাবী এলড্রেডের স্কন্ধে ফেলিব।"

এরূপ পরামর্শ করিয়া পাপীয়সী অনেকটা শান্তি পাইল, মুখে আনন্দের ছায়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল আর একটু সাবধানতা আর একটু চতুরতার প্রয়োজন; তাহার পর নিশ্চয় আমরা কৃতকার্য্য হইব।

তাহাকে নীরব দেখিয়া ফ্রাঁসোয়া ব্যস্ত ও ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল -"ডোলা নীরব হইয়া কি শুনিতেছ? বাহিরে কোনরূপ গোলমাল হইতেছে কি?"

"কই, বাহিরে ত কোনরূপ গোলমাল হয় নাই? আমি এতক্ষণ নীরব হইয়া সেই স্বপ্নের কথা ভাবিতেছিলাম। ওঃ কি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন! মনে হইলে এখনও সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে।"

"তুমি যাহা স্বপ্ন দেখিয়াছ, তাহা যদি কতকটা সত্য হয়, তাহা হইলে তোমাকে নিশ্চয় কাঁপিতে হইবে।"

"ডোলা ভীতিকম্পিতস্বরে বলিল—"তুমি কি বলিতেছ? তোমার কথা ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

"কি? শুনিবে? শুনিয়া চমকিত হইও না, ডিউকের গুপ্তকক্ষ হইতে দলিলগুলি আনিবার সময় কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি অটারহামকে হত্যা করিতে হইয়াছে—"রক্তস্রোতে তাহার মৃতদেহ এখনও ভাসিতেছে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তখনও ডিউক তাঁহার শয়নকক্ষ হইতে বহির্গত হন নাই, এমন সময় তাঁহার এক ভৃত্য হাঁপাইতে হাঁপাইতে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল—"ধর্ম্মাবতার! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মিঃ অটারহামের মৃত্যু হইয়াছে! আপনার গুপ্ত কক্ষে তাহার মৃতদেহ এখনও পড়িয়া আছে।"

হঠাৎ এ ভীষণ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ডিউক বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন—"কি, অটারহামের মৃত্যু হইয়াছে? মারষ্টন্, তুমি ঠিক বলিতেছ অটারহামের মৃত্যু হইয়াছে?"

"হ্যাঁ ধর্ম্মাবতার, এক পরিচারিকা প্রাতঃকালে উঠিয়া আপনার গুপ্ত গৃহ পরিষ্কার করিতে গিয়াছিল, সেই সংবাদ দিল অটারহামের মৃত্যু হইয়াছে—তাহার মৃতদেহ সেই গৃহেই পড়িয়া আছে। আমরা গিয়া দেখিলাম, স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নাই, কোন্ পাপিষ্ঠ তাহাকে হত্যা করিয়াছে—নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়াছে, মৃতদেহ রক্তের উপর ভাসিতেছে। তাঁহার পৃষ্ঠে, বক্ষে, মস্তকে কোন্ নরাধম ছুরি দ্বারা বিষম আঘাত করিয়াছে—সেই আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

ডিউক শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"হত্যা করিয়াছে? অটারহামকে হত্যা করিয়াছে? কি ভীষণ সংবাদ! দাও, আমার পোষাকটা দাও,

আমি এখনি তথায় যাইতেছি! ভগবান জানেন, এ হত্যাকাণ্ডের অন্তরালে কি সর্ব্বনাশই সংঘটিত হইয়াছে!"

ডিউক পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে এই ভীষণ হত্যার সংবাদ দুর্গ-মধ্যে রাষ্ট্র হওয়ায় ভীত ভৃত্যমণ্ডলী তথায় উপস্থিত হইয়া মহাগোলমাল আরম্ভ করিয়াছিল ও দুই এক জন ভৃত্যও ভিতরে প্রবেশের জন্য চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু প্রধান ভৃত্য প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া তাহাদের চেষ্টা নিষ্ফল করিল।

ডিউক তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"যাও, তোমরা স্ব স্ব কার্য্যে গমন কর। এখানে ভীড় বাড়াইবার আবশ্যকতা নাই। সাবধান! এ সংবাদ যেন লেডি ট্রিভালগার কর্ণগোচর না হয়।" এই কথা বলিতে না বলিতেই ভালগা স্বয়ং তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পিতার হস্তধারণ করিয়া বলিল—"বাবা, কি হইয়াছে? এখানে এরূপ জনতা কেন?" ডিউক আর অগ্রসর না হইয়া কন্যার স্কন্ধে হস্ত দিয়া বলিলেন—"মা, তুমি আমার সঙ্গে আসিও না। এ বড় ভীষণ দৃশ্য, তুমি সহ্য করিতে পারিবে না। যাও মা, তুমি নিজের গৃহে যাও, আমি শীঘ্রই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

বালিকা দ্বিরুক্তি না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ডিউক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন বাস্তবিকই অটারহামকে কে হত্যা করিয়াছে—হত্যাকারীর নিষ্ঠুর আঘাতের চিহ্ন পৃষ্ঠে—বক্ষে—মস্তকে ধারণ করিয়া হতভাগ্য অটারহামের মৃতদেহ রক্তের উপর ভাসিতেছে। তাহার মৃত্যু-বিবর্ণীকৃত মুখ দেখিয়া ডিউক শিহরিয়া উঠিলেন।

তিনি প্রথমেই তাড়াতাড়ি লোহার সিন্দুক খুলিলেন। দেখিলেন—সর্ব্বনাশ! ডেসপাচ ব্যাগটী অপহৃত হইয়াছে, যে ব্যাগের জন্য এত

সাবধানতা—সে ব্যাগটী সিন্দুকের মধ্যে নাই! যখন তিনি পুনঃ পুনঃ অন্বেষণ করিয়াও সেই ব্যাগটী দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি যুগপৎ ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া সেই মৃত দেহের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল। তাঁহার বক্ষঃস্থল দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে পড়িল, কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে এই হতভাগ্য বলিয়াছিল—"আপনার কার্য্যে এ ভৃত্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইবে না।" হায়! প্রাণ দান করিল বটে, কিন্তু এ আত্মোৎসর্গ বৃথা হইল!

ডিউক পুনরায় কম্পিত হস্তে সিন্দুক খুলিলেন, পুনরায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত অন্বেষণ করিলেন, তথাপি ডেসপাচ ব্যাগের কোন সন্ধান পাইলেন না। চুরির কোন লক্ষণও বর্ত্তমান নাই। সিন্দুক যেরূপ বন্ধ ছিল সেইরূপ বন্ধই আছে। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমার নিকট চাবি রহিয়াছে, অথচ সিন্দুকটী কিরূপ ভাবেই বা খুলিল? কে খুলিল? অটারহাম ভিন্ন কেহই জানিত না যে, এই ডেসপাচ ব্যাগের ভিতর দলিলগুলি আছে। যাহাহউক সত্বর তদন্তের প্রয়োজন। এখনও সেই দস্যু—হত্যাকারী ট্রিবারউইথ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে পারে নাই। এখনও চেষ্টা করিলে তাহাকে ধরিতে পারিব। এই ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন এবং নিকটস্থ থানায় সংবাদ দিয়া একটী সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

গত রাত্রে অটারহামের সহিত তাঁহার যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা একে একে তাঁহার মনে উদিত হইল। তিনি সিন্দুক ও গুপ্ত কক্ষটী বন্ধ করিয়া বরাবর ফ্রাঁসোয়ার নিকট উপস্থিত হইলেন।

মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়া তখন বাহির হইবার জন্য পোষাক পরিচ্ছদাদি পরিধান করিতেছিল। ডিউক তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"অদ্য

প্রাতঃকালেই আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি, আশা করি ক্ষমা করিবেন। প্রয়োজন না হইলে এরূপ অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিতাম না।"

"আসুন, আসুন, সে ভীষণ সংবাদ আমিও শুনিয়াছি, তজ্জন্য এখনিই আপনার নিকট যাইতেছিলাম। কি ভয়ানক কাণ্ড! দুর্গের মধ্যে এরূপ অসমসাহসিক—এরূপ পৈশাচিক কাণ্ড সংঘটিত হইতে পারে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। এরূপ কার্য্য করিতে কাহার সাহস হইল? বলি-হারি তাহার সাহসকে! আপনি বোধ হয় বড়ই মানসিক আঘাত পাইয়াছেন?"

বৃদ্ধের তখনও হস্ত পদ কম্পিত হইতেছিল। আর দাঁড়াইতে না পারিয়া একটী চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন—"আমি যেরূপ আঘাত পাইয়াছি, তাহা আপনারা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিবেন না। যাহা হউক আর সময় নষ্ট করিব না। আপনাকে গোটাকতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আসিয়াছি। আশা করি আমার প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া আমাকে চিরবাধিত করিবেন।"

"কি বলুন? আমার দ্বারা আপনার যাহা কিছু সাহায্য হইবে, আমি এই দণ্ডেই তাহা করিতে প্রস্তুত।"

"গত রাত্রে বিলিয়ার্ড-রুমে আপনার সহিত অটারহামের যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সেই সমস্ত কথা আমাকে বলিবার জন্যই ঐ হত-ভাগ্য যুবক রাত্রি ১ টার সময় আমার নিকট গমন করিয়াছিল। তখন তাহার মনের অবস্থা বেশ ভাল ছিল না।"

"হাঁ, হাঁ, আমার ঠিক স্মরণ হইতেছে, গতরাত্রে বিলিয়ার্ড-রুমে আমি তাঁহাকে মিঃ ব্যারেনষ্টোর কথা বলিয়াছিলাম।"

"তাহার সম্বন্ধে আপনি কি জানেন, সেই কথা শুনিবার জন্যই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি কি কি কারণে মিঃ ব্যারেনষ্টোকে গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করেন?"

"তাহার সহিত আমার পূর্ব্বপরিচয়ই এ সন্দেহের কারণ।"

"অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিবেন কি?"

"বিলক্ষণ! নিশ্চয় বলিব" এই বলিয়া ফ্রাঁসোয়া ডিউকের নিকটস্থ একটা চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিল—

"পাঁচ বৎসর আগে ভায়না নগরীতে এলড্রেডের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। একটী বাগান-পার্টিতে তাহার সহিত আমি ও আমার ভগিনী পরিচিত হই। তখন শুনিয়াছিলাম, মিঃ এলড্রেড ব্যারেনষ্টো কোন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পরিবারভুক্ত। ভায়না অবস্থান-কালে আমাদের সহিত তাহার প্রায়ই দেখাশুনা হইত। ইহা ব্যতীত আমার ভগিনী তাহাকে বড় ভালবাসিত; মধ্যে মধ্যে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহারাদিও করাইত। কিন্তু ভায়নার জলবায়ু আমার সহ্য না হওয়ায় আমরা প্যারিসে গমন করি। কিছুদিন প্যারিসে অব-স্থানের পর ভায়না নগরীর একটী বন্ধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। আমার সেই বন্ধুটীও ব্যারেনষ্টোকে চিনিতেন। তাঁহার মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমরা একবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। সেই বন্ধুটী আমাকে বলিলেন, ব্যারেনষ্টো পুলিসের ভয়ে অষ্ট্রীয়া হইতে একবারে ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়াছে। পুলিসের লোক তাহাকে নাকি ফরাসী গুপ্তচর বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। অষ্ট্রীয়া গভর্ণমেণ্টের দুই একটা গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বুঝি ফ্রান্সে পাঠাইয়াছিল। ইহার অধিক আর আমি বিশেষ কিছু জানি না। তবে আমার বিশ্বাস

ঐ ব্যারেনষ্টো নামধারী লোকটা এখানে নিশ্চয় কোন কু-অভিপ্রায়ে আসিয়াছে।"

ডিউক বিষণ্ণ হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"এ সংবাদ যদি আর এক দিন আগে দিতেন, তাহা হইলে এ পৈশাচিক কাণ্ড সংঘটিত হইতে পারিত না।"

"অদ্যই আপনাকে এ সংবাদ জানাইব মনস্থ করিয়াছিলাম। আর অটারহামের মুখে যখন শুনিলাম, এ লোকটা তিন বৎসর এ স্থানে আসিয়াছে, তখন আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন হই নাই। তাহা হইলে পূর্ব্বেই আপনাকে এ সংবাদ জানাইতাম।"

"যাক্, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে যে কোন রকমে হউক খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহাকে এ স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে দেওয়া হইবে না।"

ফ্ঁাসোয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল—"আপনি কি তাহাকেই সন্দেহ করেন.? এ হত্যাকাণ্ড তাহারই দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া কি আপনার বিশ্বাস?"

"আপনি যাহা বলিলেন, তাহার উপর কাহাকে সন্দেহ করা উচিত আপনিই বলুন না? কেবল আমার সেক্রেটারী হত হয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে আমার বিশেষ দরকারী কাগজপত্রও অপহৃত হইয়াছে।"

ফ্ঁাসোয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"এ্যাঁ, বলেন কি? এ সংবাদ ত কই শুনি নাই! আমার দ্বারা কি আপনার কোন প্রকার সাহায্য হইতে পারে না? আপনার এ দুঃসময়ে আমি কি আপনার কোনরূপ উপকার করিতে পারি না?"

"না, আপনার কষ্ট করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এ সমস্ত

পুলিসের কাজ। তাহাদের দ্বারাই আমার কার্য্য উদ্ধার হইবে। এ ভীষণ সংবাদে আপনার ভগিনী বিশেষ কাতরা হইবেন, আপনি গিয়া বরং তাঁহাকে সান্ত্বনা করুন। আহারের সময় আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।" এই বলিয়া ডিউক তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

ডিউক প্রস্থান করিলে ফ্রাঁসোয়া তাহার ভগ্নীর কক্ষে উপস্থিত হইল। ডোলা তখনও শয়ন করিয়াছিল। ফ্রাঁসোয়াকে দেখিয়া বলিল—"আজ আমার ভয়ানক মাথা ধরিয়াছে, বোধ হয় এখন আমি উঠিতে পারিব না।"

"ভালই হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে তোমার উপস্থিত না হওয়াই মঙ্গলকর। আমি ডিউককে বলিব, হঠাৎ হত্যার সংবাদ শুনিয়া আমার ভগিনী এরূপ অসুস্থ হইয়াছেন যে, তিনি আজ উঠিতে পারিতেছেন না।"

ডোলা বিছানার উপর উঠিয়া বসিল এবং ফ্রাঁসোয়াকে জিজ্ঞাসা করিল—"আর কিছু নূতন সংবাদ আছে কি?"

"অদ্য প্রাতঃকালেই ডিউকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল—সংবাদ খুব ভাল। তিনি আগে হইতেই এলড্রেডকে সন্দেহ করিয়াছেন। আমি তাঁহার সন্দেহের উপর একটু রসান দিয়াছি মাত্র।" এই বলিয়া সে ডিউককে যাহা যাহা বলিয়াছিল, সেইগুলি আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। ডোলা সহাস্যে বলিল—"বেশ ব'লেছ, এ গল্পের সঙ্গে ঐ ঘটনার বেশ সামঞ্জস্য আছে।"

"তবে এখন আমি চলিলাম। আবার এলড্রেডের সহিত এখনই সাক্ষাৎ করিতে হইবে। ডিউক তাহার সন্ধানে লোক প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাদের আগেই আমাকে এলড্রেডের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। এলড্রেডকে বলিব—"আমি সকল রকমে আপনাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, সেই জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি।"

"হাঁ, তুমি এখনই যাও, যে কোন রকমে তাহার মুখ বন্ধ কর। আমার নিকট না আসিয়া অগ্রে তাহার নিকট যাওয়াই উচিত ছিল।"

"তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না। তাহার কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না।"

"কিন্তু টেলিগ্রামখানি যদি সে ডিউককে দেখায়, তাহা হইলে কি হইবে তাহা একবার ভাব দেখি? তুমি কাজটা এত সোজা ভাবিও না। হত্যার অপরাধ তাহার উপর পড়িলেই সে টেলিগ্রামখানি অনায়াসে ডিউককে দেখাইয়া দিবে।"

"চুপ কর, কেহ শুনিতে পাইবে। আমার বোধ হয় সে কিছুই করিবে না। কেননা চুপ করিয়া থাকাই তাহার পক্ষে মঙ্গলকর। সে জানে টেলিগ্রামখানি ডিউককে দিলেই আমরাও তাহার সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিব, কিন্তু না দিলে আমরা চুপ করিয়া যাইব। এ ক্ষেত্রে সে ত খুন করে নাই, তবে কেন সে ভীত হইবে? এলড্রেড এত মূর্খ নয়, সে বেশ বোঝে যে, প্রমাণ না পাইলে কেহ তাহাকে ধরিতে পারিবে না। তবে কেন সে ভীত হইয়া এত শীঘ্র টেলিগ্রামখানি ডিউককে দেখাইবে? যাক্ সম্প্রতি ভয়ের কোন কারণ নাই; তাহার পর অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে। আজ ত তাহাকে কোন রকমে থামাইয়া রাখা যাক, তারপর সুবিধামত অদ্য রাত্রেই হউক বা কল্যই হউক, এ স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব।"

ইহাতে ডোলা সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, বিমর্ষ হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল এবং অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া বলিল—"তুমি যাহাই বল ফ্রাঁসোয়া, টেলিগ্রামখানি এলড্রেডের নিকট হইতে আদায় করিবার পূর্ব্বে দলিলগুলি অপহরণ করা ভাল কাজ হয় নাই।"

"তুমিই সমস্ত মাটী করিবে দেখিতেছি, এখন ভালমন্দ বিচার করিলে চলিবে না—তাহার সময়ও নাই। তুমি যদি এখন এরূপ ভাবে হাল ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে আমাদের শ্রীঘরবাস অবশ্যম্ভাবী। এই কয়টী কথা বলিয়া ফ্রাঁসোয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

-:o:-

সেই দিন এলড্রেড ব্যারেনষ্টো অতি প্রত্যুষেই শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি তাহার নিদ্রা হয় নাই, কেবল বিছানায় ছটপট করিয়াছে। কি করা কর্ত্তব্য এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। সে এখন বিষম সমস্যায় পতিত। সমস্ত রাত্রি ভাবিয়াছে কি করিব? প্রকৃত ঘটনা ডিউকের নিকট প্রকাশ করিয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইব? না এ স্থান ত্যাগ করিয়া—ভালগা সুন্দরীকে ত্যাগ করিয়া—জন্মের মত চলিয়া যাইব? যদিই সমস্ত কথা ডিউকের নিকট প্রকাশ করি, তাহাতেই বা লাভ কি? ডোলা ও ফ্রাঁসোয়া উভয়ে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিবে, তখন আমার কথা কে বিশ্বাস করিবে? কিন্তু আমার নিকট যে সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাম আছে, তাহাতে কি কোন ফল হইবে না? টেলিগ্রামখানি কিসের? ইহারা কি ফরাসী গুপ্তচর-সমিতির লোক? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে উহারা নিশ্চয় কোন বিশেষ কার্য্যোদ্ধারের জন্য এ স্থানে আসিয়াছে। যদি এই সাঙ্কেতিক টেলিগ্রামখানি আমার সন্দেহকে নিশ্চয়তায় পরিণত করে, তখন আমি উহাদিগকে চাপিয়া ধরিব, তখন উহাদের সমস্ত কথা অস্বীকার করিয়া

নিজেকে জগতের সমক্ষে নির্দ্দোষী সপ্রমাণ করিব। এই আমার স্বর্ণ সুযোগ, এ সুযোগ ত্যাগ করিলে আর জীবনে কখনও তাহা আসিবে না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইল। এলড্রেড প্রত্যূষে উঠিয়াই কিছু আহারাদি করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল এবং সমুদ্রতীরস্থ সেই পাহাড়ের নিকট গমন করিল। সে দিন প্রাতঃকাল হইতেই মেঘ করিয়াছিল, ঝড়ের লক্ষণও দেখা দিয়াছিল।

এলড্রেড তথা হইতে ট্রিবারউইথ দুর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। আবার তাহার ভালগার কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল তাহার সেই অটল বিশ্বাস—তাহার সেই অকৃত্রিম ভালবাসা। ভাবিল লক্ষ লক্ষ রমণীর মধ্যে এরূপ সুন্দরী—এরূপ গুণবতী রমণী পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এরূপ নারীরত্ন লাভ অতি সৌভাগ্যের কথা। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি তাহাকে হৃদয়ের গভীর প্রদেশে ভালবাসিয়াছিলাম—ততোধিক গভীরতম প্রদেশে সে ভালবাসা লুকায়িত রাখিয়াছিলাম—গোপনে সে মূর্ত্তি পূজা করিয়া আসিতেছিলাম—সে পূজার দক্ষিণা স্বরূপ নিজের সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলাম, প্রতিদানে কিছুই প্রত্যাশা করি নাই। আমি জানিতাম লেডি ভালগাকে জীবনে কখনও পাইব না। পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের ন্যায় আমার আশা দুরাশামাত্র, তথাচ তাহাকে ভালবাসিতাম।

কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বুঝিয়াছি ভালগা আমাকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসে। নিজের অতীত জীবন-কাহিনী প্রকাশ করিতে পারিলে আমার সহিত ভালগার বিবাহ দিতে বালিকার পিতারও কোন অমত নাই। তথাপি আশা কই? আছে—একটীমাত্র ক্ষীণ আশা আছে। সে আশা এই সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাম। যে কোন উপায়ে এই সাঙ্কেতিক টেলিগ্রামের অর্থ উপলব্ধি করিতে হইবে, নচেৎ

ভালগা লাভ আমার অদৃষ্টে নাই। মনুষ্য বুদ্ধিতে যে সাঙ্কেতিক পত্র লিখিত হইয়াছে, তাহার বিশ্লেষণ মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর কিসে ?

আশায় উৎসাহিত হইয়া এলড্রেড সেই পাহাড়ের একটী নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইল এবং একখণ্ড প্রস্তরের উপর উপবেশন করিয়া একটী চুরুট ধরাইবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিল ; কিন্তু প্রত্যেক বারই নিষ্ফল হইল। কারণ তখন বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল— প্রবল তরঙ্গে সমুদ্রবক্ষ উদ্বেলিত হইতেছিল। যাহাহউক অনেক কষ্টে চুরুটটীতে অগ্নি সংযোগ পূর্ব্বক ধূমপান করিতে করিতে পকেট হইতে সেই টেলিগ্রামখানি বাহির করিল এবং নিজের উরুদেশে সেখানি বিস্তৃত করিয়া তাহার অর্থবোধ করিবার অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু সেই টেলিগ্রামখানির অক্ষর এরূপ বিশৃঙ্খলভাবে সাজান ছিল যে, তাহার সমস্ত আশা ও বিশ্বাস নিমেষ মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তথাপি নিরুৎসাহ না হইয়া আগ্রহ সহকারে তাহার অর্থ উপলব্ধি করিবার বারম্বার চেষ্টা করিতে লাগিল। আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, সেই টেলিগ্রামের উপর অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট পোষ্ট অফিসের ছাপ রহিয়াছে, কিন্তু কাহারও নাম স্বাক্ষরিত নাই। কেবল প্রেরণের ও প্রাপ্তির সময় মাত্র আছে। ইহা ব্যতীত আর কিছুই বুঝিতে পারিল না।

এলড্রেড ভাবিতে লাগিল, টেলিগ্রামখানি কাহার নিকট হইতে আসিয়াছে ? এবং উহার উদ্দেশ্যই বা কি ? ইহা কি বাস্তবিকই ডোলার কোন বন্ধুর গোপনীয় পত্র ? তাহাই যদি হয়, তবে সেদিন ফরাসী রমণী সেরূপ ভীত হইল কেন ? তদ্রূপ বিবর্ণ হইবারই বা কারণ কি ? টেলিগ্রামখানি পুনঃপ্রাপ্তির জন্য পদতলে পতিত হইয়া সেরূপ ভাবে কাতর প্রার্থনা করিলই বা কেন ? তাহার প্রেম-অভিনয় প্রকাশের

ভয়ে? না—কখনই তাহা নয়। ডোলা সেরূপ রমণীই নয়, প্রণয় ব্যাপার ব্যক্ত হইবার ভয়ে সে নতজানু হইবার পাত্রীই নয়।

মিঃ এলড্রেড টেলিগ্রাম লইয়া তাহার অর্থবোধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। মাথা তুলিয়া পুনরায় সমুদ্রের দিকে হতাশভাবে দৃষ্টিপাত করিল। এমন সময় একটা দমকা বাতাসে তাহার মস্তকের উপর হইতে টুপিটী উড়িয়া গিয়া একটু দূরে পড়িল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বায়ুর মুখ হইতে যেমন টুপিটী ধরিতে যাইবে, অমনি পরাজিত ক্রুদ্ধ বায়ু টুপিটী ছাড়িয়া টেলিগ্রামখানি ধরিল এবং তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের অতল জলে নিক্ষেপ করিয়া দিল। যুবক কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দেখিল, সেই লালবর্ণের টেলিগ্রামখানি নাচিতে নাচিতে —হাসিতে হাসিতে—তরঙ্গের সঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে। এলড্রেড দেখিল, ডোলা রাক্ষসীকে পরাজয় করিবার মোহিনী শক্তি ভাসিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে লেডি ভালগার প্রাপ্তি আশাও সমুদ্রের অতল গর্ভে চিরকালের জন্য নিমজ্জিত হয়। ভাবিল এরূপ ভাবেই কি পরাজিত হইব? অদৃষ্টের উপহাস কি এরূপ ভাবেই নীরবে সহ্য করিব? এ সংসারে কি ধর্ম্ম নাই? যাহারা অধর্ম্মের অবতার, নরকের জীবন্ত প্রেত, তাহারা কি এরূপ ভাবেই সংসারে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া বেড়াইবে? নির্দ্দোষ ভালবাসার পরিণাম কি এরূপ শোকাবহ হইবে? না, তাহা হইতে দিব না। এখনও সময় আছে—এখনও চেষ্টা করিলে টেলিগ্রামখানির উদ্ধার হয়। এ কাগজ-খানির উদ্ধার করিতে না পারিলে লেডি ভালগাকে পাইব না, আর তাহাকে না পাইলে এ ব্যর্থ জীবনেরই বা প্রয়োজন কি? এ নিষ্ফল দেহ সমুদ্রগর্ভে চিরসমাধিস্থ হওয়াই শ্রেয়ঃ। যুবক আর সময় নষ্ট না করিয়া তাড়াতাড়ি পাহাড়ের উপর হইতে নামিয়া আসিল এবং দেখিল

তথায় একটী নৌকা বাঁধা আছে, আর দুইটী ধীবর তথায় বসিয়া গল্প করিতেছে। যুবক তাহাদিগকে বলিল—"আমার টুপিটী সমুদ্রে উড়িয়া পড়িয়াছে, তোমরা নৌকাখানি লইয়া যদি আমাকে সাহায্য কর, তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার করা হয়।"

ধীবরদ্বয়ের মধ্যে একজন বলিল—"আপনি কি এ দুর্যোগে সমুদ্রে নামিয়া টুপিটী ধরিবার ইচ্ছা করিয়াছেন? সামান্য জিনিষের জন্য এরূপ কার্য্য কদাচ করিবেন না; দেখিতেছেন না কি ভয়ানক ঝড় আসিতেছে।"

"তাহা দেখিয়াছি, ঝড় আসিবার পূর্ব্বেই আমি তীরে ফিরিয়া আসিতে পারিব।"

"ক্ষমা করিবেন, একটা সামান্য টুপির জন্য আমরা এরূপ অসমসাহসিক কার্য্য করিতে পারিব না। আপনি বোধহয় নৌকা চালাইতে জানেন, ইচ্ছা করেন আপনি নিজেই যাইতে পারেন।"

যুবক বুঝিল উহাদের দ্বারা সাহায্য প্রাপ্তির আশা নাই, সুতরাং আর বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া তাহাদের সাহায্যে নৌকাখানি সমুদ্রে ভাসাইয়া দিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে একাকী সেই গভীর জলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎপর যেদিকে টেলিগ্রামখানি ভাসিয়া যাইতেছিল, সজোরে দাঁড় টানিয়া সেইদিকে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিল।

এ দিকে ভয়ানক ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ দেখা দিল। ঝড় আসিতেছে দেখিয়া তীরস্থ ধীবরদ্বয় তাহাকে ফিরিয়া আসিতে বলিল—কত অনুরোধ করিল—কত মিনতি করিল—অবশেষে তিরস্কার করিতে লাগিল। যুবকের দৃক্‌পাত নাই, ক্রমাগত চলিয়াছে। হঠাৎ মাথা তুলিয়া দেখিল, দূরে—বহু দূরে—চক্রবাল সীমান্তে একটী শ্বেতবর্ণ রেখা প্রবলবেগে

তীরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। যুবক বুঝিল ইহা ভয়ানক ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ। আশায় উন্মত্ত হইয়া—প্রকৃতির এ সতর্কতা অগ্রাহ্য করিয়া ক্রমাগত অধিকতর বেগে দাঁড় টানিতে লাগিল। আর বিলম্ব নাই—টেলিগ্রামখানির নিকটেই আসিয়াছে—আর কুড়ি হাত ব্যবধান হইবে—আর পনের হাত—আর দশ হাত—আর পাঁচ হাত। হঠাৎ দাঁড় টানা বন্ধ করিয়া টেলিগ্রামখানি আর একবার দেখিয়া লইল। ধন্য ভগবান্! ঐ টেলিগ্রামখানি ভাসিতেছে। আর এক টান দিয়া টেলিগ্রামখানির অতি নিকটে আসিল এবং মস্তক অবনত করিয়া যেমন টেলিগ্রামখানি ধরিতে যাইবে, অমনি শত শত দৈত্যের ন্যায় চিৎকার করিয়া প্রবল ঝটিকা তাহার উপর পতিত হইয়া তাহাকে কোথায় নিক্ষিপ্ত করিয়া দিল।

ঝড়ের প্রাবল্য কথঞ্চিত প্রশমিত হইলে যখন যুবক সমুদ্রের উপর ভাসিয়া উঠিল, তখন দেখিল তাহার ক্ষুদ্র নৌকাখানি দূরে পাহাড়ের গাত্রে লাগিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে। মিঃ এলড্রেড একজন দৃঢ়কায় যুবা পুরুষ—ক্রীড়াচ্ছলে সে অনেকবার আটলান্টিক মহাসাগরের প্রবল তরঙ্গ বক্ষ পাতিয়া লইয়াছে। কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র কথা। এ ক্ষেত্রে উন্মত্ত তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ, তাহার পক্ষে সহজ কার্য্য নহে। একদিকে বাত্যাবিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গ, অন্যদিকে নির্ম্মম পর্ব্বত। তাহার উপর সিক্ত পোষাক পরিচ্ছদে ক্রমশঃই ভারি হইয়া আসিতে লাগিল; সুতরাং তাহার আর জীবনের আশা কোথায়?

তথাপি আশায় বুক বাঁধিয়া ক্ষিপ্রহস্তে সেই উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু হায়, সেই উদ্বেলিত ভীষণ জল-তরঙ্গ তাহাকে ক্রমশঃই নির্ম্মম পর্ব্বতের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। আর বুঝি

জীবনের আশা নাই। এখনই সমুদ্রস্থ পর্ব্বতগাত্রে তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে হইবে। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে সন্তরণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে পর্ব্বত অতিক্রম করিল এবং তীরের দিকে যাইতে লাগিল। হায়, হতভাগ্য যুবক বিস্মৃত হইয়াছিল, সম্মুখেই আবার ভীষণ গুহা আছে। সেই গুহায় একবার প্রবেশ করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু তাহা স্মরণ হইবার পূর্ব্বেই আবার উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে কোথায়—মৃত্যুর কোন অন্ধকারময় পথে লইয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

লেডি ট্রিভালগা বিষাদ-করুণ-নয়নে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"বাবা, আমি বিশ্বাস করি না! এ কথা কখনও সত্য হইতে পারে না!" বালিকার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে এই কয়টী কথা বহির্গত হইল।

ডিউকেরও মুখমণ্ডল যন্ত্রণাক্লিষ্ট ও চিন্তিত। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"মা, অবিশ্বাসের কারণ কি? যদিই সে নির্দ্দোষী হইল, তাহা হইলে এ স্থান হইতে অতি প্রত্যূষেই পলায়ন করিল কেন?"

"পলায়ন করিয়াছে? এলড্রেড পলায়ন করিয়াছে।"

"শোন মা, আমি যাহা বলিব তাহাতে তোমার কষ্ট হইতে পারে। কিন্তু তোমার কষ্ট কি আমার এ বৃদ্ধ-বক্ষে শেল বিদ্ধ করিবে না? তত্রাচ কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুরোধে তোমাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে। তুমি আমার একমাত্র সন্তান—আমার সর্ব্বস্ব। তুমি চিরজীবন যন্ত্রণা পাইবে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিব না; সেই জন্য তোমাকে বলিতেছি, তুমি এলড্রেডকে ভুলিয়া যাও—হৃদয় হইতে তাহার স্মৃতি একেবারে মুছিয়া ফেল।"

"বাবা, এলড্রেডকে আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না—তার স্মৃতি এ হৃদয় হইতে কখনও দূর করিতে পারিব না—তার স্মৃতি আমার প্রত্যেক অণু পরমাণুতে মিশিয়া আছে।"

"শোন মা, ট্রিবারউইথ-বংশে কেবল তুমি আর আমি বর্ত্তমান। এই পবিত্র বংশের সম্মান রক্ষার ভার এখন আমাদের উভয়ের উপর ন্যস্ত। যদি তুমি এলড্রেডকে বিবাহ কর, তাহা হইলে এই ট্রিবারউইথ-বংশে যে কলঙ্ককালিমা লিপ্ত হইবে, সে কলঙ্ককালিমা জীবনে কখনও মুছিতে পারিবে না—সমগ্র সমুদ্রের জলে সে কলঙ্ক পরিধৌত হইবে না। মা, তোমার কষ্টের কথা মনে হইলে এ বৃদ্ধের বক্ষ-পঞ্জর বিদীর্ণ হইতে চাহে। যে গুপ্তচর—দস্যু—নররক্তে যাহার হস্ত কলুষিত—আমার সন্তানসদৃশ বিশ্বাসী অটারহাগকে যে ব্যক্তি হত্যা করিয়াছে—"

"বাবা, চুপ করুন, আর বলিবেন না—আপনি আর ওকথা মুখে উচ্চারণ করিবেন না। কন্যার ক্ষত—ব্যথিত হৃদয়ে আর ক্ষার নিক্ষেপ করিবেন না।"

বৃদ্ধ ডিউক আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। একটী চেয়ারে উপবেশন করিলেন। গভীর নিরাশায় তাঁহার মস্তক সম্মুখদিকে অবনত হইয়া পড়িল। বালিকা পিতার এরূপ অবস্থা দেখিয়া অধিকতর যন্ত্রণা অনুভব করিল এবং পিতার ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া কম্পিতহস্তে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল—"বাবা, এ ভীষণ কাণ্ড তাহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে, এ কথা আপনি বিশ্বাস করিবেন না। আমি জানি—আমার আত্মা বলিতেছে এলড্রেড সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। শীঘ্রই সমস্ত জগৎ তাহার নির্দ্দোষীতার প্রমাণ পাইবে। ইহার পূর্ব্বে যে যাহা বলে বলুক—ইহার পূর্ব্বে সমস্ত জগৎ তাহাকে দস্যু বলুক—হত্যাকারী বলুক—তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু বাবা, আপনি এ কথা মুখে উচ্চারণ করিবেন না। আপনার মুখে এ কথা শুনিলে আমাকে আত্মহত্যা করিতে হইবে। হতভাগিনী কন্যার প্রতি দয়া করুন। জগতের লোকের সহিত আপনি ওকথা আর উচ্চারণ

করিয়া কন্যাকে আত্মঘাতিনী করাইবেন না।" বালিকার চক্ষু ফাটিয়া জল বহির্গত হইল এবং পিতার স্নেহময় অঙ্কে নিজের মুখ লুক্কায়িত করিল।

কন্যার চক্ষে জল দেখিয়া ডিউকও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারও হৃদয় আর্দ্র হইল। মনে মনে বলিলেন, কি গভীর ভালবাসা—কি ধ্রুব বিশ্বাস।

ডিউক কন্যার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"তাহাই হইবে মা, যতদিন না আমি প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছি, যতদিন না আমি উপযুক্ত প্রমাণ পাইতেছি, ততদিন আমি এলড্রেডকে অবিশ্বাস করিব না—ততদিন আমি পূর্ব্বের ন্যায় তাহাকে নিজের পুত্রের মতই দেখিব।" তৎপরে এলড্রেড কিরূপ ভাবে চলিয়া গিয়াছে, সে সমস্ত সংবাদ কন্যার নিকট বর্ণন করিলেন এবং তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া অল্পক্ষণ মধ্যে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

লেডি ট্রিভালগা একাকিনী সেই গৃহে বসিয়া রহিল। ঝড়ের প্রাবল্য অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। প্রকৃতি বিষাদময়ী—সমস্ত দুর্গ যেন একটা গভীর শোকের ছায়ায় নিমগ্ন। তখনও সেই গুপ্ত-গৃহের অন্ধকারে হতভাগ্য অটারচামের মৃত দেহ নিষ্ঠুর আঘাতের চিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়া হত্যাকাণ্ডের জলন্ত সাক্ষ্য দিতেছিল।

ভালগা ভাবিতে লাগিল, এলড্রেড কোথায় চলিয়া গেল? প্রাতঃকালে উঠিয়া তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া সমুদ্রের দিকে গিয়াছিল, তৎপরে ঝড়ের মুখে নৌকা করিয়া কোথায় যাইতে পারে? সেই জেলে ছুটো ত আর কোন সংবাদ বলিতে পারিল না। তবে কি কোন

দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে? ফ্রাঁসোয়া বাবাকে বুঝাইয়াছে যে, দূরে এলড্রেডের জন্য ষ্টীমার অপেক্ষা করিতেছিল, সে নৌকা করিয়া গিয়া সেই ষ্টীমারে উঠিয়া পলায়ন করিয়াছে। এ কি সম্ভব? যাহার হৃদয়ে এত প্রেম—যাহার হৃদয়ে এত ভালবাসা—সে কি এরূপ বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে? সে কি অতটা নীচ হইতে পারে? কিন্তু লোকে সে কথা ত বিশ্বাস করিবে না। তাহার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই যে তাহাকে এ হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। কে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে যে, এলড্রেড নির্দ্দোষী? কে তাহাদের এ সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবে? কোথায় তুমি আমার প্রাণেশ্বর—কোথায় তুমি আমার হৃদয় দেবতা! একটীবার এস—একবার এ সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিয়া যাও! লোকের চক্ষে—সমাজের চক্ষে—পৃথিবীর চক্ষে নিজেকে নির্দ্দোষী সপ্রমাণ করিয়া নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় তাহার পরে যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও! তখন আর আমি তোমাকে বাধা দিব না! তখন আর আমি তোমার পথের অন্তরায় হইব না! আমি ভালবাসিতে জানি, কাঁদিতে জানি, আমার জন্য ভাবিও না।

হঠাৎ কাহার কণ্ঠস্বরে বালিকা তাহার যন্ত্রণাদায়ক চিন্তা হইতে চমকিত হইয়া উঠিল—দেখিল সম্মুখেই ফ্রাঁসোয়া।

"লেডি ভালগা, আমি আপনার জন্য বাস্তবিকই দুঃখিত। আপনার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার ভাষা আমার নাই।" এই বলিয়া ফরাসী যুবক জানালার নিকট বালিকার পার্শ্বে উপবেশন করিল।

তাহাকে দেখিয়া ভালগার শরীর জ্বলিয়া উঠিল, তত্রাচ নম্রস্বরে বলিল—"আমার প্রতি আপনার বিশেষ দয়া।"

"লেডি ডি ভালগা, আপনার মিষ্ট কথা, সরল ব্যবহার ও উদার স্বভাব

আমি বিশেষ অবগত। সেইজন্যই আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। আপনি সেই লোকটাকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন—বিশ্বাস করিয়া রমণী-জীবনের সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতক বিশ্বাস রাখিল না—রাখিতে পারিল না—আপনার দান উপেক্ষায় পদদলিত করিয়া চলিয়া গেল।"

মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়ার প্রত্যেক বাক্যে বালিকার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, ক্রোধে তাহার হৃদয়ের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু কোনরূপ উত্তর করিল না।

ফরাসী যুবক আবার বলিতে লাগিল—"আমি জানিতাম এমন এক দিন আসিবে, যে দিন আপনার মানসপ্রতিমা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। এমন একদিন আসিবে, যে দিন বুঝিবেন চন্দনতরু বোধে কি বিষ-বৃক্ষেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই দিন আপনার সমস্ত ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। জানিয়া শুনিয়াও আমি আপনাকে এ সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস করি নাই। একদিন আপনি আমার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন—এক দিন ঐ কথা বলিতে গিয়া আপনার নিকট অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলাম। সেই জন্য সকল কথা সাহস করিয়া বলি নাই। কিন্তু অদ্য আপনার মুখে বিষাদের চিহ্ন দেখিয়া আমি বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতেছি—আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।"

তত্রাচ বালিকা নীরব। ক্ষুদ্র হস্তে মুষ্টি দৃঢ় করিয়া—দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া—তাহার হৃদয়ভরা ক্রোধ দমনের চেষ্টা করিতে লাগিল। ধীর-সমীর-কম্পিত বনলতিকার ন্যায় তাহার দেহযষ্টি মৃদু কম্পিত হইতে লাগিল। তাহার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে—তাহার অশ্রুভারাক্রান্ত আয়ত লোচনে—তাহার ঈষৎ-কম্পিত ওষ্ঠে—এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া

উঠিল। সে সৌন্দর্য্য দেখিয়া ফরাসী যুবক আর স্থির থাকিতে পারিল না। সেই বেগময় সৌন্দর্য্য-স্রোতে তাহার সব ভাসিয়া গেল। হৃদয়ের রুদ্ধ লালসা শতমুখে বহির্গত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে হত্যার বিভীষিকা মূর্ত্তি—চৌর্য্যের তুষার-শীতলভীতি কোথায় অন্তর্হিত হইল। যুবক আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আপনার কষ্ট দেখিয়া আমার কষ্ট হয় কেন জানেন? আপনার ম্লান মুখ দেখিয়া আমার হৃদয়ে যন্ত্রণা হয় কেন জানেন? আমি আপনাকে ভালবাসি। এ হৃদয়-আসনে বসাইয়া আমি আপনাকে পূজা করিতে চাই। এই নিভৃত হৃদয়ে এখন আপনিই অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আশা করি আপনি এ দীন ভক্তকে নিরাশ করিবেন না—তাহার এ গভীর ভালবাসার উপযুক্ত প্রতিদান করিবেন।"

বালিকা আর নীরব থাকিতে পারিল না। বলিল—"আর বেশী দূর অগ্রসর হইবেন না। এ সম্বন্ধে আপনি আর কোন কথা না বলিলেই আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইব।"

"এত সুন্দরী হইয়া আপনার প্রাণ এত পাষাণ? ওকথা কেন বলিব না পাষাণি? আমি আপনাকে বড় ভালবাসি! আপনার ঐ রূপ-মোহে পড়িয়া আমি আমার কর্ত্তব্য—দায়িত্ব—সব ভুলিয়াছি। আপনার জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত! সে বিশ্বাসঘাতক আপনাকে যে যন্ত্রণা দিয়াছে, সে যন্ত্রণা নিবারণ করিবার জন্য আমি আমার হৃদয়ের উত্তপ্ত শোণিত দান করিব। আপনাকে দেখাইব প্রকৃত ভালবাসা কাহার নাম—ভালবাসায় প্রাণদান কাহাকে বলে।"

"আপনাকে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি, আপনি ক্ষান্ত হউন। আপনি আমায় পিতার অতিথি। অতিথির স্নায্য সম্মান ব্যতীত অধিক কিছু প্রত্যাশা করিবেন না।"

"কেন করিব না ডিট্টককন্যা? আমার এ জীবন এখন আপনার দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। আমার এ গভীর ভালবাসার প্রতিদান করুন—আমাকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়া আমার প্রাণদান করুন—আমাকে রক্ষা করুন।" এই বলিয়া ফ্রাঁসোয়া বালিকার হস্তধারণ করিল।

বালিকা সবলে হস্ত ছিনাইয়া লইয়া দূরে সরিয়া গেল এবং পুচ্ছমর্দ্দিতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গ্রীবা উত্তোলন করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—"ফরাসী যুবক! ঘোর পাপিষ্ঠ তুমি! তুমি বিস্মৃত হইও না যে, আমি মিঃ এলড্রেড ব্যারেনট্টোর বাগ্‌দত্তা পত্নী—তিনিই আমার স্বামী—তিনিই আমার সর্ব্বস্ব—তিনি ভিন্ন অন্য কেহই আমার এ হৃদয়ের অধিকারী হইতে পারিবে না।"

"আপনি এখনও তার কথা ভাবেন? সেই লম্পট—বিশ্বাসঘাতক—দস্যু—হত্যা—"

বালিকার আর সহ্য হইল না, ক্রোধে তাহার আপাদ মস্তক কম্পিত হইয়া উঠিল, ক্রুদ্ধা সিংহিনীর ন্যায় ভীম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ফরাসী যুবকের বাক্যে বাধা দিয়া বলিল—"আপনি সাবধান হইয়া কথা বলিবেন। মিঃ এলড্রেডের সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত অভিমত যাহাই থাক্, সে মতামত আমার নিকট প্রকাশ করিবার আপনার কোনরূপ অধিকার নাই। আমি এখনও বলিতেছি, এলড্রেড আমার স্বামী—আমার প্রাণেশ্বর—আমার আরাধ্য দেবতা! এ সামান্য আঘাতে আমার সে মানস-মূর্ত্তি কখন চূর্ণ হইবে না।" এই কয়টী কথা বলিয়া বালিকা সে কক্ষ পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে দ্বারদেশে উপস্থিত হইল।

বালিকাকে গৃহত্যাগ করিতে দেখিয়া ফ্রাঁসোয়া বলিল—"আপনি এখন ভালবাসায় অন্ধ—হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। কিন্তু শীঘ্রই এমন একদিন

আসিবে, যে দিন বুঝিবেন কিরূপ বিশ্বাসঘাতকের হস্তে প্রণয় অর্পণ করিয়াছেন—কিরূপ পিশাচকে প্রাণদান করিয়াছেন! যে দিন মিঃ অটারহামের হত্যাপরাধে এলড্রেডকে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, সেই দিন আপনার নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন—সেই দিন আপনার চক্ষু ফুটিবে—নেশা ছুটিবে!

বালিকা ফিরিয়া দাঁড়াইল। সিংহিনীর ন্যায় গ্রীবা উত্তোলন করিয়া রোদন-লোহিত দীর্ঘায়ত নয়নদ্বয় অধিকতর বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"আপনি ভুল বুঝিয়াছেন! যে দিন অটারহামের প্রকৃত হত্যাকারীর সন্ধান পাওয়া যাইবে—যে দিন এ হত্যা-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে—সেই দিনই জগতের সমক্ষে মিঃ এলড্রেডের নির্দ্দোষীতা সপ্রমাণিত হইবে, সেইদিনই নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় মিঃ এলড্রেড বিরহ-ব্যথিতা ভালগার ভাগ্যাকাশে আবার উদিত হইবে—সেই দিন একটী নিরীহ ব্যক্তিকে এরূপ ভাবে বিপদগ্রস্ত করিবার জন্য যথার্থ হত্যাকারীকে অনুতপ্ত হইতে হইবে—কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে—সে দিন বেশী দূরে নহে—অতি নিকটে।" এই কয়টী কথা উচ্চারণ করিয়া—চারিদিকে রূপের তরঙ্গ ছড়াইয়া—বালিকা গর্ব্বিত পদবিক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বীণা চলিয়া গেল—রহিল কেবল ঝঙ্কার।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ভাটা পড়িল। আবার জোয়ার আসিল, তখনও এলড্রেড একটা গর্ত্তে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে। প্রথমতঃ উন্মত্ত তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ, তাহার উপর সিক্ত বস্ত্রে—সিক্ত স্থানে অবস্থান, এই সমস্ত কারণে এলড্রেড হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রায় সতের ঘণ্টা পরে যখন তাহার চৈতন্য হইল, তখন সমুদ্র-গর্জ্জনে বুঝিতে পারিল যে, সে সমুদ্রতীরস্থ কোন স্থানে পড়িয়া আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইয়াছে, মস্তকে ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ হইতেছে—আর্দ্র বস্ত্রে তাহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছে। মিঃ এলড্রেড তথায় কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত ঘটনা মনে করিতে লাগিল, তাহার মানসিক বৃত্তিগুলি একে একে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। যুবকের মনে হইল সেই টেলিগ্রামখানি উদ্ধারের জন্য সমুদ্রবক্ষে অবতরণ, প্রবল ঝটিকায় নৌকা নিমজ্জন, উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে ভীষণ সংগ্রাম, তৎপরে চৈতন্য-লোপ; কিন্তু কি করিয়া এ অন্ধকারময় স্থানে আসিল, তাহা যুবকের আদৌ স্মরণ হইল না।

এলড্রেড বুঝিল এ স্থানে এরূপ অবস্থায় অধিকক্ষণ পড়িয়া থাকিলে

মৃত্যু অনিবার্য্য। তখন ধীরে ধীরে উঠিল, দেখিল সে স্থানটী একটী গর্ত্ত এবং তথা হইতে ভিতর দিকে যাইবার একটী অপ্রশস্ত পথও আছে। তখন যুবক সেই গর্ত্তের দেওয়াল ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। তখনও তাহার পদদ্বয় টলমল করিতেছিল, মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছিল। সেই বন্ধুর দেওয়াল ধারণ করিয়া সমুদ্রগর্জ্জন পশ্চাতে ফেলিয়া যুবক ধীরে ধীরে উপরদিকে উঠিতে লাগিল। এরূপ ভাবে কিছুদুর গমন করিবার পর সেই স্থানের ভয়ানক দুর্গন্ধে তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইল। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া সে স্থান অতিক্রম করিল বটে, কিন্তু অন্ধকার আরও গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল। যুবক ভীত হইল না, বরং উৎসাহিত হইয়া সেই দেওয়াল ধারণ করিয়া সাহসের সহিত ক্রমাগত চলিতে লাগিল। যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই বায়ুমণ্ডলের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল—বিশুদ্ধ বায়ু তাহার নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই গুপ্ত পথের মৃত্তিকাও কঠিন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে কিছুদুর গমন করিবার পর তাহার মনে হইল তাহাকে আর উপরদিকে উঠিতে হইতেছে না—একটা সমতল রাস্তা পাইয়াছে। তখন তাহার স্মরণ হইল বোধহয় দুর্গে বা তৎসমীপস্থ কোন স্থানে যাইবার গুপ্তপথে প্রবেশ করিয়াছে। যুবক ডিউকের মুখে অনেকবার শুনিয়াছিল টিবারউইথ দুর্গে এরূপ গুপ্তপথের অভাব নাই। তাহার প্রাণে সাহস আসিল। পথপ্রদর্শক স্বরূপ সেই দেওয়াল ধারণ করিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া পড়িল। সেই রাস্তা এই পর্য্যন্ত বেশ সোজা হইয়া আসিয়াছে। তৎপরে একটা গর্ত্ত আছে। অন্ধের ন্যায় সেই গর্ত্তে হাত দিয়া দেখিল যেন হাতলের মত কি একটা রহিয়াছে। সেই হাতলটা ঘুরাইয়া ধাক্কা

দিতেই একটা কপাট খুলিয়া গেল। কপাটের পরই একটা সিঁড়ি আছে। যুবক সেই সিঁড়ির উপর উঠিয়া সম্মুখে একটা আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইল এবং সেই আলোক-রশ্মি লক্ষ্য করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। যুবক আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল ঐ আলোক-রশ্মি মস্তকের উপরিস্থিত একটী দেওয়ালে সূক্ষ্ম ছিদ্র হইতে আসিতেছে। হস্তস্পর্শে বুঝিতে পারিল মস্তকের উপরিস্থিত ছাদটী কাষ্ঠনির্ম্মিত। দুর্গের কোন্ স্থানে উপস্থিত হইয়াছে দেখিবার জন্য এলড্রেড সেই সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল সেই গৃহে একটী যুবক চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া কি লিখিতেছে। যখন এলড্রেড বুঝিল ঐ ব্যক্তি মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়া, তখন তাহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

সেই গৃহ মধ্যস্থ দৃশ্য দেখিয়া এলড্রেড একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। দেখিল ফ্রাঁসোয়া কি লিখিতেছে; সম্মুখস্থ টেবিলের চারিদিকে কাগজপত্র ছড়ান রহিয়াছে। সেই কাগজগুলির মধ্যে একটী কাগজ দেখিয়া দ্রুত-হস্তে তাহার নকল লইতেছে। তাহার পার্শ্বে মেঝের উপর একটী ডেসপাচ ব্যাগ পড়িয়া আছে। ঐ ব্যাগটীর গাত্রে সাদা কাগজের উপর যাহা লিখিত ছিল, তাহা পড়িয়া এলড্রেডের চক্ষুস্থির হইল—মাথা ঘুরিয়া গেল। তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ঐ ব্যাগটী ডিউকের। ঐ কাগজপত্রে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কোন গোপনীয় সংবাদ আছে। এলড্রেড ভাবিল ফ্রাঁসোয়া নিশ্চয় গুপ্তচর। অতিথিবেশে আসিয়া সুবিধামত ঐ কাগজপত্র অপহরণ করিয়াছে এবং অদ্য গভীর রজনীতে নিজের কু-অভিপ্রায় সাধন করিতেছে। তখন তাহার সেই সাঙ্কেতিক টেলিগ্রামের কথা মনে পড়িল এবং সেই টেলিগ্রামখানি যে তাহাদের গুপ্ত-সভা হইতে আসিয়াছে, সে বিষয়ে তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না।

এলড্রেড ভাবিল এখনও সময় আছে—এখনও এ সংবাদ ডিউককে প্রদান করিতে পারিলে তাঁহার বিশেষ উপকার করা হইবে।

এই ভাবিয়া এলড্রেড তৎক্ষণাৎ তথা হইতে সরিয়া আসিল এবং কি উপায়ে ডিউককে এ সংবাদ দিবে, সেই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে চিৎকার করিয়া আবার মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সেই চিৎকার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফরাসী গুপ্তচরকে মুহূর্ত্তের জন্য চমকিত করিয়া দিল। ফ্রাঁসোয়া তৎক্ষণাৎ পাপকার্য্য হইতে বিরত হইয়া ত্রস্তভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তাহার কম্পিত হস্ত হইতে লেখনি পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বারাণ্ডার দিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না—প্রকৃতি পূর্ব্ববৎ স্থির—নিস্তব্ধ। পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া স্বস্থানে আসিয়া উপবিষ্ট হইল এবং একটী চুরুট ধরাইয়া ধূম পান করিতে করিতে কি ভাবিতে লাগিল।

ফ্রাঁসোয়া অনেকক্ষণ পূর্ব্বে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রায় শেষ হইবার সময় এলড্রেডের চিৎকার তাহার কর্ণগোচর হইল।

যখন আর কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হইল না, তখন ফরাসী গুপ্তচর প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার লিখিতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ মধ্যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফেলিল এবং কয়েকখানি কাগজ একখানি বড় খামের ভিতর পুরিয়া তাহাতে মোহর করিল, কিন্তু কোন ঠিকানা লিখিল না। অপর কাগজগুলি গুছাইয়া অন্য একখানি খামের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিল।

ইত্যবসরে এলড্রেড চৈতন্যলাভ করিয়াছিল এবং কিরূপে ডিউককে এ সংবাদ প্রদান করিবে, তজ্জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কাঁপিতে

কাঁপিতে—হাঁপাইতে হাঁপাইতে অন্ধের ন্যায় সেই গুপ্ত রাস্তা ধরিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু কোন্ স্থানে ডিউকের শয়নকক্ষ, তাহা ঠিক করিতে পারিল না, তথাপি সেই পথ ধরিয়া বরাবর চলিতে লাগিল। এইরূপ ভাবে যাইতে যাইতে উপরিস্থিত কাষ্ঠ পাটাতনের উপর হঠাৎ তাহার হস্ত লাগিয়া একটা ভয়ানক শব্দ হইল। তৎক্ষণাৎ উপরে প্রথমতঃ কাহার পায়ের দুপদাপ শব্দ, তৎপরে কাহার কণ্ঠস্বর তাহার শ্রুতিগোচর হইল। এলড্রেড বুঝিতে পারিল—এ কণ্ঠস্বর স্বয়ং ডিউকের।

ডিউক ভিতর হইতে বলিলেন—"কেও, গুপ্তপথে কে আছ?"

এলড্রেড একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিল—"আমি—আমি এলড্রেড ব্যারেনষ্টো।"

ডিউক অতীব আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"এলড্রেড ব্যারেনষ্টো!" তিনি কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তৎপরে তাড়াতাড়ি গিয়া ইলেক্‌ট্রিক্ আলোর সুইচ খুলিয়া দিলেন।

ব্যারেনষ্টো আবার ভয়স্বরে বলিল—"আমি এই গুপ্তপথে আছি, যদি দয়া করিয়া—"

যুবকের বাক্য শেষ হইতে না হইতে সেই গৃহ মধ্যস্থ গুপ্ত পথের কপাট খুলিয়া গেল এবং আলোকস্রোত এলড্রেডের সর্ব্বাঙ্গে পতিত হইল। ডিউক বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, যুবকও সকরুণ নয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু তাহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। কেবল হাঁপাইতে লাগিল। ডিউক, ব্যারেনষ্টোর এরূপ উন্মাদের ন্যায় অবস্থা দেখিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া তাহাকে মেঝের উপরে তুলিলেন। যুবক কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পারিল না, আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ডিউক বিস্মিত হইয়া সেই গুপ্তপথের

কপাট বন্ধ করিয়া দিল এবং টেবিলের নিকট গিয়া তাঁহার নিজের আহারের জন্য যে দুগ্ধ, বিস্কুট ও ব্রাণ্ডি ছিল, সেইগুলি লইয়া তিনি বলিলেন—"এইগুলি খাইয়া ফেল দেখি ?"

ডিউকের বাক্যে এলড্রেডের চৈতন্য হইল এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া সেইগুলি আহার করিয়া বলিল—"আমায় ক্ষমা করুন। কিন্তু আপনাকে এখনি আমার সহিত যাইতে হইবে। ভয়ানক ব্যাপার! মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়ার নিকট আপনার ডেসপাচ ব্যাগ ও কতকগুলি কাগজপত্র দেখিয়া আসিতেছি। বোধহয় সেই কাগজগুলিতে গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কোন গোপনীয় সংবাদ আছে। আমি আর বেশী কথা বলিতে পারিতেছি না, আপনি একবার আমার সহিত মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়ার গৃহে আসুন, তাহা হইলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন।" এই বলিয়া এলড্রেড, ডিউককে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ ফ্রাঁসোয়ার কক্ষে চলিয়া গেল।
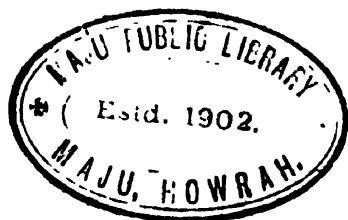
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এলড্রেড ডিউকের সহিত পুনরায় তাঁহার শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। লজ্জায়—ঘৃণায়—অবমাননায়—তাহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল এবং শূন্যদৃষ্টে ডিউকের দিকে চাহিয়া রহিল। ডিউকও উত্তেজিত হইয়া গৃহ মধ্যে সবেগে পদচালণা করিতে লাগিলেন।

মুশিয়ে ফ্রাসোয়ার কক্ষ হইতে ফিরিয়া আসিয়া উভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল—কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। একটী নির্দ্দোষী ভদ্র অতিথির উপর এরূপ অন্যায় দোষারোপের জন্য ডিউক ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এলড্রেডের এরূপ অবস্থা দেখিয়া বিস্ময়াপন্নও হইলেন। কিয়ংক্ষণ পরে ডিউক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—"দেখ ব্যারেনষ্টো, তুমি ভুল করিয়াছ, কিম্বা এরূপ ভান করিবার তোমার যথেষ্ট কারণও রহিয়াছে। তুমি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ, তৎপরে তোমার যাহা বক্তব্য আছে আমার নিকট স্পষ্ট করিয়া বল। আমার নিকট কিছু গোপন করিও না।"

এলড্রেড বিমর্ষ ও হতাশভাবে বলিল—"না মহাশয়, আমি ভুল করি নাই। আমার চক্ষু মিথ্যাবাদী নহে। আমি প্রকৃত যাহা দেখিয়াছি, তাহাই আপনার নিকট ব্যক্ত করিয়াছি, কোন কথা আপনার নিকট

গোপন করি নাই। ফ্রাঁসোয়া নিশ্চয় সেই ব্যাগ ও কাগজপত্রগুলি কোথায় সরাইয়া রাখিয়াছে।”

ডিউক একখানি চেয়ার টানিয়া আনিয়া তাহার নিকট উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন—“শোন ব্যারেনষ্টো, তোমার সহিত মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়ার কক্ষে গিয়া কেন ভদ্রলোককে বিরক্ত করিয়াছিলাম জান? বাস্তবিকই আমার ডেসপাচ ব্যাগ ও সেই সঙ্গে কতকগুলি বিশেষ দরকারী কাগজপত্র গত রাত্রে অপহৃত হইয়াছে। সেই জন্য তোমার কথামত ফ্রাঁসোয়ার কক্ষে গমন করিয়াছিলাম।”

এলড্রেড তাঁহার কথায় অতীব আশ্চর্য্য হইল এবং উত্তেজিত স্বরে বলিল—“তাহা হইলে আমি আঁপনাকে ঠিক সংবাদই দিয়াছি, আমি জানি ইহা আমার উষ্ণ মস্তিষ্কের বিকৃত স্বপ্ন নহে।”

“স্বপ্ন হউক বা নাই হউক, সে দলিলগুলি যেরূপ উপায়ে হউক উদ্ধার করিবই। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে ধরিবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হইব না। এই চুরির পর তোমাকে প্রায় কুড়ি ঘণ্টা খুঁজিয়াছি, কিন্তু তোমাকে কোথাও পাই নাই। অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, এ চুরির অপরাধ তোমারই উপর পতিত হইয়াছে।”

এলড্রেড একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—“আমার উপর পতিত হইয়াছে! দেখুন ইহার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত নহি। জানি আমি অতি হতভাগ্য—আমার অদৃষ্ট অতি মন্দ, সুতরাং এরূপ অন্যায় দোষারোপ—ভাগ্যতাড়িত আমি—আমার উপর পতিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। হা ভগবান্! ইহা শুনিবার আগে আমার মৃত্যু যে সহস্র গুণে ভাল ছিল।”

“দেখ, এখন আক্ষেপের সময় নয়। তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করি-

তেছি, তাহার যথাযথ উত্তর দাও, নচেৎ তোমাকে ভয়ানক বিপদে পড়িতে হইবে।"

"কি অনুমতি করুন।"

"আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী অটারহামকে শেষ কখন দেখিয়াছিলে?"

এরূপ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে এলড্রেড বড়ই আশ্চর্য্য হইল এবং ডিউকের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল।

ডিউক আবার বলিলেন—"আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। অটারহামকে শেষ কখন দেখিয়াছিলে?"

"কখন দেখিয়াছি, তাহা আমার ঠিক স্মরণ হইতেছে না, তবে কল্য কোন এক সময় তাহাকে দেখিয়া থাকিব।"

"তাহা হইলে তুমি অবগত নহ যে, অটারহামের মৃত্যু হইয়াছে?"

"মৃত্যু হইয়াছে? অটারহামের মৃত্যু হইয়াছে?"

"গত রাত্রে কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে। সম্ভবতঃ আমার ডেসপাচ ব্যাগটী ও কাগজপত্রগুলি রক্ষা করিতে গিয়া হতভাগ্য প্রাণ হারাইয়াছে; কিন্তু সে হত্যাকারীর এখনও কোন সন্ধান পাই নাই।"

"এবং সে সন্দেহও আমার উপর পতিত হইয়াছে। হা ভগবান্! ইহাও আমার অদৃষ্টে ছিল।" এই বলিয়া যুবক একটী চেয়ারে শুইয়া পড়িল।

ডিউক তাহার স্কন্ধে হস্ত দিয়া বলিলেন—"দেখ এলড্রেড, এখন এরূপ উথলা হইলে চলিবে না। আমি যাহা বলিতেছি, মন দিয়া শোন্। তুমি আমাকে তোমার উপকারী বলিয়াই জানিও। আমি তোমাকে প্রাণপণে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। আমি এখন কাহাকেও অবিশ্বাস

করিব না। যতদিন না কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাইব, ততদিন কাহাকেও দোষী বলিয়া সাব্যস্থ করিব না। কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখি, মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়া ও ম্যাডেম ডোলা তোমার উপর সন্তুষ্ট নহে, তাহারা উভয়েই তোমাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্থ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের কথা আমি বিশ্বাস করি না। তাহাদের সমস্ত কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এখনও তোমার মুখে কোন কথা শুনি নাই। সুতরাং আমি তোমাকে দোষী বলিয়া এখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।”

“তাহারা কি বলিয়াছে?”

মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়ার মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, ডিউক সে সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন।

এলড্রেড বলিল—“আমি তাহা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি, সে সমস্ত কথা মিথ্যা—বর্ণে বর্ণে মিথ্যা। আমি একজন গুপ্তচর—হত্যাকারী! এ কথা আপনার বিশ্বাস হয়? আপনি কি ভাবেন, তাহা হইলে আমি লেডি ভালগাকে ভালবাসিতে পারিতাম? পাপপূর্ণ প্রাণে সেই স্বর্গীয় দীপ্তিপূর্ণ মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিতাম? তাহা হইলে তদ্দণ্ডে আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইত না? আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। আমি আমার রাজার বিরুদ্ধে—আমার স্বদেশের বিরুদ্ধে—সেই সরলপ্রাণা বালিকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছি, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা—যে বলে, সে মিথ্যাবাদী!”

“যদি তাহাদের কথাই মিথ্যা হয়, তাহা হইলে প্রকৃত ঘটনা কি জান বল?”

এলড্রেড এইবার মহাবিপদে পড়িল। সে কি বলিবে? সে নিজে

নির্দ্দোষী এই পর্য্যন্ত বলিতে পারে। কিন্তু তাহারা যে দোষী, তাহার ত কোন প্রমাণ দিতে পারে না। হায়, এ সময় টেলিগ্রামখানি যদি থাকিত, তাহা হইলে সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইত। এখন তাহার পক্ষ সমর্থন করিবার কি আছে? তাহাদের বিরুদ্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণই বা কি আছে? কিছুক্ষণ পরে যুবক বলিল—"মহাশয়, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবার এখনও উপযুক্ত সময় আইসে নাই—এখন নিজের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিবারও আমার কিছুই নাই; সুতরাং সম্প্রতি আমি কোন কথা বলিতে পারিতেছি না।"

ডিউক হতাশভাবে বলিলেন—দেখ, এখন আমিও বিষম সমস্যায় পতিত হইয়াছি। এখন যদি তুমি কোন কথা না বল এবং তোমার সাপক্ষে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ না দাও, তাহা হইলে আমিও তোমাকে কোনরূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত নহি।"

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব রহিল। এলড্রেড বড়ই প্রমাদ গণিল। মধ্যে মধ্যে তাহার শরীর থর থর করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল; তাহার মুখ-মণ্ডল কাগজের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল—অশ্রুহীন উদাস নেত্রে ডিউকের দিকে চাহিয়া রহিল। ডিউক এলড্রেডের এরূপ অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং এক গ্লাস হুইস্কি লইয়া তাহাকে প্রদান করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই সময় যুবক হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল এবং টলিতে টলিতে গুপ্তদ্বারের কপাটের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"আমি আবার যাইব, আবার ফ্রাঁসোয়ার কক্ষ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিব। যেমন করিয়া হউক, অদ্যই দলিলগুলির সন্ধান করিব।"

ডিউক তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—"ব্যারেনষ্টো, এখন এরূপ উদ্বিগ্ন হইও না, তোমার শরীর বড়ই খারাপ

দেখিতেছি, এরূপ সময় এত উত্তেজিত হইলে তোমাকে একটা কঠিন পীড়াগ্রস্থ হইতে হইবে। আগে এইটুকু খাইয়া ফেল।"

এলড্রেড রক্তবর্ণ চক্ষু দ্বারা তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"না, না, আমাকে বাধা প্রদান করিবেন না—আমাকে যাইতে দিন—এখনও সময় আছে—এখনও যাইতে পারিলে নষ্ট দলিলগুলির পুনরুদ্ধার করিতে পারিব।"

"আচ্ছা বেশ, আমিও তোমার সহিত যাইব, অগ্রে এইটুকু খাইয়া ফেল।" এই বলিয়া ডিউক তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পুনরায় চেয়ারে উপবিষ্ট করাইলেন।

এলড্রেড উন্মত্তের ন্যায় টলিতে টলিতে আসিয়া চেয়ারে উপবেশন করিবামাত্র পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ডিউক তৎক্ষণাৎ ঘণ্টা বাজাইলেন। অনতিবিলম্বে একটী ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দেখিল এলড্রেড অজ্ঞান অবস্থায় একটী চেয়ারের উপর পড়িয়া আছে। ডিউক ভৃত্যকে গরম জলের বোতল আনিতে আজ্ঞা করিলেন।

ভৃত্য তৎক্ষণাৎ জলের বোতল আনিল এবং ডিউকের কক্ষসংলগ্ন একটী গৃহে এলড্রেডকে লইয়া গিয়া শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। এই ভৃত্যটী অর্গ্যানবাদক এলড্রেডকে মনে মনে বড় ভালবাসিত।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ডিউক এবং এলড্রেড, মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়ার কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলে, ফরাসী যুবক গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল এবং তাড়াতাড়ি ভিত্তিবিলম্বিত একটী লম্ববান বড় দর্পণের নিকট গমন করিয়া তাহার প্রতিবিম্ব হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিল, মুখভঙ্গী দেখিয়া তাহার উপর হত্যার সন্দেহ আসিতে পারে কিনা এবং হৃদয়ের পাপরাশি তাহার মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়াছে কিনা? কিন্তু মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়া কিছু বুঝিতে পারিল না। দেখিল মুখমণ্ডলে পঙ্কিল হৃদয়ের ছাপ তত বেশী পড়ে নাই, তখনও বেশ সপ্রতিভের ন্যায় দেখা যাইতেছে। তত্রাচ তাহার ভয় বিদূরিত হইল না। যুবক তাহার হস্তের আঘ্রাণ লইল, তখনও যেন হস্ত হইতে শোণিতের গন্ধ যায় নাই। তাহার হৃদয়ের শোণিত দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল—পদদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল। ভাবিল তবে কি তাহারা আমাকেই সন্দেহ করিল? নচেৎ এ গভীর রজনীতে ডিউক ও এলড্রেডের এ কক্ষে আসিবার উদ্দেশ্য কি? এলড্রেড সমস্ত দিন কোথায় ছিল? হঠাৎ এই নিস্তব্ধ রাত্রে আসিয়া কেনই বা ডেসপাচ ব্যাগ চাহিল? কি করিয়া এলড্রেড বলিল যে, সে ডেসপাচ ব্যাগটী আমার কক্ষতলে পড়িয়া থাকিতে এবং আমাকে সেই দলিলগুলির নকল লইতে দেখিয়াছে? আমার গৃহে

ক্রুদ্ধ ছিল, কিন্তু সে কি করিয়া অনুমান করিল—তবে কি ডিউক আমাকেই সন্দেহ করিয়াছে।

হঠাৎ সেই গোঁ গোঁয়ানি শব্দ তাহার মনে পড়িল। যখন দলিল-গুলিকে নকল করিতেছিল, তখন এইরূপ একটা শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। এখন বুঝিল সে শব্দ নিশ্চয় এলড্রেডের। তাহা হইলে ত এলড্রেড নিশ্চয় কোন গুপ্ত স্থান হইতে সমস্ত দেখিয়াছে! ক্রোধে ফরাসী যুবকের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল। ভাবিল তবে কি সেই টেলিগ্রাম খানিও ডিউককে দিয়াছে? কিন্তু ডিউকের কথাবার্ত্তায় ত সেরূপ বুঝা গেল না। তিনি ত অকপট চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—"আমি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে এ গভীর রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি। যখন আমি শুনিলাম দলিলগুলি ও ডেসপাচ ব্যাগটী আপনার গৃহে আছে, তখন তাহার সত্যাসত্য প্রমাণ করা আমার কর্ত্তব্য নহে কি? যদি শুনিতাম আমার কন্যার কক্ষে ঐ দলিলগুলি লুকায়িত আছে, এ কথা অসম্ভব হইলেও কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে আমি আমার কন্যার গৃহ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইতাম।" ডিউকের এরূপ বাক্যে ত ক্রোধের বা সন্দেহের কোন লক্ষণ দেখা গেল না?

ফরাসী গুপ্তচর আর ভাবিতে পারিল না। মনে মনে ঠিক করিল শীঘ্রই এ স্থান ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বিলম্বে বিঘ্ন ঘটিতে পারে।

পরদিন প্রাতর্ভোজনের ঠিক পরেই ফ্রাঁসোয়া ডিউককে জানাইল, অদ্য বৈকালে তাহারা এ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

প্রত্যুত্তরে ডিউক তাহাকে ও তাহার ভগ্নীকে আর কিছুদিন ট্রিবার-উইথ দুর্গে থাকিতে অনুরোধ করিলেন এবং এ বিপদের সময় তাহারা

তাঁহাকে এত শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া না যাইলে তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট ও উপকৃত হইবেন তাহাও জ্ঞাত করাইলেন। কিন্তু ফরাসী যুবক বলিল, এরূপ সময় এ স্থানে থাকাও তাহাদের পক্ষে বিপজ্জনক। ঐ অপহৃত কাগজগুলির সম্বন্ধে সে ডিউককে সাবধান করিয়া দিয়াছিল এবং এলড্রেড একজন বিখ্যাত গুপ্তচর, এ সংবাদও সে মিঃ অটারহামকে দিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছিল। কিন্তু ডিউক তখন সাবধান হন নাই। এখন এরূপ ব্যাপারে তাহার এ স্থান ত্যাগ করাই যুক্তিসঙ্গত। উপসংহারে আর কিছুদিন এ স্থানে থাকিবার জন্য ডিউক কর্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ফরাসী যুবক তথা হইতে প্রস্থান করিলে ডিউক একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, উহাদের দুই জনকে এখন কোন রকমেই এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। যদি এলড্রেডের কথা বিন্দুমাত্র সত্য হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে বিশেষ অমঙ্গল সংঘটিত হইবে। ডিটেক্‌টিভ মহাশয়েরও ইচ্ছা ঐরূপ; সুতরাং এখন ঐ দুই জনকে যে কোন উপায়ে হউক ট্রিবারউইথে আটক রাখিতে হইবে। আর যদি মিঃ ব্যারেনট্টো দোষী হয়, তাহা হইলে তাহাকে ত এ স্থানে আবদ্ধ রাখা কঠিন নয়। সে এখন শয্যাগত, সুতরাং তাহার দ্বারা সম্প্রতি কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। কিন্তু মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়া ও ম্যাডাম ডোলার বিষয় কি করা যাইতে পারে? তাহারা যদি এ স্থানে থাকিতে না চায়, তাহা হইলে কি করিয়া তাহাদিগকে থাকিতে বাধ্য করিব। বিশেষতঃ তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ ব্যতিত তাহাদিগকে এ স্থানে আটক রাখাও অসম্ভব। ডিউক একাকী বসিয়া এরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ম্যাডাম ডোলা তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার প্রস্ফুটিত

গোলাপ সদৃশ গণ্ড—অশ্রুসিক্ত, আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়নদ্বয়—ঈষৎ আরক্তিম। তাহাকে দেখিলে বোধ হয় কোন কারণে যুবতী রোদন করিয়াছে। যুবতী ডিউকের নিকটস্থ একটী চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিল—"আমি আপনার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম, আমাদিগকে অদ্যই এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু আপনাকে ছাড়িয়া গিয়া শান্তি পাইব না। আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ। পৃথিবীর কোন স্থানে আমার শান্তি নাই।"

ডিউক উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং শ্বেত শ্মশ্রুর মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন—"আপনারা এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন কেন? আপনাদের কি এ স্থানে বড় কষ্ট হইতেছে?"

"আমার কষ্ট! আমার কষ্ট আর কে বুঝিবে? আমি আজীবন কষ্ট পাইয়া আসিতেছি—এখনও পাইতেছি, আমার কষ্টে কষ্ট অনুভব করে এ বিশ্ব সংসারে আমার এরূপ বন্ধু কে আছে? সুতরাং আমার এ কষ্ট নিবারণের উপায় নাই, ইহা আমার জীবনের সাথী। আজীবন কষ্ট ভোগ করিব ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। অভিশপ্ত আমি—আমার সুখ শান্তি কোথায়?"

"আমি ত সে দিন আপনাকে বলিয়াছি, আমাকে পর ভাবিবেন না, আমাকে আপনার প্রকৃত বন্ধু বলিয়াই মনে করিবেন। এ স্থানে যদি আপনার কোনরূপ কষ্ট হয়, আমাকে বলুন আমি প্রাণপণে সে কষ্ট দূর করিবার চেষ্টা করিব।"

"এ স্থানে আমার অন্য কোন কষ্ট নাই। এ জীবনে যদি কোথাও সুখ পাইয়া থাকি—শান্তি পাইয়া থাকি—তাহা হইলে এ স্থানে। জীবনে যদি কাহাকেও বন্ধু বলিয়া মনে করিয়া থাকি—সে আপনাকে। তত্রাচ আমাদিগকে যাইতে হইবে। এ স্থানে থাকা আর আমাদের উচিত

নহে। এ সময় এ স্থানে আপনার কষ্টের লাঘব না করিয়া বরং কষ্টের পরিমাণ বৃদ্ধি করিব মাত্র।"

"না, না, আমার কষ্ট কি? আপনারা যতদিন থাকেন, ততদিনই আমার পক্ষে মঙ্গলকর। আমি আপনাকে—আপনাদিগকে শীঘ্র এ স্থান হইতে যাইতে দিব না।"

"শুনিলাম মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়ার কি বিশেষ দরকার পড়িয়াছে, তাহাকে শীঘ্রই যাইতে হইবে; কিন্তু আপনার এ দয়া আমার চিরকাল মনে থাকিবে। বোধ হয় আমার মত হতভাগিনী রমণীর কথা আপনার স্মরণ না থাকিতে পারে।"

"না, না, আপনাদিগকে এখন আমি কোন মতে যাইতে দিব না। আপনাদের মত অতিথি লাভ করিয়া আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহা ব্যতীত আমার এ দুঃসময়ে আপনাদিগকে দেখিলেও অনেকটা শান্তি পাইব। এ সময়ে মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়ার পরামর্শেও আমার অনেক উপকার হইবে। আপনি আপনার ভ্রাতাকে আর কিছু দিন এ স্থানে থাকিবার জন্য আমার হইয়া অনুরোধ করুন।"

"অনুরোধ করিতে পারি, কিন্তু—" এই বলিয়া ফরাসী যুবতী নিম্নদিকে দৃষ্টি অবনত করিল।

"কিন্তু কি বলুন।"

"কিন্তু আমার পক্ষে এ স্থানে আর বেশী দিন থাকা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। আপনাকে কি করিয়া বুঝাইব বলুন যে যত বেশী দিন আপনার নিকট থাকিব, আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে তত বেশী আমার কষ্ট হইবে—বোধহয় আমার হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়িয়া যাইবে।" এই বাক্যগুলি যুবতীর কম্পিত কণ্ঠ হইতে বহির্গত হইল।

বৃদ্ধ ডিউক যুবতীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন কিনা ঈশ্বর জানেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যুবতীর সহিত এরূপভাবে গল্প গুজবও করিতেন, তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসাও করিতেন। অদ্য ফরাসী রমণীর শেষ বাক্যগুলি শুনিয়া ডিউক নিরুত্তর রহিলেন।

ডিউককে নিরুত্তর দেখিয়া যুবতী ভগ্নস্বরে বলিল—"চুপ করিয়া রহিলেন কেন? আপনি কি আমায় ঘৃণা করেন? আমি জানি আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ। আমার প্রাণের ভাষা কেহ বুঝে না—আমার হৃদয়ের জ্বালা কেহ অনুভব করে না।"

ডিউক যুবতীর আরও নিকটে সরিয়া গিয়া বলিলেন—"দেখুন, আপনার প্রাণের ভাষা আমার মত বৃদ্ধের পক্ষে তত দুর্ব্বোধ্য নহে। নানা কার্য্যে, নানা চিন্তায় ও অনেক বৎসরের বৃদ্ধ হইলেও সুন্দরী যুবতীর আদর জানি এবং তাহার সংসর্গে আনন্দ উপলব্ধি করিবার বয়সও এখন আছে।"

যুবতী তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে দৃষ্টির ভাষা—সে দৃষ্টির অর্থ বর্ণনার অতীত। সে দৃষ্টি হৃদয়কে উদ্বেলিত করে—মুগ্ধ করে—উন্মত্ত করে। বৃদ্ধ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া লোলুপ দৃষ্টিতে সেই যুবতীর সৌন্দর্য্য সুধা পান করিতে লাগিলেন। ফরাসী যুবতীর সেই রক্তোৎফুল্ল ওষ্ঠাধর, আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু, পশম সদৃশ কেশরাশি ক্ষণেকের জন্য ডিউককে উন্মত্ত করিয়া দিল।

যুবতী বিলোল কটাক্ষে আরও মদিরা ঢালিয়া, বাক্যে আরও গরল মিশ্রিত করিয়া বলিল—"দেখুন, যখন বুঝিয়াছেন, আমার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা যখন জানিতে পারিয়াছেন, তখন আর গোপন রাখিব না—আর গোপন রাখিতে পারি না—আর উদ্বেলিত—উন্মত্ত হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি না, আমি আপনাকে ভালবাসি।"

ডিউক স্তম্ভিত হইলেন। আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"আপনি আমাকে ভালবাসেন? না, না, আপনি আমায় বিদ্রূপ করিতেছেন। বৃদ্ধকে এরূপ কঠোর পরিহাস করা আপনার নিষ্ঠুরতার পরিচয় নহে কি? না, আপনি আমায় ভালবাসেন না।"

"ভালবাসি—সত্য ভালবাসি। আমার এ হৃদয়ের গভীর ভালবাসা কতদিন আপনার নিকট বলি বলি করিয়া বলিতে পারি নাই। কতদিন এ প্রেমপূর্ণ হৃদয় দান করিতে গিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। আমার দৃষ্টি আপনার চরণতলে কতবার অভিযোগ করিতে গিয়া কতদিন ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কতদিন নীরবে নিষ্ফল রোদন করিয়াছি। আপনি বুঝিতে পারেন নাই। আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; তথাপি আপনাকে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই।"

ডিউক প্রেমমুগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"আমি বৃদ্ধ, আপনি যুবতী। আপনি এ বৃদ্ধকে ভালবাসেন, এ কি সম্ভব?"

যুবতী স্বচ্ছ-সলিল-বিহারিণী মরালীর ন্যায় গ্রীবাভঙ্গি করিয়া বলিল—"বয়সের কথা উল্লেখ করিবেন না ডিউক! ভালবাসা বয়সের ধার ধারে না—রূপের বিচার করে না—অর্থের আকাঙ্ক্ষা রাখে না। ভালবাসা মনের মানুষ চায়—ভালবাসা ভালবাসা চায়। যুবকের ভালবাসা—সে কি ভালবাসা? সে মোহ—সে উদ্দাম রিপুর উন্মত্ত তাড়না!"

যুবতী উত্তেজিত কণ্ঠে যখন কথাগুলি উচ্চারণ করিতেছিল তখন ডিউকের মনে হইল তিনি যেন কোন স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। কি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর—কি উজ্জ্বল চক্ষু—কি উন্নত গ্রীবাভঙ্গী। বৃদ্ধ ডিউক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। যন্ত্রচালিতের ন্যায় অগ্রসর হইয়া যুবতীর হস্ত ধারণ করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ফরাসী যুবতী বৃদ্ধের আরও সন্নিকটে গিয়া বলিল—"আপনি আমায় ক্ষমা করুন। হৃদয়ের আবেগে আজ আমার গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া আপনাকে বড় বিরক্ত করিতেছি। কিন্তু আজ আমার বিদায়ের দিন। আর হয় ত এ জীবনে কখন আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। তাই এ হৃদয়ের বোঝা আপনার চরণতলে নামাইয়া দিয়া আমি কোন দূর রাজ্যে চলিয়া যাইবার মনস্থ করিয়াছি। কিন্তু আমি পৃথিবীর যে কোন স্থানে যাই—যে কেন্দ্রে আমি বাস করি—আপনার নিকট আমার প্রাণ পড়িয়া থাকিবে। তবে যতক্ষণ না আপনি আমাকে ক্ষমা করেন ততক্ষণ আমি এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছি না।"

"আপনার ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন কি? বরং আমি আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। আপনার নীরব ভাষা—আপনার গভীর ভালবাসা বুঝিতে না পারিয়া আপনার প্রতি বড় অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছি, অজ্ঞাতসারে আপনার মনে কতই না কষ্ট দিয়াছি। আপনিই আমায় ক্ষমা করুন, আমিই আপনার নিকট ক্ষমার্হ। বলুন আমায় ক্ষমা করিবেন।" এই বলিয়া বৃদ্ধ ডিউক কম্পিত হস্তে যুবতীর হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে আরও নিকটে টানিয়া আনিলেন। ফরাসী যুবতীর আরক্তিম মুখমণ্ডল তাহার এত নিকটবর্ত্তী হইল যে, যুবতীর উষ্ণ নিশ্বাস ডিউক নিজের মুখমণ্ডলে অনুভব করিলেন। ম্যাডাম ডোলা তখনও কাতর বাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছিল। যুবতীর করুণ বাক্যে—তাহার বিলোল কটাক্ষে বৃদ্ধের যুক্তি তর্ক কোথায় ভাসিয়া গেল; অতীত যৌবনের সুখস্মৃতি আবার তাহার মনে পড়িল। ফরাসী রমণী সুযোগ বুঝিয়া নিজের স্থলপদ্ম সদৃশ মুখমণ্ডল বৃদ্ধের শ্বেত শ্মশ্রুপূর্ণ মুখের নিকটবর্ত্তী করিল—আরও নিকটবর্ত্তী করিল—আরও নিকটবর্ত্তী করিল। হঠাৎ

বৃদ্ধের শীতল ঈষদ্‌-কম্পিত ওষ্ঠে নিজের গোলাপ সদৃশ রক্তবর্ণ উষ্ণ ওষ্ঠ স্থাপন করিয়া গভীর চুম্বন-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিল, এবং নিজের মৃণালভুজ বৃদ্ধকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়া পীনোন্নত বক্ষে টানিয়া আনিল। ডিউক কিছুমাত্র বাধা প্রদান করিলেন না। যুবতীর মোহময় আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হইয়া তিনি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। এরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে বৃদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"বল, বল ডোলা, তুমি এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবে না। বল তুমি এখানে থাকিয়া আমাকে সুখী করিবে।"

যুবতী হাসিয়া বলিল—"প্রিয়তম, এ স্থানে—এ শান্তিময় স্থানে থাকিবার আমার বাধা কি আছে? প্রেম-ভিখারিণী আমি, সর্ব্বস্ব ভুলিয়া আমি আপনাকে হৃদয় দান করিয়াছি, তবে এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার প্রয়োজন কি? কিন্তু আপনি প্রতিজ্ঞা করুন আপনি আমাকে বিবাহ করিবেন।"

"আমি বলিতেছি আমি তোমাকে বিবাহ করিব।"

যুবতী পুনরায় তাঁহাকে মৃণালভুজে আবদ্ধ করিয়া ঘন ঘন চুম্বনে অস্থির করিয়া দিল। ঠিক সেই সময় হঠাৎ লেডি টি ভালগা সেই গৃহে প্রবেশ করিল। তখনও ডিউক নিজেকে যুবতীর বাহুপাশ হ'তে মুক্ত করিতে পারেন নাই। বালিকা সে দৃশ্য দেখিয়া প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিল। ঘৃণায়—লজ্জায় তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

ডিউকও কিছু বলিতে পারিলেন না। লজ্জায় অধোবদন হইলেন। তাঁহাকে এরূপ অপ্রতিভ দেখিয়া ফরাসী যুবতী তথা হইতে উঠিয়া গিয়া সাদরে বালিকাকে আহ্বান করিল। তৎপরে ডিউকের দিকে দৃষ্টিপাত

করিয়া বলিল—"প্রিয়তম, আমাদের এ আনন্দ সংবাদ ম্যাডাম ভালগাকে প্রকাশ করিয়া বলুন।"

বিস্ময়ের সহিত বালিকা পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। ডিউক অবনত মুখে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বলিলেন—"মা ভালগা, ইনি আমার পত্নী হইতে স্বীকৃতা হইয়া আমাকে বড়ই সম্মানিত করিয়াছেন। আশা করি এ সংবাদে তুমিও আনন্দিতা হইবে।"

ফরাসী যুবতী তৎক্ষণাৎ বালিকার নিকট গমন করিয়া সাদরে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে নিজের ক্রোড়ে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বালিকা হাত ছিনাইয়া লইয়া তথা হইতে দূরে সরিয়া গিয়া ছল ছল নয়নে পিতার দিকে চাহিয়া রহিল। সে চাহনি অভিযোগের—অভিমানের—জিজ্ঞাসার। ডিউক লজ্জিত হইয়া কন্যার প্রতি আর দৃষ্টি-পাত করিতে পারিলেন না, নীরবে মস্তক অবনত করিলেন। পিতার এরূপ অবস্থা দেখিয়া বালিকা ক্লেশমান হৃদয়ে দ্রুত সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল—তাহার মুখে একটী বাক্যও উচ্চারিত হইল না।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

-:o:-

লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্রোধে, কাঁপিতে কাঁপিতে লেডি ভালগা রোগীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। পিতার বাক্যে আজ বালিকা বড়ই ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছে। তাহার আচরণেও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছে। বুঝিল তাহার সেই স্নেহময় কন্যাবৎসল পিতা আজ রাক্ষসীর মায়ায় মুগ্ধ। মৃত পত্নীর স্মৃতি পদদলিত করিয়া—কন্যার স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া—তাহার পিতা আজ মায়াবিনীর মায়ায় পতিত। প্রাণের বেদনা জানাইবার বালিকার আর স্থান কোথায়? তাই সে প্রিয়তমের নিকট ছুটিয়া আসিল এবং তাহার পার্শ্বে বসিয়া আজ পরলোকগত মাতার উদ্দেশ্যে কত কাঁদিল—পিতার সুমতির জন্য ঈশ্বরের নিকট নতজানু হইয়া কত প্রার্থনা করিল।

এলড্রেড তখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞান। হঠাৎ ধীরে ধীরে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—"ভালগা, আমার প্রাণের ভালগা, আমায় তুমি অবিশ্বাস করিও না—আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। আমি তোমাকে ভালবাসি। ফরাসী রমণীকে আমি জীবনে কখনও ভালবাসি নাই, ভালবাসিতে পারি নাই—সে মিথ্যাবাদিনী। তাহার কথা বিশ্বাস করিও না। ভালগা—ভালগা?"

বালিকা রোগীর উষ্ণ—শুষ্ক হস্তখানি নিজের কোমল—স্নিগ্ধ হস্তে তুলিয়া লইয়া মৃদু স্বরে বলিল—"কেন, কেন প্রিয়তম? এই ত আমি তোমার পার্শ্বেই রহিয়াছি? আমি আর কোথায় যাইব প্রাণেশ্বর—আমার আর স্থান কোথায় নাথ? তোমার পার্শ্বে থাকিব, ইহা অপেক্ষা আমার আর অধিক কি বাঞ্ছনীয় আছে এলড্রেড? যাহা হউক এখন বেশী কথা কহিবার চেষ্টা করিও না, একটু নিদ্রা যাও।"

বালিকার মধুর কণ্ঠস্বরে এলড্রেড একবার চক্ষুরুন্মিলন করিল। তাহার দৃষ্টি অর্থশূন্য—উদ্‌ভ্রান্ত—আবিল। লোক চিনিতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না।

রোগী হঠাৎ অস্ফুটস্বরে বলিল—"ডিউকের মৃত্যু হইয়াছে—প্রকৃত ডিউকের মৃত্যু হইয়াছে।" তৎক্ষণাৎ আবার হো হো শব্দে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল—"আমার জানা উচিত, আমি নিজেই তাহাকে হত্যা করিয়াছি। কি? আমাকে সত্য কথা বলিতে হইবে? যদি আমি বলি আপনি এখনও অনারেবল হেরল্ড ট্রিবোর্ণ, আর আমি—" রোগীর আর কথা বাহির হইল না।

তাহার এই প্রলাপ বাক্য কয়টী লেডি ভালগার মর্ম্মস্থলে স্পর্শ করিল। ভাবিল এই প্রলাপ-বাক্যের অর্থ কি? তৎক্ষণাৎ তাহার স্মরণ হইল, প্রকৃত ডিউক ৭০ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁহার প্রথম দুই পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারায়, আর তাঁহার তৃতীয় পুত্রটী ভায়না নগরীতে কোন কারণে অপমানিত হওয়ায় আত্ম-হত্যা করে। ভূতপূর্ব্ব ডিউকের কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় তাহার পিতা অনারেবল হারল্ড ট্রিবোর্ণ ট্রিবারউইথের ডিউক হন। তৃতীয় পুত্রটী আত্মহত্যা করিয়াছিল বটে, কিন্তু শুনিয়াছি তাহার

শবদেহ কোথাও পাওয়া যায় নাই। সেই তৃতীয় পুত্র লর্ড এলড্রেড—বালিকা হঠাৎ চমকিত হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিল—"লর্ড এলড্রেড? তবে এই ব্যক্তিই কি সেই এলড্রেড—ইনিই কি উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রকৃত ডিউক? নচেৎ প্রলাপবাক্যের অর্থ কি? "প্রকৃত ডিউকের মৃত্যু হইয়াছে—আমিই তাহাকে হত্যা করিয়াছি—আপনি এখনও অনারেবল হ্যারল্ড ট্রিবোর্ণ—আর আমিই—" ইহার কি কোন অর্থই নাই?

বালিকা তন্ময় হইয়া যখন এরূপ চিন্তা করিতেছিল, তখন তাহার পিতা ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বালিকা সে সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিল না। ডিউক সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কন্যার গাত্রে হস্তার্পণ করিলে, বালিকা চমকিয়া উঠিল এবং পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, তাহার পশ্চাতে পিতা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

ডিউক মৃদুস্বরে বলিলেন—"ভালগা, একবার আমার সহিত আমার কক্ষে আইস, তোমাকে কিছু বলিবার আছে।"

বালিকা দ্বিরুক্তি না করিয়া পিতার সহিত তাঁহার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইল। পাঠকপাঠিকাগণ জ্ঞাত আছেন যে, ডিউকের শয়নকক্ষ রোগীর গৃহের পার্শ্বেই অবস্থিত। মধ্যে একটী দেওয়াল মাত্র ব্যবধান।

তথায় উপস্থিত হইয়া ডিউক বেশ সতেজভাবে কন্যার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"ভালগা, তোমার ব্যবহারে আজ আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। প্রথমতঃ, তুমি আমার এ শুভ সংবাদে—আমার এ আনন্দে—আনন্দ প্রকাশ করিলে না; দ্বিতীয়তঃ, ম্যাডাম ডোলার প্রতি তোমার ব্যবহার বড়ই রীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে। অতিথির প্রতি—অতিথি কেন তোমার ভাবী বিমাতার প্রতি কেন উপযুক্ত ভদ্রতা প্রদর্শন

করা হয় নাই এবং কেন এরূপ অসদ্ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহার উপযুক্ত কারণ দেখাইতে পার কি ?"

বালিকা তাহার পিতার নিকট এরূপ পরুষ বাক্য কখনও শোনে নাই বা কখন প্রত্যাশাও করে নাই। অভিমানদৃপ্তা বালিকা ওষ্ঠ কম্পিত করিয়া বলিল—"না, আমি কোন কারণ দেখাইতে পারি না, বা দেখাইবার ততটা ইচ্ছাও করি না।"

"তবে আমি আশা করিতে পারি কি যে, তুমি ভবিষ্যতে ফরাসী রমণীর প্রতি আর কখনও এরূপ অসদ্ব্যবহার করিবে না ?"

বালিকা নিরুত্তর রহিল।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া ডিউক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"ভালগা, নীরবে থাকিও না, আমার কথার উত্তর দাও ? কেন অবোধ বালিকার ন্যায় তাহার প্রতি এরূপ অভদ্র ব্যবহার করিলে ?"

তথাপি বালিকার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। একটু অগ্রসর হইয়া পিতার স্কন্ধে হস্ত দিয়া তাঁহার মুখের দিকে সজল নয়নে চাহিয়া রহিল।

ডিউক পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"শোন ভালগা, তোমার এরূপ ব্যবহারে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। ইহা আমার কন্যার উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই ; বল, ভবিষ্যতে আর কখন এরূপ কার্য্য করিবে না ?"

বালিকা আর নীরব থাকিতে পারিল না। কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"বাবা, কেন এরূপ কার্য্য করিতেছেন ? বলুন যাহা দেখিয়াছি—যাহা শুনিয়াছি—সে সমস্ত মিথ্যা ?"

ডিউক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"যাহা দেখিয়াছ এবং যাহা শুনিয়াছ তাহা সমস্তই সত্য। আর এ কার্য্য কেন করিতেছি, তাহার কারণ আমি আমার কন্যাকে দেখাইতে প্রস্তুত নহি।"

বালিকা পিতার স্কন্ধ হইতে হস্ত অপসারিত করিয়া লইল এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"বাবা, এত দিন পরে একটা অজ্ঞাতকুল-শীলা ফরাসী রমণী আমাদের সংসারের কর্ত্তৃত্ব করিবে ইহা একান্ত অসহ্য।"

"তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তুমি ইহা দোষ বলিয়া মনে করিতেছ, সেই জন্য দোষ দেখিতে পাইতেছ। বল, তুমি অসন্তুষ্ট না হইয়া আমাদের এ শুভ বিবাহে আনন্দ প্রকাশ করিবে?"

"বাবা, এ কি সম্ভব! আমি জানি সে ফরাসী রমণী কখনও আপনাকে সুখী করিতে পারিবে না—তাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ভালবাসা নাই। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে রমণী এ স্থানে আসিয়া আপনার উপর এরূপ অনধিকার আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। আপনার নিজের বিবাহ করিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, তাহা হইলে আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিতাম। আমাকে ত আপনি কোন কথা গোপন করেন নাই। তবে এতদিন পরে এ কাল-পরিণয়ের কারণ কি? বাবা, এ অশুভ বিবাহে সম্মত হইবেন না—আমাদের এ শান্তিময় সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালিবেন না। সে আগুনে আপনার এ হতভাগিনী কন্যাকে দগ্ধ করিবেন না। আমি আপনার বড় স্নেহের—বড় আদরের কন্যা। আমার মনে আপনি কখনও ত কষ্ট দেন নাই, তবে আজ কেন আমার প্রতি এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছেন?"

ডিউক বালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না। তাহার প্রত্যেক কথা ডিউকের হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইতে লাগিল।

বালিকা তথাপি বলিতে লাগিল—"বাবা, আমি আপনার হৃদয় বিশেষরূপ অবগত। বাল্যকাল হইতে মাতৃহীন হইয়া আপনার স্নেহময়

অঙ্কে প্রতিপালিত হইতেছি। আমি আপনার সমস্ত কথা বুঝিতে পারি, আপনার হৃদয়ের ভাব আমার নিকট অপরিজ্ঞাত থাকে না। আমি বেশ জানি, আপনি সে ফরাসী রমণীকে ভালবাসেন না; তবে তাহাকে বিবাহ করিয়া নিজের হৃদয়ে কেন বিদ্রোহ সৃষ্টি করিতেছেন—কেন এ সংসারে অশান্তি আনিতেছেন।"

"কে বলিল আমি তাহাকে ভালবাসি না? তুমি ভুল বুঝিয়াছ, আমি সে রমণীকে খুব ভালবাসি।"

"বেশ, তাহাই যদি হয়, সে ফরাসী রমণী কি আপনার যোগ্যা। একবার আমার স্বর্গগতা মাতাকে মনে করুন, তাঁহার সৌন্দর্য্য—তাঁহার ভালবাসা—তাঁহার সরল উন্নত হৃদয় একবার কল্পনা-নেত্রে দেখুন, বলুন সেই স্থান—সেই উচ্চ পবিত্র স্থান অধিকার করিবার যোগ্যা কি এই ফরাসী রমণী? এই কামুকী কুকুরী কি সেই উচ্চ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্রী?"

বৃদ্ধ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"দেখ ভালগা, নিজের ওজন বুঝিয়া কথা বলিও। নিজেকে ভুলিয়া যাইও না।"

"আমি নিজেকে ভুলিতে পারি, কিন্তু আপনি পূজনীয় পিতা, আপনাকে ভুলি নাই। যে পবিত্র উচ্চ বংশে আমার জন্ম তাহা ভুলি নাই, যে পবিত্র বংশের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য আপনি আমাকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা ভুলি নাই। বরং আপনি বিস্মৃত হইতেছেন যে, একজন নির্লজ্জা—ষড়যন্ত্রকারিনী—কলঙ্কিনী—ফরাসী রমণীকে প্রণয়িণী পদে অভিষিক্ত করিয়া সে উচ্চ বংশের গৌরব কতদূর অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন।"

"দেখ ভালগা, তোমাকে বারম্বার নিষেধ করিতেছি, সে রমণীর

উপর কখনও এরূপ অযথা দোষারোপ করিও না। মনে রাখিও সে এখন ভাবী ডিউকপত্নী।”

“ভাবী ডিউকপত্নী? এত উচ্চ আশা করে? ইংলণ্ডের ডিউকপত্নী হইবার আশা একটী ফরাসী রমণী রাখে? আপনি নিজে ডিউকপদের অধিকারী নন তা জানেন?”

বৃদ্ধ ডিউক একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। বলিলেন—“ভালগা, তুমি কি বলিতেছ জান? যাহা বলিতেছ তাহা চিন্তা করিয়া বলিও।”

বালিকা পিতার দিকে স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া বলিল—“যাহা বলিতেছি তাহা জানি এবং তাহা আমার সুচিন্তারই ফল। পিতা, আপনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে, ভূতপূর্ব্ব ডিউকের তৃতীয় পুত্র—যিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রকৃত ডিউক—তিনি সত্যই আত্মহত্যা করিয়াছেন?”

“নিশ্চয়, এ প্রশ্নের উত্তর নিষ্প্রয়োজন।”

“যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। তিনি যদি জলমজ্জনে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার মৃতদেহ কোথায় গেল? কেহ কি সে শবদেহের সন্ধান পাইয়াছিল?”

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অবশেষে বলিলেন—“মৃতদেহ পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার হ্যাট কোট সমস্তই দানিয়ুব নদীর তীরে পাওয়া গিয়াছিল। আর তাঁহার গৃহে যে একখানি পত্র পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য বিশেষভাবে লিখিত ছিল। এই সমস্ত হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় মৃত।”

“তথাপি এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার মৃতদেহের সন্ধান পায় নাই।”

“আমি বুঝিতে পারিতেছি না, এত দিনের পর এ প্রশ্ন কেন? এবং এরূপ অমূলক চিন্তা আসিবারই বা কারণ কি?”

"আমি নিজেই তাহা জানি না। তবে এ কথা বলিতে পারি, বর্ত্তমান সময়ের প্রত্যেক ঘটনাই রহস্যে জড়িত। নচেৎ আপনার স্নেহময় কন্যা আজ পর হইতে বসিয়াছে কেন? নচেৎ আপনি মায়াবিনীর মোহিনী মন্ত্রে এরূপ মুগ্ধ কেন? আজ আমরা পরস্পরকে ভুল বুঝিতেছি কেন। আমাদের সুখে এ দাবদাহ উপস্থিত হইতেছে কেন?"

ডিউক উঠিয়া বালিকার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—"ভালগা, মা আমার, তুমি দুঃখিত হইও না। তোমার মুখে কষ্টের চিহ্ন দেখিলে আমার বড় কষ্ট হয়। অবশ্য এ দুর্দ্দিন থাকিবে না, আবার সুদিন আসিবে। আশা করি, এ কয় দিন তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিবে।"

বালিকার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া অশ্রুজল পতিত হইল। পিতার পদতলে পতিত হইয়া করুণকণ্ঠে বলিল—"বাবা, সত্যই কি আপনি সে ফরাসী রমণীকে বিবাহ করিবেন?"

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

বালিকা গভীর নিরাশায় একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পিতার নিকট হইতে রোগীর গৃহে যাইবার উদ্দেশ্যে নিঃশব্দে দরজা খুলিবা মাত্র সেই গৃহের দৃশ্য দেখিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া আসিল এবং পিতাকে চুপি চুপি বলিল—"আপনি ফরাসী রমণীকে যাহা মনে করেন তাহাই যদি হয়,—যদি তাহার হৃদয় এত উচ্চ হয়, তবে কেন সে এরূপ চোরের ন্যায় একাকিনী সংজ্ঞাহীন রোগীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছে?"

ডিউক ধীর পদবিক্ষেপে কন্যার পার্শ্বে গিয়া রোগীর গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, বাস্তবিক যুবতী এলড্রেডের বিছানার পার্শ্বে মুখ অবনত করিয়া তাড়াতাড়ি অথচ রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা

করিতেছে—"সেটা কোথায় রাখিয়াছ বল? এলড্রেড আমার কথার উত্তর দাও? বল টেলিগ্রামখানি কোথায় রাখিয়াছ?"

বালিকা পিতার দিকে একবার ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ডিউক ইতস্ততঃ না করিয়া রোগীর গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং ধীরে ধীরে বলিলেন—"ম্যাডাম, আপনি বোধহয় জানেন না, মিঃ ব্যারেনষ্টো সংজ্ঞাহীন; দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এখন আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।"

ম্যাডাম ডোলা ডিউকের বাক্যে চমকিত হইয়া উঠিল এবং পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, ডিউক-কন্যা দরজার নিকট অত্যন্ত ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে চাহনির অর্থ যুবতী উপলব্ধি করিল।

ফরাসী রমণী পরিচারিকার নিকট শুনিয়াছিল, এলড্রেড এই কক্ষে আছে। কিন্তু জানিত না যে, রোগীর গৃহের পার্শ্বেই ডিউকের শয়নকক্ষ অবস্থিত। যাহাহউক যুবতী লেডি ভালগার তীব্র ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে কিংবা ডিউকের উপস্থিতিতে কোনরূপ বিচলিত হইল না। স্বভাব-সিদ্ধ-ক্ষমতা গুণে আত্মসংযম করিয়া বেশ সপ্রতিভভাবে বলিল—"আহা, এলড্রেডের এরূপ অবস্থা হইয়াছে? বাস্তবিক বড় কষ্টের কথা! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই হতভাগ্য যুবক আমাকে বড় ভালবাসিত এবং সেই ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ আমার নিকট একটী অঙ্গুরীয় ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিল। এখন আর সেই অঙ্গুরীয়টী ইহার নিকট রাখা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। কিন্তু এখন লইলে পাছে হতভাগ্য যুবক হতাশে প্রাণ-ত্যাগ করে, সেই জন্ম বড় চিন্তিত হইয়াছি।"

লেডি টি ভালগা আর নীরব হইয়া থাকিতে পারিল না। অগ্রসর হইয়া বলিল—"এখন মিঃ ব্যারেনষ্টোর গৃহ নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ রাখাই

কর্ত্তব্য। পুরাতন প্রেম-কাহিনী শুনিবার তাহার উপযুক্ত সময় নহে। বাবা, আপনি ইহাকে এ কক্ষ হইতে স্থানান্তরিত করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।"

এই সময় এলড্রেড এলোমেলো ভাবে কি বকিতে লাগিল এবং হস্ত-দ্বয় প্রসারিত করিয়া ছটফট করিতে লাগিল। মনে হইল সে যেন কিছু ধরিতে চায়।

ফরাসী রমণী রোগীর পার্শ্ব হইতে সরিয়া আসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—"আপনি আমার উপর বিরক্ত হইতেছেন বটে, কিন্তু এ হতভাগ্যের উন্মত্ত প্রণয়ের জন্য আমাকে যে কি কষ্ট পাইতে হইয়াছে ও কিরূপ ভাবে সাবধানে থাকিতে হইয়াছে, তাহা যদি শোনেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আপনি আমার উপর আর বিরক্ত হইবেন না।"

ডিউক কি বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেলেন। যুবতীকে একাকিনী এলড্রেডের গৃহে দেখিয়া তিনি বিশেষ আশ্চর্য্য হইলেন না। মনে মনে একটু হাসিলেন, কিন্তু যুবতীর প্রতি যেটুকু বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ তাহা অন্তর্হিত হইল। ডিউক ভাবিলেন এ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে আরও কিছুদিন এরূপ প্রণয়ের অভিনয় করিতে হইবে, নচেৎ উহাদিগকে এ স্থানে আটকাইয়া রাখা কঠিন হইবে। অন্তরের ভাব গোপন করিয়া তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন—"ম্যাডাম, আমি আপনার কথা শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছি। মিঃ এলড্রেডের সম্বন্ধে আপনার গুপ্তকথা একদিন আমাকে প্রকাশ করিয়া বলিবেন। এ সমস্ত কথা শোনা একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু আমাদের দাম্পত্য-জীবন আরম্ভের পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে কোনরূপ রহস্য নিহিত না থাকাই প্রশস্ত।"

"নিশ্চয় বলিব প্রিয়তম, আপনার নিকট কোন কথাই গোপন রাখিব

না" এই বলিয়া যুবতী ডিউকের হস্ত ধারণ করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইল এবং কিছুদূরে গিয়া ডিউকের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক বরাবর ফ্রাঁসোয়ার গৃহে উপস্থিত হইল। দেখিল, ফ্রাঁসোয়া একটী চেয়ারে উপবেশন করিয়া কি ভাবিতেছে।

যুবতীর মুখে হাসির রেখা দেখিয়া ফরাসী যুবক জিজ্ঞাসা করিল—"সংবাদ কি ডোলা ?"

"সংবাদ খুব ভাল। আর কিছু দিন পরে আমিই টিবারউইথের ডিউকপত্নী হইব।" তৎপরে ডিউক সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা তাহার ভ্রাতার নিকট বিবৃত করিল ও তাহাকে আরও কিছু দিন এ স্থানে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিল।

মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়া তাহার ভগ্নীর বিবাহের সংবাদ শুনিয়া অতীব আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"ডোলা, তোমার কার্য্যকলাপ দেখিয়া বাস্তবিক বড় স্তম্ভিত হইয়াছি। তুমি এত শীঘ্র যে বৃদ্ধ ডিউককে হস্তগত করিতে পারিবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। যাহাহউক তোমার কথামত আরও কিছু দিন এ স্থানে থাকিব। তোমার টিবারউইথের ডিউকপত্নী হইবার আশা থাকিলে আমার ভাবী ভগ্নীপতির নিকট অনেক সাহায্য পাইব এবং আমাদের কার্য্য উদ্ধারের পক্ষেও বিশেষ আনুকূল্য হইবে।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। রোগীর গৃহ নিস্তব্ধ। ডাক্তার আসিয়া রোগীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"অসুখ বিশেষ শক্ত নয়, ইনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবেন। কিন্তু বিশেষ পরিচর্য্যার প্রয়োজন। আমি অদ্যই দুইটী নার্স (সুশ্রূষাকারিণী) পাঠাইয়া দিব।"

লেডি ভালগা বলিল—"দুইটী নার্সের প্রয়োজন নাই। আমি দিবসে পরিচর্য্যার ভার লইব, কেবল রাত্রের জন্য একটী নার্স হইলেই চলিবে। আপনি দয়া করিয়া এখনি গিয়াই একটী নার্স পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিবেন কি?"

"হাঁ, এখনি গিয়া পাঠাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া ডাক্তার আশ্চর্য্য হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ভাবিলেন—"এলড্রেড অতি ভাগ্যবান পুরুষ। নচেৎ লেডি ভালগার মত সুন্দরী রমণীর এরূপ ভালবাসা পায়।"

বালিকার আহার নাই, নিদ্রা নাই—প্রাণ ঢালিয়া রোগীর শুশ্রূষা করিতেছে। ডিউক বালিকাকে এরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতে অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বালিকা তাহা শোনে নাই। ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা এলড্রেডের নিষ্ঠুর নিয়তির সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ডাক্তারের কথায় বালিকার আজ অনেকটা আশা হইল। আশায় উৎসাহিত হইয়া বালিকা নার্সের আগমন প্রতীক্ষায় এলড্রেডের শয্যা পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিল—"এলড্রেড কে? এই ব্যক্তি কি সত্যই ট্রিবারউইথের ডিউক? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কত দিনে এই রহস্যের যবনিকা উদ্ঘাটিত হইবে? কত দিনে ডোলা ও ফ্রাঁসোয়ার গুপ্তরহস্য প্রকাশিত হইবে? ডোলা কি চায়? চোরের মত এলড্রেডের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার নিকট কি চাহিতেছিল?"

লেডি ভালগা যখন এরূপ ভাবে রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় নিযুক্ত, ঠিক সেই সময়ে নিজের কক্ষে বসিয়া ফ্রাঁসোয়া তাহার ভগ্নীর সহিত নিজেদের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছিল। যদিও এখন তাহাদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু উন্নত, তথাপি ফরাসী যুবকের হৃদয় হইতে ভয়ের কারণ অপসৃত হয় নাই। সে বুঝিয়াছে, ডিউক তাহার ভগ্নীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেও তাহাদের পরাজয় কিছু দিনের জন্য স্থগিত আছে মাত্র। এলড্রেড আরোগ্য হইয়া উঠিলে কি হয় বলা যায় না। এইরূপ চিন্তা করিয়া মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়া তাহার ভগ্নীকে বলিল—"দেখ ডোলা, যত দিন না এই ডেসপাচ ব্যাগটী স্থানান্তরিত করা হয়, তত দিন আমি শান্তি পাইতেছি না।"

যুবতী সহাস্যে বলিল—"তোমার কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। কল্য প্রাতঃকালেই আমি ঐ ব্যাগটী লইয়া এলড্রেডের গৃহে রাখিয়া আসিব। এলড্রেড এখন নিজের কুটীরে নাই, সুতরাং আমার এ কার্য্যে কেহ কোনরূপ বাধা দিবে না। আর ঐ সময় টেলিগ্রামখানিরও সন্ধান করিয়া আসিব। তুমি ঐ ব্যাগটী আমাকে দাও, আমার কক্ষে লইয়া যাই।

আমার নিকট থাকিলে কেহ অনুসন্ধান করিতে সাহস করিবে না, কারণ আমি এখন ভাবী ডিউকপত্নী।”

আর বাক্যব্যয় না করিয়া মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়া গুপ্তস্থান হইতে ব্যাগটী বাহির করিয়া আনিয়া ডোলার হস্তে দিল। ডোলা তাহা লইয়া নিজের কক্ষে চলিয়া গেল।

পরদিবস প্রাতঃকালে বায়ুসেবন ব্যপদেশে বহির্গত হইয়া যুবতী এলড্রেডের কুটীরের দিকে গমন করিল। সে জানিত না যে, লেডি ভালগা তাহার অগ্রেই তথায় উপস্থিত হইয়াছে। এলড্রেডের কুটীরে যাইবার বালিকার যথেষ্ট কারণ ছিল। তাহার প্রিয়তম এখন শয্যাগত, সুতরাং তাহার গৃহসামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার স্বয়ং গ্রহণ না করিলে সে সমস্ত দ্রব্য নষ্ট বা অপহৃত হইতে পারে। সেই জন্য বালিকা প্রভাত হইবামাত্র এলড্রেডের কুটীরে উপস্থিত হইয়াছিল এবং সমস্ত দ্রব্যাদি উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া তথা হইতে বহির্গত হইবার সময় দেখিতে পাইল, ফরাসী রমণী সেই কুটীরাভিমুখে আসিতেছে। বালিকার কৌতূহল হইল এবং তাহার কার্য্যকলাপ দেখিবার উদ্দেশ্যে নিজে একটী কক্ষে লুক্কায়িত রহিল।

ম্যাডাম ডোলা কোনরূপ সন্দীহান না হইয়া দরজা ঠেলিল এবং পশ্চাৎ দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং হস্তস্থিত ছত্রের ভিতর হইতে ডেসপাচ ব্যাগটী বাহির করিয়া টেবিলের উপর যেমন রাখিয়া দিবে, এমন সময় লেডি ভালগা তথায় উপস্থিত হইল।

তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া ম্যাডাম ডোলা যারপর নাই স্তম্ভিত ও ভীত হইল বটে, কিন্তু সেভাব তৎক্ষণাৎ দমন করিয়া যুবতী বলিল—“আপনি

আসিয়াছেন ? কিন্তু এ স্থানে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ না হইলেই ভাল হইত। আমি যে কার্য্য সাধনের জন্য এস্থানে আসিয়াছি, তাহা শুনিলে আপনার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিবে।"

বালিকার দৃষ্টি হঠাৎ সেই ডেসপাচ ব্যাগের উপর পতিত হইল। সে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ডেসপাচ ব্যাগটী আপনার নিকট রহিয়াছে? আপনি ইহা কোথায় পাইলেন এবং ইহা লইয়াই বা কি করিতেছেন ?"

"এ প্রশ্নের উত্তর দিবার আমার আদৌ ইচ্ছা নাই, তবে যদি একান্ত অনুরোধ করেন, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া আমাকে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে। কিন্তু আপনি এ উত্তরে সুখী না হইয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইবেন। আপনি কষ্ট পান ইহা আমার ইচ্ছা নয়।"

"না, আপনাকে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিতেই হইবে। যে ডেসপাচ ব্যাগের জন্য এরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ জ্ঞাত হওয়া বিশেষ আবশ্যক বোধ করি।"

"না শুনিলেই ভাল হইত। তবে যদি শুনিবার একান্ত আবশ্যকতা বোধে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে আমাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে। কিন্তু আমার কোন অপরাধ লইবেন না।"

তৎপরে ফরাসী যুবতী বলিতে আরম্ভ করিল।

"এই ডেসপাচ ব্যাগটী এতদিন এলড্রেডের গৃহেই ছিল। কল্য যখন আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, তখন সে আমার দুটী হাতে ধরিয়া অনুরোধ করিয়া বলিল—"ডোলা, তুমি আমাকে বাঁচাও। ডিউকের ডেসপাচ ব্যাগটী আমার গৃহে আছে, সেটী লইয়া তুমি কোন্ গুপ্ত স্থানে বা স্থানান্তরে রাখিয়া আইস; নচেৎ আমার নিস্তার নাই।

ভিউক আমার গৃহ অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। তুমি আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর—এ স্থানে তুমিই আমার একমাত্র সহায়। দয়া করিয়া এ যাত্রা তুমি রক্ষা না করিলে আমাকে শীঘ্র কারাগারে যাইতে হইবে কিংবা জল্লাদের হস্তে প্রাণ হারাইতে হইবে।" এখন বলুন দেখি আমার কর্ত্তব্য কি? এ বিপদের সময় তাহাকে রক্ষা উচিত নয়? ঐ হতভাগ্য যুবক এক দিন ত আমাকে ভালবাসিয়াছিল, এক দিন ত আমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সেই ভালবাসার অনুরোধে—তাহাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে—আমি এই ডেসপাচ ব্যাগটী স্থানান্তরিত করিতে আসিয়াছি।"

বালিকা তাহার কথা বিশ্বাস করিল না। সে এইমাত্র এ গৃহের প্রত্যেক স্থান অন্বেষণ করিয়া গিয়াছে, তখন ঐ ব্যাগটী কোথাও দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ ডোলার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগটী কোথা হইতে আসিল। তাহার সন্দেহ হইল বুঝি পাপীয়সী আবার কোন নূতন পাপ জাল বিস্তার করিতে আসিয়াছে। আবার বুঝি কোন দুষ্ট অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য এ গৃহে উপস্থিত হইয়াছে। বালিকা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেও সে ভাব গোপন করিয়া প্রকাশ্যে বলিল—"মিঃ ব্যারেনষ্টোর সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনার প্রয়োজন নাই। যখন ডেসপাচ ব্যাগটী পাওয়া গিয়াছে, তখন ইহা আমাকে দিন, আমি বাবাকে দিব। তিনি এই ব্যাগের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।"

"না, না, কোন মতেই আমি ইহা আপনাকে দিতে পারিব না—এলড্রেডের নিকট বিশ্বাসঘাতিনী হইব না। মিঃ ব্যারেনষ্টো আপনাকে ভালবাসে, আপনার উচিত কি তাহার সর্ব্বনাশের উপর আবার সর্ব্বনাশ সাধন করা?"

বালিকা আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিল না। ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—"আমি জানি মিঃ ব্যারেনষ্টোর কক্ষে এ ব্যাগ ছিল না। সে জীবনে কখনও ইহা দেখে নাই। আপনি তাহার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতেছেন।"

"আমি যাহা বলিতেছি তাহা সত্য। ইহার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। যাহাহউক যদি ইহা আপনাকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে আপনি আপনার পিতার নিকট গিয়া কি বলিবেন?"

"যাহা সত্য ঘটনা তাহাই বলিব।"

"সত্য ঘটনা কি?"

"এ ব্যাগ আপনাদের নিকট ছিল এবং মিঃ এলড্রেডের অবর্ত্তমানে তাহার গৃহে এই ব্যাগটী লুকাইয়া রাখিতে আসিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য—চুরি ও খুনের অপরাধ মিঃ এলড্রেডের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা।"

হঠাৎ ফরাসী রমণীর মুখমণ্ডল গম্ভীরভাব ধারণ করিল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"মূর্খ বালিকা, জান তুমি কাহার সহিত কথা কহিতেছ? অভদ্রভাবে কথাবার্ত্তা কহিলে তোমাকে শাস্তি পাইতে হইবে? আমি এখন ভাবী ডিউকপত্নী!"

"কল্পনায় আপনি যাহাই হউন তাহা জানিবার আবশ্যকতা বোধ করি না। তবে আপনি যে মিঃ এলড্রেডের একজন প্রধান শত্রু, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। আর এককথা—আমি স্বীকার করিলাম, বাবা আপনাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, কিন্তু যদি তিনি শোনেন যে, আপনার পুরাতন প্রেমিকের গৃহে আপনার এরূপ অবাধ যাতায়াত আছে, তাহা হইলে তিনি কি আপনার উপর সন্তুষ্ট হইবেন?"

"তাঁর সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির জন্য আমি সুখী বা দুঃখিত নহি। তিনি

এখন সম্পূর্ণ আমার অধীনে—আমার মুষ্টির মধ্যে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি একটী কথামাত্র বলিতে সাহসী হইবেন না।”

“সাহসী হইবেন না?”

“হাঁ, সাহসী হইবেন না। জানেন, কেন আপনার পিতা আমাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন? কেন তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে দানপত্র লিখিয়া দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন? যদি না জানেন তবে শুনুন। আপনার পিতাই মিঃ অটারহামকে হত্যা করিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি গুপ্তচর এলড্রেভের সহকারী ছিল। একদিন রাত্রে অটারহাম আপনার পিতার দপ্তরখানায় গিয়া তাঁহার গুপ্ত সিন্দুক হইতে এই ডেসপ্যাচ ব্যাগ ও দলিলগুলি চুরি করিবার চেষ্টা করে, আপনার পিতা তাহা দেখিতে পান এবং ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে হত্যা করেন। এ ঘটনা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কোন কারণে আমি তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তাঁহার এ সমস্ত কার্য্য গোপন রাখিবার পুরস্কার স্বরূপ তিনি আমাকে এই ডিউকপত্নীত্ব প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আপনি তাঁহার কন্যা, সুতরাং আপনার নিকট হইতে এ কথা প্রকাশ হইবে না। এই বিশ্বাসে আমি আপনার নিকট সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। এখন বুঝিলেন, কেন তিনি আমাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং কেন তিনি আমার সম্পূর্ণ অধীনে?”

ফরাসী রমণীর বাক্যে বালিকা অত্যন্ত ভীতা হইল। যদিও পিতাকে হত্যাকারী বলিয়া আদৌ বিশ্বাস হইল না, তথাপি কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় বালিকার হৃদয় দুরু দুরু করিয়া উঠিল। ভাবিল ঘটনা যাহাই হউক, যখন ডেসপাচ ব্যাগ হস্তে পাইয়াছি, তখন ইহা লইয়া পিতাকে

প্রদান করিতেই হইবে। কোনরূপে তাঁহার অমঙ্গল হইতে দিব না। বালিকা প্রকাশ্যে বলিল— "ম্যাডাম, এই ডেসপাচ ব্যাগটী পিতাকে দিতেই হইবে। তবে আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি তাঁহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিব না। কোথায় পাইয়াছি ও কে দিয়াছে, এ সংবাদ তাঁহার নিকট প্রকাশ করিব না। ইহাতে আপনি সম্মত আছেন ?"

"সম্মত আছি। কিন্তু আপনি শপথ করুন, আপনার পিতা আপনার প্রতি যতই কঠোর হউন—আপনাকে যতই তিরস্কার করুন, আপনি কোনরূপে তাঁহার নিকট এ সমস্ত কথা প্রকাশ করিবেন না ?"

"ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি, তিনি যতই কঠোর হউন—যে শাস্তি ইচ্ছা প্রদান করুন—চিরজীবনের জন্য আমাকে ত্যাগ করুন, তথাপি ইহা কোথায় পাইয়াছি, এ সংবাদ তাঁহার নিকট প্রকাশ করিব না।"

ফরাসী রমণী ঈষৎ হাস্য করিয়া ব্যাগটী বালিকাকে প্রদান করিল এবং বলিল—"আশা করি আপনার প্রিয়তমের কলঙ্ককাহিনী আপনার দ্বারা জনসমাজে প্রচারিত হইবে না বা যাহা আপনাকে বলিয়াছি তাহা আপনার পিতার নিকট প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে লজ্জিত করিবেন না। আমি যেরূপ এলড্রেডকে নিরাপদ রাখিবার চেষ্টা করিতেছি, আপনিও সেইরূপ চেষ্টার ত্রুটী করিবেন না।"

বালিকা যুবতীর দিকে আর দৃষ্টিপাত করিতে পারিল না। তাহার মনে হইল যেন শয়তানি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। সত্বর তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিবার মানসে তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যতা হইলে ফরাসী রমণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"দুর্গে প্রত্যাগমন করিতে আপনার বোধ হয় বিলম্ব হইবে।"

"হাঁ, আমার বিলম্ব হইবে। আমার জন্য আপনার অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই ; আপনি অগ্রে যাইতে পারেন।"

যুবতী আর বাক্যব্যয় না করিয়া দ্রুতপদে দুর্গে উপস্থিত হইল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে ডিউকের কক্ষে গিয়া বলিল—"প্রিয়তন, একটা ভীষণ সংবাদ লইয়া আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি, আশা করি ক্ষমা করিবেন। জানি এ সংবাদে আপনার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইবে, তত্রাচ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে—ভালবাসার অনুরোধে—আপনার মঙ্গ-লের অনুরোধে এ কিঙ্করী তাহা আপনাকে জানাইতে বাধ্য।"

ডিউক ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এমন কি সংবাদ আছে ডোলা ?"

"অদ্য প্রাতঃকালে বায়ু সেবনার্থে বহির্গত হইয়া মিঃ এলড্রেডের কুটীরের দিকে যাইতেছিলাম। দেখি আপনার কন্যা সেই কুটীর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। শুনিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হইবেন ! দেখিলাম আপনার অপহৃত ডেসপাচ ব্যাগটী আপনার কন্যার হস্তে রহিয়াছে। সে আমায় দেখিয়া তাহা তাড়াতাড়ি লুকাইবার চেষ্টা করিল। লজ্জায় আমি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতে পারিলাম না। কিন্তু পাছে আপনার কোনরূপ অমঙ্গল হয়, সেই জন্য দ্রুতপদে আপনাকে এ সংবাদ দিতে আসিয়াছি।"

"আপনি ভালগার হস্তে আমার ডেসপাচ ব্যাগ দেখিয়াছেন ?"

"হাঁ প্রাণেশ্বর, তাহারই হস্তে ডেসপাচ ব্যাগ দেখিয়াছি। সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার অনুরোধ আপনি তাঁহাকে কোন কথা বলিবেন না। আমি আপনার কন্যাকে বড় ভালবাসি। আমার অনুরোধে আপনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন। সে বালিকা, তাহার অপরাধ

কি? সে হতভাগ্যকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। আহা! বালিকা জানে না, সে কি করিতেছে—কাহার হস্তে রমণী-জীবনের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে যাইতেছে। অজ্ঞাতসারে কি বিষের বাটী গলায় ঢালিতেছে।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে লেডি ভালগাকে দূরে আসিতে দেখিয়া ডোলা সে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল। ডিউক আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই সেই ডেসপাচ ব্যাগটী তাহার কন্যার হস্তে রহিয়াছে। বালিকা বরাবর পিতার কক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিল—"বাবা, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন যে, উপযুক্ত সময়েই আপনাকে এ ব্যাগটী আনিয়া দিতে পারিয়াছি।"

কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই ডিউক কম্পিতহস্তে ব্যাগটী খুলিলেন। দেখিলেন, দলিলগুলি যথাস্থানেই আছে। কিন্তু যখন তাঁহার মনে উদিত হইল যে, যদি এই দলিলগুলির নকল লওয়া হইয়া থাকে, তখন বৃদ্ধ ডিউকের সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল এবং ভালগাকে তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত দেখিয়া তিনি কর্কশকণ্ঠে বলিলেন—"ভালগা, কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আছে।" ডিউক এইরূপ রুক্ষস্বরে এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করিলেন যে, তাহা বালিকার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিল। বালিকা আর অগ্রসর হইতে পারিল না—কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিল।

ডিউক পুনরায় কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভালগা, তুমি এ ব্যাগ কোথায় পাইলে?"

বালিকা দৃষ্টি অবনত করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া ডিউক অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"চুপ করিয়া রহিলে কেন? বল, এ ব্যাগ কোথায় পাইলে?"

বালিকা ধীরে ধীরে বলিল—"বাবা, ক্ষমা করুন, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি এখন সম্পূর্ণ অক্ষম।"

"আমি তোমার পিতা—আমি যদি বলি তোমাকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবে।"

"বাবা, কোন কারণে আপনার নিকট এ প্রশ্নের উত্তর গোপন রাখিবার জন্য আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি।"

"তুমি না বল, কিন্তু কাহার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি। তুমি মিঃ এলড্রেডের কুটীরে এ ব্যাগ পাইয়াছ এবং তাহারই প্ররোচনায় এ কথা গোপন করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছ। সেই হতভাগ্যই তোমাকে এ সংবাদ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।"

ক্রোধে লেডি ভালগার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। মুখ অবনত করিয়া স্থিরদৃষ্টে মেঝের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রোধে—ক্ষোভে—অভিমানে বালিকার হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল। তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

বালিকাকে নীরব দেখিয়া বৃদ্ধ পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"ধিক্ কলঙ্কিনি, এতদিন যে কন্যাজ্ঞানে হৃদয়ের শোণিতবিন্দু দিয়া তোকে প্রতিপালন করিয়া আসিলাম—এতদিন যে অকপট প্রাণে তোকে বিশ্বাস করিয়া আসিলাম, তাহার বেশ প্রতিফল দিলি। উঃ, আমার কন্যা একজন নীচ—হত্যাকারী—গুপ্তচরের প্রণয়িনী! তার পাপ কার্য্যের পাপ সহচরী! এ কথা বিশ্বাস করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।"

পিতার বাক্যে বালিকার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল—মাথার ভিতর দিয়া যেন প্রবল অগ্নিস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল—মনে হইল

যেন বিরাট বিশ্বটা তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিকা কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ফরাসী রমণী দ্রুত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ডিউকের হস্তধারণ করিয়া বলিল—"প্রিয়তম, আপনি এ ক্ষুদ্র বলিকার প্রতি এরূপ কঠোর হইবেন না। ইহার অপরাধ কি? প্রণয় সকলকেই উন্মত্ত করে—সকলকেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে। আমার অনুরোধ বালিকাকে মার্জ্জনা করুন।"

ফরাসী রমণীকে দেখিয়া বালিকা বলিল—"ম্যাডাম, পিতা আমাকে যে প্রশ্ন করিতেছেন, কোন কারণে তাহার উত্তর দিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। আমি এখন গুপ্তচরের সাহায্যকারিণী বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং আমার কথা তিনি বিশ্বাস করিবেন না। যদি আপনার বিন্দুমাত্র মহত্ব থাকে—যদি রমণী-হৃদয়ের বিন্দুমাত্র কোমলতা থাকে—তাহা হইলে পিতার এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিয়া আমাকে এ বিপদ হইতে মুক্ত করিবেন। আমাদের মধ্যে এ মনোমালিন্য দূর করিয়া আমাদের এ ক্ষুদ্র সংসারের শান্তি আনয়ন করিবেন। এ প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার আপনার উপর অর্পণ করিলাম।"

এই বলিয়া বালিকা তথা হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

লেডি ভালগা পিতার গৃহত্যাগ করিয়া বরাবর রোগীর গৃহে উপস্থিত হইল এবং নার্সকে বলিল—"তুমি এখন যাইতে পার, রোগীর ভার আমি লইতেছি।"

নার্স রাত্রি জাগরণের পর ছুটি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইল এবং চুপি চুপি বলিল—"আজ মিঃ এলড্রেড বেশ ভাল আছেন। তাঁহার জ্ঞান হইয়াছে। রাত্রে অনেকবার আপনাকে খুঁজিয়াছিলেন।" এই বলিয়া নার্স চলিয়া গেল।

বালিকা একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া রোগীর পার্শ্বে উপবেশন করিল। তাহার পিতা যে ফরাসী রমণীর মিথ্যা কথায় তাহাকে দোষী সাব্যস্থ করিয়াছেন এবং এত সহজে অবিশ্বাস করিয়াছেন, তজ্জন্য বালিকা বড়ই ব্যথিত ও বড়ই মর্ম্মাহত হইল। কিন্তু তাহার পিতার অবিচারে বিন্দুমাত্র দোষারোপ করিল না। বুঝিতে পারিল ফরাসী রমণীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে তাহার পিতার হৃদয়ও বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তথায় তাহার আর স্থান নাই। সে সুখের দিন—সে বিশ্বাস জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে। আছে কেবল ফরাসী সর্পিনীর তীব্র হলাহলপূর্ণ নিঃশ্বাস, দারুণ দংশনের

যন্ত্রণা আর অন্ধকারময় নিরানন্দ ও অশান্তি। বালিকা যতই এ সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল, ততই উৎসাহহীন হইয়া পড়িতে লাগিল—হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল।

পার্শ্বে এলড্রেড নিদ্রা যাইতেছিল, কি এক মধুর স্বপ্নে তাহার ওষ্ঠদ্বয় মৃদু কম্পিত হইতেছিল। যুবক স্বপ্নে দেখিল যেন স্বর্গের এক দেবী-প্রতিমা তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া আছে। দেহ জ্যোতির্ম্ময়—দৃষ্টি স্নিগ্ধোজ্জ্বল—মুখে হাসির রেখা—সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন করুণা উছলিয়া পড়িতেছে। যুবক উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল যে, সে দেবী প্রতিমা—তাহার মানস-প্রতিমা—তাহার সর্ব্বার্থসাধিকা ভালগার প্রতি-মূর্ত্তি। এলড্রেড চক্ষু খুলিতে সাহস করিল না। ভয়—পাছে তাহার এ সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু তাহার সহিত কথা কহিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল—"ভালগা—প্রিয়তম।"

"কেন প্রাণেশ্বর, এই ত আমি তোমার পার্শ্বেই রহিয়াছি।"

মরি মরি! কি কণ্ঠস্বর! যেন সুরভরা বীণার তারে কে মৃদু আঘাত করিল।

যুবক ধীরে ধীরে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল এবং কম্পিত হৃদয়ে চক্ষুরুন্মি-লন করিয়া দেখিল, তাহার পার্শ্বে বাস্তবিকই তাহার সেই মানস-প্রতিমা—তাহার সেই স্বপ্নরাণী উপবিষ্টা। বলিল—"ভালগা, আমি এখন কোথায়?"

"কেন প্রিয়তম, তুমি এখন আমাদের দুর্গের মধ্যে রহিয়াছ।"

"আমি দুর্গে রহিয়াছি। এ স্থানে কিরূপে আসিলাম। আমার কিছুই স্মরণ হইতেছে না। আমার কি হইয়াছিল?"

"তিন দিন পূর্ব্বে তুমি আমার পিতার কক্ষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলে,

তোমার স্মরণ হইতেছে না? তিনি তোমাকে তাঁহার কক্ষের গুপ্তপথে দেখিতে পান?"

"হাঁ, হাঁ, এইবার আমার স্মরণ হইতেছে। আমি সেই গুপ্তপথ দিয়া আসিতেছিলাম, ফ্রাঁসোয়া ডেসপাচ ব্যাগ লইয়া সেই দলিলগুলি নকল করিতেছিল। হাঁ, এইবার আমার সমস্ত কথা মনে পড়িতেছে। তাহাদের কি হইল? তাহাদিগকে কি গ্রেপ্তার করা হইয়াছে?"

"তুমি এখনও বড় দুর্ব্বল, বেশী কথা কহিবার চেষ্টা করিও না। তুমি চুপ করিয়া শোন, আমি সমস্ত ঘটনা বলিতেছি।"

"বল! তোমার হাতটা আমার বুকে দাও, নচেৎ আমি স্থির হইতে পারিব না।"

লেডি ভালগা সরিয়া গিয়া তাহার বক্ষে হস্ত রাখিয়া বলিল—"শোন প্রিয়তম, আমাদের দুঃখের রজনী এখনও অবসান হয় নাই। লোকে তোমাকেই গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করিতেছে। শুধু গুপ্তচর নহে, তাহারা বলে তুমিই অটারহামের হত্যাকারী। কিন্তু আমি জানি তুমি নিরপরাধী,—তোমার হৃদয় নিষ্পাপ। লোকের কথায় আমি বিশ্বাস করি না। প্রকৃত হত্যাকারী আজ না হয় কাল অবশ্যই ধরা পড়িবে।"

"তুমি এখনও আমায় বিশ্বাস কর?"

"সমস্ত জগৎ একবাক্যে তোমাকে দোষী বলিলেও তোমার উপর আমার অবিশ্বাস আসিবে না। যে দিন তোমার উপর এরূপ অবিশ্বাসের ছায়াপাত হইবে, সেই দিন যেন আমার মৃত্যু হয়। আমি জানি—আমার আত্মা বলিতেছে—তুমি নিরপরাধী। যতদিন না তোমার নির্দ্দোষীতা সপ্রমাণ হয়, ততদিন এ কলঙ্ক তোমাকে একাকী বহন করিতে হইবে না, আমি পত্নীরূপে তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তোমাকে প্রাণপণে সাহায্য

করিব—তোমার দুঃখের অংশ গ্রহণ করিব—তোমার কলঙ্কের বোঝা মাথা পাতিয়া লইব। পিতার নিকট আর আমি তাঁহার স্নেহময়ী—আদরিণী কন্যা নই। তাঁহার চক্ষে আজ আমি গুপ্তচরের—হত্যাকারীর সাহায্যকারিণী—তাহার পাপ-কার্য্যের পাপ-সহচরী।"

"কি বলিতেছ ভালগা? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"তোমার এ সমস্ত কথা বুঝিবার আবশ্যকতা নাই। কেবল আমাকে গ্রহণ কর—আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া আমার রমণী-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে দাও। তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সহচরীরূপে তোমার নিষ্ঠুর অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে দাও, এই আমার আকুল প্রার্থনা।"

"কেন আমায় আশা দিতেছ ডিউক-কন্যা—কেন আমায় এরূপ অপ্রাপ্য প্রলোভন দেখাইতেছ ভালগা! আমি জানি, আমি জীবনে কখনও তোমায় পাইব না। তুমি আমার হইবে না। আমি তোমার অনুপযুক্ত। তোমার ঐ পবিত্র দেবী মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতেই আমার এ ব্যর্থ জীবনের সব শেষ হইবে।"

ভালগা যুবকের উষ্ণ হস্তখানি নিজের হস্তে তুলিয়া লইয়া বলিল—"আমি তোমার নই তবে কার? না, আমি তোমার—জীবনে মরণে তোমার। আমি অন্য কাহারও নহি। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদিও এখন তুমি বৃথা কলঙ্কে কলঙ্কিত—অন্যায় অপরাধে অপরাধী, কিন্তু তোমার এ কলঙ্ক—এ অপরাধ বেশী দিন স্থায়ী হইবে না। নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় শীঘ্রই তোমার প্রভায় জগৎ উদ্ভাসিত হইবে। হাঁ, যাহা বলিতেছিলাম শোন! তুমি মূর্চ্ছিত হইবার পর হইতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত তোমায় বলিতেছি। কোন কারণে পিতা ম্যাডাম ডোলাকে বিবাহ

করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বোধহয় এ কাল-পরিণয় শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে।"

এলড্রেড উত্তেজিত হইয়া বলিল—"ইংলণ্ডের ডিউক একজন সামান্যা ফরাসী রমণীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন? এ কি রহস্য! সে রাক্ষসী কি করিয়া এত সহজে ডিউককে প্রলুব্ধ করিল? এ স্থানে আসিয়া আবার এ কি মায়াজাল বিস্তার করিয়া বসিল?"

"উদ্বিগ্ন হইও না প্রিয়তম! সে পাপিনীর পাপকার্য্য এই স্থানেই পরিসমাপ্তি হয় নাই। আরও পাপজাল বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছে। তোমার অরক্ষিত কুটীরের দ্রব্য সামগ্রী সাবধান করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে অদ্য প্রাতঃকালে তোমার কুটীরে গমন করিয়াছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি ডোলা তোমার কুটীরাভিমুখে আসিতেছে। তাহাকে আসিতে দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল। অন্তরালে থাকিয়া তাহার কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য তোমার শয়নকক্ষে অপেক্ষা করিতেছি, তখন বেলা প্রায় সাড়ে সাতটা, এমন সময় সেও তোমার কুটীরে প্রবেশ করিয়া তোমার বসিবার কক্ষে উপস্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ আমিও তথায় প্রবেশ করিলাম দেখিলাম তাহার হস্তে আমার পিতার সেই অপহৃত ডেসপাচ ব্যাগটী রহিয়াছে।"

এলড্রেড উত্তেজিত হইয়া বলিল—"সে পাপিষ্ঠা আমার অবর্ত্তমানে আমার গৃহে সেই অপহৃত ডেসপাচ ব্যাগটী লইয়া যাইতে সাহস করিয়াছে? আমার এই সর্ব্বনাশের উপর আবার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছে? আমার এত অনিষ্ট করিয়াও সে পাপিয়সীর তৃপ্তি হয় নাই।" উত্তেজিত হইয়া এলড্রেড বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

ভালগা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া বলিল—"তুমি বড় দুর্ব্বল। এখন

কোনমতে বসিবার চেষ্টা করিও না। যাহা করিতে হয় আমাকে বল, আমি সমস্ত করিব।”

“না, তুমি কিছু করিতে পারিবে না। যতদিন আমি শয্যাশায়ী থাকিব, ততদিন কিছুই হইবে না। উঃ, এমন সময় এ কাল-রোগ কোথা হইতে আসিল? এ সর্ব্বনাশ মনুষ্যের হয়—এত কষ্ট মনুষ্য সহ্য করিতে পারে? ভালগা, আমায় ছাড়িয়া দাও, নচেৎ আমি উন্মাদ হইয়া যাইব।”

“প্রিয়তম, তুমি এখন এরূপ চঞ্চল হইলে সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইবে। অগ্রে আরোগ্যলাভ কর, তৎপরে যাহা হয় করিও।”

“তখন অনেক দূর চলিয়া যাইবে ভালগা, প্রতীকারের সময় থাকিবে না।”

“তা নাই থাকুক। তুমি ত জান তুমি নির্দ্দোষী, আমিও জানি তোমার হৃদয় নির্ম্মল—পবিত্র। সুতরাং আমাদের এ মিলনে কেহ বাধা প্রদান করিতে পারিবে না।”

“দুঃখিত হইও না ভালগা! এখন আমাদের এ মিলন কোনরূপ সম্ভবপর নহে। তুমি আমার পূর্ব্ব-ইতিহাস অবগত নহ। আমার অতীত-জীবন কলঙ্কময়! যতদিন না অতীতের মিথ্যা কলঙ্ক মোচন করিতে পারিব, ততদিন তোমার ন্যায় দেবী প্রতিমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সাহস করিব না। আমার জীবনের অনেক কথা বলিবার আছে ভালগা! কোথা হইতে আরম্ভ করিব, তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না।”

“তুমি অপেক্ষাকৃত সবল হও, যদি কোন বাধা না থাকে তখন বলিও। এখন তুমি আমায় ভালবাস, ইহা ব্যতীত আমি আর কিছু শুনিতে চাহি না—আর কিছু জানিতে চাহি না।”

"না, আজ আমাকে তুই একটা কথা বলিতে দাও। তাহা না হইলে আমি শান্তি পাইব না। শোন ভালগা, আমার নাম এলড্রেড ব্যারেনষ্টো নহে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমার প্রকৃত নাম না বলিতে পারি, ততদিন তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার অধিকার নাই।"

এলড্রেডের বাক্যে ভালগা চমকিত হইয়া উঠিল। বলিল—"আজ থাক্ অন্য একদিন বলিও।"

"না, আজই বলিতে দাও—এ প্রাণের বোঝা আজই নামাইতে দাও—এ বোঝা আর বহন করিতে পারিতেছি না। যদিও এখন বলিবার সময় আইসে নাই, তত্রাচ বলিতে দাও। তোমার নিকট আর গোপন রাখিব না। আর এ ছলনাপূর্ণ অভিনয় করিব না। তাহা হইলে তোমার ভালবাসার প্রতি—তোমার বিশ্বাসের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হইবে। শোন ভালগা, ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমি অত্যন্ত সুখী ছিলাম—আমার হৃদয় শান্তিপূর্ণ ছিল—চিন্তার বিন্দুমাত্র রেখা আমার ললাটে অঙ্কিত হয় নাই। উচ্চ সম্মান, প্রভূত অর্থ, অনবদ্য স্বাস্থ্য, কিছুরই অপ্রতুল ছিল না। ভবিষ্যতের কত সুখের আশা লইয়া তখন সবেমাত্র রাজনৈতিক কার্য্যে যোগদান করিয়াছি। একদিন অশুভক্ষণে ইউ-রোপের কোন রাজধানীতে আমি দৌত্যকর্ম্মে প্রেরিত হই। তথায় শত শত সুন্দরী রমণী আমার সংস্রবে আইসে। কিন্তু সত্য বলিতেছি, তাহাদের মধ্যে কেহই আমার মুখ হইতে একটীমাত্রও প্রণয়ের শব্দ শুনিতে পায় নাই। অবশেষে ডোলার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়।"

"তুমি ডোলাকে ভালবাসিয়াছিলে?"

"না, না। আমার যাহা কিছু পবিত্র আছে, তাহাদের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি এক দিনের জন্যও সে ফরাসী রমণীকে ভালবাসি-

নাই। যদি তাহাকে ভালবাসিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার এ দুর্দ্দশা হইবে কেন? ঐ রমণী—কেবলমাত্র ঐ উপেক্ষিতা ফরাসী রমণীই আমার অধঃপতনের একমাত্র কারণ। সেই রাজধানীতে অবস্থানকালে এক দিন সুন্দর জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে—এক হাস্তময়ী প্রমোদ উদ্যানে নৃত্যোৎসব হয়। ঐ উৎসব আমার সম্মান বর্দ্ধনের জন্যই হইয়াছিল। সেই দিনে—সেই অশুভ দিনে ডোলাও আহুত হয়। ডোলা তখন সুন্দরী বিধবা। সেই দিন তাহার সঙ্গীতসৌন্দর্য্যে—তাহার নৃত্যচাতুর্য্যে মুহূর্ত্তের জন্য মুগ্ধ হইয়া, নিজের উচ্চ অবস্থা ভুলিয়া—স্থান—কাল—পাত্র সমস্ত বিস্মৃত হইয়া ঐ ফরাসী রমণীকে গোপনে চুম্বন করি।"

এই কথা শুনিয়া বালিকা দুই হস্তে মুখ আবৃত করিল। তাহার মনে হইল যেন সে দৃশ্য তাহার সম্মুখেই সংঘটিত হইতেছে।

এলড্রেড তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিল—"ক্ষমা কর প্রিয়তমে, সে মুহূর্ত্ত—সে উন্মত্ত মুহূর্ত্ত তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। কিন্তু সেই অশুভ মুহূর্ত্তে আমার জীবনের সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ একবারে রুদ্ধ হইয়া গেল। যদিও তখন বুঝিতে পারি নাই, এখন বুঝিতেছি, সেই চুম্বনই আমার কাল-চুম্বন। পরদিন প্রাতঃকালে তাহার ভ্রাতা ফ্রাঁসোয়া আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিল যে, আমার সহিত তাহার ভগ্নী ডোলার বিবাহ সংবাদে সে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছে। আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম। ডোলাকে এমন কোন কথা বলি নাই, যাহাতে আমি সে রমণীকে বিবাহ করিব এরূপ ভাব বিন্দুমাত্র প্রকাশ পায়। যেহেতু যে কোন কারণেই হউক তখন এক অজ্ঞাতকুলশীলা ফরাসী রমণীকে বিবাহ করা আমার পক্ষে একবারে অসম্ভব ছিল।"

এই সময় এলড্রেড কিছুক্ষণের জন্য থামিল। বালিকা সজল নয়নে

তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, এলড্রেডের মুখমণ্ডল ভয়ানক বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং এক হস্তে মস্তক ধারণ করিয়া হাঁপাইতেছে। বালিকা ভীত হইয়া বলিল—"আজ আর থাক্ সুবিধামত অন্য এক দিন বলিও। আমার দিব্য আজ আর বেশী পরিশ্রম করিও না, তুমি আজ ভয়ানক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ।"

মিঃ এলড্রেড আবার বলিতে লাগিল—"না ভালগা, আমার কিছু হইবে না। যতক্ষণ না সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিব, ততক্ষণ শান্তি পাইব না। তারপর শোন,—আমি ফ্রাঁসোয়াকে বেশ নম্রভাবে বুঝাইয়া দিলাম, ম্যাডাম ডোলা ভুল করিয়াছে। আমি তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হই নাই বা এ সংকল্প আমার মনমধ্যে একবারের জন্যও উদিত হয় নাই। ফ্রাঁসোয়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। আমি একাকী বসিয়া এ সমস্ত বিষয় ভাবিতেছি, এমন সময় ডোলা স্বয়ং আসিয়া আমার গৃহে উপস্থিত হইল এবং তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য আমাকে অনেক অনুনয় করিল—আমার পদতলে পতিত হইয়া আমার কৃপা প্রার্থনা করিল। কিন্তু তাহাকেও বুঝাইয়া দিলাম, আমি কোনরূপে তাহাকে বিবাহ করিতে পারি না। তথাচ সে কাতরবাক্যে আমার নিকট কতবার প্রেম ভিক্ষা করিল, কত অনুনয় করিল, কিন্তু প্রত্যেক বারই আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলাম। এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া রহিল। তৎপরে ভ্রূভঙ্গি সহকারে ক্রুদ্ধ পদবিক্ষেপে তথা হইতে প্রস্থান করিল। কিন্তু ভালগা, সেই দিন হইতেই আমার ভাগ্য অপ্রসন্ন হইল—সেই দিন হইতে সে ও তাহার ভ্রাতা আমার ধ্বংশের পথ অন্বেষণ করিতে লাগিল।"

"সেই দিন হইতে দৃশ্যতঃ তাহারা আমার প্রতি কোনরূপ অসদ্ব্যবহার

করিল না বটে, কিন্তু মনে মনে আমাকে অপমানিত পদদলিত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। অল্পদিন মধ্যেই তাহাদের দুষ্ট অভিলাষ পূর্ণ হইল এবং সেই কাল-চুম্বনের ফল ফলিতে আরম্ভ হইল। একদিন রাত্রে মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়া তাস খেলিবার জন্য আমাকে আহ্বান করায় আমি নিঃসঙ্কোচে তাহার বাড়ীতে গমন করি। কিন্তু সেই দিন—সেই অপমানের দিন—সে কলঙ্কের দিন আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। আমরা তাস খেলিতে বসিলাম, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ—সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য বলিতে পারি না—সেই দিন সর্ব্বাপেক্ষা আমারই বেশী জিত হইল। আমার পড়তা কোন মতে ঘুরাইতে পারিল না। তখন ফ্রাঁসোয়ার একজন বন্ধু বলিয়া উঠিল—"তুমি চুরি করিয়া খেলিতেছ।" তাহার কথায় আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। আমি দৃঢ়রূপে তাহার কথার প্রতিবাদ করিলাম। কিন্তু কেহ আমার কথা শুনিল না, আমি জানিতাম না যে, তাহারা পূর্ব্ব হইতে এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে। আমার নিকট হইতে তাহারা দাগী তাস বাহির করিল। তখন সকলেই আমাকে চোর চোর বলিয়া হাততালি দিতে আরম্ভ করিল। আমি অপমানিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া আসিলাম এবং যে ব্যক্তি প্রথম চোর বলিয়াছিল, তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া আসিতে বিস্মৃত হইলাম না। তৎপরদিবস অতি প্রত্যুষে তাহার সহিত আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইল। সে যুদ্ধে সে ব্যক্তি ভয়ানক ভাবে পরাজিত ও আহত হয়। তাহার অল্প সময়ের মধ্যে আমার কলঙ্কের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। যাহারা আমাকে সম্মান করিত—ভালবাসিত, তাহারা আমাকে অপমান ও ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল। আমার আর কেহ বন্ধু রহিল না। সকলেই আমাকে নিন্দা করিতে লাগিল। আমারও বড় লজ্জা

হইল। আমি নিজের নির্দ্দোষীতা প্রমাণ করিবার কোনরূপ চেষ্টা করিলাম না, কেবল নিজের মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলাম। এরূপ অপমানিত-জীবন বহন করা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার সমধিক বরেণ্য হইল। তখনও ইংলণ্ডে আমার জন্য সম্মান ও সৌভাগ্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে পর্য্যন্ত আমি আমার এই বৃথা কলঙ্ক স্খালন করিতে না পারিব, ততদিন আমার মৃত্যু হইয়াছে, এই জনরব জনসমাজে প্রচারিত করিব। তাহাই করিলাম। আমি আত্মহত্যা করিয়াছি, এই সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কিছুদিনের মধ্যে জগতের চক্ষে আমার অস্তিত্ব লোপ পাইল। বৎসরে পর বৎসর চলিয়া গেল, কিন্তু কলঙ্ক অপনোদনের কোনরূপ সুবিধা করিতে পারিলাম না। আর কোনরূপ আশা নাই দেখিয়া এই নির্জ্জন শান্তিময় ট্রিবারউইথে আসিলাম। ইচ্ছা—এই স্থানেই জীবনের অবশিষ্ট কাল শান্তিতে অতিবাহিত করিব। কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যে আবার এ স্থানেও যাহারা আমার প্রধান শত্রু, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। যে রাক্ষসীর দৌরাত্মে স্বদেশ স্বজন সম্মান সৌভাগ্য ত্যাগ করিয়া এ স্থানে আসিয়াছিলাম, যাহার পৈশাচিক ফুৎকারে আমার সুখশান্তি নষ্ট হইয়াছিল, আবার তাহাদের কবলে পতিত হইলাম—আবার আমার যন্ত্রণার আরম্ভ হইল।”

এলড্রেড পুনরায় নিস্তব্ধ হইল। দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি বশতঃ তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল এবং চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিয়া বলিল—“আমাকে একটু ব্রাণ্ডি দাও—আমি বড় দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছি।”

ভালগা তৎক্ষণাৎ এক গ্লাস ব্রাণ্ডি আনিয়া দিয়া বলিল—“প্রিয়তম, আজ আর থাক্, আজ আর তোমার কোন কথা শুনিব না, তুমি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ। একটু সবল হও, তারপর কিছু বক্তব্য থাকে ত বলিও।”

"না, আর আমার কিছু বক্তব্য নাই—আমার বলা শেষ হইয়াছে, কিন্তু আজ বুঝিতে পারিতেছ ভালগা, তোমাকে এখন পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার স্বাধীনতা আমার নাই। যতদিন অতীতের অন্ধকার ছায়া আমার হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে না পারি, যতদিন এ মিথ্যা কলঙ্ক অপনোদন করিতে না পারি, ততদিন তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারিব না।"

বালিকা সজলনয়নে ও কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"যদি এ ছায়া না মুছিতে পার—যদি তুমি নিজেকে নির্দ্দোষী সপ্রমাণ করিতে না পার, তাহা হইলে কি হইবে?"

"তা পারিব ভালগা। তুমি নিশ্চয় জানিও অতীতের কলঙ্ক আর আমাকে অধিক দিন বহন করিতে হইবে না। আমি পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, বুঝি আমাকে এইরূপ দীনভাবেই দিন কাটাইতে হইবে। এখন বোধ হইতেছে তাহা হইবে না। প্রেমময় ভগবানের নিকট প্রেমের অনাদর—প্রেমের অমর্য্যাদা হইবে না। তিনি যখন আবার উহাদিগকে আমার জীবনের পথে আনিয়া দিয়াছেন, তখন এইবার তাহাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। নিশ্চয় জানিও জীবন-সংগ্রামে জয়শ্রী এইবার আমার। কতকগুলি অনুকূল ঘটনা তাহাদিগকে পরাজয় করিবার পক্ষে আমার বিশেষ সাহায্য হইবে।"

এইরূপ আশ্বাসবাণী পাইয়া বালিকার মুখমণ্ডলে আনন্দের দীপ্তি প্রকাশ পাইল, কিন্তু কোন উত্তর করিল না। সে বুঝিল এলড্রেডই টি্বারউইথের প্রকৃত ডিউক, আর তাহার পিতা অনারেবল হেরল্ড টি্বোর্ণ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

-:o:-

রজনী দ্বিপ্রহর। প্রকৃতি নিস্তব্ধ। প্রায় সকলেই নিজ নিজ কক্ষে নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। কিন্তু আজ এলড্রেডের চক্ষে নিদ্রা নাই। দারুণ চিন্তায় তাহার হৃদয় পূর্ণ দেখিয়া নিদ্রাদেবী তথায় নিজের আসন পাতিবার স্থান পাইলেন না। সেই নিশীথ রাত্রে এলড্রেড নিজের বিছানায় উঠিয়া বসিল। দেখিল টেবিলের এক কোণে একটী আলোক মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। নার্স তাহার চেয়ারে বসিয়াই নিদ্রাদেবীর উপাসনা করিতেছে, তাহারও মুখে শান্তির চিহ্ন। এ সুষুপ্তির রাজ্যে সকলেই শান্তি উপভোগ করিতেছে। কিন্তু এলড্রেডের হৃদয়ে শান্তি নাই। প্রতিহিংসার ভীষণ অনলে তাহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছে। কি করিয়া ফরাসী যুবকের গুপ্তরহস্য প্রকাশ করিবে—কি উপায়ে তাহাদের ষড়যন্ত্র সপ্রমাণ করিবে, এই চিন্তায় তাহার হৃদয় পূর্ণ। এলড্রেড দেখিল আর এরূপ নিস্ফল চিন্তার সময় নাই। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া বিস্তর চিন্তা করিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এখন চিন্তা করিবার সময় নয়—এখন কার্য্য করিবার সময়—প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার সময়—অত্যাচারীর প্রতিশোধ লইবার সময়। আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। নিজের নির্দ্দোষীতা

সপ্রমাণ করিবার এই সুবর্ণ সুযোগ। এ সুযোগ ত্যাগ করিলে নিজের অতীত ও বর্ত্তমান জীবনের কলঙ্ক কখনও মোচন করিতে পারিবে না। সঙ্গে সঙ্গে ভালগাকেও জন্মের মত হারাইতে হইবে। শুধু ভালগাকে হারাইতে হইবে কেন, সম্প্রতি লোকে যে তাহাকে গুপ্তচর ও হত্যা-কারী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছে, তাহার জন্য তাহাকে বিশেষ লাঞ্ছিত হইতে হইবে। যদি এই অপরাধে সে অপরাধী সাব্যস্থ হয়, তাহা হইলে তাহার পরিণাম অতি শোচনীয়। যুবক ভাবিল আর বিলম্ব করিব না, অদ্যই ফ্রাঁসোয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, তুমি কি চাও? মৃত্যু—না এ ষড়যন্ত্র ত্যাগ! যদি ষড়যন্ত্র ত্যাগ করিতে না পার, তাহা হইলে তোমাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এরূপ চিন্তা করিয়া এলড্রেড শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল, কিন্তু দুর্ব্বলতা বশতঃ স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না—তাহার পা টল মল করিতে লাগিল—মাথা ঘুরিতে লাগিল—চক্ষে অন্ধকার দেখিল—যুবক আর দাঁড়াইতে না পারিয়া পুনরায় বিছানায় শুইয়া পড়িল। বলিল—"ওঃ, কি দুর্ব্বলতা! এ অভিশপ্ত দুর্ব্বলতা কি আজই কোন উপায়ে নষ্ট করা যায় না? এর কি কোন উপায় নাই? আছে—এখন ব্রাণ্ডিই ইহার একমাত্র মহৌষধ। দাও—আমায় ব্রাণ্ডি দাও—আমার জীবনের বিনিময়ে একটু ব্রাণ্ডি দাও।" এই বলিয়া যুবক চিৎকার করিয়া উঠিল। সেই চিৎকারে নার্সের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে দেখিল তাহার রোগী বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে। নার্সকে দেখিয়া এলড্রেড বলিল—"ব্রাণ্ডি—দয়া করিয়া আমাকে একটু ব্রাণ্ডি দিন, আমি বড় দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছি।"

নার্স উঠিয়া গিয়া এলড্রেডের ললাটে হস্ত দিয়া দেখিল, ললাট

ভয়ানক উত্তপ্ত—চক্ষু রক্তবর্ণ—চুলগুলি স্থানভ্রষ্ট। তাহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া নার্স এলড্রেডকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার কি রাত্রে সুনিদ্রা হয় নাই ?"

এলড্রেড তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু বিস্তারিত করিয়া বলিল—"দয়া করিয়া আমাকে একটু ব্রাণ্ডি দিন, তাহা না হইলে আমি উন্মাদ হইয়া যাইব।" এই বলিয়া এলড্রেড বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল।

নার্স তাড়াতাড়ি থার্মোমিটার বাহির করিয়া যেমন তাহার উত্তাপ লইতে যাইবে, সেই সময় এলড্রেড তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল—"শীঘ্র আমাকে ব্রাণ্ডি আনিয়া দিন।"

"ব্রাণ্ডি ত এ গৃহে নাই।" বাস্তবিকই রোগীর কক্ষে ব্রাণ্ডি ছিল না।

"নীচে যান। খাবার ঘর হইতে লইয়া আসুন।"

গত্যন্তর নাই দেখিয়া নার্স চলিয়া গেল। এলড্রেড ভাবিল, এই সময়—ফ্রাঁসোয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিবার এই উপযুক্ত সময়! এখন কেহ নাই, এখন কেহ আমার কার্য্যে বাধা দিবে না। এই ভাবিয়া এলড্রেড আবার উঠিল। নার্সের পদশব্দে বুঝিতে পারিল সে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। এবার এলড্রেড ততটা দুর্ব্বলতা অনুভব করিল না। ধীরে ধীরে কপাট খুলিয়া গৃহের বাহির হইল এবং এক মিনিটের মধ্যেই মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়ার শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইল। তাহার আগমনে ফ্রাঁসোয়ার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তাড়াতাড়ি শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। এলড্রেডকে এরূপ অবস্থায় নিজের শয়ন কক্ষে দেখিয়া ফরাসী যুবকের মুখমণ্ডল সহসা বিস্ময়ে—ভয়ে—ক্রোধে বিবর্ণ হইয়া গেল এবং তাহাকে কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"এ গভীর রাত্রে আমার শয়নকক্ষে আসিবার উদ্দেশ্য কি ?"

"উদ্দেশ্য—যুদ্ধ। আমার সম্মান ও জীবনের জন্য এ গভীর রাত্রে তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য আসিয়াছি। এখন জিজ্ঞাসা করি, রক্তপাতে কি এ যুদ্ধের মীমাংসা করিতে চাও?"

"তুমি রুগ্ন—তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত, সুতরাং তোমার কার্য্য ও বাক্যের জন্য এখন তুমি দায়ী নও, তজ্জন্য তোমায় ক্ষমা করিলাম। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে আমার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যাও, নচেৎ গলাধাক্কা দিয়া বিদায় করিতে কুণ্ঠিত হইব না।"

"গুপ্তচর—দস্যু—নরহন্তা, যদি নিজের মঙ্গল চাস, তবে এই মুহূর্ত্তে সেই দলিলগুলির নকল ফিরিয়ে দে, নচেৎ তোর মৃত্যু অনিবার্য্য।"

"নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়া তোমার প্রলাপবাক্য শুনিবার সময় নাই। এ স্থান ত্যাগ করিয়া তোমার শ্রীমতী ভালগাকে এরূপ প্রলাপবাক্য শোনাও, সে তোমার সুবৈদ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিবে।"

"এখনও বলিতেছি নিজের মঙ্গল চাস্ ত দলিলের নকলগুলি ফিরিয়ে দে।"

"দলিলগুলি সম্বন্ধে আমা অপেক্ষা তুমি বিশেষ অবগত। যেহেতু তোমার কক্ষেই ডেসপাচ ব্যাগটী পাওয়া গিয়াছে। এখন লেডি ভালগার নিকট নিজের নির্দ্দোষীতা সপ্রমাণ করিয়া তাহার ভালবাসা—তাহার বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা কর গে, তাহা তোমার পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী হইবে।"

"সেই দলিলগুলি কোথায় আছে তাহা আমি জানি? পাপিষ্ঠ, এ কথা উচ্চারণ করিবার আগে তোর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল না! নরাধম, সে দিন রাত্রে গুপ্তপথ দিয়া আমি স্বচক্ষে তোকে দলিলগুলির নকল লইতে দেখিয়াছি।"

ফ্রাঁসোয়া একটু উপহাসের হাসি হাসিয়া বলিল—"তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত, সুতরাং চক্ষেরও যে বিকৃতি ঘটে নাই, তাহার প্রমাণ কি ?"

"সে প্রমাণ আমার হাতে, আর ২ মিনিট সময় দিলাম। এই সময়ের মধ্যে দলিলগুলি ফিরাইয়া না দিলে বা কোথায় আছে না বলিলে, তোকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইব না।"

এলড্রেডের চক্ষু ঘূর্ণিত হইল, তাহার শরীর থর থর কম্পিত হইতে লাগিল এবং হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল।

"এ আমার শয়নকক্ষ, এ পাগলা-গারদ নহে। এ স্থান ত্যাগ করিয়া পাগলা-গারদে যাও, এখন সেই স্থানই তোমার উপযুক্ত।" এই বলিয়া মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়া তাহার নিজের চেয়ারে গিয়া উপবেশন করিল।

ফ্রাঁসোয়ার এরূপ উদাসীন ভাব দেখিয়া এলড্রেড ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। বলিল—"আর সময় নাই—আর এক মিনিটের মধ্যে কাগজগুলি ফিরাইয়া না দিলে তোর রক্তে পৃথিবী কলঙ্কিত করিতে বাধ্য হইব।"

"কেন অকারণ প্রাণ হারাইতে আসিয়াছ। শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাও, নচেৎ অবিলম্বে নরকে গমন করিতে হইবে।"

এলড্রেড আর বাক্যব্যয় না করিয়া ফ্রাঁসোয়ার উপর পতিত হইল। ফরাসী গুপ্তচর সে বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ধরাশায়ী হইল এবং এলড্রেড তাহার উপর উঠিয়া বসিল। ফ্রাঁসোয়াও হীনবল ছিল না, সেও এলড্রেডকে ধাক্কা দিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। ক্রমে দুই জনে জড়াজড়ি করিয়া গড়াইতে লাগিল, গৃহের আসবাব পত্র সেই নিশীথ রাত্রে ঠন্ ঠন্ শব্দ করিয়া উঠিল। হঠাৎ মস্তকে একটী চেয়ারের পায়ার ভীষণ ধাক্কা

লাগিয়া এলড্রেড প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল—তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল। সেই অবকাশে ফ্রাঁসোয়া উঠিয়া বলিল—"কুক্কুর, আমার সহিত আবার বিবাদ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস? তোর ভায়নার কথা মনে নাই? সেখানে তিন তিন বার আমার নিকট কিরূপ ভাবে পরাজিত হইয়াছিলি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিস? শোন নির্ব্বোধ, যে দলিলগুলির জন্য আজ প্রাণ হারাইতে আসিয়াছিস, সেগুলি আমার নিকট বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা তোর মত ক্ষুদ্র জীবের সহজ সাধ্য নহে। তাহা হইলে আমি গুপ্তচরের কার্য্য করিতে আসিতাম না। যাহাদের জন্য দলিলগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, শীঘ্রই সেইগুলি তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবই, আমার কার্য্যে বিন্দুমাত্র বাধা দিতে পারিবি না।"

মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়ার এই কথা শুনিয়া এলড্রেডের হৃদয়ে নববল সঞ্চার হইল এবং হস্তের উপর ভর দিয়া উঠিয়া সাহায্যের জন্য চিৎকার করিতে লাগিল।

"চুপ কর্ কুক্কুর, আবার যদি চিৎকার করিস, তাহা হইলে যে পথে অটারহামকে পাঠাইয়াছি, সেই পথে তোকেও প্রেরণ করিব।"

এলড্রেড তত্রাচ চিৎকার করিতে লাগিল। পাছে তাহার চিৎকারে দুর্গস্থ লোকের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়, সেই ভয়ে ফরাসী গুপ্তচর যেমন তাহাকে মারিতে উদ্যত হইবে, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল—"থামুন মহাশয়—কি করিতেছেন!" ফ্রাঁসোয়া আশ্চর্য্য ও ভীত হইয়া পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, এলড্রেডের নার্স দরজার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

নার্স বলিল—"ক্ষমা করিবেন মহাশয়, আমি আমার রোগীকে লইয়া যাইবার জন্য আপনার গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতেছি।

অনেকক্ষণ হইতেই আমার রোগীকে খুঁজিতেছিলাম, কিন্তু কোথাও পাই নাই। অবশেষে তাহার কণ্ঠস্বর ধরিয়া এ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।" এই বলিয়া নার্স ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিজের রোগীকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। শুশ্রূষাকারিণী ফরাসী ভাষায় সমস্ত কথাবার্ত্তা বলিতেছিল।

নার্সকে ফরাসী ভাষাভিজ্ঞা দেখিয়া ফ্রাঁসোয়া ভীত ও স্তম্ভিত হইল। ভাবিল, তাহা হইলে নার্স ত সমস্ত শুনিয়াছে ও বুঝিয়াছে! যদি এ সমস্ত ঘটনা ডিউককে বলিয়া দেয়! উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া এলড্রেডকে যে সমস্ত কথা ফরাসী ভাষায় বলিয়াছিলাম, সে সমস্ত শুনিলে ডিউক আমাকে নিশ্চয় দোষী সাব্যস্থ করিবেন। তাহার ফলে আমাকে ভীষণ শাস্তি পাইতে হইবে। গুপ্তচরের শাস্তি—হত্যাকারীর শাস্তি—সে শাস্তি অতি ভীষণ! ফ্রাঁসোয়া অতিমাত্র ভীত হইল। মনে করিল আর এ স্থানে বিলম্ব করা কোন ক্রমে কর্ত্তব্য নহে। অদ্যই পলায়ন করা উচিত। নচেৎ ধরা পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা। এখনও সময় আছে—এখনও পলায়ন করিলে কেহ আমাকে ধরিতে পারিবে না। অনায়াসে নিজের কার্য্য সিদ্ধ করিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইব। এই ভাবিয়া হ্যাট কোট ও সেই দলিলের নকলগুলি লইয়া ফরাসী গুপ্তচর নিজের কক্ষ হইতে বহির্গত হইল। কিন্তু পলায়নের পথে তাহাকে ডিউকের শয়নকক্ষ পার হইয়া যাইতে হইবে। সেই স্থানে গিয়া ফ্রাঁসোয়া মহা বিপদে পড়িল—তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া ফরাসী যুবক যেমন সেই কক্ষ পার হইবে, এমন সময় কাহার পদশব্দে ফরাসী যুবক চমকিত হইয়া উঠিল এবং সেই কক্ষদ্বার উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সেই দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। ফ্রাঁসোয়া ভীত হইয়া দেখিল,

সম্মুখেই ডিউক উপস্থিত, তাঁহার পশ্চাতে সেই নার্স এবং সর্ব্ব পশ্চাতে তাহার চিরশত্রু এলডে্রড দণ্ডায়মান। এলডে্রডের চক্ষু দুইটা যেন অগ্নিগোলকের ন্যায় ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে।

মুহূর্ত্ত মধ্যে ফ্রাঁসোয়া সমস্ত বুঝিতে পারিল এবং তথা হইতে পলায়ন করিবার পূর্ব্বেই ডিউক বজ্রমুষ্টিতে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—"নরাধম—কাপুরুষ, তস্করের ন্যায় পলায়ন করিয়া নিস্তার পাইবি না। আজ তোর—"

বাক্য শেষ হইতে না হইতে ফ্রাঁসোয়া তাঁহাকে সজোরে ধাক্কা দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। সে ভীষণ ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া ডিউক পড়িয়া গেলেন। নিকটে একটা বুককেশ ছিল, তাহার তীক্ষ্ণ কোণে ভীষণ আঘাত লাগিয়া ডিউকের মস্তক সাংঘাতিকরূপে কাটিয়া গেল। রক্তস্রোতে কক্ষতল প্লাবিত হইল।

ফ্রাঁসোয়া তথা হইতে পলায়ন করিয়া বরাবর আস্তাবলের দিকে ছুটিল, তথায় মটরকার প্রস্তুত ছিল, সেই মটরকারে উঠিয়া বেগে গাড়ী চালাইয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই আর এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি আস্তাবলে আসিয়া আর একখানি মটর লইয়া পলায়নকারী ফ্রাঁসোয়ার অনুসরণ করিল। শেষোক্ত ব্যক্তি ডিটেক্টিভ। ডিউকের আদেশমত ইনি দুর্গেই অবস্থান করিতেছিলেন। যখন এলডে্রড চিৎকার করিয়া উঠে, তখন ইহার নিদ্রাভঙ্গ হয়—ইনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গোপনে ফ্রাঁসোয়ার কক্ষের নিকট গমন করিয়া সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ প্রমাণ অভাবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন নাই। এক্ষণে আসামী পলায়নপর দেখিয়া মটর আরোহণে তিনিও তাহার অনুসরণ করিলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে এই ভীষণ সংবাদ দুর্গমধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং

সকলেই বলিতে লাগিল, মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়া ডিউককে হত্যা করিতে গিয়াছিল এবং অপারক হইয়া তাঁহাকে সাংঘাতিক আঘাত করিয়া পলায়ন করিয়াছে। দুর্গস্থ সকলেই ডিউককে ভালবাসিত। তাহারা ফ্রাঁসোয়ার এরূপ নৃশংস—পৈশাচিক কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য দলে দলে—দিকে দিকে ছুটিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

যাহারা ফ্রাঁসোয়ার অনুসন্ধানে গিয়াছিল, তাহারা কেহ তাহার সন্ধান পাইল না। কারণ ফরাসী গুপ্তচর তখন মনুষ্য-শাস্তির পরপারে চলিয়া গিয়াছিল। সে পাপিষ্ঠের পাপের বোঝা এত ভারি হইয়াছিল যে, ইহ-জগতের শাস্তির অপেক্ষা না করিয়া মহাবিচারক তাহাকে নিজের দরবারে আহ্বান করিয়া লইলেন।

একদল লোক ফ্রাঁসোয়ার অনুসন্ধানে গমন করিয়া সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, কাল রংঙের কি একটা দ্রব্য সমুদ্র জলে ভাসি-তেছে। তখন অল্প ফর্সা হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিল, সেটা একটা টুপি। তাহারা অন্য এক স্থানে আসিয়া দেখিল, একটা মটরকার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সমুদ্রতীরস্থ একটা প্রস্তরখণ্ডে আটকাইয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া তাহারা সহজেই অনুমান করিল, লোকটা তাড়াতাড়ি যাইবার সময় মটরকারের বেগ সামলাইতে না পারিয়া একবারে সমুদ্র গর্ভে পতিত হইয়াছে। যদিও মৃতদেহ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, তথাপি সকলেই স্থির করিল, জোয়ারের সময় নিশ্চয় তাহার শবদেহ ভাসিয়া আসিবে।

প্রভাত হইলে সেই অনুসরণকারী ডিটেক্‌টিভও ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের অনুমানের সত্যতা প্রতিপন্ন করিল।

ডিউক এরূপ গুরুতর আঘাত পাইবার পর প্রায় ৮ ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে অনেকবার অনেক ডাক্তার আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বলিয়া গিয়াছেন, ডিউকের বাঁচিবার আশা নাই; তবে যদি আর কয়েক ঘণ্টা ভালয় ভালয় কাটিয়া যায়, তাহা হইলে আর এক সপ্তাহ বাঁচিতে পারেন।"

লেডি ভালগা এই ভীষণ সংবাদ শুনিয়া অবধি পিতার শয্যাত্যাগ করিয়া উঠে নাই। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া আছে। সে স্থান হইতে উঠিয়া যাইলে পাছে তাহার পিতা তাহাকে জন্মের মত ফাঁকি দিয়া চলিয়া যায়, এই আশঙ্কায় বালিকা মুহূর্ত্তের জন্যও সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সাহস করে নাই। কিন্তু বালিকা তাহার শোকের মধ্যে—তাহার এই মর্ম্মান্তিক দুঃখের মধ্যে এই শান্তি পাইয়াছে যে, তাহার পূজনীয় পিতা সেই শোক দুঃখশূন্য অপরিচিত স্থানে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে এলড্রেডের নির্দ্দোষীতা সপ্রমাণ হইবে। তাহাদের মনোমালিন্য দূর হইবে, আবার পিতাপুত্রীর মিলন হইবে।

এ দিকে ডোলা ডি বারনিয়ার ভ্রাতার এরূপ শোকাবহ মৃত্যুসংবাদ পাইয়া অবধি শয্যাগ্রহণ করিয়াছে। দুঃখে—অপমানে—বৈফল্যে—ভয়ে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত। ভ্রাতার মৃত্যুর জন্য সে বিশেষ দুঃখিত নহে। তাহার দুঃখের প্রধান কারণ নিষ্ফলতা। যে কার্য্য উদ্ধারের জন্য তাহারা প্রিয় প্যারিস পরিত্যাগ করিয়া আসিল—যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লইয়া এই অভিশপ্ত ইংলণ্ডের একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে আসিল, তাহার কি হইল?

সাফল্যের প্রাক্কালেই সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। আজ সে পরিত্যক্তা—পদদলিতা—অপমানিতা—লাঞ্ছিতা। ডোলা ভাবিতে লাগিল, ফ্রাঁসোয়া আমাকে কোন কথা না বলিয়া আমাকে এইরূপ বিপদের মুখে ফেলিয়া হঠাৎ পলায়ন করিল কেন? এই এক রাত্রের মধ্যে এমন কি দুর্ঘটনা ঘটিল, যাহাতে সে এইরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য হইল? এরূপ চিন্তা করিতে করিতে সে জানালার নিকট আসিয়া খড়খড়ি খুলিয়া দিল। দেখিল সম্মুখেই অনন্ত সমুদ্র—যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল দূর-প্রসারিত ফেনিল নীলাম্বুরাশি। কেবল তরঙ্গের পর তরঙ্গ। সেই ফেনিল তরঙ্গের উপর মটর গাড়ীর একটী লাল গদি ভাসমান দেখিয়া যুবতীর মনে হইল বুঝি তাহার ভ্রাতার রক্তাক্ত মৃতদেহ সমুদ্রতরঙ্গে ভাসিতেছে। ভাসিয়া ভাসিয়া তাহারই দিকে আসিতেছে—আবার অভিমানে ফিরিয়া যাই-তেছে, কখনওবা লজ্জায় মুখ লুকাইতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া যুবতী স্থির থাকিতে পারিল না। চিৎকার করিয়া শয্যার উপর শয়ন করিয়া পড়িল।

ফ্রাঁসোয়ার মৃত্যুসংবাদ ট্রিবারউইথে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। অনেকে শুনিল ডিউকের একটী অতিথি এই স্থানে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার মৃত-দেহের সন্ধান করিতে পারিলে ডিউকের নিকট পুরস্কার মিলিবে।

এ দিকে গভীর নিদ্রার পর এলড্রেড জাগরিত হইয়া উঠিল। গত রাত্রের ঘটনা স্বপ্নের মত তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল। ভাবিল ইহা স্বপ্ন না সত্য? মস্তকের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে হাত দিয়া দেখিল তথায় অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছে—বুঝিল স্বপ্ন নহে ইহা সত্য। গত রাত্রে এ দুর্ঘটনা প্রকৃতই ঘটিয়াছে। তৎপরে ডাক্তারকে বলিল—"শয়ন করিয়া থাকা আমার পক্ষে বড় কষ্টকর বলিয়া বোধ হইতেছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক

আমাকে উঠিয়া বেড়াইবার অনুমতি প্রদান করিলে আমি বড়ই আনন্দিত হইব। মুমূর্ষু ডিউকের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে।"

ডাক্তার বুঝিয়াছিলেন, দৈহিক শক্তি অপেক্ষা এলড্রেডের মানসিক-শক্তি সমধিক প্রবল। মানসিক শক্তি দ্বারা সে নিশ্চয় আরোগ্যলাভ করিবে। সুতরাং ইহাকে উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে দিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না। ইহা ব্যতীত ডিউক এখন মুমূর্ষু, তাঁহাকে লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হইবে। এলড্রেডের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার সুযোগ ঘটিবে না। এ সমস্ত ভাবিয়া ডাক্তার তাহাকে উঠিয়া বেড়াইবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

যুবক উঠিয়া প্রথমে ডোলার কক্ষে গমন করিল। দেখিল ফরাসী রমণী একটী কেদারায় উপবেশন করিয়া আছে। তাহার মুখমণ্ডল বিশ্রী ভাব ধারণ করিয়াছে, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ—অশ্রুপাতে ফুলিয়াছে। তাহার সেই সুন্দর কেশরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে দেখিলেই মনে হয় যেন শোকের একটী জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি। এলড্রেড তখনও দুর্ব্বল, তথায় বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারিল না—শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

মিঃ এলড্রেডকে দেখিয়া ডোলা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। কারণ সকাল হইতে কেহ তাহার নিকট আইসে নাই বা কেহ তাহাকে একটী কথাও জিজ্ঞাসা করে নাই। ডোলা অশ্রুপূর্ণ নয়নে এলড্রেডের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"এলড্রেড, তুমি আসিয়াছ? আমার এ গভীর শোকের সময়েও তুমি দয়া করিয়া দেখা করিতে আসিয়াছ। তুমি এত সরল—এত দয়ালু না হইলে আমি তোমার পায়ে প্রাণদান করিতে গিয়াছিলাম

কেন? তোমাকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া তোমার ক্রীতদাসী হইতে চাহিয়াছিলাম কেন? সত্য বলিতেছি এলড্রেড, আমি বড় শোকার্ত্ত, দারুণ যাতনায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আমার যন্ত্রণা কেহ দেখিল না—আমার কষ্ট কেহ বুঝিল না! ভালগার প্রাণ কি পাষাণে নির্ম্মিত! আমার এ দুর্দ্দশার সময় একটীবারও সাক্ষাৎ করিতে আসিতে পারিল না?"

"ভালগা তোমা অপেক্ষা কম শোকার্ত্ত নহে। তুমি বোধহয় শুনিয়াছ তোমার ভ্রাতার আঘাতে তাহার পিতা মরনোন্মুখ, সে তাহার মুমূর্ষু পিতার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেবা সুশ্রূষা করিতেছে; সুতরাং তোমার নিকট আসিবার তাহার সাবকাশ কই?"

"তুমি ভালগার পক্ষই সমর্থন করিতেছ, আমার দিক দেখিতেছ না—আমার কষ্ট অনুভব করিতেছ না—আমার শোক বুঝিতে পারিতেছ না। তাহার পিতা এখনও জীবিত, তাঁহার মৃত্যুর সময় সে তাহার পিতার নিকট শেষ বিদায় লইতে পারিবে, যতদিন ডিউক জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পাইবে। আর আমার ভ্রাতার রক্তাক্ত মৃতদেহ ঐ দেখ ঐ ক্রুদ্ধ নির্ম্মম সমুদ্রতরঙ্গে ভাসিতেছে! আমার তুলনায় তাহার শোক অধিক? সে তাহার পিতার সহিত এখনও বাক্যালাপ করিতেছে, আর আমি জীবনে কখনও আমার স্নেহময় সহোদরের সহিত একটা কথা কহিতে পাইব না—আর জীবনে কখনও তাহাকে দেখিতে পাইব না—আমার তুলনায় তাহার শোক?" এই বলিয়া যুবতী মুখ অবনত করিয়া রোদন করিতে লাগিল। শোকে তাহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

এলড্রেড তাহার রোদনে বিচলিত হইল না—কোনরূপ সহানুভূতি

প্রদর্শন করিল না। কারণ ঐ যুবতীই তাহার হৃদয় কুলিশ-কঠোর করিয়াছিল—ঐ যুবতীর ষড়যন্ত্রেই এলড্রেড অপমানিত লাঞ্ছিত হইয়া—নিজের সুখসচ্ছন্দতা নষ্ট করিয়া এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এ স্থানেও আসিয়া শান্তি নাই—এখানেও তাহাকে বিপদে ফেলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল, সুতরাং এলড্রেডের নিকট বিন্দুমাত্র দয়া—কণামাত্র করুণা প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র।

ফরাসী রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবার এলড্রেডের যথেষ্ট কারণ ছিল। সে মনে করিয়াছিল এই সময়ে ডোলার দ্বারা পূর্ব্ব ঘটনা ব্যক্ত করাইয়া নিজের নির্দ্দোষীতা সপ্রমাণ করিবে। কিন্তু ডোলার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহাকে কিছু প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিল না। গাত্রোত্থান করিয়া বলিল—"আমি এখন যাইতেছি, সুবিধামত আবার শীঘ্র আসিবার চেষ্টা করিব।"

ফরাসী রমণী তাহাকে বাধা দিল না। আর একটু থাকিবার জন্য অনুরোধও করিল না। কেবলমাত্র বলিল—"যাও, ইচ্ছা হয়—প্রবৃত্তি হয়—আবার আসিও, না হয় আর আসিও না।"

ডোলার গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় পথে এলড্রেডের সহিত পরিচারিকার সাক্ষাৎ হইল। পরিচারিকা অভিবাদন করিয়া বলিল—"আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য লেডী ভালগা ডিউকের গৃহে অপেক্ষা করিতেছেন।"

মিঃ এলড্রেড নিঃশব্দে ডিউকের গৃহে প্রবেশ করিল এবং ভালগার মুখমণ্ডল দেখিয়া ভীত হইল। বিশ্বের সমস্ত শোক যেন তাহার মুখমণ্ডলে একত্র হইয়াছে। এলড্রেড বুঝিল ইহাই প্রকৃত শোক—ইহাই বাস্তবিক

দুঃখ। এলড্রেড ধীরে ধীরে ভালগার নিকট গমন করিয়া তাহার হস্তখানি নিজের হস্তে তুলিয়া লইয়া বলিল—"ভালগা—প্রিয়তম!"

এলড্রেডকে দেখিয়া বালিকার অধরোষ্ঠ কম্পিত হইয়া উঠিল এবং গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুজল বহির্গত হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—"বাবার জ্ঞান হইয়াছিল—তিনি এইমাত্র তোমাকে খুজিতেছিলেন।"

এলড্রেডের আগমন বুঝিতে পারিয়া ডিউক ভগ্নস্বরে বলিলেন—"কে, ব্যারেনষ্টো আসিয়াছ?"

মিঃ ব্যারেনষ্টো তাঁহার নিকট সরিয়া গেল। কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিল না।

ডিউক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন—"ব্যারেনষ্টো, আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমাকে এতদিন বুঝিতে পারি নাই—এতদিন আমি ফরাসী গুপ্তচরের ষড়যন্ত্রে গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন ছিলাম। আজ আমার চক্ষু ফুটিয়াছে। কিন্তু এলড্রেড, বড় দেরীতে। যাক্ আমার জীবনের বিনিময়ে যে তোমার নির্দ্দোষীতা সপ্রমাণিত হইয়াছে, ইহা বড় আনন্দের বিষয়—ইহাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। কিন্তু আর কিছুদিন আগে হইলেই ভাল হইত।"

এলড্রেড তথাপি কোন কথা বলিতে পারিল না। ডিউক ক্রমশই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া এলড্রেড বড়ই দুঃখিত ও ব্যথিত হইল।

মুহূর্ত্তের জন্য সকলেই নিস্তব্ধ হইল। কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ডিউক পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"ব্যারেনষ্টো, তোমার কি বিশ্বাস সেই দলিলগুলি ফ্রাঁসোয়ার নিকটই ছিল?"

হাঁ, নিশ্চয় তাহার নিকট ছিল। তাহার জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই। সেই পাপিষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে সেই কাগজগুলিও ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়াছে।”

“কিন্তু সে ফরাসী রমণীর সম্বন্ধে কি করা উচিত?”

“আপনি যাহা উচিত বিবেচনা করেন। তবে তাহাকে পুলিসের হাতে দিলেই ভাল হয়।”

ডিউক তৎপরে কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—“মা, সে ফরাসী মায়াবিনীকে পুলিসের হাতে দেওয়া উচিত নহে কি? আমার ইচ্ছা তাহাকে পুলিস সোপর্দ্দ করি। তোমার মত কি?”

লেডি ভালগাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া এলড্রেড বলিল—“তাহাকে পুলিস সোপর্দ্দ করাই কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইবে না।”

“তবে পুলিসে সংবাদ দাও। তাহাকে এ স্থানে আর বেশীক্ষণ থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। যে স্থানে আমার কন্যা বাস করিতেছে, সে স্থানের বায়ু আর যেন সে পাপীয়সী ফরাসী রমণীর শ্বাস প্রশ্বাসে কলুষিত না হয়।” তৎপরে কন্যার দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া ডিউক বলিলেন—“মা, আমার সময় বড়ই সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে, এই সময় তোমরাও উভয়ে উপস্থিত আছ, সুতরাং তোমাদিগকে একটী কথা বলি। মা, তুমি মনে করিয়াছিলে আমি ফরাসী রমণীকে ভালবাসিয়াছিলাম—তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা নহে—তাহাকে আমি প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতাম—একদিনের জন্যও সে ফরাসী রমণীকে ভালবাসি নাই—তাহাকে ঐ ভালবাসার প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম মাত্র। উদ্দেশ্য—যতদিন না ডেসপাচ ব্যাগের কোন সন্ধান পাওয়া যায়, ততদিন তাহা-

দিগকে কোনরূপে এ স্থানে আটকাইয়া রাখা। মৃত্যুশয্যায় ঈশ্বরের শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহা ভিন্ন আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।”

“বাবা, আমায় ক্ষমা করুন। আমি বুঝিতে পারি নাই, তাই সে দিন আপনার নিকট অত মুখরা হইয়াছিলাম।”

“মা, সে জন্য আমি দুঃখিত নহি। কিন্তু বড় খেদ রহিল যে, তোমাদের এ শুভ মিলন দেখিতে পাইলাম না। যখন সমস্ত মেঘ কাটিয়া গেল, যখন নবীন আলোক ধীরে ধীরে উদিত হইতে আরম্ভ হইল, তখন আমি জীবনের উপকূলে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি। কিন্তু এলড্রেড যদি তাহার অতীত কাহিনী বর্ণনা করিয়া তোমাকে গ্রহণ করে, আমার মৃত্যুর পর তোমাকে সুখী রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি শান্তিতে মরিতে পারি।”

“জগদীশ্বর জানেন আমি ভালগাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া কত সুখী হইব। আমি ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া আপনার এ অন্তিম শয্যায় শপথ করিতেছি, সাধ্যমত ভালগাকে সুখে রাখিব। আর আমার অতীতের ঘটনা ভালগার নিকট প্রকাশ করিয়াছি। ভালগা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে ও আমাকে নির্দ্দোষী বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, তত্রাচ আপনার নিকট আরও কিছু বলিব—আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে।”

“বেশ, কি বলিবার আছে বল? আজই শুনিতে পাইলে সুখী হইব। আমার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। বিলম্বে বৃথা হইবে। আমার মৃত্যুতেও সুখ হইবে না। তুমি জান না এলড্রেড, আমি কি কষ্টে বালিকাকে মানুষ করিয়াছি! অতি অল্প বয়সে বালিকা মাতৃহীন হয়—সেই অবধি তাহাকে জননীর যত্নে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি—খেলার সাথী হ'য়ে তার সঙ্গে খেলা করিয়াছি—শিক্ষক হ'য়ে তাকে

শিক্ষা দিয়া আসিতেছি। এ মৃত্যুকালে তাহাকে সুখী দেখিয়া যাইতে পারিলে আমার আত্মার তৃপ্তি হইবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধ নীরব হইল। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

"আমায় আর কয়েকঘণ্টা সময় দিন, আপনার সাক্ষাতে ডোলার মুখে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করাইবার চেষ্টা করিব।"

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ডিউক নিদ্রাভিভূত হইলেন। এলড্রেডও সেই কক্ষে বিছানার এক পার্শ্বে দেওয়ালে ঠেশ দিয়া ঘুমাইতে লাগিল। কেবল ভালগার চক্ষে নিদ্রা নাই। এখন বিশ্রাম করিবার—নিদ্রা যাইবার তাহার সময় নাই। এখনও অনেক কাজ বাকী আছে। কি করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাহার প্রিয়তমের কলঙ্ক মোচন করিবে—কি করিয়া ডোলার নিজের মুখে এলড্রেডের নির্দ্দোষীতা ব্যক্ত করাইবে, সেই চিন্তায় তাহার হৃদয় পূর্ণ।

ভালগা ভাবিল ডোলাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করিলে বিশেষ ফল হইবে না; কারণ তাহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ নাই। সুতরাং সে বিচারকের হস্ত হইতে অনায়াসে অব্যাহতি লাভ করিয়া আবার নূতন বিপজ্জাল বিস্তার করিতে নিরস্ত হইবে না। যাহাতে ভবিষ্যতে আর কোন অনিষ্টপাত না করিতে পারে এবং সর্ব্বসমক্ষে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া এলড্রেডকে নির্দ্দোষী বলিয়া সপ্রমাণ করে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। বালিকা ডোলাকে উত্তমরূপে চিনিত। জানিত যাহাকে অধঃপাতে প্রেরণ করিবার জন্য সে ফরাসী রমণী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, যাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্য কোনরূপ ঘৃণিত কার্য্য সম্পন্ন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, তাহার মঙ্গলের জন্য সে পিশাচী একটী বর্ণও উচ্চারণ করিবে না। তত্রাচ বালিকা আশায় বুক বাঁধিয়া—এলড্রেডের মুখ চাহিয়া ধীরে ধীরে ডোলার গৃহে প্রবেশ করিল।

লেডি ভালগাকে দেখিয়া ফরাসী রমণী বলিল—"আপনি আসিয়াছেন? এতক্ষণ পরে এ হতভাগিনীকে আপনার মনে পড়িয়াছে? সমস্ত দিন ধরিয়া আমি আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু আপনি এত নিষ্ঠুর যে, আমার শোকের সময় একটীবারও খোঁজ লইলেন না। আমার দুর্দ্দশায় আপনার রমণী-হৃদয় একটীবারও কাঁদিল না। আমার দুঃখে যদি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইতেন—আমার অশ্রুতে যদি আপনার প্রাণে বিন্দুমাত্র ব্যথা লাগিত, তাহা হইলে আপনি না আসিয়া থাকিতে পারিতেন কি?"

ভালগা বুঝিল, তাহার স্বর—তাহার ভাষা—অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বরের ন্যায় কৃত্রিম—আন্তরিকতাশূন্য। তথাপি বালিকা সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে বিস্মৃত হইল না।

ফরাসী রমণীও বুঝিতে পারিল, বালিকার সহানুভূতির ভাষায় উষ্ণতা নাই—প্রাণ নাই—নির্জীব। তত্রাচ সে ভাব গোপন করিয়া ডোলা বলিল—"আমার ভ্রাতা ফ্রাঁসোয়া আপনাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিত, সমস্ত দিন কেবল আপনার কথাই বলিতে ও আপনার কথাই শুনিতে ভালবাসিত। কিন্তু তাহার মৃত্যুতে আপনি দুঃখিত হইয়া এক বিন্দুও অশ্রুজল ত্যাগ করিলেন না?"

"দেখুন, যখন মনে হয় আপনার ভ্রাতাই আমার পিতার একমাত্র মৃত্যুর কারণ, তখন আপনার ভ্রাতার অদৃষ্টের জন্য শোক প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয় না। যাহাহউক আমার পিতা এখন মৃতপ্রায়। তাঁহার মৃত্যুর সময় তাঁহাকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি—আপনার কৃপা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।"

"কি বলুন, আমি তাঁহাকে সাধ্যমত সুখী করিবার চেষ্টা করিব।

ইহা ত আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম—তাহার জন্ম কৃপা প্রার্থনা করিবার বিশেষ আবশ্যক কি।"

"আমার অন্য বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। কিন্তু আমি যাহা বলিব, যদি করেন তাহা হইলে আমাদের উভয়েরই মঙ্গল হইবে। আমার পিতাও শান্তিতে মরিতে পাইবেন। আর আপনার ভ্রাতা যে অনিষ্ট—যে পাপকার্য্য করিয়াছে, তদ্দ্বারা আপনি তাহাকে সে পাপ হইতে কতকটা মুক্তও করিতে পারিবেন।"

"আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। আমার ভ্রাতা ডিউকের বিন্দুমাত্র অপকার করেন নাই, তিনি বরং ডিউকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। আমাদের দ্বারা ডিউকের কোনরূপ অমঙ্গল হওয়া একবারে অসম্ভব। বিশেষত আমি ভাবী ডিউক-পত্নী। তাঁহার অমঙ্গল কি আমার অমঙ্গল নহে?"

"জানি আপনি ভাবী ডিউক-পত্নী এবং তাঁহার অমঙ্গলে আপনারও অমঙ্গল হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার এই মুমূর্ষু অবস্থায় আপনি একটীবারও তাঁহার নিকট গেলেন না—তাঁহার জন্য একটী বারও শোক প্রকাশ করিলেন না। যাহাতে মৃত্যুর সময় তিনি সুখে মরিতে পারেন, তাহার কোন চেষ্টাও করিলেন না।"

"সত্যই আমি পাগলের মত হইয়া গিয়াছি। তাঁহাকে একটীবার দেখিবার জন্য—তাঁহার একটীমাত্র কথা শুনিবার জন্ম আমার প্রাণ হাহাকার করিতেছে, তবু যাইতে পারি নাই। তিনি মরণোন্মুখ—মৃত্যু-যন্ত্রণায় কত ছটফট করিতেছেন, আমাকে দেখিবার জন্য হয় ত তিনি কত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু আমি এরূপ হতভাগিনী যে, একটীবারও সে কক্ষে প্রবেশ করিতে পারি নাই—আমার দুর্ভাগ্য সে কক্ষের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে।"

"সত্যই কি আপনি তাঁহাকে ভালবাসেন? সত্যই কি আপনি তাঁহার এ অবস্থায় দুঃখিত?"

"ইহার উত্তর নিষ্প্রয়োজন। আমি তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষা ভাল-বাসি। ঈশ্বর না করুন, যদিই তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার জীবনের সুখ কি? আমার এ নিরানন্দ—নিঃসঙ্গ জীবন বহন করিয়াই বা লাভ কি?"

"যদি তাঁহাকে আপনি যথার্থ ভালবাসেন, তাহা হইলে আপনি আমার সঙ্গে চলুন। তাঁহার শেষ মুহূর্ত্তে একবার দেখা দিয়া তাঁহাকে সুখী করুন এবং ট্রিবারউইথের ডিউক সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা, তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে শান্তিতে মরিতে দিন।"

ডোলা আশ্চর্য্যের সহিত চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"আমি ত আপনার শেষ কথা কিছু বুঝিতে পারিতেছি না? ট্রিবারউইথের ডিউক সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা—ইহার অর্থ কি?"

"যদি বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে ভাল করিয়া বলি শুনুন। আমার প্রিয়তম এলড্রেডের অতীত ঘটনা আমি সমস্ত শুনিয়াছি, আমার পিতাও ইহা শুনিয়াছেন। তাহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, মিঃ এলড্রেডই ট্রিবারউইথের প্রকৃত ডিউক। আর আপনিও এ কথা জানেন যে, কোন দুষ্টা স্ত্রীলোকের বিশ্বাসঘাতকতায় ও তাহার ষড়যন্ত্রে এবং মিঃ এলড্রেডের কতকটা ভুলে সে নিজেকে মৃত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। এখন আপনার নিকট আমার এই বক্তব্য—আপনি একবার নিজমুখে এ সমস্ত ঘটনা ডিউকের নিকট প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে সুখে মরিতে দিন। নচেৎ মরণেও তাঁহার সুখ হইবে না।"

ভয়ে ডোলার মুখমণ্ডল আকুঞ্চিত হইয়া উঠিল বলিল—"মিঃ এলড্রেড

চিরকালই চতুর লোক, সে সুন্দর গল্প রচনা করিয়াছে এবং আপনি ও আপনার পিতা নিঃসঙ্কোচে এই মিথ্যা গল্প বিশ্বাস করিয়াছেন।"

"দেখুন, এ বড় শঙ্কট সময়। এখন বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। কারণ আমার পিতা শয্যাশায়ী—প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি এই আসন্ন সময় শান্তি পাইতে পারেন, যদি তিনি আপনার মুখ হইতে শোনেন যে, তাঁহার ভাবী জামাতা কলঙ্কমুক্ত। আপনি আমার পিতাকে ভালবাসেন ও তাঁহাকে স্বামীত্বে বরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সুতরাং এ সময় তাঁহাকে সাধ্যমত সুখ ও শান্তি প্রদান করা আপনার উচিত নহে কি?"

"মিথ্যা কথায় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া আমি পাপ সঞ্চয় করিতে পারিব না, এ অন্যায় অনুরোধ আমাকে করিবেন না।"

পাপ! পাপে যদি আপনার এত ভয় থাকিত, তাহা হইলে কেন একটী নিরীহ ভদ্রলোককে এত যন্ত্রণা দিয়াছেন—কেন ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার নামে মিথ্যা কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছেন—কেন বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাহাকে পথের ভিখারি করিয়াছেন? তখন আপনার ধর্ম্মভাব কোথায় ছিল? আর যাঁহাকে আপনি স্বামী বলিয়া মনে মনে বরণ করিয়াছেন—যাঁহাকে ভালবাসা দেখাইয়া টিবারউইথের ডিউক-পত্নী হইবার আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার এই আসন্ন সময়ে তাঁহাকে শান্তি প্রদান করা—তাঁহার মৃত্যু সময়ে সাধ্যমত তাঁহার যন্ত্রণার লাঘব করা আপনার ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য নহে কি?"

"নিজেকে অপমানিত করিয়া অপরকে সুখী করা আমি ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য বলিয়া স্বীকার করি না।"

"কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে—ভালবাসার অনুরোধে এ কার্য্য করিতে

পারেন না কি? আপনি কি ডিউককে ভালবাসেন নাই? আপনি কি তাঁহাকে স্বামীত্বে বরণ করেন নাই?"

ফরাসী রমণী আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না। বলিল—"কি? আমি ডিউককে ভালবাসি—তাঁহাকে স্বামীত্বে বরণ করিয়াছি? এ কথা যদি আপনি বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি ঘোর উন্মাদ। আমার মত সুন্দরী যুবতী একটা অশীতিপর বৃদ্ধকে ভালবাসিতে পারে? না তাহাকে প্রাণদান করিতে পারে? সে কি আমার উপযুক্ত—আমার এই দেহভরা রূপ—আমার এই বুকভরা ভালবাসার যোগ্য পাত্র—যখন শুনিয়াছেন, তখন ভাল করিয়া শুনুন। আমি এলড্রেডের সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা অবগত। আমি তাহাকে কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিতে পারি, কিন্তু তাহা প্রাণ থাকিতে করিব না। এলড্রেডের মঙ্গলার্থে আমি একটী বর্ণও উচ্চারণ করিব না—তাহার সাহায্যকল্পে আমি আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত উত্তোলন করিব না। ইহার জন্য যদি আমাকে পথের ভিখারিণী হইতে হয়—আমার সর্ব্বনাশ হয়—এমন কি আমার মৃত্যু হয়—তাহাতেও আমি দুঃখিত নহি। সাদরে মৃত্যুকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত।"

বালিকা এইবার প্রকৃত ডোলাকে বুঝিতে পারিল—এইবার তাহার নিষ্ঠুরতার বিশেষ পরিচয় পাইল। তত্রাচ বালিকা ক্ষান্ত হইল না। ভয় ও প্রলোভন দেখাইয়া কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা করিল। প্রকাশ্যে বলিল— "আপনি মৃত্যুকে সাদরে বরণ করিতে পারেন সত্য, কিন্তু স্ত্রীলোকের মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে, তাহা জানেন? সে শাস্তি—নিন্দা, কলঙ্ক ও আজীবন কারাক্লেশ।"

ফরাসী রমণী একবারে মরিতে প্রস্তুত, কিন্তু দিন দিন তিল তিল

করিয়া মরিতে প্রস্তুত নহে। সেই জন্য আজীবন কারাক্লেশের কথায় যুবতী বিচলিত হইল। অস্ফুটস্বরে বলিল—"আজীবন কারাক্লেশ?"

"হাঁ, আজীবন কারাক্লেশ—জীবন্তে মৃত্যুযন্ত্রণা-ভোগ।"

ফরাসী রমণী আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—"কোন্ যুক্তিবলে আপনারা আমাকে কারাগারে পাঠাইতে পারেন? স্বীকার করি আমার ভ্রাতা দোষী, কিন্তু একের দোষে অপরে শাস্তি পাইবে কেন?"

"কেন শাস্তি পাইবেন জানেন? আপনার সেই সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাম খানির কথা মনে পড়ে কি? সেই টেলিগ্রামখানি সৌভাগ্যক্রমে একদিন এলড্রেডের হস্তে পড়িয়াছিল, তাহা আপনার স্মরণ আছে কি? সেই টেলিগ্রামের বলে ফরাসী গুপ্ত-সমিতির সভ্য বলিয়া আপনাকে অদ্য রাত্রেই গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে, তাহা আপনি মানেন কি?"

সেই সাঙ্কেতিক টেলিগ্রামের কথা শুনিয়া ক্রোধে ডোলার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইল—চক্ষুদ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিল—"কি? সে জানোয়ার—সে বর্ব্বর, এত শীঘ্র প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে? যে স্ত্রীলোকের নিকট একটা সামান্য প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অসমর্থ, সে আবার ভদ্রলোক পদবাচ্য? সে আবার নায়ক হইবার উপযুক্ত—সে আবার প্রণয়ী পদের যোগ্য? শোন ভালগা, সে কুক্কুর একদিন আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, টেলিগ্রামের কথা গোপন রাখিবে; জীবনে এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞার পরিনাম দেখিলে—তোমার প্রিয়তমের কার্য্য দেখিলে?"

"কিন্তু আপনি তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন কি? আপনার ভ্রাতার চৌর্য্যাপরাধ, আব্বারহানের হত্যাপরাধ এলড্রেডের উপর নিক্ষেপ

করিবার চেষ্টা করেন নাই কি? আপনার সহিত তাহার কি সর্ত্ত ছিল? আপনি সেই সর্ত্ত অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন কি? তবে আপনি ইহার অধিক কি বেশী প্রত্যাশা করিতে পারেন? আপনি শত শত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন—শত শত অন্যায় অপরাধ করিয়াছেন—শত শত পাপ কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এইবার তাহাদের শাস্তি আরম্ভ হইবে—আজীবন সেই অন্ধকারময় কারাগৃহে বসিয়া চোখের জলে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"

ভয়ে—ক্রোধে—ঘৃণায়—লজ্জায় ডোলার সর্ব্বশরীর বিবর্ণ হইয়া গেল। চক্ষের সম্মুখে ইংলণ্ডের কারাচিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—কারাগৃহের ভীষণ যন্ত্রণা মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে প্যারিসের—সেই সুখের—সেই বিলাসিতার—কার্য্যোদ্ধারের পর সেই উচ্চ সম্মানের আশা তাহার হৃদয়ে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিল। আর জীবনে সে প্যারিসে প্রত্যাগমন করিতে পাইবে না; বিজয়গর্ব্বে আর বন্ধুবান্ধবের সহিত—আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইবে না। এই কল্পনা ফরাসী রমণীকে বড়ই কাতর করিল—তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসিল। মনে হইল এই নিখিল বিশ্বটা যেন ধীরে ধীরে কোন অন্ধকারময় গর্ত্তে ডুবিয়া যাইতেছে।

লেডি ট্রিভালগা বলিল—"আর আমি অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিব না, এখনি পিতার গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইবে, অতএব আমি আপনার শেষ নির্ব্বাচন শুনিতে চাই। কারাগৃহে থাকাই কি আপনার বাঞ্ছনীয়?"

"আমাকে কারাগৃহে প্রেরণ করিলে কি আপনারা সুখী হইবেন?"

"যদি আপনি আমার পিতার সম্মুখে—জগতের সম্মুখে এলড্রেডের পূর্ব্ব জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তাহাকে কলঙ্কমুক্ত করেন, আর এন-

ডেডই যে টিবারউইথের প্রকৃত ডিউক এ কথা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে পলায়নের সাহায্য করিতে পারি।"

"আপনি এখন সুবিধা পাইয়া নিজের কার্য্যোদ্ধার চেষ্টা করিতেছেন।"

"তা আপনি যাহাই বলুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু এখানে আর অধিকক্ষণ থাকিয়া সময় নষ্ট করিতে পারিব না, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পিতার মৃত্যু হইতে পারে। সুতরাং এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি শীঘ্র বলুন?"

ফরাসী রমণী বিষম সমস্যায় পড়িল। কি করিবে? এলডেডকে কলঙ্কমুক্ত করিয়া ভালগার সুখের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে, না চিরজীবন কারাগৃহে বন্দিনী থাকিবে? ভালগা ঠিক কথাই বলিয়াছে, মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষা লজ্জা ঘৃণা কারাক্লেশ অধিক কষ্টদায়ক। যখন ডোলা দেখিল, সমস্ত স্বীকার করিয়া নিজের স্বাধীনতা ক্রয় ভিন্ন অন্য উপায় নাই, তখন বলিল—"আমি সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু আমি ডিউকের নিকট যাইতে পারিব না।"

"যদি তাঁহার নিকট না যান, তাহা হইলে আপনি একখানি কাগজে সমস্ত প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে নিজের নাম স্বাক্ষরিত করিয়া দিন। ইহাতে আপনি সম্মত আছেন?"

গত্যন্তর না দেখিয়া ফরাসী রমণী তাহাতে সম্মত হইল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

লেডি টি্ভালগা ফরাসী রমণীর নিকট স্বীকার-পত্র লেখাইয়া লইল। তাহাতে তাহার প্রিয়তমের কলঙ্ক মোচনের আবশ্যকীয় ঘটনাবলী ও জিরাল্ড অটারহামের হত্যা-রহস্য সমস্তই সংক্ষেপে লিখিত হইল। ডোলা তাহাতে স্বাক্ষর করিল ও তাহার একজন পরিচারিকাকে সাক্ষী করা হইল।

এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভালগা সত্বরপদে তথা হইতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় ফরাসী রমণীকে পলায়নের সুবিধা করিয়া দিতে বিস্মৃত হইল না। বালিকা বরাবর রোগীর গৃহে উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে। দেখিল রোগীর গৃহ নিস্তব্ধ, ডিউক তখনও নিদ্রা যাইতেছে এবং এলড্রেড সেইমাত্র নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া বালিকা বলিল—"আমি এতক্ষণে এ গৃহে ছিলাম না, ডোলার নিকট গিয়াছিলাম। বোধহয় তোমাদের কোন অসুবিধা হয় নাই।"

এলড্রেড বলিল—"না, আমাদের কিছু অসুবিধা হয় নাই, তবে তুমি এতক্ষণ ডোলার গৃহে ছিলে কেন?"

"এই দেখ তাহার নিকট হইতে তোমার জন্য কি আনিয়াছি" এই বলিয়া স্বীকার-পত্রখানি এলড্রেডের হস্তে প্রদান করিল। এলড্রেড পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"তুমি এত শীঘ্র কাজ উদ্ধার করিতে

পারিয়াছ? প্রিয়তম, তোমার দ্বারা বোধ হয় তোমাকে পাইব। কিন্তু দুঃখের বিষয় ডিউক আমাদের এ মিলন দেখিতে পাইবেন না। যদি আর কিছুদিন জীবিত থাকেন, তাহা হইলে কি আনন্দের হয়!"

তাহাদের কথোপকথনে ডিউকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখিলেন, এলড্রেডের হস্তে একখণ্ড কাগজ রহিয়াছে। ডিউক তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিসের কাগজ এলড্রেড? আবার কোন নূতন ঘটনা ঘটিয়াছে না কি?"

বালিকা বলিল—"বাবা, আর আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি ম্যাডাম ডোলার নিকট হইতে এই কাগজখানি লিখাইয়া আনিয়াছি। ইহাতে এলড্রেড সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। মিঃ এলড্রেড এখন কলঙ্কমুক্ত। ডোলা এই কাগজে স্বীকার করিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছে, সেই সঙ্গে উহার পরিচারিকাকেও একজন সাক্ষী করা হইয়াছে।"

ডিউক আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"এরূপ কার্য্য কি করিয়া সম্পন্ন করিলে? সে কি স্বইচ্ছায় সমস্ত স্বীকার করিয়াছে?"

"না বাবা, স্বইচ্ছায় করে নাই। তাহাকে এ স্থান হইতে পলাইবার সুবিধা প্রদান করায় সে এই স্বীকার-পত্র লিখিয়া দিয়াছে। বাবা, আপনাদের অমতে তাহাকে পলাইয়া যাইতে দিয়া ভাল করিয়াছি কি মন্দ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। তাহাকে একখানি গাড়ী দিয়াছি, সে অদ্য রাত্রেই ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া যাইবে। জীবনে কখনও সে আর আমাদের সংশ্রবে আসিবে না।"

"দেখ মা, যাহা করিয়াছ তাহার আর চারা নাই। কিন্তু পাপিয়সীর শাস্তি পাওয়াই উচিত ছিল।"

"কেন বাবা, লজ্জা ও অপমান স্ত্রীলোকের পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি নহে কি?"

"না মা, এই প্রকার ফরাসী রমণী লজ্জা ঘৃণা অপমান গ্রাহ্য করে না। কারাগারই তাহাদের উপযুক্ত স্থান। যাহা হউক তোমরা খুব সাবধানে থাকিবে। সে যে পরাজিত হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবে, এরূপ বোধ হয় না, পুনরায় কোন নূতন বিপজ্জাল বিস্তার করিতে পারে। ভগবান তোমাদের সহায় হউন—তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন—তোমরা দীর্ঘায়ু ও সুখী হও। মৃত্যু কালে ইহা অপেক্ষা আর কি বেশী আশীর্ব্বাদ করিব মা।" বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

এমন সময় স্থানীয় ডাক্তার আসিলেন, তিনি উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন। বালিকা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"এখন বাবার অবস্থা কিরূপ দেখিলেন?"

ডাক্তার বলিলেন—"এখনও বিশেষ কিছু বলা যায় না। তবে আজ লণ্ডনের দুইটী বড় ডাক্তারকে টেলিগ্রাম পাঠান হইয়াছে, বোধহয় শীঘ্রই তাঁহারা আসিবেন, এখন এই ঔষধই চলুক।" তৎপরে অন্যান্য আবশ্যকীয় উপদেশ দিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ডিউক আবার নিদ্রাভিভূত হইলেন।

ফরাসী রমণী সুবিধা পাইয়া পলায়ন করিয়াছে কি না দেখিবার জন্য লেডি ভালগা পুনরায় ডোলার কক্ষে গমন করিল। তখন সূর্য্য উদিত হইয়াছে। কিন্তু কক্ষমধ্যে তখনও ইলেক্‌ট্রিক আলোটা জ্বলিতেছিল। বালিকা দেখিল, কক্ষ শূন্য—ডোলা বা তাহার পরিচারিকা কেহই নাই। টেবিল চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্র গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, বড় বড় দুইটী ষ্টীল ট্রাঙ্ক গৃহের মধ্যস্থলে বসান

রহিয়াছে। তাহাদের ভিতরের দ্রব্য সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। গৃহের মেঝেতে একটা অডিকলোনের শিশি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া পড়িয়া আছে। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয় ফরাসী রমণী তাড়াতাড়ি এ স্থান ত্যাগ পলায়ন করিয়াছে।

যদিও ডোলা পলায়ন করিয়াছিল, তত্রাচ বালিকার বোধ হইল যেন তাহার নারকীয় প্রভাব তখনও গৃহের রুদ্ধ বায়ুতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, আর পৈশাচিক উষ্ণ নিশ্বাস তখনও গৃহে অনুভূত হইতেছিল। বালিকা সে গৃহ বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয় ফরাসী রমণী এ স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে, আর কখনও ইংলণ্ডে আসিতে সাহস করিবে না। কিন্তু যদি ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া না যায়? ইংলণ্ডের কোন স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া যদি আবার তাহার প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করে? বাবা যথার্থই বলিয়াছেন যে, সে ফরাসী রমণী পরাজিত হইয়া নীরবে এ অপমান সহ্য করিবে, এরূপ ত বোধ হয় না।

এই ভাবিয়া বালিকা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল এবং ভৃত্য-বর্গের মুখে শুনিল, প্রায় ২০ মিনিট পূর্ব্বে ডোলা এ স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। সঙ্গে তাহার পরিচারিকাটীও গিয়াছে। তাহাদের নিকট দুইটী কাপড়ের গাঁটরি ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না।

ভালগা ভাবিল, বোধ হয় এখন তাহারা ক্যামেলফোর্ড হোটেলে অপেক্ষা করিবে এবং গাড়ী পাইলেই এ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। তথাপি তাহাদের অনুসরণ করিবার জন্য একজন লোক পাঠাইলে ভাল হয়। এখনও সময় আছে—এখনও একজন লোক পাঠাইলে ফরাসী রমণীর সাক্ষাৎ পাইতে পারে। এই ভাবিয়া বালিকা তৎক্ষণাৎ একজন

পেয়াদাকে ডাকিল। এই ব্যক্তি ভালগার বড় বিশ্বাসী ভৃত্য। তাহাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল—"একখানি গাড়ী লইয়া এখনি ক্যামেলফোর্ড হোটেলে যাও, সম্ভবতঃ তথায় ম্যাডাম ডোলার সাক্ষাৎ পাইবে। তথা হইতে তাহার অনুসরণ করিবে। যে পর্য্যন্ত না তাহারা ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া যায়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসরণে নিবৃত্ত হইও না। মধ্যে মধ্যে আমি যেন তোমার নিকট হইতে তাহাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ পাই।"

পেয়াদা চলিয়া গেল। বালিকা পুনরায় উপরে যাইবে এমন সময় এলড্রেডের নার্সের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। নার্স বলিল—"আমি মিঃ এলড্রেডকে ঘুমের ঔষধ দিয়াছি, তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার জন্য উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। কিন্তু আপনার বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। কয়দিন ধরিয়া আপনি যেরূপ অবিশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে যদি কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই আপনার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যাইবে। আপনাকে একটা কঠিন পীড়াগ্রস্থ হইতে হইবে। বাস্তবিক আপনার মুখ যেরূপ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহা দেখিলে ভয় হয়।"

লেডি ভালগা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"আমার কিছুই হইবে না। আমার জন্য আপনার কোন চিন্তা নাই।" এই বলিয়া বালিকা নিজের কক্ষে উপস্থিত হইল।

নার্স সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—"এরূপ অদ্ভুত প্রকৃতির স্ত্রীলোক ত কখনও দেখি নাই। কিন্তু যেরূপ ভাবে পরিশ্রম করিতেছে ও উঁহার উপর দিয়া যেরূপ ঘাত প্রতিঘাত চলিয়াছে, তাহাতে যে বালিকা শীঘ্রই কোন সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইবে, সে বিষয়ে

কোন সন্দেহ নাই। মিঃ এলড্রেডের পরই বোধ হয় ঐ বালিকার চিকিৎসার ভার আমার উপর অর্পিত হইবে।" নার্স এইরূপ ভাবে চিন্তা করিতেছে, এমন সময় ভালগার কক্ষ হইতে প্রথমে ক্রন্দনের শব্দ—তৎপরে একটা গোঁ গোঁ শব্দ তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। নার্স তাড়াতাড়ি ভালগার কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিল, বালিকা মূর্চ্ছা গিয়াছে।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

গত রাত্রে লেডি ভালগা তাহারি কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলে পদাহতা ফরাসী রমণী ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—চক্ষু হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইতে লাগিল। মুষ্টি দৃঢ় করিয়া ওষ্ঠাধর দন্তে নিষ্পেষিত করিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহিনীর ন্যায় অস্থিরভাবে গৃহমধ্যে পদচালণা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"এত দিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিলাম—এতদিন যে এত ষড়যন্ত্র করিলাম তাহার ফল কি এই হইল? সে নির্ব্বোধ বালিকার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে? তাহার এক কথায় পদাহত কুক্কুরীর ন্যায় এ স্থান হইতে বিতাড়িত হইতে হইবে? উঃ! আমার এত পরিশ্রম সত্ত্বেও এলড্রেড সুখী হইবে? আবার নিজের স্বাধিকার প্রাপ্ত হইবে? লেডি ভালগার মত সুন্দরী বালিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে? তবে আর কি হইল? আমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইল কই? এলড্রেড সুখী হইবে—আবার সমস্ত ফিরিয়া পাইবে—কিন্তু আমার কি হইল? আমার কি বাকী রহিল? সহায়শূন্যা—সম্পত্তিশূন্যা—পদদলিতা বিতাড়িতা কুক্কুরীর ন্যায় ঘৃণ্যভাবে জীবনযাপন করিতে হইবে? না তাহা

হইবে না! আমি কখনই এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইব না। আমি কি এতই দুর্ব্বল? আমার কি সে শক্তি নাই? নারীর সে প্রাণঘাতিনী শক্তি—বিশ্বসংহারিণী শক্তি কি একবারেই তিরোহিত হইয়াছে? তাহাদের মস্তক কি এরূপভাবে পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারিব না।" এই বলিয়া যুবতী কক্ষতলে সবলে এক পদাঘাত করিল। তাহার উন্মাদিনীর ন্যায় এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পরিচারিকা ভীত হইয়া গৃহের এক কোণে নিস্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। কিন্তু দুর্গে আর অধিকক্ষণ থাকা কর্ত্তব্য নয় বিবেচনা করিয়া ভীতভাবে ডোলাকে বলিল—"ডিউক-কন্যা আমা-দিগকে এখনি এ গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন; আর আমাদের এ স্থানে অপেক্ষা করা কোনক্রমে কর্ত্তব্য নহে। বাহিরে গাড়ী প্রস্তুত আছে, যদি অনুমতি করেন"—

"চুপরাও হারামজাদী! এ স্থান ত্যাগ করা উচিত কি না, সে কর্ত্তব্য জ্ঞান আমাকে শিক্ষা দিতে হইবে না—সে জ্ঞান আমার যথেষ্ট আছে?"

"আমাকে ক্ষমা করুন, আপনার নিরাপদের জন্যই আমি এ কথা উল্লেখ করিতে সাহস করিয়াছি।"

"হাঃ হাঃ হাঃ আমার আবার নিরাপদ? না, আমার নিরাপদ স্থান নাই—সারা বিশ্বে আমার নিরাপদ স্থান নাই—চতুর্দ্দিকে আমার বিপদ। লেডি ভালগা আমাকে কারাগারের ভয় দেখাইয়াছে। মনে করিয়াছে সেই ভয়ে আমি এ স্থান হইতে পলায়ন করিব। আজ যদি যাই—কাল আবার আসিব। লক্ষ পিশাচীর শক্তি সংগ্রহ করিয়া আবার এ স্থানে অবতীর্ণ হইব—লক্ষ সর্পিনীর কালকূট সংগ্রহ করিয়া আমার এ অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য কাল আবার এ স্থানে উপস্থিত হইব। লক্ষ-

প্রেতিনীর বিভীষিকা লইয়া কাল আবার এ স্থানে ছুটিয়া আসিব। জীবনের বিস্তর দিন সম্মুখে পড়িয়া আছে, এক দিন না এক দিন এ অপমানের প্রতিশোধ লইবই লইব।"

"আজ্ঞে আমাদের—"

"চুপ কর! আমাকে একলা থাকিতে দাও। বুঝিতে পারিতেছ না, আমি উন্মাদিনী হইয়াছি—আমার ঘাড়ে খুন চাপিয়াছে—আমি চারিদিকে হত্যার বিভীষিকা মূর্ত্তি দেখিতেছি। আমি রক্ত চাই—এলড্রেডের বক্ষ-উৎসারিত সমুষ্ণ শোণিতধারায় আমি হৃদয়ের জ্বালা জুড়াতে চাই—আমার এ দানবীয়যজ্ঞে তাহার জীবনাহুতি চাই। এখন আমি মানবী নই—প্রতিবিধিৎসাপরায়ণা ভীষণা রাক্ষসী—দানবী—প্রেতিনী। সরে যাও, সরে যাও, নচেৎ তোমার রক্ত পান করিতে কুণ্ঠিত হইব না।"

এই বলিয়া যুবতী উন্মাদিনী সিংহিনীর ন্যায় গৃহের এধার ওধার করিতে লাগিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল—ঘন ঘন নিশ্বাসে তাহার পীবর বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতে লাগিল। যুবতী হঠাৎ টেবিলের নিকট গমন করিয়া তাহার উপর হইতে একটী ফুলের তোড়া লইয়া তাহা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিল। সেই টেবিলের উপর একটী অডিকলোনের শিশি ছিল, সেটাকে লইয়া ভূমিতলে সজোরে নিক্ষেপ করিল—শিশিটা কক্ষতলে পড়িয়া চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সেই শব্দে চমকিত হইয়া পরিচারিকা গৃহের এক কোণে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

"এইরূপ তাণ্ডব অভিনয়ের পর তাহার ক্রোধের পরিমাণ কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে ফরাসী যুবতী নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিল। কিয়ৎ পরিমাণে তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তখন আবার লেডি ভালগার কথা

তাহার মনে পড়িল; বুঝিল আর এ স্থানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। বিলম্বে বিপদ উপস্থিত হইতে পারে সুতরাং অবিলম্বেই এ স্থান ত্যাগ করাই উচিত। কিন্তু এ ত্যাগ আমার শেষ ত্যাগ নহে। আবার এ স্থানে ফিরিয়া আসিব—এবার ছদ্মবেশে উপস্থিত হইব। লেডি ভালগাকে পত্নী বলিয়া সম্বোধন করিবার জন্য এলড্রেডকে জীবিত রাখিব না। যে সুখের জন্য একদিন আমি লালায়িত হইয়াছিলাম, সে সুখের অধিকারিণী মূর্খ ভালগাকে হইতে দিব না। ভাবিয়াছে এতদিন পরে তাহারা আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। মূর্খগণ অবিলম্বে তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবে; দেখিবে এ রঙ্গক্ষেত্রে আবার অবতীর্ণ হইয়াছি—আবার ধ্বংশের নূতন অভিনয় আরম্ভ করিয়াছি। দেখিবে সেই ধ্বংশ ক্ষেত্রের উপর পদদলিতা ফরাসী রমণী ধেই ধেই করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে।

পরিচারিকা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। প্যারিসে প্রত্যাগমনের জন্য তাহার প্রাণ বড় ছটকট করিতেছিল। সাহস সঞ্চয় করিয়া পুনরায় ডোলার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"ক্ষমা করুন ম্যাডাম, আর এ স্থানে অপেক্ষা করা কোনমতে উচিত হইতেছে না।"

তাহার বাক্যে পুনরায় ডোলার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। বলিল—"ঠিক বলিয়াছ মেরি, আর এ স্থানে অপেক্ষা করা কোন মতে উচিত হইতেছে না। শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া লও। ষ্টীল ট্রাঙ্ক দুইটা এই স্থানে পড়িয়া থাক, ভালগা নিশ্চয় ও ট্রাঙ্ক দুইটা প্যারিসের ঠিকানায় আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। কেবল পোষাক পরিচ্ছদের জন্য যাহা আবশ্যক, সেইগুলিই গুছাইয়া লও—আর সমস্ত পড়িয়া থাক্। বিলম্ব করিও না, জল্‌দি জল্‌দি প্রস্তুত হও।"

পরিচারিকা মেরি এতক্ষণ তাহাই ভাবিতেছিল। এক্ষণে হুকুম পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইল এবং কাপড়চোপড়গুলি বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—"আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, এমন দারুণ শীতের জায়গা কি ভাল লাগে। না আছে একটা পরিচিত লোক—না আছে কিছু। বাপ. এখানে কি মানুষে থাকতে পারে? আমার প্রাণ যেমন আইঢাই করিয়া উঠিতেছে।"

পরিচারিকাটী দুর্ব্বল প্রকৃতির হইলেও বড় সরল ছিল। ভাল মন্দ বিচার না করিয়া মনিব ঠাকুরাণীর আজ্ঞা পালনই একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিত। হিতাহিত বিচার করিবার তাহার ক্ষমতাও বিশেষ ছিল না। ফরাসী রমণী যাহা বলিত, তাহাই অন্ধভাবে প্রতিপালন করিত।

ম্যাডাম ডোলা নিজের বহুমূল্য ও উজ্জ্বল পোষাক পরিত্যাগ করিয়া একটা কাল কাপড়ের গাউন ও তদুপযুক্ত একটা মোটা কোট পরিধান করিল। কারণ ফরাসী রমণী ভাবিল, এই ভুবনমোহিনী সৌন্দর্য্যের উপর উজ্জ্বল পোষাক পরিধান করিলে সকলে তাহাকে চিনিতে পারিবে এবং সকলের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইবে; সুতরাং এখন কাল ময়লা পোষাক পরিধান করাই কর্ত্তব্য এবং এ ভুবনচাঞ্চল্যবিধায়িনী রূপরাশি—এ অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল—এ পশমসদৃশ কেশপাশ এখন কিছুদিন লুক্কায়িত রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

যুবতী এই সামান্য কাল পোষাক পরিধান করিয়া একটা বড় লম্ববান আয়নার নিকট গমন করিল। দেখিল, এ সামান্য পরিচ্ছদের মধ্যেও তাহার সৌন্দর্য্য বাঁধা রাখা যাইতেছে না। সে বিশ্ববিমোহিনী সৌন্দর্য্য যেন শতধারে উছলিয়া পড়িতেছে দেখিয়া যুবতী হাসিল। ভাবিল এ সৌন্দর্য্য কি বন্যপুষ্পের ন্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে বৃথায় নষ্ট হইবে—এ

মুকুলিত যৌবন কি অনাদরে অবহেলায় শুষ্ক হইয়া যাইবে? আমার এই অতুল সৌন্দর্য্য—এই অনিন্দসুন্দর মুখমণ্ডল—এই বিদ্যুৎবর্ষী কটাক্ষ—এই তীক্ষ্ণ প্রতিভা পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ—ইহা সাম্রাজ্ঞীর উপযুক্ত। এরূপ সৌন্দর্য্য-সম্পদের অধিকারিণী হইয়াও আমাকে ভালগার ভয়ে পৃথিবীর এক নির্জ্জন স্থানে লুক্কায়িত থাকিতে হইবে, আর একটা মূর্খ জড় পুত্তলিকা এ স্থানে রাজত্ব করিবে—এলড্রেডের পত্নী হইবে! না, ইহা হইতে পারে না, সহস্র বার হইতে পারে না, লক্ষ বার হইতে পারে না! যদি আমাকে এ সৌন্দর্য্য একান্তই নষ্ট করিতে হয়, ভাগ্য বিড়ম্বনায় যদি এ নবীন যৌবনের এত আশা—এত আশঙ্কা—এত ভালবাসা ত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে স্বইচ্ছায় তাহা নষ্ট করিব, সে নির্ব্বোধ বালিকার ভয়ে নষ্ট করিব না—তাহার ভয়ে আমার জীবনের সুখের আশা ত্যাগ করিব না।

মেরি এতক্ষণ তাহার মনিব ঠাকুরাণীর কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিতেছিল। ডোলার মুখে হাসির রেখা দেখিয়া পরিচারিকা ভাবিল, এইবার ডোলা বিবির রাগ পড়িয়াছে, তাহার মুখে আবার হাসির রেখা দেখা দিয়াছে। কিন্তু কি বেহায়া মেয়েমানুষ! কুক্কুরীর মত দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলে, তবু মুখে হাসি আসিতেছে! শুধু বেহায়া! দয়া মায়া পর্য্যন্ত নাই। এমন রাজপুত্রের মত সহোদরের এরূপ অপঘাত মৃত্যু হইল, তবু তার জন্য একটু দুঃখ প্রকাশও করিল না। ধন্য রমণীর প্রাণ! যাক্, আর ইহার নিকট চাকরি পোষাইবে না, ফ্রান্সে গিয়াই এর চাকরি ছাড়িয়া দিব। এরূপ নিষ্ঠুর প্রকৃতি রমণীর নিকট মানুষ থাকে? বাপ! এরূপ ভয়ানক মেয়ে মানুষ ত কখন দেখি নাই। যেন একটা দানবী—দেখলেও ভয় হয়।

পরিচারিকাটীর ভয়ের যথেষ্ট কারণ ছিল। সেই উত্তেজিত মুহূর্ত্তে ফরাসী রমণী এরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তাহার মুখমণ্ডলে এইরূপ ভয়াবহ পৈশাচিক ভাব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল যে, তাহাকে দেখিলে ভীত না হইয়া কেহ থাকিতে পারিত না।

ইতিমধ্যে সমস্ত গুছাইয়া লইয়া ফরাসী রমণী সত্বর নিজের কক্ষ ত্যাগ করিয়া নীচে নামিয়া আসিল। পরিচারিকাটীও হস্তে দুইটী ব্যাগ লইয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। ম্যাডাম ডোলাকে দেখিয়া দুর্গস্থ ভৃত্য-মণ্ডলীর কেহ বিদ্রূপ করিল, কেহ হত্যাকারীর ভগ্নী বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিল, কেহবা বলিল এ পাপিষ্ঠাকে আমাদের ডিউক-কন্যা তাড়াইয়া দিতেছেন, কেহ কেহ বলিল ইহার ভ্রাতাই আমাদের ডিউককে বিষম আঘাত করিয়া পলায়ন করিতে গিয়া সমুদ্রগর্ভেই সমাধিস্থ হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ম্যাডাম ডোলা কিন্তু তাহাদের ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি, তাহাদের অস্ফুট তীব্র শ্লেষবাক্য কিছুই লক্ষ্য করিল না। কিছুতেই চঞ্চল হইল না। গম্ভীর-ভাবে—সগৌরবে গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে কোচম্যানকে বলিল—"ক্যামেলফোর্ড হোটেলে চল।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

হোটেলাভিমুখে যাইবার সময় গাড়ীতে পরিচারিকা মেরির সহিত ডোলার কোনরূপ কথাবার্ত্তা হইল না। ভবিষ্যতে কিরূপে এ দারুণ অপমানের ভীষণ প্রতিশোধ লইবে, সেই চিন্তায় ফরাসী রমণীর হৃদয় পূর্ণ ছিল, সুতরাং বাক্যালাপের অবসর ঘটিল না।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিবার পর যুবতী গাড়ীর জানালার মধ্য দিয়া পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, দূরে একটী অশ্বারোহী তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া যুবতী অনুমান করিল, বোধ হয় আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য ভালগা একজন অনুচর প্রেরণ করিয়াছে। বেশ, তাহাই যদি হয়, ঐ ব্যক্তি দেখিবে আমি এ টি বার-উইথ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি। যদি বেশী দূর পর্য্যন্ত অনুসরণ করে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমার ছলনায় সে কতক্ষণ স্থির থাকিবে? সে নিজের লক্ষ্য কতক্ষণ স্থায়ী রাখিবে? শীঘ্রই তাহাকে আমার নিকট প্রতারিত হইতে হইবে।

অবিলম্বে সেই অশ্বারোহী ফরাসী রমণীর গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল এবং একটী সঙ্কেত করিবামাত্র গাড়ীখানি দাঁড়াইয়া পড়িল। সেই অশ্বারোহী পুরুষ গাড়ীর দরজার নিকট গমন করিয়া বলিল—"ম্যাডাম,

আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই ট্রেণ আছে, সুতরাং এখন হোটেলে গিয়া তথাকার লোকের নিদ্রার ব্যাঘাত করিবার আবশ্যকতা কি?" আপনি বরাবর ষ্টেশনে যাইতে পারেন। অন্য সময় হইলে যুবতী অনুচরের এরূপ ধৃষ্টতা—এরূপ অর্ব্বাচীনতা মার্জ্জনা করিত না, তাহাকে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান করিত। কিন্তু মেরির সাক্ষাতে ফরাসী রমণী কোনরূপ ক্রোধের ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিল—"বেশ, সৌভাগ্য বশতঃ যখন আমরা আসিয়াই গাড়ী পাইয়াছি, তখন হোটেলে যাইবার আবশ্যক কি? তবে গাড়োয়ানকে বরাবর ষ্টেশনে যাইতে বল।"

কোচম্যান আদেশ পাইয়া গাড়ী লইয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিল। কিন্তু সেই অশ্বারোহীকে বরাবর হোটেলের দিকে যাইতে দেখিয়া যুবতী বুঝিতে পারিল, ঐ ব্যক্তি হোটেলে অশ্ব রাখিয়া ষ্টেশনে আসিবে এবং ট্রেণে উঠিয়া আমাদের অনুসরণ করিবে। যুবতী তাহার জন্য কোনরূপ উৎকণ্ঠিত হইল না, মনে মনে বলিল—"ডিউক-কন্যা, তুমি যে আমার সহিত চতুরতা করিতেছ, তাহা আমার নিকট খাটিবে না—এ সাদা চালে আমার মত রমণীকে মাৎ করা অসম্ভব। তুমি মূর্খ, তাই এরূপ ভাবিয়াছ। দেখি এ খেলায় জয় পরাজয় কাহার?"

ষ্টেশনে তাহাদিগকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। অনতিবিলম্বে লৌহশকট ভোঁস ভোঁস শব্দ করিয়া প্লাটফরমে আসিয়া উপস্থিত হইল। ম্যাডাম ডোলা ও তাহার পরিচারিকাটী একটী প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠিল এবং ভালগা প্রেরিত অনুচরটীও সেই কামরার নিকটেই একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আরোহণ করিল। মনে করিল, প্রত্যেক ষ্টেশনেই উঁহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে করিতে যাইব। যদি কোন ষ্টেশনে অবতরণ করে, তাহা হইলে তাহার বেশভূষা দেখিয়া ফরাসী

রমণীকে অনায়াসে চিনিতে পারিব। ইতিমধ্যে কেহ গাড়ীতে উঠিল, কেহ নামিল, এরূপ গোলোযোগের মধ্যে কিছুক্ষণ পরে ঢং ঢং শব্দ হইল— নিশান উড়িল—গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

গাড়ী যখন চলিতে আরম্ভ করিল, তখন ম্যাডাম ডোলা অশ্রুপূর্ণ লোচনে পরিচারিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া করুণকণ্ঠে বলিতে লাগিল— "মেরি, লেডি ভালগা আমার প্রতি এরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়াছে যে, তাহা স্মরণ হইলে লজ্জায় আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হয়। তুমি বড় সরল ও তোমার হৃদয় বড়ই কোমল। তুমি এ নির্দ্দয় সংসারের রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার কিছুই জান না, সেই জন্য তুমি সহজে এ সমস্ত কথা বুঝিতে পারিবে না। সত্য কথা বলিতে কি, এরূপ অপমানিত আমি জীবনে কখনও হই নাই। দেখ কি একটা মিথ্যা দোষারোপ করিয়া আমার ভ্রাতার মৃতদেহ উদ্ধারের পূর্ব্বেই আমাকে এ স্থান হইতে নির্দ্দয়ভাবে বিতাড়িত করিয়া দিল. একদিন মাত্র সাবকাশ দিল না।"

এই শুনিয়া মেরির প্রাণে বড় কষ্ট হইল। সে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া বলিল—"বাস্তবিক ম্যাডাম, ইহাতে আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। কোন ভদ্রলোক তাহার বিপন্ন অতিথিকে এইরূপভাবে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারে, ইহা আমার বিশ্বাস ছিল না। ইংলণ্ডের লোকে ভদ্র ব্যবহার কি জানে না?"

ম্যাডাম ডোলা পরিচারিকার হাত ধরিয়া বলিল—"মেরি, তুমি কি আমায় ভালবাস? আমার এ দুঃখ দেখিয়া তোমার কি কষ্ট হয়?"

"হাঁ ম্যাডাম, আপনার দুঃখ দেখিয়া বাস্তবিক আমার কষ্ট হয়।"

"দেখ মেরি, তোমার প্রতি আমি কখনও অসদ্ব্যবহার করি নাই। মাঝে মাঝে তোমাকে দুই একটা রাগের কথা বলি বটে, সে কেবল

মানসিক যন্ত্রণা বশতঃই বলিয়া থাকি; তাহা আমার অন্তরের নহে। তুমিও ত বুঝিতে পারিতেছ কিরূপ বিপদের মধ্য দিয়া আমাকে দিন কাটাইতে হইতেছে। যাহা হউক আমার এই বিপদের সময় তোমাকে একটী অনুরোধ করিব, তুমি দয়া করিয়া আমার সে অনুরোধ রাখিবে কি?"

"আমি আপনার বাঁদী, আমাকে এরূপ ভাবে অনুরোধ করিতেছেন কেন? আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন, আমি সাধ্যমত তাহা সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিব।"

"দেখ, আমার মান সম্ভ্রম এমন কি আমার জীবন পর্য্যন্ত রক্ষার ভার এখন তোমার হাতে, তুমি ইচ্ছা করিলে আমাকে রক্ষা করিতে পার।"

"আমাকে কি করিতে হইবে, বলুন আমি এই দণ্ডেই তাহা করিতে প্রস্তুত।"

"দেখ, যদি এরূপভাবে আমি বরাবর প্যারিসে যাই, তাহা হইলে আমার সমস্ত মান সম্ভ্রম এমন কি আমার জীবনের অপেক্ষা যাহা মূল্যবান সে সমস্ত দ্রব্য এ স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু যদি আমি আবার ট্রিবাউইথে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে সে সমস্ত দ্রব্য পুনরায় ফিরিয়া পাইতে পারি।"

"সত্য বলিতেছেন ম্যাডাম?"

"সত্যই বলিতেছি। সেইজন্য আমি মনে মনে কল্পনা করিয়াছি, যে কোনরকমে হউক আমি আবার ট্রিবারউইথে প্রত্যাগমন করিব। তুমি ত জান মেরি, আমার ভ্রাতার মৃতদেহ এখনও সমুদ্র জলে ভাসিতেছে, এ পর্য্যন্ত তাহার উদ্ধার হইল না। হাঃ দুরদৃষ্ট!" ডোলা রুমাল লইয়া চক্ষুৰ্দ্বয় মুছিল এবং পুনরায় বলিতে লাগিল—"মেরি, আমার

ভ্রাতা কিরূপ অন্যায়ভাবে অপমানিত হইয়াছিল তাহা তুমি বোধ হয় কতক শুনিয়াছ। লোকে বলিতেছে ডিউকের গোপনীয় কাগজ পত্র চুরি করিয়া পলায়ন করিবার সময় হঠাৎ সমুদ্র গর্ভে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে। হায়! এ অপবাদ ও তাহার অদৃষ্টে ছিল।" ডোলা পুনরায় চোক্ষে রুমাল দিল।

মেরি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিল—"আর বৃথা শোক করিয়া কি হইবে, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার ত আর উপায় নাই। আচ্ছা সে কাগজগুলি তবে কাহার?"

"ঐ কাগজগুলির সম্বন্ধে অনেক কথা আছে মেরি? তবে শোন, ঐ কাগজগুলি আমার ভ্রাতার, আমার ভ্রাতারই বলি কেন ঐ দলিলগুলি ফরাসী গবর্ণমেণ্টের। ঐ কাগজগুলির উপর আমাদের দেশের সুখ শান্তি এমন কি স্বাধীনতা পর্য্যন্ত নির্ভর করিতেছে। শত্রু আক্রমণ করিলে কিরূপ ভাবে ফ্রান্স রক্ষা করিতে হইবে, কিরূপভাবে শত্রুগণের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে হইবে, তাহার গুপ্ত মন্ত্রণা উহাতে লিখিত আছে; সুতরাং ঐ কাগজগুলি আমার ভ্রাতার অত্যন্ত প্রিয়বস্তু ছিল। অনেক দিনের কথা বলিতেছি একদিন মুশিয়ে ফ্রাঁসোয়া ঐ দলিলগুলি রক্ষার ভার আমার উপর দিয়া দিন কয়েকের জন্য স্থানান্তরে গমন করে। মিঃ ব্যারেনষ্টো সুযোগ পাইয়া আমার নিকট হইতে সেইগুলি চুরি করিয়া এ স্থানে পলাইয়া আইসে। ঐ দলিলগুলির সন্ধানে আমরা নানা স্থান ঘুরিয়া অবশেষে ট্রিবারউইথে আসিয়াছিলাম—এ সংবাদ তুমি ত জান। তারপর অনেক কষ্টে আমার ভ্রাতা ঐ দলিলগুলি এলড্রেড ব্যারেনষ্টোর নিকট আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এই কারণে এলড্রেড অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় ও ডিউক-কন্যা ভালগার সাহায্যে অটারহামকে হত্যা করিয়া সেই

হত্যাপরাধ আমার ভ্রাতার স্কন্ধে নিক্ষেপ করে। আমার ভ্রাতা ফ্রাঁসোয়া দেখিল, এ অবস্থায় এ স্থানে আর অধিক দিন অপেক্ষা করিলে তাহাকে নিশ্চয় বন্দী হইতে হইবে সুতরাং ঐ দলিলগুলি ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট পৌঁছিবে না। সেই জন্য ফ্রাঁসোয়া একদিন রাত্রে ঐ কাগজগুলি লইয়া পলায়ন করিতে গিয়া হঠাৎ সমুদ্র গর্ভে পতিত হয় ও প্রাণ হারায়। এখনও ঐ দলিলগুলি আমার ভ্রাতার মৃতদেহের সঙ্গেই আছে। এখন বল দেখি মেরি, এ অবস্থায় কি করিয়া আমি দেশে ফিরিয়া যাই—কি করিয়া এই দলিলগুলি শত্রুর দেশে ফেলিয়া যাই—গবর্ণমেণ্ট উদগ্রীব হইয়া আমাদের আগমন প্রতিক্ষা করিতেছে। তাঁহাদের নিকটে গিয়া কি বলিব—কোন মুখে আমি তাঁহাদের নিকট দাঁড়াইব। না মেরি, সেই কাগজগুলির উদ্ধার করিতে না পারিলে আর আমি দেশে ফিরিয়া যাইব না। আর আমার এ কলঙ্কিত মুখ তথায় দেখাইব না।"

"যখন সেই কাগজগুলি আপনার ভ্রাতার নিকট ছিল বলিতেছেন, তখন সেগুলির উদ্ধারের উপায় কি? তাহার মৃতদেহ এখন সমুদ্রের জলে কোথায় ভাসিতেছে।"

"উপায় আছে মেরি? আমার ভ্রাতার মৃতদেহ যে কোন সময় তীরে আসিয়া লাগিবেই লাগিবে। তখন যদি আমি তথায় উপস্থিত থাকিতে পারি তাহা হইলে ঐ কাগজগুলি অনায়াসে উদ্ধার করিতে পারিব।"

মেরি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তৎপরে বলিল—"কিন্তু আপনি দেশে ফিরিয়া যাইবেন কিরূপে? যদি লেডি ভালগা পুনরায় আপনার সন্ধান পাইয়া আপনাকে বন্দী করে?"

"আমি যেরূপ উপায়ে যাইব মনস্থ করিয়াছি তাহাতে লেডি ভালগা আমাকে চিনিতে পারিবে না।"

"কিন্তু যে ব্যক্তি আমাদের অনুসরণ করিতেছে তাহাকে ফাঁকি দিয়া যাইবেন কিরূপে?"

"সেই জন্যই ত তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি মেরি! তুমি যদি এক কাজ কর তাহা হইলে ঐ লোকটার চোকে ধুলা দিয়া অনায়াসে পলায়ন করিতে পারি।"

"কি অনুমতি করুন।"

"তুমি আমার কালরঙ্গের পোষাকগুলি পরিধান কর, আর তোমার ঐ পোষাকগুলি আমাকে দাও। তোমাতে আমাতে উচ্চতায় প্রায় সমান আছি। সুতরাং এরূপ বেশ পরিবর্ত্তন করিলে তোমাকে কেহ চিনিতে পারিবে না। তার উপর একখণ্ড কাপড়ে তোমার মুখ আবৃত থাকিবে, সুতরাং সকলেই তোমাকেই ম্যাডাম ডোলা বলিয়া অনুমান করিবে, এ বিষয়ে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইবে না। তুমি এই ট্রেণেই বরাবর লণ্ডনে যাইবে এবং তথা হইতে চেরিংক্রসে গিয়া ডোভারের ট্রেণ ধরিবে। ঐ লোকটা সম্ভবতঃ তোমাকে ডোভার পর্য্যন্তই অনুসরণ করিতে পারে, আর অধিক দূর যাইবে না। তৎপরে তোমাকে জাহাজে উঠিতে দেখিলেই ঐ অনুসরণকারী টিবারউইথে ফিরিয়া আসিয়া লেডি ভালগাকে সংবাদ দিবে, ম্যাডাম ডোলা এ স্থান ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে যাইবার জন্য ডোভারের ষ্টীমারে উঠিয়াছে।"

"কিন্তু আপনি কি করিবেন?"

"আমার জন্য ভাবিও না। পরিচারিকার পোষাক পরিধান করিয়া পর ষ্টেশনে নামিয়া পড়িব। ঐ লোকটা আমাকে দেখিতে পাইবে না, আর যদিই দেখিতে পায়, তাহা হইলে এই পর্য্যন্ত ভাবিবে যে ম্যাডাম ডোলার পরিচারিকা তাহার মনিব ঠাকুরাণীর অসময় দেখিয়া তাহাকে

ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, সুতরাং আমার প্রতি সে ব্যক্তির বিশেষ মনোযোগ থাকিবে না। এখন সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলে ত? আর বেশী বিলম্ব না করিয়া তোমার পোষাকগুলি আমাকে ছাড়িয়া দাও। ইহাতে কোনরূপ ভয়ের কারণ নাই—তোমার কিছুমাত্র অমঙ্গল হইবে না। অনায়াসে তুমি প্যারিসে গিয়া পৌঁছিতে পারিবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার এ উপকার জীবনে কখন ভুলিব না। যখন পুনরায় প্যারিসে যাইব তখন তোমায় প্রচুর অর্থ প্রদান করিব, তোমাকে আর কখনও এরূপ হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে না।"

"না, আমার বড় ভয় হইতেছে, আমায় ক্ষমা করুন। কিসে কি হইবে আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

"কি হইবে? কিছুই হইবে না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ইহাতে বিন্দুমাত্র বিপদের আশঙ্কা নাই। কেন বৃথা ভয় করিতেছ?" এই বলিয়া ডোলা পরিচারিকাকে নিজের কোলের দিকে টানিয়া আনিল।

মেরি ডোলার কথাবার্ত্তায়—তাহার হাবভাবে—তাহার দৃষ্টিশক্তিতে—তাহার স্পর্শে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হইয়া গেল। নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত রহিল না। ধীরে ধীরে বলিল—"আমি আমার পোষাক পরিচ্ছদ দিতেছি, ঈশ্বর করুন আপনার যেন কোনরূপ অমঙ্গল না ঘটে।"

"আমার কিছুই হইবে না। যখন আমি ট্রিবারউইথে প্রত্যাগমন করিব, তখন আমাকে একটী প্রাণীও চিনিতে পারিবে না। যাক আর সময় নাই, বোধহয় পর ষ্টেশনে পৌঁছিতে আর ১৫ মিনিট বিলম্ব আছে। তোমার পোষাক পরিচ্ছদ শীঘ্রই খুলিয়া দাও। বিলম্ব না হয়।"

অল্প সময়ের মধ্যে উভয়ে নীরবে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল।

ম্যাডাম ডোলা পরিচারিকার শ্বেতবর্ণ ঢিলে জামা তাহার উপর ছোট কোট ও একটা টুপি পরিধান করিল ও সেই গাড়ী সংলগ্নস্থ দর্পণে নিজের বেশ ভূষা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল—"বেশ হই-য়াছে—নয় মেরি? এখন আমাকে একটা মোটা ওড়না দাও দেখি?"

বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ম্যাডাম ডোলা তাহার গলার এক ছড়া হার খুলিয়া বলিল—"মেরি, তোমার কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ এই হার ছড়াটী গ্রহণ কর, ইহা বিক্রয় করিলেও কিছু অর্থ পাইতে পারিবে।"

মেরি চোখের জল মুছিতে মুছিতে হার ছড়াটী গ্রহণ করিল। তাহাকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া ডোলা বলিল—"চুপ কর, এখন রোদনের সময় নয়। যাহা তোমাকে দিলাম ইহা যৎসামান্য। তুমি অদ্য আমার যাহা উপকার করিয়াছ, তাহার তুলনায় ইহা কিছুই নয়। আর পাথেয় স্বরূপ এই গিনি কয়টী গ্রহণ কর। তারপর যখন প্যারিসে প্রত্যাগমন করিব, তখন তোমাকে রীতিমত সন্তুষ্ট করিতে বিস্মৃত হইব না।"

এই কয় মিনিট দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে মেরি কি করিয়াছে—কি না করিয়াছে, তাহা তাহার স্মরণ ছিল না। কিন্তু যখন দেখিল তাহার মনিব ঠাকুরাণী তাহার সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যের উপর এরূপ অকিঞ্চিৎকর পোষাক পরিধান করিয়াছে, তখন সে হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইল।

পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গাড়ী থামিতে বিলম্ব নাই দেখিয়া ম্যাডাম ডোলা তাড়াতাড়ি তাহার পরিচারিকার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে যাইলে মেরি কাঁদিয়া ফেলিল এবং তাহাকে জোরে ধরিয়া রহিল।

ডোলা বিরক্ত হইয়া বলিল—"এখন ছেলেমানুষি করিও না, আমাকে

ছাড়িয়া দাও, দেখিতেছ না এখন জীবন মরণের সন্ধিস্থল। এ সময় এরূপ বিচলিত হইলে চলিবে না। সম্মুখে ভীষণ কর্ত্তব্য কর্ম্ম রহিয়াছে, তাহা সম্পাদন করিতে দাও। এ সময় এরূপ দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিলে সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইবে। তুমি কি ভুলিয়া যাইতেছ, তোমাকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছি, সেই অনুসারে কার্য্য না করিলে আমার মৃত্যু অনিবার্য্য? মনে রাখিও মেরি, তোমার উপর আমার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে।"

"না, তবে আর আমি কাঁদিব না—এই আমি চুপ করিলাম। কিন্তু ম্যাডাম, আপনার এরূপ অবস্থা দেখিয়া সত্যই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কে যেন আমার কাণে কাণে বলিতেছে, এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ, আর আমি আপনাকে জীবনে কখনও দেখিতে পাইব না। যাহাহউক ম্যাডাম, আপনি খুব সাবধানে থাকিবেন, আর যদিই কোন বিপদ উপস্থিত হয়—"

ডোরা তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল—"না, না, আমার কোন বিপদ হইবে না। আমি এত নির্ব্বোধ নহি। যাহাহউক কিছুদিনের জন্য তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও, আমার জন্য এখন দুঃখিত হইও না। যদি কখনও কৃতকার্য্য হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে পারি, তখন তোমার এ ভালবাসার উপযুক্ত পুরস্কার দিব। তুমি রাস্তায় বিলম্ব করিও না, বরাবর প্যারিসে যাইও। সুবিধামত তোমার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিব।"

দেখিতে দেখিতে গাড়ীখানি লোসেসটন ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ম্যাডাম মেরিকে চুম্বন করিল এবং তাহার ব্যাগটী হাতে লইয়া দ্রুতপদে প্ল্যাটফরমে অবতীর্ণ হইল।

সেই অনুসরণকারী পূর্ব্ববৎ এবারও জানালা দিয়া প্ল্যাটফরমের দিকে

দৃষ্টিপাত করিতে বিস্মৃত হইল না। সে ব্যক্তি দেখিল, কতকগুলি মজুর, দুই একটী কৃষক ও কতিপয় রেলওয়ে কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি গাড়ী হইতে অবতরণ করিল না। তখন সে নিশ্চিন্ত হইল। এ দিকে ম্যাডাম ডোলা সেই প্ল্যাটফরমে নামিয়াই একটী বড় স্তম্ভের অন্তরালে লুকায়িত থাকিয়া সেই অনুসন্ধানকারীর সতর্কদৃষ্টি ব্যর্থ করিল। তাহাকে সে ব্যক্তি দেখিতে পাইল না।

ট্রেণ ষ্টেশেন ত্যাগ করিয়া গেলে, ম্যাডাম ডোলা তথা হইতে বহির্গত হইল এবং যথারীতি টিকিট প্রদানপূর্ব্বক ষ্টেশনের বাহির হইয়া পড়িল।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

-:o:-

ট্রিবারউইথের প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে টিনটাজেল নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লী অবস্থিত। প্রাগুক্ত ঘটনার দুই দিন পরে ঐ ক্ষুদ্র পল্লীতে একটী বিদেশিনী রমণী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পরিধানে একটী জীর্ণ ময়লা পোষাক—চোখে চশমা। তাহার পাংশুবর্ণ চুল, গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিলে তাহাকে স্পেন দেশীয়া কোন দরিদ্রা রমণী বলিয়াই অনুমান হয়।

টিনটাজেলের অধিবাসীগণ তাহাকে কেহ বিশেষ লক্ষ্য করিল না। কারণ তখন ট্রিবারউইথ দুর্গের আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য এ ক্ষুদ্র পল্লীতেও মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। এই সংবাদে নিকটস্থ গ্রামের সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। অটারহামের হত্যা, ডিউকের দলিল চুরি, তাঁহার সাংঘাতিক আঘাত ও তাঁহার মৃত্যু এই সমস্ত সংবাদ লইয়া সকলেই মহাব্যস্ত। সুতরাং এই অনাথিনী বিদেশিনী রমণীর দিকে লক্ষ্য করিবার কাহারও সাবকাশ ঘটিল না।

সকলেরই মুখে এই দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া বিদেশিনী রমণী তত্রত্য

একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাদের এ গ্রামে কি হইয়াছে ? এখানকার সকলেরই মুখে যেন একটা চাঞ্চল্যের ভাব দেখিতে পাইতেছি—সকলকেই যেন উত্তেজিত বলিয়া বোধ হইতেছে।"

"তুমি কোন্ দেশের লোক ? তুমি কি টিবারউইথ দুর্গের দুর্ঘটনার কথা শোন নাই ?"

"আমি কি করিয়া শুনিব বলুন ? আমি আমার কোন আত্মীয়ের অনুসন্ধানে সম্প্রতি স্পেন হইতে এ দেশে আসিয়াছি। এখানকার সকল স্থানও আমি অবগত নহি এবং সকল ব্যক্তিও আমার অপরিচিত, সেই জন্যই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

যুবতী স্পেন দেশীয়া রমণীর ন্যায় প্রত্যেক কথার উপর জোর দিয়া উচ্চারণ করিতে লাগিল।

বৃদ্ধা বলিল—"ফরাসী দেশ হইতে একটা গুপ্তচর টিবারউইথ দুর্গে অতিথি হইয়া আসিয়া তথাকার ডিউককে হত্যা করে ও তাঁহার গোপনীয় কাগজপত্র ও বিস্তর টাকাকড়ি লইয়া পলায়ন করে। যাইবার সময় ডিউকের প্রাইভেট সেক্রেটারীকেও নাকি হত্যা করিয়া গিয়াছে।"

"ফরাসী গুপ্তচরই যে এ কার্য্য করিয়াছে, তাহার প্রমাণ কিছু আছে কি ?"

"প্রমাণ নাই ত কি ? সে পাপিষ্ঠ কিছু স্বীকার করে নাই বটে, কিন্তু তাহার একটা ভগ্নী ছিল, সে এ সমস্ত ঘটনা আমাদের ডিউক-কন্যার নিকট স্বীকার করিয়া একখানা কাগজে সব লিখিয়া দিয়া গিয়াছে। আমরা যদি সে মেয়েটারও সন্ধান পাইতাম, তাহা হইলে তাহাকেই উত্তমরূপে শিক্ষা না দিয়া ছাড়িতাম না। তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন তাই পলায়ন করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছে।"

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেই স্পেন দেশীয়া রমণী একটু চমকিত হইয়া বলিল—"তারপর ফরাসী গুপ্তচরের কি হইল?"

"তার যেরূপ কর্ম্ম, সেইরূপ ফলও হইয়াছে। ডিউককে সাংঘাতিক আঘাত করিয়া পলায়ন করিবার সময় হঠাৎ সমুদ্রে পড়িয়া গিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এখানকার সকলেই সেই পাপাত্মার শবদেহের অন্বেষণ করিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা খুঁজিয়া পাইতেছে না। এখন ভাটা পড়িয়াছে, সেই জন্য পাওয়া যাইতেছে না বটে, কিন্তু এইবার জোয়ার আসিলেই সেই নরাধমের পাপদেহ নিকটবর্ত্তী কোন না কোন স্থানে পাওয়া যাইবে।"

"আপনার কি বিশ্বাস তাহার মৃতদেহ পাওয়া যাইবে?"

"নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। এই এক মাইলের মধ্যেই তাহার মৃতদেহ ভাসিয়া উঠিবে।"

এ সংবাদে বিদেশিনী রমণী যেন কিছু আনন্দিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই কি এক ভয়াবহ দৃশ্যে তাহার মুখমণ্ডল মলিন হইয়া গেল।

পাঠক পাঠিকা! এই স্পেন দেশীয়া রমণীকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? ইনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা ম্যাডাম ডোলা ডি বারণিয়ার। লোসেসটন ষ্টেশনে অবতরণ করিবার পর তাহার ভ্রাতার শবদেহের অন্বেষণে ছদ্মবেশে এই ক্ষুদ্র পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ডোলা আশ্চর্য্য হইয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীকে বলিল—"কি ভয়ানক কাণ্ড! দুর্গের মধ্যে এরূপ বীভৎস কাণ্ড সংঘটিত হইতে পারে, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। ডিউকের আর কে আছেন?"

"তাঁহার একমাত্র কন্যা আছেন। তাঁহার নাম লেডি ট্রিভালগা। এমন গুণবতী সুন্দরী বালিকা কেহ কখনও দেখে নাই। ভগবানের

কৃপায় তিনি যে এখন অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়।"

"লেডি ট্রিভালগা কি পীড়িতা হইয়াছিলেন?"

"সে এক বিপদের উপর বিপদ। এই সমস্ত দুর্ঘটনা সহ্য করিতে না পারিয়া বালিকা একদিন ভয়ানক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। এমন কি ডাক্তারেরা পর্য্যন্তও ভয় পাইয়াছিল। যাহাহউক ভগবানকে ধন্তবাদ দিন, শুনিতেছি বালিকা এখন অনেকটা আরাম হইয়াছে। এই দুঃখের সময় আর একটী সুখের সংবাদ আছে। আমরা স্বপ্নেও সে কথা কখনও ভাবি নাই।"

"সে সুখের সংবাদটা কি?"

"যিনি আমাদের ডিউক ছিলেন, তিনি আমাদের প্রকৃত ডিউক নন। তিনি অনারেবল হ্যারল্ড ট্রিবোর্ণ। আর মিঃ এলড্রেড ব্যারেনষ্টো নামক যে ব্যক্তি ঐ ট্রিবারউইথে অর্গ্যানবাদকের কার্য্য করিতেন, তিনিই প্রকৃত ডিউক। আমাদের প্রকৃত ডিউক এতদিন ছদ্মবেশে ছিলেন বলিয়া কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। এমন কি স্বয়ং ভূতপূর্ব্ব ডিউক পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারেন নাই। যাহাহউক এ সংবাদে আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। শুনিতেছি শীঘ্রই তাঁহাদের বিবাহ হইবে।"

এ সংবাদ ডোলার ভাল লাগিল না। ফরাসী রমণী যখন দেখিল, তাহার সকল সংবাদই এক প্রকার সংগৃহীত হইয়াছে, তখন তথায় আর অপেক্ষা না করিয়া বরাবর সমুদ্রাভিমুখে গমন করিল।

তখনও জোয়ার আসিতে আরম্ভ হয় নাই। ছোট ছোট বালক-বালিকাগণ সমুদ্রতীরস্থ বালুকার উপর খেলা করিতেছিল, কেহবা কাঁকড়া ও চিংড়ি মাছের সন্ধানে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

সেদিন আকাশ পরিষ্কার মেঘশূন্য—প্রকৃতি হাস্যময়ী। কিন্তু ফরাসী রমণীর জগৎ তাহার নিজের হৃদয়ের ন্যায় নিবিড় অন্ধকারময়। কিরূপে তাহার ভ্রাতার মৃতদেহের সন্ধান পাইবে—কিরূপে সেই দলিলগুলি হস্তগত করিতে পারিবে, ইহাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাহার তত মনোরম বলিয়া বোধ হইল না। সে তথা হইতে চলিয়া গিয়া জোয়ারের অপেক্ষায় দূরে একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিল, বোধ হয় অদ্য রাত্রেই জোয়ার আসিবে, সেই সঙ্গে ফ্রাঁসোয়ার মৃতদেহও ভাসিয়া আসিয়া কোন না কোন স্থানে আটক পড়িবে। সুতরাং জোয়ার আসা পর্য্যন্ত এই স্থানেই অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু যখন সেই গলিত পূতিগন্ধময় শবদেহের বীভৎস দৃশ্য তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল, তখন যুবতী অত্যন্ত ভীতা হইয়া উঠিল। যে নির্ভীক হৃদয় শত শত পাপকার্য্যে একটীবারও কম্পিত হয় নাই, সেই হৃদয় আজ বড় চঞ্চল ও অস্থির হইল—উৎসাহ কমিয়া আসিতে লাগিল। শত চেষ্টা করিয়াও সাহস রাখিতে পারিল না। একবার ভাবিল আর মৃতদেহের সন্ধান করিয়া লাভ কি? কেন এ অনর্থক চেষ্টা? সেই দলিলগুলির জন্য? কিন্তু সে দলিলগুলির কি আর অস্তিত্ব আছে? জলে থাকিয়া এত দিন বোধ হয় সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অদৃষ্টে যা থাকে থাক্, প্যারিসে প্রত্যাগমন করি। সেখানে যে কোন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া দিব। আর আমার উচ্চ সম্মান—প্রভৃত অর্থ কিছুরই প্রয়োজন নাই।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ কুমতি মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, পরাজিত—অপমানিত জীবন লইয়া কেন প্যারিসে প্রত্যাগমন করিবে? এখনও

তোমার প্রধান শত্রু বর্ত্তমান, তাহাকে আগে নিগৃহীত কর—তোমার অপমানের প্রতিশোধ লও—সেই দলিলগুলি হস্তগত কর, তবে প্যারিসে ফিরিয়া যাইও। লেডি ভালগা যেরূপ অপমানিত করিয়াছিল, সে সমস্ত কি ভুলিয়া গিয়াছে? এলড্রেড কিরূপে তোমার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সে সমস্ত কি তোমার মনে নাই? তাহাদিগকে জগতের সুখ ভোগ করিতে দিয়া কেন নিজে এ জীবনভরা দুর্ব্বিসহ দুঃখ ভোগ করিবে? এখনও ত তোমার আশা যায় নাই, চেষ্টা করিলে আবার সব ফিরিয়া পাইবে; তবে এ নবীন বয়সে দেহভরা রূপ লইয়া—বুকভরা ভালবাসা লইয়া—হৃদয়ভরা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া কেন এত নিগ্রহ সহ্য করিবে? এখনও তুমি ইচ্ছা করিলে তোমার অপমানের প্রতিশোধ লইতে পার। এখনও চেষ্টা করিলে দেশের মুখ—নিজের মুখ উজ্জ্বল করিতে পার—এলড্রেডের সর্ব্বনাশ করিতে পার—ভালগার হৃদয়ে আগুন জ্বালাতে পার। কেন অকারণ নিরুৎসাহ হইতেছ? এরূপ কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া কেন দেশে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ? ছিঃ ছিঃ, এরূপ কার্য্য কদাচ করিও না। সমস্ত ফরাসী রাজ্য তোমার সাফল্যের উপর উৎকণ্ঠিতভাবে চাহিয়া আছে, দেশের মঙ্গল কর—দশের মঙ্গল কর।

কুমতি সুমতির দ্বন্দ্বে ফরাসী যুবতী বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল, তথায় আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল।

যখন পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইল, তখন ডোলা শুনিতে পাইল, দুইটী উপকূলরক্ষক তাহারই ভ্রাতা ফ্রাঁসোয়ার মৃতদেহের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে।

একজন বলিল—"বোধ হয় সেই ফরাসী গুপ্তচরের মৃতদেহ এই জোয়ারেই ফিরিয়া আসিবে এবং নিকটস্থ কোন না কোন স্থানে নিক্ষিপ্ত হইবে।

কিন্তু ঐ স্থানটা বড়ই খারাপ। জোয়ার আসিলেই সমস্ত স্থানটা জলমগ্ন হইয়া যাইবে। তখন পাহাড়ের উপরে উঠিয়া মৃতদেহের অনুসন্ধান করা ভিন্ন অন্য উপায় থাকিবে না। কিন্তু এই রাত্রে পাহাড়ে উঠিয়া মৃতদেহের অনুসন্ধান করা আমার কর্ম্ম নহে। অর্থের জন্য কি প্রাণ হারাইব?

"আমারও তাই। তবে এই একটা আশা আছে যে, যদিই এই জোয়ারে তাহার মৃতদেহটা ভাসিয়া আসে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাহাড়ের কোন না কোন গর্ত্তে আটকাইয়া যাইবে। তারপর জোয়ার কমিয়া গেলেই তাহার মৃতদেহটার সন্ধান মিলিবে।"

"কিন্তু যাই বল, লাসটা দুর্গে উপস্থিত করিতে পারিলে অনেক পুরস্কার পাওয়া যাইবে। আচ্ছা, ঐ দেহটা লইয়া কি করিবে? মৃতদেহের উপর ত আর শাস্তি হইবে না।"

"না, না, শুনিস্ নাই। ঐ মৃতদেহটার সঙ্গে আমাদের গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি গোপনীয় কাগজপত্র আছে, সেইগুলি পুনঃপ্রাপ্তির আশায় এত পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। শুনিতেছি সে কাগজগুলি যদি কোন উপায়ে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর হইবে।"

"ঐ মৃতদেহটার সঙ্গেই যদি কাগজগুলি থাকে, তাহা হইলে সেগুলির কি আর অস্তিত্ব আছে, এত দিন জলে থাকিয়া সে সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

"না, তাহা নষ্ট হইবে না। আমার স্মরণ আছে, অনেক দিন আগে একবার এই রকম একটা মৃতদেহ দেখিতে পাইয়াছিলাম; সে দেহটা সাত দিন জলের মধ্যে ছিল, তবুও তাহার নিকট যে পকেট বই ছিল, তাহার একটী বর্ণও নষ্ট হয় নাই।"

"আচ্ছা, তা নাই হউক। কিন্তু আজ যে ঐ দেহটা পাওয়া যাইবে, তাহার কিছু নিশ্চয়তা আছে কি ?"

"আজকের জোয়ারে যে মৃতদেহটা ভাসিয়া আসিবে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। তবে আজ রাত্রে আর খুঁজিতে পারিব না। কাল সকালে আসিয়া চেষ্টা দেখা যাইবে।"

"তবে আর এ স্থানে থাকিয়া কি লাভ হইবে, চল অন্য দিকে যাওয়া যাক্।"

উপকূলরক্ষকদ্বয় তথা হইতে প্রস্থান করিলে যুবতী সেই পাহাড়ের পাদমূলে পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান হইয়া ভাবিতে লাগিল, তবে এখনও আশা আছে। যদি এই জোয়ারে ফ্রাঁসোয়ার দেহটা ভাসিয়া আসে, তাহা হইলে নিশ্চয় সেই দলিলগুলির উদ্ধার হইতে পারে। সেই দলিলগুলি পাইলে আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে। যখন এত পরিশ্রম—এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, তখন আর অল্প কষ্টের জন্য কেন সমস্ত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। এই ত সুবর্ণ সুযোগ! এ সুযোগ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া বাস্তবিকই নির্ব্বোধের কার্য্য।

যুবতী যখন তন্ময় হইয়া এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতেছিল, সেই সময় একটী বালকের চিৎকার তাহার শ্রুতিগোচর হইল। সে শুনিতে পাইল, একটী বালক আর কতকগুলি বালককে চিৎকার করিয়া বলিতেছে—"জন, মুর, তোমরা শীঘ্র এ দিকে এস, এখানে কি একটা মজার জিনিষ দেখে যাও।" এই কথা শুনিয়া অন্যান্য বালকগণ তাহার নিকট উপস্থিত হইল এবং সকলে দৌড়াইয়া গিয়া পাহাড়ের একটা গর্ত্তে প্রবেশ করিল। বালকগণের এরূপ কথাবার্ত্তায় যুবতী মনে করিল, বোধ হয় বালকগণ তাহার ভ্রাতার মৃতদেহ পাহাড়ের কোন গর্ত্তে দেখিতে পাইয়া

এরূপভাবে গোলমাল করিতেছে। সেই যুবতীর বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল এবং কম্পিতপদে সেই বালকগণের নিকট ছুটিয়া গেল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, নিশ্চয় তাহার ভ্রাতার মৃতদেহ ঐ পাহাড়ের গর্ত্তেই আছে এবং বালকগণ তাহা দেখিয়া চিৎকার করিতেছে। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, বালকগণ পাহাড়ের মধ্যস্থ জলাশয় হইতে একটী বড় অক্টোপাস মাছ ধরিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে।

যুবতীর আশা পূর্ণ হইল না। বড় আশায় আঘাত পাইয়া সেই স্থানেই বসিয়া পড়িল—তাহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল।

একটী অপরিচিতা রমণীর এরূপ অবস্থা দেখিয়া একটী বালক তাহার নিকট ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁগা, তোমার কি হইয়াছে? তুমি এরূপভাবে কাঁপিতেছ কেন? তোমার কি কোন অসুখ আছে?"

যুবতী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"না, না, আমার কিছু অসুখ নাই। আমার বড় শীত করিতেছে, তাই কাঁপিতেছি। তোমরা এখান হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও, আমাকে একলা থাকিতে দাও, এখানে থাকিয়া আমাকে বিরক্ত করিও না। যাও, যাও।"

বালকটী ভীত হইয়া অপরিচিতা স্ত্রীলোকটীর নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিল এবং অন্যান্য বালকদিগের নিকট গিয়া বলিল—"এখান থেকে পালিয়ে আয়। দেখছিস্ না একটা পাগলী এসেছে।"

পাগলিনী রমণীর নাম শুনিয়া সকল বালকে একত্র হইয়া পুনরায় তাহার নিকট গমন করিল এবং "ও পাগলী—ও পাগলী! কামড়াবি?" এই বলিয়া মহাগোলমাল আরম্ভ করিয়া দিল এবং কোন কোন দুষ্ট বালক সেই পাগলিনীবেশী ডোলার গাত্রে কর্দ্দম, নিষ্ঠীবন প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতেও কুণ্ঠিত হইল না।

বালকগণের অত্যাচারে ডোলা অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। প্রথমে মনে করিয়াছিল, কিছু বলিবে না। কিন্তু বালকগণের অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল দেখিয়া ফরাসী রমণী আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। পাগলিনীর ন্যায় মহা হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল এবং দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বালকগণের পশ্চাতে উন্মত্তার ন্যায় ধাবিত হইল। বালকগণ ভীত হইয়া কে কোন দিকে পলায়ন করিল তাহার ঠিক রহিল না।

বালকগণ প্রস্থান করিলে ফরাসী যুবতী ভাবিতে লাগিল, সত্য সত্যই কি আমি পাগল হইয়াছি? কি লক্ষণ দেখিয়া বালকগণ আমাকে উন্মাদিনী বলিয়া অনুমান করিল? তবে কি তাহারা আমার কোনরূপ উন্মত্ততার লক্ষণ দেখিয়াছে? কই আমার মস্তিষ্কের ত কোনরূপ বিকৃতি ঘটে নাই! সমস্ত কথাই ত আমার বেশ স্মরণ হইতেছে! পাগল হইলেও কি সমস্ত স্মৃতি থাকে? কে জানে? বুঝিতে পারিতেছি না, আমার মস্তিষ্ক বিকৃত কি না। বুঝিতে পারিতেছি না, যাহা করিতেছি, তাহা উন্মত্ত মস্তিষ্কের কার্য্য কি না? বুঝিতে পারিতেছি না, এ কার্য্যের পরিণাম ভাল কি মন্দ? না, আর ভাবিতে পারি না। আমার আবার ভাল মন্দ কি? আমার আর কি আছে? এ পৃথিবীতে আমার সুখের জিনিষ কি আছে? ইহা অপেক্ষা আমার আর কি মন্দ হইতে পারে? মৃত্যু? তাহার জন্য ত আমি ভীতা নই। আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি তাহা অপেক্ষা কি মৃত্যু যন্ত্রণা ভয়ঙ্কর? তবে আমার কিসের ভয়? মৃত্যুকে যে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত, তাহার আবার ভয় কিসের? আমি মরিতে প্রস্তুত, কিন্তু একা মরিব না—এলড্রেডকে লইয়া মরিব। পৃথিবীর সুখভোগ করিবার জন্য তাহাকে জীবিত রাখিব,

না।—যদি একান্তই তাহাতে অকৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে প্রাণপণে তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াও মরিব। যদি ফ্রাঁসোয়ার মৃতদেহ দেখিতে পাই—যদি সেই দলিলের নকলগুলি হস্তগত করিতে পারি, তাহা হইলে একা এলড্রেডের কেন, সমগ্র ইংলণ্ডের সর্ব্বনাশ সাধন করিব। আমার এ রোষাগ্নিতে ইংলণ্ড ছারখার হইয়া যাইবে। যেমন করিয়া হউক ফ্রাঁসোয়ার মৃতদেহের উদ্ধার করিতেই হইবে, নচেৎ আমার এ দারুণ অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ হইবে না।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পাপিষ্ঠা ফরাসী রমণী পুনরায় পাহাড়ের উপর উঠিল এবং একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া উৎসুক-ভাবে জোয়ারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ইতিমধ্যে ডিউকের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর সময় এলড্রেডের পূর্ব্ব ইতিহাস ও এলড্রেডই যে বর্ত্তমান ডিউক, এ সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাত করা হইয়াছিল। বৃদ্ধ ডিউক মৃত্যুশয্যায় এ শুভ সংবাদ পাইয়া শান্তিতে মরিতে পাইয়াছিলেন।

যে সময় ফরাসী রমণী টিনটাজেলে পাহাড়ের উপর উপবিষ্ট হইয়া মৃতদেহ প্রাপ্তির আশায় জোয়ারের অপেক্ষা করিতেছিল। ঠিক সেই সময়ে টি্বারউইথ দুর্গ-কক্ষের একটী উন্মুক্ত বাতায়নে বসিয়া এলড্রেড ভাবিতেছিল, ডোলা নিশ্চয় এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে আর আমাদের জীবনের পথে আসিয়া উপস্থিত হইবে না—আর আমাদের কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। আমাদের প্রধান শত্রু ফ্রাঁসোয়া মৃত—পাপিষ্ঠা ডোলাও পলায়িত, সুতরাং তাহাদের দ্বারা আর কোনরূপ অমঙ্গলের আশা নাই। অভিশপ্তের ন্যায় তাহারা আর আমার জীবনের পথে ছুটাছুটি করিবে না। এইবার প্রেমময়ী ভালগা, রাণীকে নির্ব্বিঘ্নে অঙ্কশায়িনী করিব, আর নিকটে থাকিয়া তাহার বিরহ ভোগ করিতে হইবে না।

যখন মিঃ এলড্রেড এরূপভাবে চিন্তা করিতেছিল, তখন একটী ভৃত্য

আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল—"হুজুর, লেডি ভালগা একবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।"

এই সংবাদ পাইবামাত্র মিঃ এলড্রেড সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইল এবং লেডি ভালগার কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মিসেস পিটারষ্টোর সহিত সাক্ষাৎ হইল। মিসেস পিটারষ্টো লেডি ভালগার বিশেষ আত্মীয়া। ডিউকের সাংঘাতিক আঘাতের সংবাদ পাইয়া এই প্রৌঢ়া রমণী স্কটলণ্ড হইতে টিবারউইথে আসিয়াছিলেন; কিন্তু এরূপ বিপদ দেখিয়া তিনি এখনও স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই, এই দুর্গেই অবস্থান করিতেছেন।

মিঃ এলড্রেডকে লেডি ভালগার কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মিসেস পিটারষ্টো তাহাকে বলিলেন—"দেখ এলড্রেড, বালিকা তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছে। তুমি একবার তাহার নিকট যাও, কিন্তু তথায় অধিকক্ষণ থাকিও না। কারণ বেশী উত্তেজনা বা বেশী কথাবার্ত্তা এখন রোগীর পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর হইবে। যত শীঘ্র পার রোগীর কক্ষ হইতে চলিয়া আসিও। নার্স ভালগার কক্ষেই আছে, আমিও এখনি ফিরিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া প্রৌঢ়া পিটারষ্টো তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

হঠাৎ অসুস্থ হইবার পর হইতে ভালগা এলড্রেডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পায় নাই। কারণ যাহাতে শীঘ্র উভয়ের সাক্ষাৎ না হয়, সে বিষয়ে চিকিৎসকগণের বিশেষ নিষেধ ছিল। সম্প্রতি বালিকা অনেকটা সুস্থ হইয়াছে এবং অনেক অনুনয়ের পর অল্প সময়ের জন্য মিঃ এলড্রেডের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

মিঃ এলড্রেড অপরাধীর ন্যায় লেডি ভালগার কক্ষে প্রবেশ করিয়া

দেখিল, বালিকা একটী দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিয়া আছে—তাহার চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত। মনে হইল যেন একটী ম্লান কুসুমস্তবক শ্বেত শয্যার উপর পতিত রহিয়াছে। যুবকের বক্ষঃ দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। ভাবিল, আমিই এই কোমলপ্রাণা বালিকার এরূপ অবস্থার কারণ! আমি যদি ফ্রাঁসোয়া ও ডোলার সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা তাহার নিকট প্রকাশ না করিতাম, তাহা হইলে বালিকা মানসিক উত্তেজনা বশতঃ হঠাৎ এরূপ অজ্ঞান হইয়া পড়িত না। হায়, কোমলপ্রাণা নারি! এ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ—জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসার তোমার উপযুক্ত স্থান নহে। তুমি স্বর্গের দেবী, এ নরকের নক্কারজনক দুর্গন্ধ তোমার ভাল লাগিবে কেন? হায় বালিকা, তুমি সামান্য আঘাতে শুকাইয়া পড়িতেছ, কিন্তু ইহার পর তোমাকে শত শত আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইবে—শত শত বাধা তোমাকে অতিক্রম করিতে হইবে—এ নিষ্ঠুর পৃথিবীর প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক ঘটনায় তোমাকে অস্থির হইতে হইবে।

মিঃ এলড্রেডকে কক্ষে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া নার্স তথা হইতে প্রস্থান করিল। যুবক ধীরে ধীরে ভালগার নিকট গমন করিয়া শয্যাপার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক তাহার হস্তদ্বয় নিজের হস্তে তুলিয়া লইল। তাহার স্পর্শে বালিকা চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখিল, তাহার হৃদয়ের দেবতা তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট। বলিল—"প্রিয়তম, তুমি আসিয়াছ? এ কয় দিন তোমাকে না দেখিয়া বড়ই অস্থির হইয়াছিলাম।"

"ভালগা, তোমার অদর্শনে আমিও বিশেষ সুস্থির ছিলাম না। যাহাহউক মঙ্গলময় জগদীশ্বরের কৃপায় তুমি আরোগ্যলাভ করিয়াছ, ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি সৌভাগ্যের বিষয় হইতে পারে। বোধহয়, সম্প্রতি তোমার শারীরিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল।"

"শারীরিক অবস্থা অতিশয় খারাপ না হইলেও মানসিক অবস্থা অতিশয় খারাপ। সেইজন্যই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে তোমার নিকট আমার কতকগুলি বক্তব্য আছে। যে পর্য্যন্ত না সে সমস্ত কথা তোমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, সে পর্য্যন্ত আমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।"

যুবক চিন্তিত হইয়া বলিল—"প্রিয়তমে, তোমার এমন কি কথা বলিবার আছে বল।"

"আমার অনেক কথা বলিবার আছে এলড্রেড। বাবার শেষ কথাগুলি কি তোমার মনে আছে? তিনি বলিয়াছিলেন, ফরাসী রমণী ডোলা বোধহয় ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া যায় নাই, কোনও না কোন স্থানে লুক্কায়িত আছে। এ কথাগুলি তোমার স্মরণ আছে কি?"

"হাঁ, বেশ স্মরণ আছে। তিনি মৃত্যু সময়েও আমাদিগকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, ফরাসী রমণীকে কদাচ বিশ্বাস করিও না, সে রমণী অতি ভয়ঙ্করী, তাহার অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। এখনও সে তোমাদের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিবার প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।"

"তাঁহার মৃত্যুর সময়ের কথা আমার মনে নাই, কারণ তখন আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞান ছিলাম। হায়, আমার এমন দুরদৃষ্ট যে, আমার স্নেহময় পিতার মৃত্যুর সময়ে আমি তাঁহার সহিত একটা কথা কহিতে পারিলাম না—তাঁহার শেষ স্নেহ-চুম্বনও গ্রহণ করিতে পারিলাম না—তাঁহাকে জন্মের মত একবার বাবা বলিয়া ডাকিতে পারিলাম না। যাক্, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য এখন শোক করা বৃথা। তবে

তোমাকে কি বলিতেছিলাম শোন। বাবার সেই শেষ কথাগুলি সদা সর্ব্বদা আমার মন মধ্যে উদিত হইতেছে—স্বপ্নে দেখি যেন আমার সেই স্নেহপরায়ণ পিতা আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। যেন বলিতে-ছেন, এখনও সে রমণী এ স্থান ত্যাগ করিয়া যায় নাই—আবার নূতন পাপজাল বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেছে। সত্য কথা বলিতে কি এলড্রেড, আমার মনে হইতেছে এখনও আমাদের বিপদ সম্পূর্ণ কাটে নাই—আরও যেন কি একটা ভীষণ অমঙ্গল আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।”

“প্রিয়তমে, কাল্পনিক চিন্তায় কেন নিজেকে এরূপ উদ্বিগ্ন করিতেছ। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি এ সমস্ত চিন্তা সম্পূর্ণ অমূলক—বৃথা চিন্তা-দায়ক। এরূপ ভিত্তিহীন যন্ত্রণাদায়ক চিন্তা হৃদয় হইতে একেবারে দূর করিয়া দাও। স্থির জানিও, সে পাপিষ্ঠা আর আমাদের কোনরূপ অমঙ্গল করিবার চেষ্টা করিতে পারিবে না। সে নিশ্চয় এ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই অনুচর-প্রেরিত টেলিগ্রামখানি পাঠ করিয়া বেশ বুঝা যায় যে, সে ফরাসী রমণী ডোভারের ষ্টীমারে উঠিয়া ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করিয়াছে।”

“এলড্রেড, তুমি যাহাই বল, যে যুক্তি তর্কই দেখাও, কিছুতেই আমার মন বুঝিতেছে না। আমার বোধ হইতেছে সে লোকটা ভয়ানক প্রতা-রিত হইয়াছে। আমি নিজে সে টেলিগ্রাম পড়িয়াছি। তুমিও বোধ হয় পড়িয়া থাকিবে যে, ম্যাডাম ডোলা একাকিনী ডোভারের ষ্টীমারে উঠিয়াছে। সঙ্গে তাহার পরিচারিকাটী ছিল না।”

“তাহা জানি। আমার অনুমান পরিচারিকা ম্যাডামের দুরবস্থা দেখিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।”

"না প্রিয়তম, তুমি স্থির জানিও, ঐ রমণী কখনও ডোলা নহে। সে নিশ্চয় তাহার পরিচারিকা। তাহাকে নিজের পোষাক পরিচ্ছদ পরাইয়া দিয়া নিজে কোন না কোন ষ্টেশনে নামিয়া পড়িয়াছে। আবার শীঘ্রই অন্য কোন বেশে এ স্থানে আসিয়া তাহার দানবীয় কার্য্য আরম্ভ করিবে।"

ভালগার কথায় এলড্রেডের হৃদয়ের দৃঢ়তা অনেক কমিয়া আসিল। বুঝিল, ভালগা যাহা বলিতেছে, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। তত্রাচ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশ না করিয়া বলিল—"দেখ ভালগা, কেন তুমি এরূপ অলীক চিন্তায় আস্থা স্থাপন করিতেছ। সে ফরাসী রমণী কখনও এ স্থানে থাকিতে সাহস করিবে না—করিতে পারে না। সে বিশেষরূপে জানে যে, এ স্থানে আসিলে তাহাকে পুনরায় বিপদে পড়িতে হইবে এবং কোন না কোন দিন ধরা পড়িয়া তাহাকে চিরবন্দিনী থাকিতে হইবে।"

"তত্রাচ সে ইংলণ্ডেরই কোন না কোন স্থানে ছদ্মবেশে আছে, এ ধারণা আমি কোন মতে দূর করিতে পারিতেছি না যে প্রাণেশ্বর। মাঝে মাঝে মনে হয়, সে যেন ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া দুর্গের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কখন কখন দেখি, তাহার ক্রোধরঞ্জিত চক্ষুর্দ্বয় লইয়া আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। কখন কখন মনে হয় তাহার উত্তপ্ত বিষাক্ত নিশ্বাস অভিশাপের ন্যায় বায়ুমণ্ডলে ভাসিয়া আসিতেছে। এই সমস্ত কারণে আমার হৃদয়ে যে কি সংশয়ের ঢেউ উঠিতেছে—আমার হৃদয় যে কি মসীময় মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহা তুমি অনুমান করিতে পারিবে না। এলড্রেড, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে রমণী এই স্থানেই আছে এবং প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।"

ভালগা, ইহার উপর আর আমার কিছু বলিবার নাই। আমি

বুঝিতে পারিতেছি না, কি করিয়া তোমার এই অলীক সংশয় দূর করিব। বেশ, সে ফরাসী রমণী যদিই এ স্থানে থাকে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? তাহার দ্বারা আমাদের আর কি অনিষ্টপাত হইতে পারে? সে এখন নিঃসম্বল—নিঃসহায়—পথের ভিখারিণীরও অধম, সুতরাং এ অবস্থায় সে আমাদের আর কি অনিষ্ট করিতে পারে?"

ভালগা কাতরকণ্ঠে বলিল—"না প্রিয়তম, সে এখন সহায় সম্পত্তিহীন হইলেও তাহার দ্বারা যথেষ্ট ভয়ের কারণ আছে। তুমি জান না প্রাণেশ্বর, প্রেম-প্রত্যাখ্যাতা রমণী কত ভয়ঙ্করী—তাহাদের জীঘাংসা প্রবৃত্তি কিরূপ বলবতী—তাহারা সব করিতে পারে। প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার নিজের প্রাণ অনায়াসে বলিদান দিতে পারে। সেই জন্যই আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। এমন কি আমি রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারি না। যদি একটু তন্দ্রা আইসে, অমনি সেই ভীষণা বামার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি আমার চক্ষের সম্মুখে নাচিতে থাকে। স্বপ্নে দেখি, একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের উপর তুমি বেড়াইতেছ, এমন সময় এক উন্মাদিনী উলাঙ্গিনী রমণী বজ্রমুষ্টিতে তোমার হস্ত ধরিয়া বিকট হাস্য করিতে করিতে তোমাকে যেন কোন্ ভয়ানক অন্ধকারময় মৃত্যুর দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তুমি শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছ না। প্রিয়তম, তোমার সেই ভীতিকরুণ মুখ—তোমার সেই কাতর বচন—ঐ উন্মাদিনী রমণীর বজ্রনির্ঘোষবৎ ভীষণ চিৎকার আমাকে একবারে উন্মত্ত করিয়া তুলে। এ মত্ত-কল্পনার হস্ত হইতে কোন ক্রমে নিষ্কৃতি পাইতেছি না। এ শোণিত-শোষিণী চিন্তার হস্ত হইতে কিছুতেই অব্যাহতি পাইতেছি না।"

"ভালগা—প্রিয়তমে, তোমাকে এ যন্ত্রণাদায়ক অলীক চিন্তা পরিত্যাগ

করিতেই হইবে, নচেৎ তোমাকে বাঁচাইতে পারিব না। তোমার নিজের জীবনের জন্য—আমার জন্য তোমাকে এ চিন্তা দূর করিতে হইবে। বল, বল হৃদয়েশ্বরি, তুমি এরূপ বৃথা চিন্তাকে হৃদয়ে আশ্রয়দান করিবে না?" এই বলিয়া এলড্রেড বালিকার কোমল হস্তখানি পুনরায় ধারণ করিল।

"আমি প্রাণপণে এ উন্মাদ চিন্তা দমন করিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু প্রিয়তম, তুমি প্রতিজ্ঞা কর, তুমি খুব সাবধানে থাকিবে। শরীর-রক্ষক ভিন্ন দুর্গের বাহির হইবে না।"

"হাঁ, আমি খুব সাবধানে থাকিব। আমার জন্য তোমাকে বিন্দুমাত্র চিন্তিত হইতে হইবে না।"

"তুমি আজই ভৃত্যগণকে হুকুম দাও, তাহারা যেন তোমার শরীররক্ষা কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হয়।"

"অদ্যই আমি এই হুকুম প্রচার করিব। কিন্তু হৃদয়রাণী, তুমি ডোলার কথা ভাবিও না। সে ফরাসী সর্পিনী নিশ্চয় আমাদের পথ হইতে সরিয়া গিয়াছে। সে জীবনে আর কখনও আমাদের সম্মুখে ফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। আর কখনও কালকূট উদ্গার করিয়া আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিতে পারিবে না।"

"তাহাই যেন হয়, ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তোমার কথাই যেন সত্য হয়।" বালিকা আর কিছু বলিতে পারিল না, তাহার বাক্যে জড়তা উপস্থিত হইল এবং অল্প সময়ের মধ্যে চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

এই সময়ে নার্স সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া যুবক চুপি চুপি বলিল—"বালিকা বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এখন ইহাকে কোনরূপ উত্তেজক ঔষধ দিলে ভাল হয় না?"

নার্স বিজ্ঞের স্থায় হাস্ত করিয়া বলিল—"পূর্ব্বেই তাহার ব্যবস্থা করি-য়াছি। বালিকা যখন আপনাকে ডাকিয়া পাঠান, সেই সময় আমি ইঁহাকে ঘুমের ঔষধ প্রদান করিয়াছিলাম। এখন বোধ হয় তাহারই ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। যাহাহউক বালিকার জন্ম বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবেন না। যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় ইনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবেন। ইঁহার বয়স অল্প, তাহার উপর স্বাস্থ্যও ভাল, সুতরাং আরোগ্য লাভে বিশেষ বিলম্ব হইবে না।"

লেডি ভালগা নিদ্রা যাইতেছে দেখিয়া মিঃ এলড্রেড তথায় আর অপেক্ষা না করিয়া নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিল এবং একটী ইজি চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, ভালগার এরূপ অলীক কল্পনার কারণ কি? ডোলা কি তবে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া যায় নাই? সেই জন্যই কি পবিত্র বালিকার নির্ম্মল হৃদয়ে ভবিষ্যৎ ঘটনার প্রতিবিম্ব পতিত হইতেছে? ডিউকও মৃত্যুকালে ঐ কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে সত্যই কি ডোলা এই স্থানে থাকিয়া প্রতিহিংসা সাধনের চেষ্টা করিতেছে? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে সে আর আমাদের কি করিতে পারে? তাহার আর শক্তি কোথায়? কিন্তু বালিকার কথায় ভয় হয়, সে ঠিক বলিয়াছে, শত্রু দুর্ব্বল হইলেও তাহার দ্বারা যথেষ্ট ভয়ের কারণ আছে।

এলড্রেড বড়ই চিন্তিত হইল। কিন্তু কি করিবে, কোন্ সূত্রে ডোলার সন্ধান লইবে, তাহা ঠিক করিতে পারিল না। চেয়ারে দেহভার ন্যস্ত করিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। নীল সমুদ্রের জল কাল করিয়া অন্ধকার রাশি ট্রিবারউইথ পল্লীখানি গ্রাস করিয়া ফেলিল। এলড্রেড তখনও

সেই চেয়ারে বসিয়া ভাবিতে লাগিল—ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। সাগরচুম্বিত স্নিগ্ধ বায়ু তাহার হৃদয়ের উষ্মা দূর করিতে পারিতেছিল না। এলড্রেড আর ভাবিতে পারিল না, ধীরে ধীরে চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিল। সে দিন অধিক গরম বোধ হওয়ায় যুবক নিজের কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং বেড়াইতে বেড়াইতে দুর্গের বাহির হইয়া পড়িল। তখন সবেমাত্র চন্দ্রদেব উদিত হইতেছেন। মাতালের চক্ষুর ন্যায় ঘোলা ঘোলা জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। সেই অস্ফুট চন্দ্রালোকে যুবক একাকী ট্রিবারউইথের রাস্তা ধরিয়া বরাবর চলিল। কুগ্রহ-চালিত হইয়া উদ্দেশ্যহীন—লক্ষ্যহীনভাবে পূর্ব্ব অভ্যাসমত সমুদ্রের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যুবক বহুদিন এই স্থানে আইসে নাই। এই স্থানে আসিয়া তাহার সকল কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল—ঐ পাহাড়ের উপর টেলিগ্রামখানি পাঠ করিতেছিল—ঐ স্থানে টেলিগ্রামখানি উড়িয়া পড়িয়াছিল—ঐ স্থানে ডুবিয়া গিয়াছিল—হঠাৎ ফ্রাঁসোয়া ও অপহৃত দলিলগুলির কথা তাহার মনে পড়িল। ভাবিল, যদিও দলিলগুলি উদ্ধারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে, তথাপি পরের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোন ক্রমে উচিত নহে। ফ্রাঁসোয়ার কোন আত্মীয় বন্ধু এ স্থানে থাকিয়া দলিলগুলি হস্তগত করিতে পারে কিংবা ডোলাও এ স্থানে গুপ্তভাবে থাকিয়া ঐ গুলির সন্ধান লইতে পারে। সুতরাং এরূপ পুরস্কার ঘোষণা করিয়াই আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের শেষ হয় নাই। নিজেদের যথাসাধ্য সন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ যদি কোন উপায়ে দলিলগুলি ফরাসী গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হয়, তাহা হইলে সমগ্র ইংলণ্ড ভয়ানক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। আমাদের অনবধানতবশতঃ সমগ্র

ইংলণ্ডকে অনুতাপ করিতে হইবে। এই ত জোয়ার আসিতেছে—এসময়ে যদি ফ্াঁসোয়ার মৃতদেহ ভাসিয়া আসে—এই সময় যদি ঐ দলিলগুলি ডোলা কিংবা তাহার কোন আত্মীয় লোকের হস্তে পড়ে, তাহা হইলে ত মহা অমঙ্গল সাধিত হইবে! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে এলড্রেডের জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পাইল। নিজের অসুস্থতার কথা ভুলিয়া গেল, শারীরিক দুর্ব্বলতাও আর অনুভব করিতে পারিল না। মৃতদেহের সন্ধানে সমুদ্রতীর ধরিয়া টিনটাজেলের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে পাহাড় ও তন্নিকটস্থ স্থান সকল অনুসন্ধান করিয়া যাইতে বিস্মৃত হইল না।

কর্ম্মসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া যুবক টিনটাজেলের নিকটস্থ সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। জ্যোৎস্না-বিপ্লাবিতা নগ্না প্রকৃতি নিস্তব্ধ—সমস্ত গ্রামবাসী সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। একটা বিরাট নিস্তব্ধতা বক্ষে লইয়া পথিক-পরিত্যক্ত দীর্ঘ পথ সর্পিনীর ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে কেবল দূরে দুই একটী শান্তিরক্ষক এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা এলড্রেডকে দেখিতে পাইল না। যুবক ক্রমে একটী পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইল। তখন চন্দ্রদেব উদিত হইয়াছেন। শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে! প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে যুবক পাহাড়ের উপর একটী মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, ঐ মূর্ত্তি কোন রমণীর। তখন যুবকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় ঐ স্থানে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন, ঐ রমণীই পাপীয়সী ডোলা।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বালকগণের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ফরাসী রমণী একটী পাহাড়ের উপর আরোহণ করিল এবং আরোহীগণের বিশ্রাম লাভের জন্য পাহাড়ের অর্দ্ধপথে কাষ্ঠ নির্ম্মিত যে একটী চৌকি থাকে, তাহার উপর উপবেশন করিয়া জোয়ারের প্রতীক্ষায় নির্নিমেষ-নয়নে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। কর্ম্মক্লান্ত পল্লীবাসী স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং নৈশ ভোজন সম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। ফরাসী রমণী তখনও সেই স্থানে জড় পুত্তলিকাবৎ বসিয়া রহিল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া আসিল। শিবাকুল চিৎকার করিয়া অর্দ্ধরাত্রি জ্ঞাপন করিয়া গেল। যুবতী তত্রাচ সেই স্থানে উপবিষ্ট। অনাহারে, অনিদ্রায় তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং এই গভীর রাত্রে এইরূপ নির্জ্জন ভয়াবহ স্থানে অবস্থান করাও তাহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া বোধ হইতেছিল, তত্রাচ সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না। আশায় বুক বাঁধিয়া—সকল কষ্ট তাচ্ছিল্য করিয়া প্রত্যেক তরঙ্গের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। হায়! এ স্থান ত্যাগ করিবার তাহার সামর্থ্য কোথায়? যে অদৃশ্য শক্তি এলড্রেডকে এ

স্থানে টানিয়া আনিল, সেই অপ্রতিহত অদৃশ্য শক্তিই ফরাসী রমণীকে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে দিল না—তাহাকে তথায় আবদ্ধ রাখিল।

এরূপ অলসভাবে কয়েক ঘণ্টা বসিয়া থাকিবার পর যুবতী সুস্পষ্ট আলোকে দেখিতে পাইল, দূরে সমুদ্র তরঙ্গের উপর কৃষ্ণবর্ণের কি একটা পদার্থ ভাসিতেছে। ইহা বোধ হয় এক খণ্ড কাষ্ঠ কিংবা তদনুরূপ অন্য কোন পদার্থ হইবে। কিন্তু ফরাসী রমণীর ক্লান্ত অবসন্ন উষ্ণ মস্তিষ্কে বোধ হইল ঠিক যেন ফ্রাঁসোয়ার মৃতদেহ সমুদ্রের উপর ভাসিয়া আসিতেছে। বিকৃত কল্পনায় তাহার মৃত ভ্রাতার বিভৎসমূর্ত্তি মনে জাগিয়া উঠিল। যুবতী অত্যন্ত ভীতা হইল এবং কম্পিত কলেবরে একখণ্ড প্রস্তর দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া একদৃষ্টে সেই পদার্থটার দিকে চাহিয়া রহিল।

সেই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থটা যতই তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল যুবতীর ভয়ের মাত্রা ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল যেন ফ্রাঁসোয়া তাহার বিকট মৃত্যু-বিবর্ণীকৃত বদন ব্যাদন করিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার অন্ধকার-গর্ভ গর্ত্তের ন্যায় গোলাকার চক্ষু দ্বয় দ্বারা তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। যুবতী ভয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল, সে দিকেও সেই ভয়ানক মূর্ত্তি—সেই দৃষ্টিহীন কোঠরগত গোলাকার চক্ষু—সেই রক্তশূন্য গণ্ডস্থল—সেই দন্তশূন্য মুখগহ্বর। যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই দিক হইতেই যেন ফ্রাঁসোয়ার বিভীষিকা মূর্ত্তি তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, যুবতী ভয়ে চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিল, কি সর্ব্বনাশ—তথাপি সে মূর্ত্তি সম্মুখ হইতে অপসৃত হইল না। তাহাকে ভীত দেখিয়া, যেন সেই অপচ্ছায়া হোঃ হোঃ রবে অট্টহাস্য করিয়া দিগন্ত প্রপূরিত করিয়া তুলিল। যুবতী আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া

উঠিল। চিৎকার করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে যাইবে, এমন সময় কে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে বজ্রমুষ্টিতে তাহার হস্তধারণ করিল। ফরাসী রমণীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহার মনে হইল ফ্রাঁসোয়ার প্রেতমূর্ত্তি বুঝি আসিয়া তাহাকে ধরিয়াছে। যুবতী চারিদিক অন্ধকার দেখিল—ভয়ে বিস্ময়ে তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইবার উপক্রম হইল। এমন সময় ধৃতকারী ব্যক্তি বজ্রগম্ভীর স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে—"কে তুমি? এ গভীর রাত্রে—এ নির্জ্জন স্থানে প্রেতিনীর ন্যায় একাকিনী কি করিতেছ?"

"এ কি এ! এ কার কণ্ঠস্বর!" যুবতী অতিমাত্র ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া পশ্চাৎ দিকে একবার সভয়ে দৃষ্টিপাত করিল। বুঝিল, ধৃতকারী ব্যক্তি ফ্রাঁসোয়ার প্রেতমূর্ত্তি নহে। ফ্রাঁসোয়ার প্রেতমূর্ত্তি হইলেও বুঝি ফরাসী রমণী এতদূর ভীত ও স্তম্ভিত হইত না। যুবতী কিয়ৎক্ষণের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল, তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

ধৃতকারী ব্যক্তি যে মিঃ এলড্রেড ব্যারেনচৌ, এ কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শুভ্র চন্দ্রালোকে পর্ব্বতের উপরে রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া এলড্রেডের মনে সন্দেহ হইয়াছিল। মনে করিল, এরূপ গভীর রাত্রে—এ নির্জ্জন ভয়াবহ স্থানে এক ফরাসী রমণী ডোলা ভিন্ন প্রেতিনীর ন্যায় একাকিনী কে বিচরণ করিতে পারে? সন্দেহ দূর করিবার জন্য এলড্রেড ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপর উঠিয়াছিল এবং যাহা দেখিল, তাহাতে তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং ফরাসী রমণী যখন ভীত হইয়া পলায়ন করিতে যাইবে, তখন যুবক বজ্রমুষ্টিতে তাহার হস্তধারণ করিল।

যুবক পুনরায় বজ্রনির্ঘোষে জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুমি? শীঘ্র উত্তর দাও, নচেৎ তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য।"

ডোলা আর নীরব হইয়া থাকিতে পারিল না। স্পেনদেশীয়া রমণীর স্তায় প্রত্যেক কথার উপর জোর দিয়া বলিল—"আমি একজন স্পেন-দেশীয়া ভিখারিণী। কোন বিশেষ প্রয়োজনে এ স্থানে আসিয়া এই পর্ব্বতের উপর রাত্রিযাপন করিতেছি। কেন আমার শান্তির ব্যাঘাত করিতেছেন, অনুগ্রহ করিয়া ছাড়িয়া দিন।"

যুবক তাহার মুষ্টি আরও দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া বলিল—"তুমি ভিখারিণী—না, পিশাচিনী! ডোলা, তুমি মনে করিয়াছ, আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই। তোমাকে বেশ চিনিয়াছি, ছন্নবেশ ধরিয়া তুমি আমার চক্ষে ধুলি দিতে পারিবে না। ছদ্মবেশে তুমি তোমার ঐ ঘৃণিত দেহ লুক্কায়িত করিতে পার, কিন্তু তোমার নারকীয় প্রভাব—তোমার দানবীর স্তায় হাব ভাব—প্রেতিনীর ন্যায় কার্য্যকলাপ—এ সমস্ত কিছুই গোপন করিতে পার নাই। আমার নিকট কখনও তাহা পারিবে না।"

ফরাসী রমণী যুবকের দৃঢ় মুষ্টি হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে করিতে স্পেনীয় ভাষায় বলিল—"আমাকে ছাড়িয়া দিন। আমি একজন বিদেশিনী দরিদ্রা রমণী, কেন অকারণ আমাকে কষ্ট দিতেছেন। আমি দরিদ্রা হইলেও আপনার ন্যায় এ স্থানে বিচরণ করিবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমাকে যাইতে দিন।

এলড্রেড তাহার রাস্তা অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং বলিল—"না ম্যাডাম, যখন তোমাকে পুনরায় দেখিতে পাইয়াছি, তখন তোমাকে এত সহজে ছাড়িয়া দিব না। এখন বল, কেন তুমি এরূপ

ছদ্মবেশে এবং এরূপ ভীষণ স্থানে প্রেতিনীর ন্যায় একাকিনী ঘুরিয়া বেড়াইতেছ?"

"আমি আপনার কথা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি কাহাকে কি বলিতেছেন? বোধ হয় আপনার দৃষ্টিভ্রম হইয়া থাকিবে। আমি একজন স্পেনদেশীয়া সামান্যা দরিদ্রা ভিখারিণী ভিন্ন অন্য কেহই নহি। আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি ত আপনার কোন অনিষ্ট করি নাই। তবে কেন আপনি বিদেশিনী দরিদ্রা রমণীর প্রতি এরূপ অন্যায় অত্যাচার করিতেছেন।"

এলড্রেড ক্ষিপ্রকারিতার সহিত ফরাসী রমণীর চসমা ও পরচুলা টানিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিল। তৎপরে বলিল—"কি বিদেশিনি, এবার বুঝিতে পারিয়াছ ভ্রম কাহার? বুঝিতে পারিয়াছ—এ ভ্রম আমার নয়, ভ্রম তোমার। ভায়নার প্রথম দর্শন হইতে আজ পর্য্যন্ত তুমিই ভ্রম করিয়া আসিতেছ। সে ভ্রান্তির এতদিন প্রতিফল পাও নাই। আজ তার প্রতিফল পাইবে। আজ যখন আমার হাতে পড়িয়াছ তখন সহজে তুমি নিষ্কৃতি পাইবে না। এবার তোমাকে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিব।"

সহসা এরূপ ভাবে আত্মপ্রকাশ হওয়ায় ফরাসী রমণী অত্যন্ত ভীত হইল। বুঝিল, বাস্তবিকই এখন আর নিষ্কৃতি নাই। হয় আজীবন কারাবাস—নয় মৃত্যু। যুবতী অত্যন্ত ভীত হইয়া এলড্রেডের কঠিন হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু যখন কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, তখন মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল।

"এলড্রেড, যখন চিনিতে পারিয়াছ, তখন তোমাকে না বলিলে উপায়

নাই। আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিতে আসি নাই, আমার নিজের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, সেইজন্য আমি এ স্থানে আসিয়াছিলাম, আমাকে ছাড়িয়া দাও—আমি এই মুহূর্ত্তে এস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি।"

"না, আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না, যখন সৌভাগ্যক্রমে আবার তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি, তখন সহজে তোমাকে ছাড়িয়া দিব না, তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিব। জান, তুমি আমার কি অনিষ্ট করিয়াছ ?"

"আমি ত তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই এলডেড! কেবল তোমায় ভালবাসিয়াছি—তোমায় সর্ব্বস্ব দিয়া ভালবাসিয়া আসিয়াছি—স্ত্রীর অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়া ভালবাসিয়া আসিয়াছি—তোমার ঐ রূপ-বহ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় ঝম্প প্রদান করিয়া কেবল সারাজীবন মর্ম্মদাহ সহ্য করিয়া আসিয়াছি। তোমার কণামাত্র ভালবাসার জন্য ব্যথিত-হৃদয়ে পৃথিবীময় হাহাকার করিয়া বেড়াইয়াছি। তোমার আর কোন অনিষ্ট করি নাই। ইহাতে যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, আমাকে মার্জ্জনা কর—আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি আর তোমার সুখের পথে আসিয়া কখনও দণ্ডায়মান হইব না। তুমি আত্মগরিমার মহত্ত্ব শিখরে দণ্ডায়মান থাক, আমি অতৃপ্ত ভালবাসা লইয়া—এ দারুণ মর্ম্মদাহ লইয়া জন্মের মত এ দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।"

এলড্রেড কিছুক্ষণ নীরব হইয়া কি ভাবিল। তৎপরে বলিল—"তুমি আমার কি অনিষ্ট করিতে বাকী রাখিয়াছ? ভায়না নগরীতে তোমার সহিত প্রথম সাক্ষাতের তার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত তুমি আমার কিরূপ শত্রুতা সাধন করিয়া আসিয়াছ, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ? আর আমি-তোমাকে মুক্তি দিব না। তুমি মুক্ত হইলে—তুমি বাঁচিয়া থাকিলে—

জগতের মহা অমঙ্গল সাধিত হইবে। যখন মঙ্গলময় ঈশ্বরের কৃপায় আবার তোমার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তখন এবার তোমায় উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিব—তিল তিল করিয়া তোমাকে মৃত্যু মুখে প্রেরণ করিব—তোমার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সে ভীষণ মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করিবে—জগতের সমস্ত লোক তোমার সেই শোচনীয় মৃত্যু দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া উঠিবে।"

আতঙ্কে যুবতীর সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। ভীতি-কম্পিত-কণ্ঠে বলিল—"না, না, আমি দিন দিন—তিল তিল করিয়া মরিতে পারিব না। আমাকে একেবারে মরিতে দাও। এলড্রেড, তোমার পায়ে ধরিয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমায় একবারে মরিতে দাও।" যুবতী তৎপরে সমুদ্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল—"ঐ দেখ, ঐ দেখ আমার ভ্রাতা ফ্রাঁসোয়ার প্রেতমূর্ত্তি আমাকে ডাকিতেছে—তাহার নিকট যাইবার জন্য আমাকে সাদরে আহ্বান করিতেছে—আমাকে তাহার নিকট যাইতে দাও। আমি তাহারই জন্য এ স্থানে আসিয়াছি—এই গভীর নিস্তব্ধ রজনীতে—এই ভয়াবহ স্থানে তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া আছি।"

"তুমি তাহার জন্য এ স্থানে আসিয়াছ? তাহারই জন্য এ ঘৃণিত ছদ্ম বেশে এ স্থানে বসিয়া আছ? ভাবিয়াছ, তাহার মৃতদেহ হইতে দলিলের নকলগুলি চুরি করিয়া আমার সর্ব্বনাশ—ইংলণ্ডের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে? তুমি ভুল বুঝিয়াছ—তুমি ভুল ধারণা করিয়াছ। সে দলিলগুলি কোনরূপে তোমার হস্তগত হইতে দিব না। ফ্রাঁসোয়ার পাপ দেহের অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক নিযুক্ত করিয়াছি—তাহারা সেই ঘৃণিত মৃতদেহের সন্ধান পাইলেই আমার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিবে। তখন তোমার সকল

আশা সকল চেষ্টা বৃথা হইবে—সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও শোচনীয়ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে।"

যুবতী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কি ভাবিল। তৎপরে দিগন্ত কম্পিত করিয়া—নৈশ নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া হোঃ হোঃ শব্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। সে পৈশাচিক হাস্যে এলড্রেডের হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া উঠিল—প্রাণে ভীতির সঞ্চার হইল। তৎপরে ফরাসী যুবতী বলিতে লাগিল—"এলড্রেড, তুমি আমায় মৃত্যু ভয় দেখাও! ফরাসী রমণী মৃত্যু ভয় করে না। যেদিন গুপ্তচরের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি—সেই দিনই মৃত্যুকে সঙ্গের সাথী করিয়াছি—সেই দিন দানবীয় বৃত্তিতে হৃদয় পূর্ণ করিয়াছি—সকল রকম কুকার্য্য করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি। নচেৎ প্রেতিনীর ন্যায় এ গভীর রজনীতে—এ নির্জ্জন স্থানে মৃতদেহের সন্ধানে বসিয়া থাকি! তুমি মনের কোণেও স্থান দিও না এলড্রেড যে, তুমি ফ্রাঁসোয়ার মৃতদেহ পাইবে—তাহার দেহ হইতে দলিলগুলির উদ্ধার সাধন করিবে, তাহা কখনও পারিবে না। যতক্ষণ আমি জীবিত থাকিব, ততক্ষণ সে দলিলগুলি তোমাকে পাইতে দিব না—সে দলিলগুলি আমি হস্তগত করিব—সেগুলি ফ্রান্সে পাঠাইব—ইংলণ্ডের সর্ব্বনাশ সাধন করিব। কেহ ইহার অন্তরায় হইতে পারিবে না। যে আমার পথে আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহাকে হত্যা করিব—তাহার মুণ্ড কুক্কুর উদরে কবর দিব—তাহার উষ্ণ শোণিতে স্নান করিতে কুণ্ঠিত হইব না।" যুবতী থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল—দানবীয় দীপ্তিতে তাহার মুখমণ্ডল প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল—কড় কড় শব্দ করিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিল।

তাহার অস্বাভাবিক মূর্ত্তি দেখিয়া, এলড্রেড যুগপৎ স্তম্ভিত ও ভীত

হইল। হঠাৎ ভালগার সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত মনে উদিত হওয়ায় যুবকের সাহস হারাইবার উপক্রম হইল।

উপকূল-রক্ষকদ্বয় দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"কে ওখানে গোলমাল করিতেছে?"

তাহাদের কথা শুনিতে পাইয়া এলড্রেড অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হইল। সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—"দেখিতেছ, আমি একাকী আসি নাই, আমার পশ্চাতে অনেক লোক আছে। তুমি পলায়ন করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছ। এখনও যদি নিজের মঙ্গল চাও ত আমি যাহা বলি শোন—বিনা বাক্যব্যয়ে আমার সঙ্গে এস। নচেৎ তোমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব। আমি বহু লোক সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি।"

ডোলা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"এলড্রেড, কোনরূপে তুমি আমাকে লইয়া যাইতে পারিবে না। সহস্র লোক তোমার সঙ্গে থাকুক—লক্ষ লোক তোমার সঙ্গে আসুক, তথাপি তুমি আমাকে এক পা'ও লইয়া যাইতে পারিবে না। আমিও একাকিনী আসি নাই, আমিও লক্ষ পিশাচীর নিষ্ঠুরতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি—লক্ষ প্রেতিনীর বিভীষিকা লইয়া আসিয়াছি—লক্ষ দানবীর শক্তি আনিয়াছি। তোমার সাধ্য কি যে তুমি আমাকে এ স্থান হইতে এক পা লইয়া যাও। শোন এলড্রেড, যদি তুমি নিজের মঙ্গল চাও—যদি ভালগার মঙ্গল চাও—তবে এই মুহূর্ত্তে আমাকে ছাড়িয়া দাও, নচেৎ আমার এ রোষাগ্নিতে তোমারা ছাই হইয়া যাইবে।" এই বলিয়া যুবতী দ্বিগুণ বলে যুবকের বদ্ধমুষ্টি হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল।

এলড্রেড ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"কি এখনও পলায়নের চেষ্টা করিতেছ, মনে করিয়াছ তোমার কথায় ভীত হইয়া তোমাকে এ স্থানে ত্যাগ

করিয়া চলিয়া যাইব।" এই বলিয়া যুবক তাহার দুর্ব্বলদেহের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিল এবং অধিকতর দৃঢ়রূপে তাহার হস্ত ধারণ করিল।

সে শক্তি সহ্য করিতে না পারিয়া যুবতী ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল এবং উন্মাদিনীর ন্যায় যুবককে দংশন করিতে ও তাহাকে ঘন ঘন পদাঘাত করিতে লাগিল।

উপকূল-রক্ষকদ্বয় দূর হইতে দেখিতে পাইল, পাহাড়ের মধ্য পথে বিশ্রাম স্থানে দুইটী মনুষ্য মূর্ত্তি যেরূপ ঠেলাঠেলি করিতেছে, তাহাতে তাহাদের সমুদ্রগর্ভে পতন ও মৃত্যু অনিবার্য্য। ঐ দুই মনুষ্য মূর্ত্তিকে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা যথাসম্ভব আপনাদিগকে নিরাপদ রাখিয়া পর্ব্বতে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে ডোলা দানবীয় শক্তিবলে শক্তিমতী হইয়া এলড্রেডকে দূরে নিক্ষেপ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু এল-ড্রেডও কম শক্তিশালী ছিল না। সেও ফরাসী রমণীকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া নীচে নামিয়া আসিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে স্বীয় আয়ত্তে আনিবার জন্য যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ করিতে পশ্চাৎপদ হইল না। কখন ফরাসী রমণী এলড্রেডকে নিজের দিকে টানিয়া আনিল, পরক্ষণেই এলড্রেড তাহাকে নিজের দিকে টানিয়া লইল। কিন্তু কেহ কাহাকেও সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনিতে পারিল না। তাহাদের দেহ হইতে স্বেদজল নির্গত হইতে লাগিল—ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, তথাপি কেহই নিরস্ত হইল না। এইরূপ টানাটানি ঠেলাঠেলি করিতে করিতে তাহারা একটা ভয়াবহ স্থানে উপস্থিত হইল। তথায় তাহাদের অস্থির পদতাড়নে একখণ্ড প্রস্তর স্থানভ্রষ্ট হইয়া যাওয়ায়,

এলড্রেড নিম্নদিকে চাহিয়া দেখিল, সম্মুখেই একটা ভয়ানক গর্ত্ত রহিয়াছে। স্ফুট চন্দ্রালোকে যুবক দেখিতে পাইল, সেই গর্ত্ত মধ্যে গভীর কৃষ্ণবর্ণ জলরাশি কল কল শব্দ করিতেছে—আবর্ত্তে ঘুরিতেছে—পর্ব্বতগাত্রে আছাড় খাইয়া আবার সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। এলড্রেড আসন্ন বিপদ দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"সাবধান! আর এক পদও অগ্রসর হইও না! দেখিতেছ, সম্মুখে মৃত্যুর করাল মুখ ব্যাদানের ন্যায় কি ভয়ানক গর্ত্ত। আর এক পদ অগ্রসর হইলে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য।"

যুবক ভীত হইয়া ফরাসী রমণীর হস্ত ছাড়িয়া দিল।

সে পাপীয়সী এই অবকাশে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রীর ন্যায় এলড্রেডের হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া হোঃ হোঃ শব্দে ভয়ানক হাস্য করিয়া উঠিল। কি ভয়ানক হাসি—কি ভয়ানক চীৎকার! সেই নির্জ্জন স্থানে সেই ভয়াবহ চীৎকার পর্ব্বতগাত্রে প্রতিধ্বনিত হইয়া দিগন্ত কম্পিত করিয়া, সমুদ্রের গভীর জলকল্লোলের সহিত মিলিত হইয়া, বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

সেই পৈশাচিক চীৎকারে এলড্রেডের হৃদয় দুরু দুরু কম্পিত হইয়া উঠিল। ভাবিল, এ রমণী কি সত্যই ডোলা? না, কোন মায়াবিনী প্রেতিনী ডোলার রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমাকে ভীতি প্রদর্শন করিতে আসিয়াছে। এ কি সত্যই মানবী—না প্রেতিনী! কে এ?

ফরাসী রমণী এলড্রেডের হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় বলিয়া উঠিল—"এলড্রেড, মৃত্যু? মৃত্যুতে ভয় কি সখা? এতো সুখের মরণ! তোমাকে লইয়া মরিতে পাইব, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা! তোমাকে ইহজীবনে কখন পাই নাই—পাইবও না। দেখি মৃত্যুর

পর তোমাকে পাই কি না। ইহলোকে তোমার আমার একত্রে স্থান হইবে না। দেখি পরলোকে স্থান হয় কি না। তুমি সঙ্গে থাকিলে সে স্থান নরক হইলেও আমার পক্ষে স্বর্গ—তোমাকে লইয়া আমি কোটী কোটী বৎসর নরকে থাকিতে পারি। তবে এস এলড্রেড, তোমাকে লইয়া মরি এস! এস সখা, তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া মরি এস! এ গভীর নির্জ্জন স্থানে—এই কৌমুদিস্নাত সমুদ্রবক্ষে আমাদের মৃত্যু-মিলন। কি সুখের মিলন—কি সুখের মরণ! বাঃ বাঃ, কি চমৎকার—কি চমৎকার! আমাদের মৃত্যু-মিলন—আমাদের মরণে বরণ—বাঃ বাঃ!"

আবার সেই পৈশাচিক হাস্য—আবার সেই প্রেতিনীর তাণ্ডব নৃত্য! এলড্রেড অতিমাত্র ভীত হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিল।

ডোলা তাহার হস্ত অধিকতর দৃঢ়রূপে ধরিয়া বলিল—"কোথা যাবে প্রাণেশ্বর? এস, এস—এ মিলনে বাধা দিও না—এ সাধের মরণে বাদ সাধিও না। ঐ ডাক্‌ছে—মৃত্যু গভীর অন্ধকারময় মুখব্যাদান করিয়া আমাদিগকে ডাক্‌ছে। আর না—আর বিলম্ব করিও না—এ শুভ মিলনে আর বাধা দিও না। ঐ—ঐ—ঐ—ডাক্‌ছে। আর না—আর না—এস, এস।" এই বলিয়া ফরাসী রমণী উন্মাদিনীর ন্যায় সবলে তাহাকে সেই গর্ত্তের দিকে টানিতে লাগিল।

এলড্রেড শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে সেই উন্মত্তা রমণীর মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, কি ভয়ানক মুখভঙ্গী—কি বীভৎস মূর্ত্তি! আলুলায়িত কেশরাশি তাহার বিকৃত মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, চক্ষু দুইটা যেন অগ্নিগোলকের ন্যায় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, নাসিকা হইতে যেন প্রলয়ের ঝড় প্রবাহিত হইতেছে, অঙ্গ হইতে বসন স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে

তাহার সেই অর্দ্ধ উলাঙ্গিনী উন্মাদিনী মূর্ত্তি দেখিয়া এলড্রেড অতিমাত্র ভীত হইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বুঝিল, আর রক্ষা নাই—মৃত্যু অনিবার্য্য। অনতিবিলম্বে ঐ সমুদ্রগর্ভে তাহাকে চিরসমাধিস্থ হইতে হইবে। আর ট্রিবারউইথ দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে না—আর ভালগাকে দেখিতে পাইবে না—এই চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডিত নক্ষত্রমালিনী উজ্জ্বল নভোমণ্ডল—শস্যশ্যামলা বিশাল ধরিত্রীবক্ষ ত্যাগ করিয়া কোন্ অন্ধকার-ময় মৃত্যুরাজ্যে গমন করিতে হইবে। এলড্রেড প্রাণভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল—"কে কোথায় আছ আমাকে রক্ষা কর—কে কোথায় আছ আমাকে রক্ষা কর!"

ভীষণা ফরাসী রমণী আবার হোঃ হোঃ শব্দে হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল—"এলড্রেড, এখানে কেউ নাই—আছি কেবল মৃত্যুপথের যাত্রী, তুমি আর আমি। এস, এস প্রাণেশ্বর! বহুদিনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আজ তৃপ্ত করি এস। এস, এস বাঞ্ছিত! চিরবাঞ্ছিত মিলনের আশা আজ পূর্ণ করি এস—আর এমন সময় পাইব না—আর এমন সুযোগ ঘটিবে না। ঊর্দ্ধে জ্যোৎস্না-পুলকিত অনন্ত আকাশ—সম্মুখে দিগন্তপ্রসারী নীলাম্বুরাশি—নিম্নে সর্ব্বংসহা ধরিত্রী—মধ্যে অনন্ত পথের যাত্রী—তুমি আর আমি। আর কেউ নাই—এ নিখিল বিশ্বে আর কেউ নাই। হাঃ হাঃ হাঃ—আর কেউ নাই—এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কেবল তুমি আর আমি। এইত মিলনের সুবর্ণ সুযোগ, আর বিলম্ব করিও না—আর বিলম্ব করিও না। এস—এস!" এই বলিয়া ফরাসী রমণী উন্মা-দিনীর ন্যায় এলড্রেডকে টানিতে টানিতে হঠাৎ সেই গর্ত্তে পড়িয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে এলড্রেডও তাহার ভার সামলাইতে না পারিয়া সেই গর্ত্ত মধ্যে পতিত হইল।

উপকূল-রক্ষক ঘটনাস্থলে আসিতে আসিতে দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া সেই স্থানেই স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

সেই গর্ত্তের মধ্য হইতে কেবল একটা অস্ফুট যন্ত্রণার শব্দ—তৎপরে—"আমায় রক্ষা কর" এই কয়টী শব্দ অতি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া উত্থিত হইল—তারপর সমস্ত নিস্তব্ধ হইল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

--++--

রাত্রি দ্বিপ্রহর। প্রকৃতি নিস্তব্ধ। চতুর্দ্দিকে গভীর সুষুপ্তি বিরাজ-মান। কেবল আকাশে চন্দ্রদেবের চক্ষে নিদ্রা নাই। অবিশ্রান্ত রজত কিরণ ধারা ঢালিয়া সুপ্ত নগ্ন পৃথিবীর বক্ষে কি এক আবেশময় মোহিনী শক্তি আনয়ন করিয়াছে।

এই গভীর সুষুপ্তির সময় ট্রিবারউইথ দুর্গের একটী কক্ষে ভালগাও নিদ্রিত ছিল। বালিকা হঠাৎ চীৎকার করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ভীত ও ত্রাস্ত হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল—তাহার শরীর থরথর করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল—ললাটে স্বেদ জল নির্গত হইতে লাগিল। একটু দূরে নার্স ও নিদ্রা যাইতেছিলেন তাহার রোগীর বিকট চীৎকারে তাঁহারও নিদ্রা ভঙ্গ হইল—তিনি তৎক্ষণাৎ বালিকার নিকট গমন করিলে বালিকা তাহার গলা ধরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"উঃ কি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন! মিঃ এলড্রেড—মিঃ এলড্রেড কোথায়? আপনি কি তাঁহার কোন সংবাদ জানেন?"

বালিকার অসম্বদ্ধ স্থানভ্রষ্ট চূর্ণকুন্তলগুলি উষ্ণ ললাট হইতে স্বস্থানে সন্নিবেশ করিতে করিতে বলিল—"চুপ করুন—এরূপ ভীত হইবেন না—তিনি নিশ্চয় তাঁহার শয়ন কক্ষে নিদ্রা যাইতেছেন।"

বালিকা হাঁপাইতে হাঁপাইতে পুনরায় বিছানায় শুইয়া পড়িল— তখনও তাহার হৃদয়ের কম্পন নিবৃত্ত হয় নাই। ভীতি-কম্পিত-কণ্ঠে বলিল—"আপনি নিশ্চয় জানেন তিনি নিদ্রা যাইতেছেন।"

"নচেৎ ঐ গভীর রাত্রে এ দুর্ব্বল অবস্থায় তিনি কোথায় যাইতে পারেন। নিশ্চয় তিনি নিদ্রা যাইতেছেন। কেন, আপনি কি দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন?"

বালিকা বলিল—"আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন এলড্রেড একটা পাহাড়ে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়, এক ভীষণ-দর্শন রমণী আসিয়া তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া দিল। এলড্রেড কত আর্ত্তনাদ করিল— প্রাণ রক্ষার জন্য কত সাহায্য প্রার্থনা করিল, কিন্তু কেহ তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না—এলড্রেড যেন সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় চলিয়া গেল। নার্স, কেন এরূপ যন্ত্রণাদায়ক স্বপ্ন দেখিলাম বলিতে পারেন।"

নার্স তাহার মাথায় অডিকলোন দিতে দিতে বলিল—"ইহা আপনার অসুখেরই একটা উপসর্গ। যাহাহউক যদি আপনি একটু সাবধানে না থাকেন এবং এরূপ সামান্য কারণে বা বিনা কারণে এত উত্তেজিত হন, তাহা হইলে আপনি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন না। পৃথিবীর সমস্ত চিকিৎসক আসিলেও আপনাকে সুস্থ করিতে পারিবেন না। এখন আপনি একটু সুস্থির হন এবং নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করুন।"

"না, না, আমি আর নিদ্রা যাইব না। নিদ্রা যাইলেই আবার স্বপ্নে সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিব, সে ভয়ানক দৃশ্য আমার সহ্য হইবে না। জাগিয়া থাকিলে বরং আমি ভাল থাকি। নিদ্রা যাইলেই কত ভীষণ ভীষণ স্বপ্ন দেখি।"

নার্স ভাবিল, বালিকা নিশ্চয় অসুস্থতা বশতঃ এরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে। যাহাহউক চিন্তার তত বিশেষ কারণ নাই। বালিকা সুস্থ হইতে এখনও এক সপ্তাহ লাগিবে, সুতরাং সপ্তাহের শেষ তাহার কোনরূপ উপসর্গ থাকিবে না। কিন্তু এরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া এত চঞ্চল হইবার ত কারণ কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

নার্স যখন এরূপ চিন্তা করিতেছিল, তখন বালিকা ধীরে ধীরে করুণ-কোমল কণ্ঠে ডাকিল—"নার্স!"

"কেন?"

"আপনি কি স্বপ্ন বিশ্বাস করেন?"

নার্স ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"না—কেন? আর যদিই করি ত এরূপ স্বপ্ন বিশ্বাস করি না। এরূপ স্বপ্ন উষ্ণ মস্তিষ্কের বিকৃত ছবি ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ অমূলক ও বৃথা চিন্তাদায়ক।

"তাহা হইলে আপনি কোন কোন স্বপ্ন বিশ্বাস করেন ত?"

"তা অস্বীকার করিতে পারি না। কোন কোন স্বপ্ন বিশ্বাস করি বটে। আমার মনে আছে একবার একটা স্বপ্ন উপর্যুপরি কয় দিন ধরিয়া দেখিয়াছিলাম কিন্তু সেটা শেষে সত্যই ঘটিয়াছিল।"

"আমিও ত একটা স্বপ্নই বার বার দেখিতেছি—তবে কি ইহা সত্যই হইবে? প্রত্যেক বারই স্বপ্নে দেখিতেছি যেন আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব এলড্রেড মহা বিপদে পড়িয়াছেন—কোনরূপে সে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতেছেন না। কি হবে নার্স—যদিই এই স্বপ্ন সত্য হয়।" বালিকা শিহরিয়া উঠিল।

নার্স সহাস্যে বলিল—"না, না, এক্ষেত্রে স্বপ্ন কখনও সত্য হইতে পারে না। আপনি যে পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন, এ দুঃস্বপ্ন তাহারই

একটা উপসর্গ মাত্র। এলড্রেড অতীতে যে সমস্ত কষ্ট পাইয়াছে, তাহাই স্বপ্নে দেখিয়াছেন, তাহা ব্যতীত ইহা আর কিছুই নহে। আর অতীতের ভীষণ ভীষণ ঘটনা সকল চিন্তা করিয়াই আপনি এরূপ অসুস্থ হইয়াছেন। সুতরাং এরূপ স্বপ্ন অতীত ঘটনা সকলের ভীত্তির উপর স্থাপিত, ভবিষ্যত ঘটনার উপর নহে।"

"আহা! তোমার কথাই যেন সত্য হয়। মাঝে মাঝে আমিও তাহা ভাবি, কিন্তু বেশীক্ষণ এ বিশ্বাস স্থির রাখিতে পারি না—এই দেখুন এখনও আমার হৃৎকম্প দূর হয় নাই। আচ্ছা, আপনি এলড্রেডকে শেষ কখন দেখিয়াছিলেন ?"

"রাত্রি ৯টার সময় তাঁহাকে শেষ দেখিয়াছিলাম। আমি ঐ সময় তাঁহাকে খাবার দিয়া আসি এবং আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে বলি।"

"তখনও কি তিনি শয়ন করেন নাই ?"

"না—তখনও তিনি জানালার নিকট বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন। আমাকে বলিলেন আহারাদি করিয়াই নিদ্রা যাইবেন। আমার বোধ হয় তিনি এতক্ষণ নিদ্রা গিয়াছেন।"

বালিকা কাতর ভাবে বলিল—"দেখুন, নার্স—যদি শুনি তিনি তাঁহার বিশ্রাম কক্ষে নিরাপদে নিদ্রা যাইতেছেন, তাহা হইলে আমি একটু সুস্থির হইতে পারি, নচেৎ সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হইবে না—কোনরূপে আমি স্থির হইতে পারিব না। আপনি দয়া করিয়া একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসিবেন কি ?"

"আচ্ছা, আমি তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেছি আপনি ততক্ষণ একটু স্থির হইয়া থাকুন। আমি এখনি এলড্রেডের সুস্থ সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিতেছি।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নার্স তৎক্ষণাৎ এলড্রেডের শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইল। দেখিল কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত। পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র আলোক বিছানার উপর পড়িয়া সুখে ঘুমাইতেছিল—হঠাৎ নার্সের পদশব্দে জাগরিত হইয়া যেন তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া উঠিল। নার্স শয্যায় এলড্রেডকে দেখিতে না পাইয়া চমকিত হইল। তথাপি দৃষ্টিভ্রম মনে করিয়া ইলেকট্রিক্ আলোর সুইচ খুলিয়া দিল, কিন্তু সে কক্ষে এলড্রেডকে দেখিতে পাইল না। দুর্গের প্রত্যেক স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল—একস্থান দশবার করিয়া খুঁজিল, তত্রাচ এলড্রেডকে কোথাও দেখিতে পাইল না। একবার মনে করিল, বোধ হয় তিনি বাগানে বেড়াইতে গিয়াছেন। নার্স তৎক্ষণাৎ সেই বাগানে উপস্থিত হইল। কিন্তু সে স্থানেও তাহাকে দেখিতে পাইল না। তখন তাহার অতিশয় ভয় হইল। কম্পিত হৃদয়ে পুনরায় এলড্রেডের শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। মনে করিল, এতক্ষণ সে সম্ভবতঃ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে। কিন্তু সেখানে গিয়াই তাহাকে দেখিতে পাইল না। সেই শূন্য কক্ষে দাড়াইয়া নার্স বিষম চিন্তিত হইল। কি করা কর্ত্তব্য কিছু স্থির করিতে পারিল না। একবার ভাবিল, ভৃত্যগণকে উঠাইয়া তাহাদিগকে এলড্রেডের সন্ধানে প্রেরণ করি। কিন্তু সে যুক্তিও সুযুক্তি বলিয়া বোধ হইল না। কারণ এরূপ করিলে দুর্গ মধ্যে একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে এবং এ সংবাদ লেডি ভালগার কর্ণগোচর হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। এ সংবাদ যদিই ভালগার কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে তাহার জীবনরক্ষা ভার হইবে। তাহার মানসিক অবস্থা যেরূপ খারাপ তাহাতে এ প্রকার ভীষণ সংবাদ তাহার পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর। এ সংবাদ পাইয়া বালিকা যদি আবার মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে এবার তাহার জীবন সংশয় হইবে। নার্স বিষম সমস্যায় পড়িল।

কিন্তু এলড্রেডের সন্ধান না লইয়াই বা নিশ্চিন্ত থাকে কি, করিয়া। অনেক চিন্তার পর নার্স মনে মনে ঠিক করিল, ভালগার নিকটে গিয়া তাহাকে মিথ্যা কথায় শান্ত করিব তৎপরে এলড্রেডের সংবাদ লইবার ব্যবস্থা করিব। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় কি আছে। তাহাকে গিয়া বলিব এলড্রেড তাহার শয়ন কক্ষে নিদ্রা যাইতেছেন—তাহার জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই। এই স্থির করিয়া নার্স এলড্রেডের কক্ষ হইতে যেমন নিষ্ক্রান্ত হইবে। এমন সময়ে দুর্গ তোরণের ঘণ্টা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া উঠিল। কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে, এরূপভাবে ঘণ্টা বাজাইবার একটা প্রথা ছিল। নার্স এই গভীর রাত্রে দুর্গ-তোরণের ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া বড়ই ভীত হইল। ভাবিল এরূপ অসময়ে বিপদসূচক ঘণ্টা বাজাইল কে? এখন কি বিপদ উপস্থিত হইতে পারে? তবে কি এলড্রেডের কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে? বোধ হয়। বোধ হয় কেন? নিশ্চয়! যখন এলড্রেডকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না—তখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এলড্রেড এ গভীর রাত্রে দুর্গের বাহিরে গিয়া নিশ্চয় কোন বিপদে পড়িয়াছে। কিন্তু এ ঘণ্টার শব্দ যদি লেডি ভালগার কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে ত সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। নার্স আর তথায় অপেক্ষা করিতে পারিল না। দ্রুতপদে—কম্পিত বক্ষে ভালগার কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিল লেডি ভালগা উন্মাদিনীর ন্যায় বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে—তাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে—অসংবদ্ধ কেশ-রাশি বাতাসে ইতঃস্তত উড়িয়া পড়িতেছে—তাহার সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কম্পিত হইতেছে। নার্স বিছানার নিকটবর্ত্তী হইলে বালিকা তাহার গলা ধরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"নার্স, এ গভীর রাত্রে ঘণ্টার শব্দ কেন হইতেছে? এ রাত্রে আবার কি বিপদ উপস্থিত হইল?

এলড্রেডের সংবাদ কি? তিনি ত সুস্থ শরীরে নিদ্রা যাইতেছেন? তাঁহাকে একবার এখানে ডাকিয়া দিন—এ গভীর রাত্রে বিপদসূচক ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া আমি বড়ই অস্থির হইয়াছি। এই বলিয়া বালিকা হাঁপাইতে লাগিল —তাহার দেহখানি বেতসী পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। নার্স বালিকার কম্পিত দেহলতা খানি নিজের কোলের উপর শোয়াইয়া বলিল— "চুপ করুন, ও কিছু নয়। বোধ হয় বাতাসে ঘণ্টাটা বাজিয়া থাকিবে। আপনি বৃথা এরূপ চঞ্চল হইবেন না। আপনার শরীর অতিশয় দুর্ব্বল, এ সময় এরূপ চঞ্চল হইলে আপনাকে পুনরায় কঠিন পীড়াগ্রস্থ হইতে হইবে। একটা সামান্য কারণে কেন এরূপ চঞ্চল হইতেছেন?"

"এ কি সামান্য কারণ নার্স? যখন এ গভীর রাত্রে বিপদের ঘণ্টা বাজিতেছে, তখন সামান্য কারণ মনে করিয়া কিরূপে নিশ্চন্ত হইয়া থাকিতে পারি।"

"আমার বোধ হয় বাতাসে ঘণ্টাটা বাজিতেছে।"

বালিকা কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"না, না, বাতাসে এতক্ষণ ধরিয়া কি অতবড় একটা ঘণ্টা বাজিতে পারে? আমি ত নিতান্ত বালিকা নই যে আমাকে স্তোক বাক্যে ভুলাইবেন। নিশ্চয় কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এখনই একবার নীচে যান, সেখানে গিয়া দুর্গ রক্ষককে বলুন সে যেন কাহাকেও দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে না দেয়। আমার বোধহয় সেই ফরাসী রমণীই—না, না, আমি কি বলিতেছি—আমি কি পাগল হইয়াছি। সে কেন আসিয়া বিপদের সংবাদ প্রচার করিবে? তবে কে শব্দ করিতেছে? কেন শব্দ করিতেছে?"

নার্স দেখিল বালিকা যেরূপ উত্তেজিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে পুনরায় একটা উৎকট পীড়াগ্রস্থ হইবে। তাহার উত্তেজনা ও মানসিক

চাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য নার্স অপেক্ষাকৃত রুষ্ট ভাব দেখাইয়া বলিল—"আপনি কেন বৃথা এরূপ চঞ্চল হইতেছেন? এরূপ সামান্য কারণে এত উদ্বিগ্ন হইলে আপনি কিরূপে আরোগ্য লাভ করিবেন?"

"বেশ, আমি আর অধিক উত্তেজিত হইব না। আমাকে একবার এলড্রেডের কক্ষে লইয়া চলুন। আমি তাঁহাকে তাহার কক্ষে নিরাপদ দেখিয়া আসিয়া স্থির হইয়া আমিও নিদ্রা যাইব—নচেৎ আমি কিছুতেই সুস্থির হইয়া নিদ্রা যাইতে পারিব না।"

নার্স পুনরায় রুষ্ট হইয়া বলিল—"আপনি এরূপ দুর্ব্বল অবস্থায় কি করিয়া যাইবেন—বিশেষতঃ ডাক্তারেরা বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন যে, কোন কারণে আপনি যেন শয্যা ত্যাগ করিয়া না উঠেন—এরূপ অবস্থায় আপনাকে কিরূপে তাঁহার কক্ষে লইয়া যাইতে পারি।"

"তবে এলড্রেডকে একবার আমার গৃহে লইয়া আসুন। তাঁহাকে বলুন তিনি না আসিলে এবং তাঁহাকে না দেখিলে আমি সুস্থির হইয়া নিদ্রা যাইতে পারিব না। আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না—সেই স্বপ্নটা দেখিয়া অবধি আমার হৃদয়ে কি দারুণ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাকে নিরাপদ না দেখিলে বোধহয় আমি উন্মাদ হইয়া যাইব। এই ঘণ্টার ধ্বনি শুনিয়া বোধ হইতেছে, আবার তাঁহারই কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। বোধ হয়—" এই বলিয়া বালিকা থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আবার শয্যার উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

তখনও বাহিরে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিতেছিল। সে শব্দে নার্সও চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং ভয়গ্রস্থ মূর্চ্ছিতা বালিকাকে নিজের অঙ্কে শায়িত করিয়া ভাবিতে লাগিল বাস্তবিক এখনও এরূপ ঘণ্টা বাজিতেছে কেন? সত্যই কি আবার কোন বিপদ উপস্থিত হইল? এলড্রেডকে যখন এত

রাত্রে শয্যায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না তখন নিশ্চয় এ ঘণ্টার শব্দে তাহারই বিপদ সূচিত হইতেছে। কি জানি আবার কি নূতন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল।”

এমন সময় মিসেস পিটারষ্টো সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া নার্সকে বলিলেন—“আপনি এখন জাগিয়া আছেন কেন? সংবাদ কি? ভালগার কি আবার অসুখ বাড়িয়াছে? দুর্গ তোরণের ঘণ্টা ধ্বনিই বা কেন হইতেছে?”

নার্স ধীরে ধীরে বালিকাকে বিছানার উপর শোওয়াইয়া তাঁহার নিকট গমন করিল এবং চুপি চুপি বলিল—“আবার যে কি একটা নূতন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মাননীয় এলড্রেড তাঁহার শয়ন কক্ষে নাই—দুর্গের প্রত্যেক স্থান অন্বেষণ করিয়াছি, তত্রাচ তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাই নাই। কখন উঠিয়া কোথায় গিয়াছেন, তাহাও বলিতে পারি না। এদিকে দুর্গ তোরণের ঘণ্টা ধ্বনি আবার একটা নূতন দুর্ঘটনা প্রচার করিতেছে। ঐ ঘণ্টার শব্দ শুনিয়াই বালিকা মূর্চ্ছা গিয়াছে। আমি একা কি করিব কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন ভালই হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বালিকার নিকট একটু বসিয়া এই ঔষধটা কপালে লাগাইয়া দিন, আমি একবার বাহিরে গিয়া দেখিয়া আসি কে ঘণ্টা বাজাইতেছে।”

ইতিমধ্যে নিদ্রিত দুর্গরক্ষকের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল এবং এ গভীর রাত্রে কে ঘণ্টাধ্বনি করিয়া বিপদের সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছে তাহা দেখিবার জন্য বাহিরে গমন করিয়াছিল। তথা হইতে প্রত্যাগমনের সময় তাহার সহিত রাস্তায় নার্সের সাক্ষাৎ হইল। দুর্গ রক্ষকের ভীতি-

চঞ্চল মুখ দেখিয়া নার্স ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল কি সংবাদ দুর্গরক্ষক—কে ঘণ্টা বাজাইতেছিল—কেন বাজাইতেছিল ?”

দুর্গরক্ষক ভীতিকম্পিত কণ্ঠে বলিল—“আবার একটা মহা দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। আপনারা কেহ টিনটাজেলের নিকটস্থ বসক্যাসেল হোটেলে যান, সেখানে যাইলেই সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিবেন। মহামান্য এলড্রেড তথায় আবার কি একটা বিপদে পড়িয়াছেন। যে লোকটা ঘণ্টাধ্বনি করিতেছিল, সে লোকটা আর বিশেষ কিছু সংবাদ বলিতে পারিল না। কেবল বসক্যাসেল হোটেলে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিল।”

এই সংবাদ শুনিয়া নার্স অত্যন্ত ভীত হইল। ভাবিল এলড্রেড সেখানে গিয়া আবার কি বিপদে পড়িল? হঠাৎ বালিকার স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে উদিত হওয়ায় নার্স শিহরিয়া উঠিল। এবং দ্রুত পদে কম্পিত বক্ষে রোগীর গৃহে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধা পিটারষ্টোকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল।

বৃদ্ধা সতৃষ্ণ নয়নে একবার ভালগার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, তখনও বালিকার চৈতন্য সম্পাদন হয় নাই। তখন নার্সকে চুপি চুপি বলিলেন—“আপনি বালিকার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করুন ও ডাক্তারকে সংবাদ পাঠান। আমি এখনি একবার বসক্যাসেল হোটেলে যাইতেছি। দেখিয়া আসি, এলড্রেড আবার কি বিপদে পড়িয়াছে। আমি স্বয়ং না যাইলে বিশেষ সুবিধা হইবে না। অন্যের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না। আপনি কিন্তু বালিকার ভার গ্রহণ করুন। বালিকার জ্ঞান হইলে তাহাকে এ সমস্ত সংবাদ জানিতে দিবেন না। এ ভীষণ সংবাদে বালিকার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইবে—তাহার জীবন রক্ষা

ভার হইবে। আপনি যথাসাধ্য বালিকাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিবেন।”

বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ বাহিরে গিয়া একখানি ব্রুহাম গাড়ী সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। অশ্বদ্বয় নিশীথ নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া পথিক-পরিশূন্য রাস্তা ধরিয়া বসক্যাসেলের দিকে ছুটিল। যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই বৃদ্ধার হৃদয় দুরু দুরু করিয়া উঠিতে লাগিল। ভাবিল, এলড্রেডের কি হইতে পারে? এ গভীর রাত্রে তাহার বসক্যাসেলে আসিবার আবশ্যকতা কি ছিল? কেহ কি তবে ছলনা করিয়া এখানে লইয়া আসিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে? সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে বালিকার দশা কি হইবে? কিন্তু ভগবান এরূপই কি করিবেন? তাহাদের পবিত্র—স্বর্গীয় প্রেমে অনুপ্রাণিত প্রণয়ের কি এইরূপ শোচনীয় পরিণাম হইবে? অদৃষ্ট কি এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে তাহা-দিগকে পীড়ন করিবে? কি জানি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। বুঝিতে পারিতেছি না এই অভিশপ্ত ট্রিবারউইথ দুর্গের জন্য ভবিষ্যতের গর্ভে আবার কি একটা মহা অমঙ্গল নিহিত আছে। আহা! সরলা বালিকা কত সুখের মোহন ছবি আঁকিতেছে—আশু মিলনের আশায় বিভোর হইয়া আছে—এলড্রেডকে স্বামীত্বে বরণ করিবার জন্য কত প্রকার ঝঞ্ঝা তাহার ক্ষুদ্র বুকখানিতে পাতিয়া লইতেছে। ঈশ্বর না করুন, যদিই এলড্রেডের কোনরূপ অমঙ্গল হয়, তাহা হইলে বালিকা কি বাঁচিবে, হতাশেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বৃদ্ধা পিটারষ্টো বসক্যাসেলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

-:o:-

সেই পাপীয়সী ফরাসী রমণী এলড্রেডকে লইয়া গর্ত্তে পতিত হইয়া ক্রমাগত মৃত্যুর অন্ধকারময় প্রদেশে অগ্রসর হইতে লাগিল। বন্ধুর পর্ব্বতগাত্রে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। মজ্জমান ব্যক্তি যেরূপ সম্মুখে যাহাই দেখিতে পায়, তদ্দ্বারা জীবন রক্ষা করিবার চেষ্টা করে তাহারাও তদ্রূপ কখনও একখণ্ড প্রস্তর ধরিয়া—কখন পর্ব্বতগাত্র-সংলগ্ন একটী গর্ত্ত ধরিয়া প্রাণপণে প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অধিকন্তু প্রস্তরখণ্ড সকল স্থানভ্রষ্ট হইয়া তাহাদের সঙ্গে নিপতিত হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে ফরাসী রমণী একবারের জন্যও এলড্রেডের হস্ত ত্যাগ করে নাই। তাহাকে বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যদিও ফরাসী রমণী দারুণ আঘাতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি সে আসন্ন মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে—মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, তাহা ভুলে নাই। আর ভুলে নাই এলড্রেডের মৃত্যুকামনা। তাহাকে লইয়া মরিতে হইবে, এ সঙ্কল্প তখনও হৃদয়ে জাগরূক ছিল।

এরূপ ভাবে গড়াইয়া যাইতে যাইতে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরে ধাক্কা লাগিয়া তাহারা উভয়ে ছাড়াছাড়ি হইয়া পড়িল। শত চেষ্টা সত্ত্বেও যুবতী এলড্রেডকে আর ধরিতে পারিল না। সেই ধাক্কাতেই যুবতী সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইয়া পড়িল এবং ঠিকরাইয়া গিয়া মাথা নিচু করিয়া গভীর জলে পতিত হইল। সেই আবর্ত্তময় কৃষ্ণবর্ণ গভীর জলরাশি তৎক্ষণাৎ যুবতীকে সশব্দে আলিঙ্গন করিয়া লইল।

কিছুক্ষণ পরে ফরাসী যুবতী জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। তখন তাহার জ্ঞান সঞ্চার হইয়াছিল। যুবতী হাঁপাইতে হাঁপাইতে মুখ উর্দ্ধে তুলিয়া এলড্রেডকে চতুর্দ্দিকে খুঁজিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ আর একটা প্রবল ঢেউ আসিয়া পুনরায় রমণীকে ডুবাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে আবার ভাসিয়া উঠিল এবং একটা তরঙ্গের সঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে তীরের দিকে যাইতে লাগিল।

তাহারই পার্শ্বে—সেই তরঙ্গের সঙ্গে আর একটী পুরুষমূর্ত্তি তীরের দিকে ভাসিয়া যাইতেছিল। যুবতী তাহাকে দেখিতে পাইয়া বড়ই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া বলিল—"এলড্রেড, এইবার তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য। অনেকক্ষণ ধরিয়া তোমাকেই খুঁজিতেছিলাম—এতক্ষণের পর ভগবান তোমাকে মিলাইয়া দিয়াছেন—আর আমার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না।" ইত্যবসরে সেই তরঙ্গে যুবকের হস্তদ্বয় ফরাসী রমণীর গলদেশে বেষ্টিত হইল এবং তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে আর একটা ঢেউ আসিয়া তাহাদিগকে সেই পাহাড়ের পাদদেশে তটভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া দিল।

কিছুক্ষণের জন্য ডোলা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল, সেই পুরুষের বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া

সিক্ত ফেনিল বেলাভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে—চতুর্দ্দিক হইতে দারুণ পুতিগন্ধ বাহির হইতেছে।

তখনও আকাশে পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করিতেছিলেন। নগ্ন নিসর্গ সুন্দরী সর্ব্বাঙ্গে জ্যোৎস্না মাখিয়া নীরবে দণ্ডায়মান ছিল। কোথাও জনমানবের সাড়া শব্দ ছিল না—কেবল সমুদ্র উন্মত্তের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া সেই গভীর নিস্তব্ধতা মথিত করিতেছিল।

সেই শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে যুবতী একবার পার্শ্বস্থ পুরুষের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিল। যাহা দেখিল, তাহাতে যুবতীর মাথা ঘুরিয়া গেল—সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিল—মনে হইল যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে সারা বিশ্ব প্রলয়ের গভীর অন্ধকারে ডুবিয়া গেল—গ্রহ উপগ্রহ সকল কক্ষচ্যুত হইয়া যেন চারিদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিল। দৃষ্টিভ্রম মনে করিয়া যুবতী সাহস সঞ্চয়পূর্ব্বক আর একবার সেই পুরুষের দিকে উন্মত্ত দৃষ্টিতে চাহিল। সর্ব্বনাশ! এ যে সেই দৃশ্য! সেইই হৃদয় বিদারক করুণ দৃশ্য! যাহার তুষার-শীতল বাহু দ্বারা গলদেশ বেষ্টিত রহিয়াছে, সেত এলড্রেড নয়—সে যে তাহার ভ্রাতা ফ্রাঁসোয়া! ফ্রাঁসোয় যেন তাহার বিকট দশন বিস্তার করিয়া খিল খিল করিয়া হাস্য করিতেছে—কোটরগত চক্ষুর্দ্বয়ের দৃষ্টি যেন তাহারই দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে। যুবতী মনে করিল, তবে কি তাহারও মৃত্যু হইয়াছে—সেও কি ফ্রাঁসোয়ার সহিত প্রেতপুরিতে আসিয়াছি—নরকের কি এইরূপ দুর্গন্ধ? যুবতী আর সহ্য করিতে পারিল না, ভয়ে—বিস্ময়ে ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল এবং ফ্রাঁসোয়ার হস্ত হইতে মুক্তি লাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। আর একটা প্রবল ঢেউ আসিয়া সেই মৃত ভ্রাতা ও জীবিত ভগ্নীকে মৃত্যুর কোন্ অন্ধকারময় গর্ভে টানিয়া লইয়া

গেল। কেহ দেখিল না—কেহ শুনিল না—এরূপ ভয়াবহ স্থানে এরূপ নিশীথ রাত্রে—লোক চক্ষুর অন্তরালে—তুইটী ঘৃণিত জীবনের শেষ অঙ্ক এরূপ শোচনীয়ভাবে পরিসমাপ্তি হইয়া গেল।

এলড্রেড ও ডোলা যখন পাহাড়ে গর্ত্তে পতিত হইল, তাহার কিছুক্ষণ পরে উপকূল-রক্ষকদ্বয় তথায় উপস্থিত হইল। দেখিল, এলড্রেড গর্ত্ত মধ্যস্থ একখণ্ড প্রস্তরের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে শোণিত ধারা নির্গত হইতেছে। উপকূল রক্ষকদ্বয় অতি সন্তর্পণে এলড্রেডকে গর্ত্ত হইতে তুলিল এবং তাহাকে ধীরে ধীরে বস-ক্যাসেল হোটেলে লইয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার আসিয়াই এল-ড্রেডকে চিনিতে পারিলেন এবং টিবারউইথ দুর্গে এই সংবাদ প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া এলড্রেডের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। তথাকার অনেকেই জাগরিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং এলড্রেডের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য সকলেই মহাব্যস্ত হইয়া পড়িল—চারিদিকে ছুটাছুটির ব্যাপার পড়িয়া গেল। সেই নিশীথ রাত্রি দিনমানের ন্যায় মনুষ্য-কলোরবে মুখরিত হইয়া উঠিল।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই মিসেস পিটারষ্টো বসক্যাসেল হোটেলে উপস্থিত হইলেন। হোটেল-রক্ষক তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া সকল ঘটনা জ্ঞাত করাইল। কেহ বলিল—"বহু পুণ্য ফলে বর্ত্তমান ডিউক এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছেন। তখন যেরূপ জোয়ার আসিয়াছিল, সেই সময় যদি ইনি একবার সমুদ্রগর্ভে পতিত হইতেন, তাহা হইলে ইহাঁকে কোনরূপে উদ্ধার করা যাইত না। কেহ বলিল, একজন বিদেশিনী

পাগলিনী আসিয়া ইহাঁকে পর্ব্বতগহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছিল। কেহ বলিল সে পাগলিনী নহে—সে একটা প্রেতিনী।

বৃদ্ধা পিটারষ্টো সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলেন, এ প্রেতিনী অন্ত কেহ নহে, স্বয়ং ফরাসী রমণী ডোলা—যাহার পৈশাচিক কাণ্ড—যাহার দানবীয় কার্য্যকলাপ সমস্তটি বারউইথ দুর্গে এখনও প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

বৃদ্ধা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে বিদেশিনী রমণীর কি হইল? তাহার কি কোন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে?"

একজন দুর্গরক্ষক তথায় উপস্থিত ছিল, সে বলিল—"এখনও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আমরা তাহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, তথাপি তাহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই। সম্ভবতঃ সে রমণী সমুদ্রগর্ভে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। যাহাহউক এখনও তাহার সন্ধান চলিতেছে, কিন্তু দিনমান না হইলে বোধ হয় তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে না।"

মিসেস পিটারষ্টো এ সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া হোটেলরক্ষকের সহিত কম্পিতপদে এলড্রেডের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তখনও ডাক্তার এলড্রেডের আহত স্থানগুলি ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিতেছেন।

ক্রমে রাত্রি অবসান হইয়া আসিল। পাণ্ডুবর্ণ চন্দ্রদেব মেঘের মধ্যে ডুবিয়া গেল। ঊষা সমাগমে অন্ধকার রাশি পর্ব্বতগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বালার্ক-কিরণে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যাহারা ডোলার সন্ধানে সমুদ্রতীরে গিয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে তাহারা ডোলার ও ফ্রাঁসোয়ার মৃতদেহ হোটেলের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। সকলে স্তম্ভিত হইয়া দেখিল, তখনও মৃত দেহ দুইটী পরস্পর পরস্পরের বাহু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

সেই বীভৎস দৃশ্য দেখিবার জন্য বহুসংখ্যক লোক তথায় সমবেত হইল। যাহারা সে হৃদয়স্তম্ভনকারী দৃশ্য দেখিল, তাহারা শিহরিয়া উঠিল। সেই ফরাসী রমণীর মুখমণ্ডল এরূপ ভয়াবহ বিকট ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, তাহা দেখিলে অতি বড় নৃশংস ব্যক্তিরও ভীতির উদ্রেক হইত। মৃত্যুর পূর্ব্বে শেষ জ্ঞান সঞ্চার হইবার সময় রমণীর মুখমণ্ডলে যে বীভৎস ভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল, তখনও সে দৃশ্য অন্তর্হিত হয় নাই। তখনও তাহার চক্ষু দুইটা যেন ফাটিয়া বহির্গত হইয়া আসিতেছিল—তখনও দন্ত দ্বারা ওষ্ঠাধর দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ ছিল।

ক্রমে বেলা অধিক হইল। দীর্ঘ সুনিদ্রার পর এলড্রেড জাগরিত হইয়া উঠিল। দেখিল, পার্শ্বেই প্রিয়তমা ভালগার আত্মীয়া পিটারষ্টো উপবিষ্টা। যুবক গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিল। বুঝিল, আহত হওয়ায় সে বসক্যাসেল হোটেলে আনিত হইয়াছে।

এলড্রেডকে জাগরিত দেখিয়া বৃদ্ধা সহাস্তে বলিল—“এলড্রেড, এখন বোধহয় অনেকটা সুস্থ হইয়াছ। যাহাহউক এতদিনে তোমার সমস্ত কষ্টের অবসান হইয়াছে। এতদিনে তোমার দুর্দ্ধর্ষ শত্রুদ্বয় ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। তোমার আর ভয়ের কোন কারণ নাই। সেই দলিলের নকলগুলিও ফ্রাঁসোয়ার দেহ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। এখন শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিয়া উঠ এবং ভালগাকে বিবাহ করিয়া সুখী হও।”

এলড্রেড ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে বলিল—“করুণাময় ঈশ্বরকে শত লক্ষ ধন্যবাদ দিন। তাঁহার কৃপা ব্যতীত কখনও এ যাত্রা রক্ষা পাইতাম না। তাঁহার অপার করুণা, তাই এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি। যখন আমি সমুদ্রগর্ভে পতিত হইলাম—ওঃ, এখনও তাহা স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়,

তখন একবারের জন্যও মনে হয় নাই যে, আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইব। যাক্ আমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য এ কষ্ট ভোগ করিলাম। কিন্তু ডোলার এরূপ মৃত্যুতে আমি বিশেষ দুঃখিত। যদি সে আরও কিছুদিন জীবিত থাকিত, তাহা হইলে দারুণ অনুশোচনায় বোধ হয় তাহার মতি গতি ফিরিয়া যাইতে পারিত।"

বৃদ্ধা বলিল—"না এলড্রেড, তুমি ভুল বুঝিয়াছ, আমি ঐ রমণীর সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, ঐ রমণী শোকবস্ত্র পরিধান করিয়া গত কার্য্যের জন্য কখন অনুতাপ করিত না বা ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া অবশিষ্ট জীবন ঈশ্বর আরাধনায় অতিবাহিত করিত না। ডোলা সেরূপ প্রকৃতির রমণীই নয়।"

এলড্রেড একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"সে কথা বলা অসম্ভব? ঈশ্বর কৃপায় সকলই হয়। আজ যে মহাপাপী কাল সে মহা ধার্ম্মিক হইতে পারে—আর ধার্ম্মিক ব্যক্তিও পরে মহা পাপী হইয়া যায়। বিশেষতঃ ফরাসী রমণী ডোলা জীবনে যে কষ্ট পাইয়াছে—যে বিপদে পড়িয়াছে, তাহাতে আর সে কখনও পাপ কার্য্য করিতে সাহস করিত না।"

পিটারষ্টো বলিলেন—"যাক ও কথা ছাড়িয়া দাও। এখন মঙ্গলময় ঈশ্বরের কৃপায় শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিয়া উঠ। সমস্ত দেশের লোক তোমার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। ভালগা আশা পথ চাহিয়া বসিয়া আছে—উৎকণ্ঠিত ভাবে দিন গণনা করিতেছে। বালিকাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিয়া নিজে চিরসুখী হও—তাহাকেও চিরসুখী কর। আবার নিজের স্বাধীকার গ্রহণ করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন কর। আর ত তোমার কোন কলঙ্ক নাই।"

বৃদ্ধা পিটারষ্টোর কথার উত্তরে যুবক একটু হাস্য করিল মাত্র।

যুবককে অনেকটা সুস্থ দেখিয়া বৃদ্ধা ভালগার বর্ত্তমান অবস্থা জ্ঞাত করাইল। বালিকা অজ্ঞাত আশঙ্কায় হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়াছে সংবাদ শুনিয়া এলড্রেড অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তৎপরে চিকিৎসকের অনুমতিক্রমে সেই দিনই বৃদ্ধা পিটারষ্টোর সহিত ট্রিবারউইথে চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে ভালগার চৈতন্য সম্পাদিত হইয়াছিল। এক্ষণে এলড্রেডকে দেখিয়া এবং ফরাসী রমণীর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া বালিকা আশ্বস্ত হইল। সেই দিন হইতে ভালগাকে আর কোনরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিতে হয় নাই।

ক্রমে তাহারা উভয়ে বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল। এক শুভদিনে—আনন্দ কোলাহলের মধ্যে তাহাদের শুভ-পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। সেইদিন ট্রিবারউইথ দুর্গ আবার আলোকমালায় উজ্জ্বল ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

বহুদিনের পর এলড্রেড আবার নিজের স্বাধীকার লাভ করিয়া আকাঙ্ক্ষিত প্রেমবিমুগ্ধ ভালগা সুন্দরীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া একে একে অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনা—সমস্ত কষ্ট বিস্মৃত হইল—আর বিস্মৃত হইল ভায়না নগরীর সেই অভিশপ্ত—অনুতপ্ত মুহূর্ত্ত, যে মুহূর্ত্তে এলড্রেড নিজের অসংযত ওষ্ঠ ফরাসী রমণীর বিষাক্ত ওষ্ঠে স্থাপন করিয়াছিল।

সম্পূর্ণ।